আমাদের লুর্দের কর্ত্তৃর ইতিহাস।

HISTORY OF

OUR LADY OF LOURDES

চন্দননগরের পুরোহিত

পিতা এচ, এম, বোতেরো প্রণীত।

এবং

যে. এন, মিত্র কর্ত্তৃক সংশোধিত।

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CATHOLIC ORPHAN PRESS.

1895

মূল্য [illegible] আনা।

আমাদের লূর্দের কর্ত্রী

অথবা

আমাদের লূর্দ মাতা।

কুমারী বার্ণাদেত্তার অলৌকিক

দর্শনের ইতিহাস।

বিদেশীয় মিশন সমাজের পুরোহিত

পিতা হু, মা, বোতেরো প্রণীত

চন্দননগর।

এবং

যে, এন, মিত্র কর্ত্তৃক সংশোধিত।

কলিকাতা

কাথলিক অনাথ ছাপাখানায় মুদ্রিত।

৪ নং পর্তুগিজ চর্চ্চ ষ্ট্রীট্, মূরগীহাটা।

১৮৯৫।

[মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র।]

PRINTED AND PUBLISHED BY C. GOUBERT AT THE CATHOLIC ORPHAN PRESS,
4 PORTUGUESE CHURCH STREET, CALCUTTA

Imprimatur.

✠ JOSEPH ADOLPHUS GANDY.

Archiepiscopus Pudicheriensis.

PONDICHERRY,
The 28*th* *April*, 1895.

করার পত্র

পবিত্র পাপা অষ্টম উরবানের আদেশানুসারে আমি এই করার পত্রে প্রকাশ করিতেছি যে :—

এই গ্রন্থে আমি যে সকল অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি, সে সকল মানুষিক সাক্ষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে মাত্র ; এজন্য পবিত্র মণ্ডলীর ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষায় যিনি অভ্রান্ত, সেই রোমের মহাগুরু যখন এই বৃত্তান্তের সম্বন্ধে শেষ নিষ্পত্তি করিবেন তখন আমি পরম নম্রতা সহকারে তাঁহার আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইব। ইতি

সহর চন্দননগর
১লা মে, ১৮৯৫ সাল।

H. M. Bottero.

ভূমিকা।

যে সর্প বাক-চাতুরী দ্বারা আমাদের আদি পিতামাতাকে প্রতারণা করিয়াছিল, পরমেশ্বর তাহাকে অভিশাপ দিয়া কহিয়াছিলেন, "আমি তোতে ও নারীতে, এবং তোর বীজে ও তাহার বীজে শত্রুতা জন্মাইয়া দিব : ইনি তোর মস্তক চূর্ণ করিবে"। ধর্ম-শাস্ত্রের আদি-কাণ্ড ৩।১৫। পবিত্র মণ্ডলীর পণ্ডিতেরা বলেন যে জগদীশ্বর ধন্যা মারীয়াকেই কেবল লক্ষ্য করিয়া ইহা বলিয়াছিলেন : এই শাস্ত্রীয় বচন অন্য কোন নারীর প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ সাধ্বী কুমারী যে কেবল আদি পাপ বিনা গর্ভজাত হইয়াছিলেন—শুদ্ধ তাহা নহে; তিনি যে কেবল তাঁহার জীবিত অবস্থায় সামান্য দোষেরও অপরাধী ছিলেন না;—শুদ্ধ তাহা নহে; তিনি যে কেবল সম্পূর্ণ পবিত্রতায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন—শুদ্ধ তাহাও নহে; তিনি যে কেবল সশরীরে স্বর্গে নীত হইয়াছেন—শুদ্ধ তাহাও নহে; কিন্তু দুরাত্মা শয়তান যে কোন সময়ে ও যে কোন রকমে মনুষ্য-জাতির ক্ষতি করিতে চেষ্টা করে; তৎকালেই এই স্বর্গের রাণী স্বয়ং দুর্বল মনুষ্যকে অলৌকিকভাবে রক্ষা করিতে অগ্রসর হন। পবিত্র মণ্ডলীর ইতিহাস পাঠে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইদানীং, বোধ হয়, নরকস্থিত দুরাত্মাগণ পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকারে মনুষ্যদিগের উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হইয়াছে। বাস্তবিক, হে পাঠক, এই ভূমণ্ডলের চতুর্দিকে একবার নেত্রপাত কর, দেখিবে হিংস্র নৃপতিগণ, রাজ-পুত্রগণ, দল-পতিগণ, অপ্রকৃত পণ্ডিতগণ প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা একত্রিত হইয়া শঠতা দ্বারাই হউক বা বল দ্বারাই হউক যীশু খ্রীষ্টের

নিষ্কলঙ্ক পত্নী যে পবিত্র মণ্ডলী তাহার উচ্ছেদ ও খ্রীষ্টীয়ানদিগের হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে ধর্মলতা উৎপাঠনার্থে নিপুণ ষড়যন্ত্র করিতেছে। ফলতঃ দিক্-ভ্রান্ত নাবিকেরা বিপথগামী হইয়া যেমন অতল সাগর গর্ভে বিনষ্ট হয়, তেমনি বেশ্যার মত কঠিন-হৃদয় কয়েক জন সত্য ধর্মাবলম্বীরাও কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কারের বশীভুত ও বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হইয়া উৎসন্ন যাইতেছে।

রাজাদের কুরীতি, কুনীতি ও কুৎসিৎ আচার ব্যবহার দর্শনে, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের প্রজারাও, ভ্রমে নিমগ্ন ও ধর্ম-বিবর্জিত হইয়া, ঈশ্বর ও শাসনকর্তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় ও আবহমান কাল হইতে প্রচলিত সমস্ত সামাজিক প্রণালী বিশৃঙ্খল করিতে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ, কদলী বৃক্ষের শিকড় হইতে যেমন আপনা-আপনি অনেক তেউড় উৎপন্ন হয়, তেমনি পাপ বৃক্ষের শিকড় জগতময় বিস্তৃত হওয়ায়, তাহা হইতে সংসারে দুষ্কর্মেরও বৃদ্ধি পায়।

জগতে এই সকল কদাচার বিস্তৃত হইতেছে দেখিয়া দেব-মাতা লুর্দ নগরের পর্বত গহ্বরে অষ্টাদশবার আবির্ভূত হইয়া অসৎ উপ-দেশের পরিবর্তে সদোপদেশ দিয়া, যেমন একটী কাঁটা অন্য কাঁটাকে বাহির করে, তেমনি খ্রীষ্টীয়ানদিগের অমঙ্গলের ঔষধ, অসংখ্য কৃপা, বর্ষণ করিয়া অবিশ্বাস ও পাপের চারা নিপাত করিতেছেন।

বঙ্গীয় জন সমাজের হিতার্থে, নির্মল সাধ্বী কুমারীর প্রতি, যাহাতে খ্রীষ্টীয়ানদিগের ভক্তি বৃদ্ধি হয় ও হিন্দু মুসলমানদিগের ভক্তি জন্মে, তজ্জন্য লুর্দ-নগরে ধন্যা মারীয়ার অলৌকিক আবি-র্ভাবের বর্ণনা করিতে আমরা মানস করিয়াছি। সহৃদয় পাঠকগণ প্রীতি সহকারে ইহা পাঠ করিলে, আমরা কৃতার্থ হইব।

লূর্দ সহর।
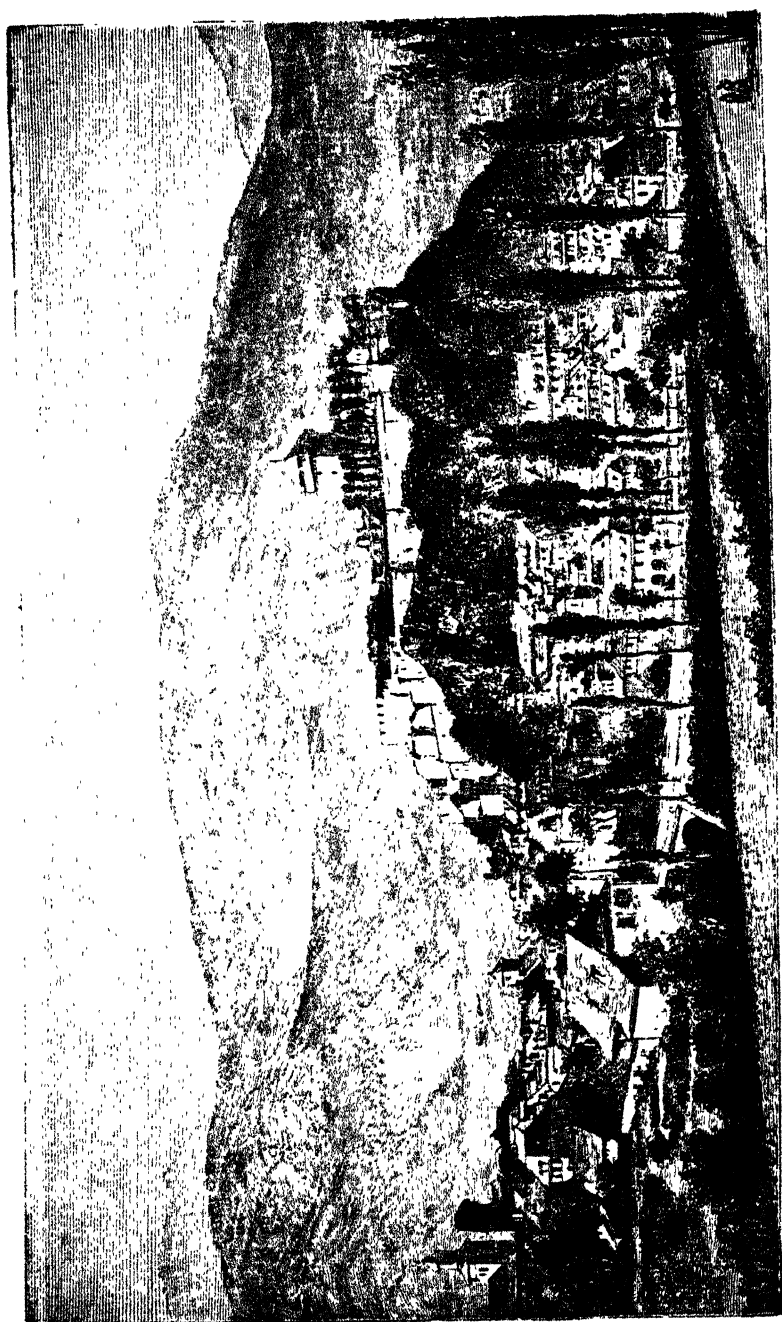
আমাদের লুর্দের কর্ত্রী

প্রথম কাণ্ড।

লুর্দের প্রাচীন অবস্থা—কুমারী বার্ণাদেত্তার জন্ম ও বর্দ্ধন—স্বর্গের রাণীর ১৮বার আবির্ভাব—মেষ পালিকার প্রতি তিনি সুপ্রসন্না ও আবির্ভাবের বৃত্তান্ত

"এমন সময়ে অকস্মাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর শব্দবৎ একটা শব্দ হইল"।

প্রেরিতদের ক্রিয়া ২।২।

য়ুরোপে ফ্রান্স নামে এক দেশ আছে। এই দেশ জল-বায়ু ও ভূমির উর্ব্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ এবং ফ্রান্সবাসীরা স্বভাবতঃই সৎগুণান্বিত বলিয়া খ্যাত। এই দেশের দক্ষিণাংশে, উচ্চ পিরেণের এলাকাধীন তার্ব জেলায় লুর্দ নগর অবস্থিত। নগরের মধ্যস্থলে এক কিল্লা ও তৎপার্শ্বে পুষ্প-হারের ন্যায় গাভ নাম্নী নদী প্রবাহিত আছে। সুগঠিত লুর্দ নগরের প্রান্ত ভাগে উপবনের ন্যায় ফল ফুলে সুশোভিত ক্ষেত্র সকল ও সুদূরে তুষরাবৃত, মেঘভেদী

পিরেণে পর্ব্বত আছে। ইহার চতুর্দিক সন্দর্শন করিলে, বোধ হয় যেন সমুদায় তার্ব অঞ্চল পর্ব্বত ও উপত্যকায় পরিপূর্ণ।

লুর্দ নগরের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে পুরাকালে এই ক্ষুদ্র সহরটী ধন্যা মারীয়ার নিকট উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। তদনন্তর ফ্রান্সদেশের সম্রাট্ শার্লমাইনের রাজত্বকালে একদা আরবীয় মুসলমানগণ আসিয়া লুর্দের দুর্গ বেষ্টন ও হস্তগত করে এবং তাহাদের সেনাপতি মিরাট তাহা অধিকার করিয়া বসে। তাহাতে রণ কৌশল নিপুণ সম্রাট শার্লমাইন দুর্বৃত্ত যবনের ইত্যাকার অসম সাহসিক দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিবার জন্য অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। উভয় দলের ঘোর সংগ্রামে বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত ও তাহাদের রুধিরে রণ-ভূমি প্লাবিত হইয়া যায়। যুদ্ধ-কালে সৈন্যাধ্যক্ষ মিরাটের মন পরিবর্ত্তিত হয়: এক অলৌকিক বস্তু দর্শনে তিনি বুঝিতে পারেন যে মুসলমান ধর্ম্মের মত মিথ্যা ও কাথলিক ধর্ম্মই সত্য; তাহাতে মিরাট নিজের ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম গ্রহণ করেন ও সম্রাট্ শার্লমাইনের সহিত এই করারে সন্ধি স্থাপন করেন যে তিনি লুর্দ নগর ও উহার মধ্যবর্ত্তী দুর্গ সম্রাটের অনুমতি অনুসারে ইজারার মত স্বহস্তে রাখিবেন আর উহার রাজকর উভয় সম্মতিতে স্বর্গের রাণীকে দিবেন।

এস্থলে লুর্দ নগরের আদ্যোপান্ত পুরাবৃত্ত বর্ণনা করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই; তবে সংক্ষেপে যাহা কিছু বলিলাম, তাহা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে উহাকে "মারীয়াপুর" আখ্যা দিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে ধন্যা মারীয়া তথায় যে সকল অলৌকিক দর্শন দ্বারা ভুবন-বিখ্যাত "আমাদের লুর্দের কর্ত্তৃ" নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাহারই বিবরণ আবৃত্তি করিব। প্রিয় পাঠকগণ, ভক্তি সহকারে তাহা পাঠ কর।

পুরাকালের প্রথা অনুসারে লুর্দ নগরে মহোপবাসের পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার মহা উৎসবের দিন; এই দিনে নগর বাসিন্দেরা নানা প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করে ও আমোদ প্রমোদে আনক্ত হয়। প্রতি গৃহই আনন্দ-লহরীতে পরিপূর্ণ। আমরা যে বৃহস্পতিবারের কথা কহিতেছি, তাহা সন ১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ই তারিখে। আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বাতাসের লেশ মাত্র নাই, মধ্যে মধ্যে গুঁড়ী গুঁড়ী বৃষ্টি পড়িতেছে। নগর বাসিন্দের মধ্যে সুবিরুর গৃহেই কিছুমাত্র আনন্দের চিহ্ন দেখা যাই নাই, কারণ তাহার কোন দ্রব্যের সংস্থান ছিল না। সুবিরু অত্যন্ত দরিদ্র ও নিকৃষ্ট কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত বটে, কিন্তু অতিশয় সৎ ও সরল লোক ছিল, নগর বাসিন্দের প্রায় প্রত্যেকেই তাহাকে স্নেহ করিত। ইনি লুইজা নাম্নী এক উৎকৃষ্টা কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া, যখন উভয়ে সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, তখন তাহাদের দুইটী কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। তম্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম বার্ণাদেত্তা। বার্ণাদেত্তার জন্মগ্রহণের পর তাহার জননী পীড়িতা হন ও প্রাণতোষিনী কন্যাকে স্তন পান করাইতে না পারায়, তাহার লালন পালনের জন্য বার্ত্রেস গ্রামের এক পরিচিতা ধাত্রীর নিকট রাখিয়া আসেন। তথায় বার্ণাদেত্তা বনলতার ন্যায় ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিতা হইয়া উঠিলে ও তাহার জ্ঞানোদয় হইলে, সে গৃহ কর্ম করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন করিত ও মাঠে গরু ও মেষপাল চরাইতে যাইত। বার্ণাদেত্তা প্রাতঃকালে মাঠে গরু ও মেষপাল ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত দিন ঐশিক ধ্যানে মগ্ন হইয়া নিয়ত প্রার্থনা করিত ও মধ্যে মধ্যে ছাগল ছানার ন্যায় উৎফুল্ল অন্তঃকরণে লম্ফ ঝম্ফ দিয়া খেলিয়া বেড়াইত। যদিও সে ক্ষুদ্র ধর্মশাস্ত্র অবধিও ভাল করিয়া জানিত না,

তথাপি যাহা ভাল তাহাতেই নিবিষ্টমনা হইত। এই বালিকা প্রত্যহ নিবিষ্টচিত্তে ধন্যা মারীয়ার নিকট অনেকবার জপমালার প্রার্থনা বলিত ও নম্রতা, সাধুতা, সহিষ্ণুতা, ধীরতা প্রভৃতি পুণ্যে ভূষিতা ছিল, শুচিতার বিরুদ্ধে কোন দোষ তাহার স্বপ্নেও জানিত না। পুষ্করিণীর চতুর্দিকস্থ বৃক্ষাদির প্রতিচ্ছায়া উহার জলের মধ্যে পতিত হইলে যেমন দেখা যায়, তেমনি সত্য ধর্মের পুণ্য সকল এই বালিকার হৃদয় সরোবরে প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যাইত। আমাদের ইতিবৃত্তের আরম্ভ কালে বার্ণাদেত্তার বয়ঃক্রম প্রায় চৌদ্দ বৎসর। এক পক্ষ গত হইল, বার্ত্রেস গ্রামের এই মেষ-পালিকা ধাত্রীর নিকট হইতে নিজ পিত্রালয়ে প্রত্যাগত হইয়াছে। তাহার হাঁপানী রোগ থাকায়, সে সর্বদাই ক্ষীণ ও খর্বাকার ছিল। তাহার পিতামাতা দরিদ্র হওয়ায়, অঙ্গ-রক্ষিণী ব্যতীত তাহার অঙ্গে আর কোন অলঙ্কার ছিল না; তথাপি পরিষ্কার দর্পণে সূর্যের রশ্মি পড়িলে তাহা যেমন ঝিক্‌মিক্ করে, তেমনি বার্ণাদেত্তার হৃদয় সূর্য্য হইতে ঐশিক প্রেমাগ্নির শিখা নির্গত হইয়া তাহার চন্দ্রানন সমুজ্জ্বল করিত।

সে যাহা হউক, এক্ষণে পূর্বোক্ত সন ১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ই তারিখে লুর্দ নগরের বাসিন্দেরা যখন আমোদ প্রমোদে উদ্যোগী হইতেছিল, তখন ফ্রাঞ্চিশ স্থবিরুর গৃহে কোন দ্রব্যেরই আয়োজন ছিল না, এমন কি সামান্য রন্ধনের দ্রব্যাদি পাক করিবার কাষ্ঠেরও অকুলান পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া তাহার স্ত্রী কনিষ্ঠা কন্যাকে ডাকিয়া বলিল: মারীয়া, আজ রান্ধিবার কাঠ নাই, গাভ নদীর চড়ায় কাঠ পড়িয়া আছে, তুমি তাহা কুড়াইয়া আন। ইহা শুনিয়া বার্ণাদেত্তা জননীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল: মা, বোনের সঙ্গে আমিও কি যাইতে পারি? আমার বেড়াইবার বড় সাধ আছে, যদি আপনি অনুমতি

দেন, তাহা হইলে আমি যাই: দেখিবেন আপনার জন্য আমি কত কাঠ আনি।

বার্ণাদেত্তার প্রস্তাবে জননী সম্মত হইল না, বলিল: বাছা, আজ বড় কণ্‌কণে শীত, তোমার শরীর ভাল নয়, তাতে আবার তুমি বড় কাশ, তোমার বাহিরে যাওয়া উচিত নয়।

এই কথা বলিতে বলিতে, প্রতিবাসীদের যোয়ান্না আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তাহার বয়স পনের বৎসর। যোয়ান্নারও কাঠ কুড়াইতে যাইবার ইচ্ছা, এজন্য সেও বার্ণাদেত্তাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য তাহার জননীর নিকট কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। তাহাদের সকলের একান্ত জেদ দেখিয়া, অবশেষে জননী বার্ণাদেত্তাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পাইয়া, বার্ণাদেত্তা তাহার দুইজন সঙ্গিনীর সহিত বাটী হইতে প্রস্থান করিল ও নগর ছাড়াইয়া, সাঁকো পার হইয়া গাভ নদীর বাম ধারের চড়ায় যে সকল কাঠ পড়িয়াছিল তাহা কুড়াইতে লাগিল। কাঠ কুড়াইয়া যাইতে যাইতে, যোয়ান্না ও মারীয়া বার্ণাদেত্তাকে কিছু পেছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। তাহারা দুইজনে অগ্রসর হইয়া যাইতে যাইতে গাভ নদী হইতে নিসৃত যে এক খাল ছিল তাহা পার হইয়া গেল ও অপর পারে গিয়া বলিল "এই জল ভারি ঠাণ্ডা"। ঠাণ্ডা জলের কথা শুনিয়া বার্ণাদেত্তা খাল পার হইতে ভয় খাইল ও সঙ্গিনীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল "স্রোতের মধ্যে গোটাকতক পাথর ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে আমি শুকনা পায়ে খাল পার হইতে পারিব"। ইহাতে যোয়ান্না তাহাকে বলিল "আমাদের মত করনা, খালি পায়ে পার হওনা"। এই কথা বলিয়া কাঠ কুড়ানী দুইজন পুনরায় তাহাদের কর্মে নিযুক্ত হইল ও কাঠগুলি একত্রে সাজাইয়া আটি বাঁধিতে লাগিল। এদিকে বার্ণাদেত্তাও, যোয়ান্নার কথামত,

খাল পার হইবার জন্য, তত্রস্থ এক প্রস্তর খণ্ডের উপর ভর দিয়া তাহার পায়ের জুতা খুলিতে আরম্ভ করিল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর! ত্রিকাল প্রার্থনার সময়। পিরেনে অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে যে সকল মন্দির ছিল উহাদের চূড়া হইতে ঘণ্টা বাজিল। পুণ্যবতী বার্ণাদেত্তা মন্দিরের ঘণ্টা বাজিতেছে শুনিয়া জানু পাতিয়া দূত-সম্বাদ* বলিল ও তৎপরে খাল পার হইবার জন্য তাহার পায়ের জুতা খুলিতে লাগিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ আকাশ হইতে অনিবার্য্য বেগে প্রচণ্ড বায়ুর শব্দবৎ সোঁ সোঁ শব্দ হইতেছে শুনিয়া বার্ণাদেত্তা চমকিয়া উঠিল, ভাবিল ঝট্‌কা আসিতেছে, তাহার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, দেখিল তথায় কিছুমাত্র বাতাস নাই, গাভ নদীর ধারে ধারে যে সকল গাছ ছিল উহাদের পাতগুলি এক ভাবেই রহিয়াছে, কিছুমাত্র নড়িতেছে না। সমস্ত প্রকৃতি একেবারে নিস্পন্দ। প্রকৃতির এই বিকৃত ভাব দর্শনে বার্ণাদেত্তা অবাক হইয়া মনে মনে করিল "আমার ভুল হইয়া থাকিবে"।

এবং শব্দের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সন্দিগ্ধচিত্তে পুনরায় পায়ের জুতা খুলিতে লাগিল।

সেই মুহূর্ত্তে আবার হঠাৎ সেই রূপ অসাধারণ বেগে অশ্রুত পূর্ব্ব বায়ুর শব্দ শুনিতে পাইল।

---

* কাথলিক মণ্ডলীতে দূত-সম্বাদ নামক প্রার্থনাটী অতীব মনোহর। লাতিন ভাষায় ইহাকে আনজেলুস বলে। যেহেতু আমাদের অঙ্গীকৃত ত্রাণকর্ত্তার অবতারের শুভ সংবাদ স্বর্গের প্রধান দূত গাব্রিএল কুমারী মারীয়াকে দেন ও সেই মুহূর্ত্তে অনাদি বাক্য ঈশ্বর, মারীয়ার সম্মতিতে, তাঁহার উদরে মাংস হন। এই চিরস্মরণীয় অদ্ভুত ঘটনা মনুষ্য-জাতির হৃদয়ে নিয়ত জাগরুক রাখিবার জন্য, কাথলিক মণ্ডলীর মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ৩বার করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া থাকে ও কাথলিকগণ উক্ত তিন সময়ে দূত-সম্বাদ বলিয়া থাকে।

ইহাতে বার্ণাদেত্তা বড়ই ভীতা হইল ও এ আবার কি বলিয়া মুখ তুলিয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে মাসাবিএল* গহ্বরে নেত্রপাত করিবামাত্র দেখিতে পাইল তন্মধ্যে যেন দেবী মূর্ত্তির ন্যায় এক অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী কুমারী দণ্ডায়মান আছেন। এই দিব্য দর্শনে যুবতী আহা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল ও বায়ু বেগে আন্দোলিত বৃক্ষ-পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ও বন-লতার ন্যায় হেলিতে দুলিতে জানু পাতিয়া জপ করিতে লাগিল। যেমন বিদ্যুৎ, সুশোভিণী যুবতী-মূর্ত্তি ধারণ করিলে, সহস্র সহস্র তারাবলীর মধ্যে দীপ্তাঙ্গ হয়; তেমনি সেই দিব্য-দর্শনের সুধাময় মূর্ত্তি সহস্র সহস্র কিরণে পরিবেষ্টিত হইয়া অতুলনীয় শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার বিকশিত জ্যোতি দর্শনে, চক্ষু ক্ষরিয়া যায় না, বরং উত্তরোত্তর নয়ন-তৃপ্তি-কর বলিয়া বোধ হয়। অক্ষয় কান্তি, প্রসন্নতা ও অপূর্ব্ব মহিমায়, দর্শন-দায়িনীর বদন-মণ্ডল ঢল ঢল করিতেছে, তাঁহার কমল-পত্রাক্ষি যুগল দুইটী কৃপা-সরোবর তুল্য; সংক্ষেপে বলিতে গেলে, স্বর্গ ও পৃথিবীতে যত কিছু সুন্দর সুন্দর পদার্থ আছে, তৎসমুদায়ের সমষ্টি ঐ দিব্য-দর্শনে দৃষ্টি-গোচর হয়। জানি না কেমন করিয়া এই হৃদয়-মুগ্ধকর, অনুপমা দেবীর পরিচ্ছদ বর্ণনা করিব, কারণ পদ্ম ও হিম অপেক্ষাও শুভ্র তাঁহার পরিধান বস্ত্রাদি মনুষ্য-রচিত নহে; তবে স্বর্গের দূতগণ যদি সূর্য্যের কিরণ ও দিব্য মণি মাণিক্যের সুতা করিয়া তাহা বুনিয়া থাকেন বলিতে পারি না। তাঁহার

---

*মাসাবিএল শব্দের অর্থ পুরাতন প্রস্তর; ইহা লুর্দ নগরের নিকটবর্ত্তী এক শৈলের নাম। এই শৈলের নিম্ন-দেশে এক অকৃত্রিম গুহা আছে এবং ঐ গুহার উপরে আর এক গহ্বর। এই গহ্বর বা গর্ত্তের (Grotto) নাম মাসাবিএলের গহ্বর। এজন্য এই শৈলের গহ্বরে আবির্ভাব হইয়া যিনি বার্ণাদেত্তাকে দর্শন দেন তাঁহাকে শৈল-রাণী বলিতে পারা যায়।

পশ্চাদ্ভাগ মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত শ্বেতাম্বর, তাঁহার কোটী দেশে, সুরঞ্জিত জলধনুকের ন্যায়, এক নীলবর্ণ কোমর বন্ধনী বিরাজিত আছে। অনুপমা কান্তি, তেজময় সৌন্দর্য্য ও গৌরবের অলঙ্কার এক ক্রুশ ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন ভুষণ ছিল না। দর্শন-দায়িণীর কর-কমলে একটী জপমালা লম্বিত আছে, তিনি দুগ্ধ বিম্ব সদৃশ উহার এক একটী গুটিকা ঘুরাইয়া২ জপ করিতেছেন ও গোলাপ ফুলে শোভিত পাদপদ্মে কাট গোলাপের এক লতা মাড়াইয়া আছেন।

অকস্মাৎ এবম্বিধ অলৌকিক দর্শনে প্রথমে বার্ণাদেত্তার ভয় হইয়াছিল, কিন্তু দর্শন-দায়িণী ক্রুশের চিহ্ন করিয়া যখন সহাস্য বদনে তাহাকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, তখন কন্যা-রত্ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে, চন্দ্র দর্শনে যেমন সমুদ্র উত্থিত হয়, তেমনি আনন্দে স্ফীত হইয়া গাঢ় ভক্তি সহকারে প্রার্থনায় মগ্ন হইল। প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতে দিব্য দর্শন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এই সকল ঘটনা প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইয়াছিল। দৈব-দর্শন অন্তর্হিত হইলে যেমন সুষুপ্ত ব্যক্তি নিদ্রা-ভঙ্গের পর স্বপ্ন-অবস্থার দ্রব্য অন্বেষণ করিতে যায়, তেমনি বার্ণাদেত্তা চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু রগড়াইয়া পুনরায় গহ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; কিন্তু পূর্ব্বের মত ঐ গহ্বরে কিছুই নাই, দেখিয়া, হতভাগিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কান্দিতে লাগিল।

অনন্তর সে পায়ের জুতা ও মোজা খুলিয়া, খাল পার হইয়া, অপর দুই সঙ্গিনীর সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল: "হে ভগিনীগণ! তোমরা কি ঐ গহ্বরে কিছু দেখিয়াছ?" ইহা শ্রবণে সঙ্গিনীদ্বয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উত্তর করিল: "কৈ আমরা তো কিছুই দেখি নাই; তুমি কি দেখি-

য়াছ বল দেখি"। এইরূপ যতবারই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল; ততবারই ঐ কন্যারত্ন মৌনী হইয়া রহিল। তৎপরে তাহারা যে সকল কাষ্ঠ কুড়াইয়াছিল, উহার তিনটী আটী করিয়া স্ব স্ব মস্তকে লইয়া, তিন জনে গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে, বার্ণাদেত্তা কি দেখিয়াছে তাহা শুনিবার জন্য, মারীয়া ও যোয়ান্না তাহাকে পুনঃ২ জেদ করিতে লাগিল। পরিশেষে বার্ণাদেত্তা তাহাদের অনুরোধ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে না পারিয়া, গহ্বরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই তাহাদের নিকট প্রকাশ করিল ও শেষে কহিল: "দেখিও যেন তোমরা এই সব কথা আর কাহার নিকট ব্যক্ত করিও না"। বার্ণাদেত্তার এইরূপ অলৌকিক দর্শন বিবরণ শুনিয়া, মারীয়া ও যোয়ান্না অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহাকে বলিল: ভগিনী, তুমি আর ওখানে যাইও না, হয়ত উহা ভুত।

গৃহে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, কনিষ্ঠা কন্যা মারীয়া, বার্ণাদেত্তা যে সকল কথা গোপনে রাখিতে বলিয়াছিল, সে সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার মাতার নিকট বর্ণনা করিয়া ফেলিল। জননী বার্ণাদেত্তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "বল দেখি তুমি কি গল্প তোমার বোনের নিকট করিয়াছ"? বার্ণাদেত্তা বলিল: "মা, আমি যাহা বলিয়াছি তাহার সবই সত্য" বলিয়া গহ্বরে যাহা যাহা দেখিয়াছিল, তাহার আদ্যোপান্ত মাতার নিকট বর্ণনা করিল। কন্যার অলৌকিক দর্শনের বৃত্তান্ত শুনিয়া; জননীর মনে যে কি ভাবের উদয় হইল তাহা বলিতে পারি না, তবে তিনি কন্যাকে সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাকে কহিলেন: চুপ কর, উন্মাদিনী, তুমি জান না, তুমি কি বলিতেছ, ইহাতে বার্ণাদেত্তার প্রাণে বড় আঘাত লাগিলেও নম্রতার সহিত তাহার জননীকে "আচ্ছা মা," বলিয়া সে নীরব হইল।

অতঃপর ঐ অলৌকিক দর্শনের বিষয় ভুলিয়া যাইবার জন্য, কন্যা-রত্ন নানাবিধ চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কোন মতেই তাহা সফল হইল না; বরং, ছায়া যেমন লোকের সঙ্গে২ যায়, তেমনি দর্শনের চিন্তাও তাহার মনেতে লাগিয়া রহিল,—কোন-মতেই তাহার মন হইতে দূরীভুত হইল না। দর্শন-দায়িণীর কটাক্ষ-পাত বার্ণাদেত্তার হৃদয়ে তীক্ষ্ণ বাণ স্বরূপ বিদ্ধ রহিয়াছে। সে কেবল মনে মনে ভাবিত: আর একবার যদি আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই, আমার জন্ম সার্থক হয়, আমার দুঃখ ও ক্লেশ মোচন হয়, ও আমি সুখে মরিতে পাই। সুলোচনা বালিকা এই রূপ দুঃখিত মনে দুই দিবস অতিবাহিত করিল।

তৃতীয় দিবস, রবিবারের প্রাতঃকাল, সূর্য্যোদয়ে পুষ্প সকল প্রস্ফুটীত হইতেছে, পক্ষী সকল গান করিতেছে, মধু-মক্ষিকা-গণ গুণ গুণ শব্দে মধু আহরণে যাইতেছে ও ধার্মিক মনুষ্যগণ ঈশ্বরের স্তুতি করিতেছে, তৎসময়ে বার্ণাদেত্তাও গাত্রোত্থান করিয়া ও প্রাতঃকালের প্রার্থনা বলিয়া সানন্দে মিসা শুনিতে মন্দিরে গেল। মিসার পর, গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিতে২, পথিমধ্যে মাসাবিএলের গহ্বর দেখিবার জন্য তাহার একান্ত ইচ্ছা জন্মিল। কি করে, মাতৃ-আজ্ঞা, জননী তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন; বার্ণাদেত্তা জননীর অনুমতি বিনা তথায় যাইতে কোন মতে সাহস করিতে পারে না, এজন্য বাটী পৌঁছিয়া, বোয়াম্না, মারীয়া ও আর দুই জন সঙ্গীকে ডাকিয়া বলিল: "দেখ, মারীয়া ও সখীগণ, আমার দর্শনের স্থান পুনর্ব্বার দেখিতে মনে বড় বাসনা হইয়াছে; তোমরা সকলে আমার জননীর নিকট গিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া আইস।" সহচরীগণ ইহাতে সম্মত হইয়া বলিল: "আমরা তোমার সহিত যাব, কিন্তু তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা ভুত না আর কিছু, এ বিষয়ে আমাদের মনে

সন্দেহ আছে ; এজন্য পুনরায় গহ্বরে যাইতে হইলে, পবিত্র জল আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইব।” আচ্ছা, তাহাই করিও, বলিয়া বার্ণাদেত্তা আহারের পর কন্যাগণের সহিত মায়ের নিকট গিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া গহ্বরে যাইবার জন্য তাঁহার অনুমতি লইল। বার্ণাদেত্তা মাতার নিকট হইতে অনুমতি পাইয়া সহচরীগণের সহিত একত্রে মাসাবিএলের গহ্বরাভিমুখে চলিয়া গেল।

গহ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়া, জানু পাতিয়া জপ করিতে করিতে, সঙ্গিনীগণ দেখিতে পাইল : হঠাৎ বার্ণাদেত্তার মুখশ্রী পুষ্পের ন্যায় প্রফুল্লিত হইয়া রত্ন-কান্তি-সম বিরাজিত হইয়াছে। ইহা দেখিবামাত্র একজন সহচরী জল কুম্ভ লইয়া দর্শিকার হস্তে দিয়া দর্শনের প্রতি পবিত্র জল ছিটাইতে বলিল। দর্শিকা সেই বারি কুম্ভ হইতে পবিত্র জল লইয়া, তৎকালে যাঁহার দর্শন পাইয়াছিল তাঁহার প্রতি জল সেচন করিতে লাগিল। পবিত্র জল স্পর্শ করিতে না করিতে, দর্শন-দায়িনী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া বালিকাদিগের প্রতি সহাস্য-বদনে নেত্রপাত করিলেন। ইহা দেখিয়া বার্ণাদেত্তা আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইল, তখন গহ্বরে আবির্ভূতা দেবী কর-মালা জপিতে জপিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দৈব-দর্শন অন্তর্হিত হইলে পর, বালিকারাও তথা হইতে প্রস্থান করিল ও গৃহাভিমুখে আসিতে আসিতে পরস্পর এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিল। তখন বার্ণাদেত্তা মৌনী থাকিয়া উহার গূঢ়ার্থ ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ সাগরে ভাসিতেছিল। অনন্তর কন্যাগণ তাহাকে বলিল : সখি, আমাদের বড় ভয় হইয়াছে, আর তোমার সঙ্গে সেই স্থানে কখন যাইব না। কি জানি দর্শনের প্রভাবে হয়ত আমাদের হানি হইতে পারে।

সেই দিবস অপরাহ্নে তাহারা সকলেই সন্ধ্যার উপাসনার জন্য মন্দিরে গেল ও তৎপরে স্ব স্ব গৃহে যাইবার সময় বার্ণাদেত্তার অলৌকিক দর্শনের বিবরণ সকলের নিকট বর্ণনা করিতে লাগিল।

এই সমাচার ক্রমে ক্রমে সহরময় হইয়া পড়িল, লুর্দ নগরের ঘরে ঘরে ইহার আন্দোলন হইতে লাগিল। নগর বাসীদের মধ্যে অনেকে এই অদ্ভুত বিষয় শুনিয়া বলিল: হইতে পারে ইহা সত্য, আবার অনেকেই ইহা মিথ্যা বলিয়া কোন মতে গ্রাহ্য করিল না। কেহ কেহ এই অলৌকিক দর্শনের কোন হেতু নির্দেশ করিয়া উঠিতে পারিল না, আবার কেহ কেহ শ্রবণাবধি কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ফ্রাঞ্চিশ স্থবিরু ও তাহার স্ত্রী যদিও নিশ্চয় জানিত যে তাহাদের কন্যা কখন মিথ্যা বলে না, তথাপি তাহাদের কন্যার এইরূপ কথার ভাবার্থ নির্দেশ করিতে না পারিয়া, হয়ত তাহার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়াছে, ভাবিয়া, বার্ণাদেত্তার উপর সন্দেহ করিতে লাগিল।

যাহা হউক, তৎপরে তিন দিবস, অর্থাৎ সোম, মঙ্গল ও বুধ, বার্ণাদেত্তা বাটী হইতে বাহির হয় নাই। এই কয় দিবস তাহার আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাসী ও বন্ধু বান্ধবগণ একে একে আসিয়া, মাসাবিএল গহ্বরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎ সমুদায়ই পুনঃ পুনঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে; ও কথাবার্ত্তায় কন্যা-রত্নের সরলতা, নির্দোষিতা ও তাহার ভাষার সামঞ্জস্য দেখিয়া, ও আপন আপন প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর পাইয়া, তাহাদের মধ্যে যাহারা সন্দিগ্ধ-মনা ছিল, তাহারাও আপনাদের সন্দেহ দূর করিয়া, শ্রুত বিষয় ঐশ্বরিক ঘটনা, ইহা মনোমধ্যে স্থির করিয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে প্রত্যাগত হয়।

শুচ্যগ্নি* হইতে একটী প্রেতাত্মা মাসাবিএলের গহ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা ভিন্ন ঐ দর্শন আর কিছুই হইতে পারে না, ভাবিয়া লুর্দ নগরের মিলেত ও পেরেথ নাম্নী দুইটী রমণী বার্ণাদেত্তার নিকট আসিয়া স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল: "অয়ি বালিকে, তুমি যদি আবার ফের সেই দর্শন পাও, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও "আপনি কে? ও কি নিমিত্তে এখানে আসিয়াছেন? মুখেতেই হউক বা লেখাতেই হউক, অনুগ্রহ করিয়া আপনার পরিচয় দিলে আমি বড় বাধিত হইব।" বার্ণাদেত্তা ইহাতে সম্মত হইলে, রমণীদ্বয় বলিলেন "বৎসে, এবার তুমি যখন তথায় যাইবে, তখন আমাদিগকেও কি তোমার সঙ্গী করিয়া গহ্বরে লইয়া যাইবে?" ইহার উত্তরে কন্যা-রত্ন বলিল "ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই; ফের কাল আমি তথায় যাইব, আপনারা অতি প্রত্যুষে আসিবেন।"

উক্ত ধার্য্যমত, পর দিবস ১৮ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবারে, বার্ণাদেত্তা পুনরায় মাতৃ আদেশ লইয়া মিসান্তে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই, পেরেথ ও মিলেতের সহিত একত্রে গহ্বর দর্শনের জন্য যাত্রা করিল। কিন্তু এই সময়ে মাসাবিএল পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র খালটী জলাকীর্ণ ছিল, সুতরাং সাধারণ পথ দিয়া গহ্বরে যাইতে না পারায়, তাহাদিগকে পাহাড়ের অপর পার্শ্বে যে এক শুঁড়ি পথ ছিল, তাহা অনুসরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিতে হইয়াছিল। পেরেথ ও মিলেত

---

*শুচ্: ইহার অর্থ, রস নিঙড়াইয়া বাহির করা।

শুচ+অগ্নি=শুচাগ্নি।

"পরলোকে প্রেতাত্মাগণ যেখানে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আপনাপন পাপের জন্য কষ্ট পায় তাহাকে শুচাগ্নি বলে।" ধর্ম্মসার।

লাতিন ভাষায় ইহাকে পুর্গেতোরিউম বলে।

"আর কোন২ খ্রীষ্টীয়ান অগ্নি দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া পরিত্রাণ পাইবে।" ১ করিন্থীয় ৩।১৫।

কামিনীদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল ও গণ্ড শৈলের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে ও পাহাড়ের উপর উঠিতে যার পর নাই ক্লেশ-কর বোধ করিয়াছিল; ও ঐ প্রস্তর ও কণ্টকময় শুঁড়ি পথের উভয় পার্শ্বে শৈল-রন্ধ্রাবলী দেখিয়া ভীতা হইয়াছিল; কিন্তু বার্ণাদেত্তা তথায় পঁহুছিতে কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করে নাই ও উচোটও খায় নাই। সে অবলীলা ক্রমে ঐ পথ হাঁটিয়া গিয়া তাহাদের পূর্ব্বেই গহ্বরের নিকট পঁহুছিয়াছিল। কন্যা-রত্ন তথায় উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত গহ্বরে কিছুই নাই দেখিয়া, জানু পাতিয়া কর-মালা জপ করিতে আরম্ভ করিল। মালা জপিতে জপিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া পূর্ব্বমত আহা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। তখন শৈল কন্দরে এক অপূর্ব্ব প্রভা বিকাশিত হইল এবং কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে শুনিতে পাইল। বালিকার কর্ণ কুহরে দৈব বাণী প্রবেশ করিতে না করিতে বিস্মিত বদনে চাহিতে চাহিতে দেখিতে পাইল: পূর্ব্বের ন্যায় দেবী প্রেম-পূর্ণ লোচনে ও সহাস্য বদনে তাহার প্রতি নেত্রপাত করিতেছেন ও ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছেন। পথ শ্রান্ত পথিক তরঙ্গিনীর তীরবর্ত্তী সুচ্ছায় তরুতলে বসিয়া যেমন সুখকর শান্তি অনুভব করে, তেমনি বার্ণাদেত্তাও গিরি গহ্বরে বিভক্ত উচু নিচু স্থান সকল ভ্রমণ করিয়া দেব-জননীর হৃদয় মুগ্ধ-কর জ্যোতিতে মোহিত হইয়া দিব্য শান্তি অনুভব করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে যে কামিনী দুই জন বার্ণাদেত্তার সহিত আসিতে আসিতে তাহার পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছিল তথায় উপস্থিত হইল ও তাহার বিকশিত মুখশ্রী দেখিয়া প্রস্তরের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তখন কন্যা-রত্ন মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে বলিল: ঠাকুরাণী-গণ, ঐ দেখুন, শৈল কন্দরে দর্শন-দায়িনী বিরাজ করিতেছেন ও হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া আমাকে ডাকিতেছেন।

ইহা শুনিয়া পেরেথ ও মিলেত রমণীদ্বয় সশঙ্কিত চিত্তে বার্ণাদেত্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিল: "বৎসে, আমরা তোমার সহিত এখানে থাকিতে পারি কি না উঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

সুশোভিণী বালিকা দর্শন-দায়িনীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এই অনুরোধ জানাইতে না জানাইতে ক্ষণকাল মধ্যে ফিরিয়া বলিল: উনি বলিতেছেন আপনারা এখানে থাকিতে পারেন। তখন মহিলা দুই জন অত্যন্ত ভক্তি সহকারে, বালিকার পার্শ্বে জানুপাত পূর্ব্বক, একটী আশীর্ব্বাদিত মোম বাতি জ্বালাইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। যেমন মধু মক্ষিকা একাগ্র চিত্তে পুষ্পের মধু পান করে তেমনি বার্ণাদেত্তা দর্শন-দায়িনীর অসামান্য সৌন্দর্য্যে নেত্রপাত করিয়া যখন দর্শন-লালসা পরিতৃপ্ত করিতেছিল তখন পার্শ্বস্থিত কামিনী দ্বয় তাহার গা চাপড়াইয়া বলিল: "বৎসে! অগ্রসর হও ও তাঁহার কাছে চল, এবং তিনি কে? তাঁহার নাম কি? ও কি নিমিত্ত এখানে আসেন? জিজ্ঞাসা কর ও এই কাগজ ও কলম লইয়া তাঁহাকে ইহাতে অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় পরিচয় লিখিতে অনুরোধ কর।"

তখন কমল-বদনী দর্শন-দায়িনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল: "হে দেবি, আপনার নিকট আমার এক অনুরোধ আছে; দয়া করিয়া আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। যদি কিছু না কিছু যাচ্ঞা করিবার জন্য আপনার এখানে আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই কাগজে লিখিয়াই হউক বা কথাতে বলিয়াই হউক প্রকাশ করুন।" ইহা শ্রবণে স্বর্গীয় দেবী মুকুলিতাক্ষি হইয়া বালিকার প্রতি প্রীতি সহকারে চাহিয়া বলিলেন: "দুহিতে, আমি যে বিষয় প্রচার করিতে আসিয়াছি তাহা লিখিবার আবশ্যক নাই; তুমি যদি পোনের দিন এখানে আইস, তাহা হইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইব।" ইহার প্রত্যুত্তরে বার্ণাদেত্তা কহিল: "দেবি,

আমি আপনার কাছে অঙ্গীকার করিতেছি যে আপনার ইচ্ছামত আমি পোনের দিবস এখানে আসিব"। ক্ষুদ্র দর্শিকার এবম্বিধ উত্তরে দর্শন-দায়িনীর অধর প্রান্তে মৃদু হাঁসি আসিল, তিনি কহিলেন: "আর আমিও তোমার কাছে অঙ্গীকার করিতেছি যে ইহলোকে নয় কিন্তু পরলোকে আমি তোমাকে সুখী করিব।" অনন্তর বার্ণাদেত্তা দর্শন-দায়িনীকে দেখিতে দেখিতে তাহার সহচরী দুই জনার নিকট প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল; যেহেতু তাহারা দর্শনের কিছুই শুনিতে ও দেখিতে পায় নাই। তৎপরে সে কুমারী পেরেথের দিগে চাহিয়া বলিল: "দেখ, দেখ, উনি আপনার প্রতি চাহিয়া আছেন"। এই সময়ে মহিলা দুই জনার অনুরোধে ঐ দর্শিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—: "হে দেবি, যখন আমি এখানে আসিব, তখন এই দুই জনা স্ত্রীলোক কি আমার সহিত আসিতে পারিবেন" ?—তাহাতে তিনি বলিলেন: "ইহারা তোমার সহিত আসিতে পারে। ইহারা ও অন্যেরাও। সকল লোকে এখানে আসে আমি দেখিতে ইচ্ছা করি"—ও বলিতে২ পবিত্র দর্শন অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল।

অতঃপর বার্ণাদেত্তা তাহার দুই সহচরীর সহিত প্রার্থনা সমাপন করিয়া ও প্রজ্বলিত মোম বাতি গহ্বর মধ্যে রাখিয়া দিয়া স্ব ২ স্থানে প্রস্থান করিল।

হে মোম বাতি, হে পবিত্র দীপ, তোমার এমন সৌভাগ্য কিরূপে হইল? মধুমক্ষিকারা যখন তোমার শরীরের মোম তৈয়ার করিতে স্থির করে, তখন কি তাহারা ঐহিক উদ্যানের পুষ্প সকল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পারত্রিক অমর কাননে উড়িয়া গিয়া তথাকার নিগূঢ় গোলাপের অভ্যন্তর হইতে মধু আহরণ করিয়া আনিয়াছিল? হে সৌভাগ্যবতী মোমবাতি, আস্তে আস্তে জ্বল, ধীরে ধীরে ক্ষয়িয়া যাও; দর্শন-দায়িনী যে আলো বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন

তুমি তাহার সমকক্ষ হইয়া দীপ্তিমান হও। তুমি স্বর্গের রাণীর আশ্রয়ে আছ: পাপাত্মারা তোমাকে নিবাইতে চেষ্টা করিলে, শঙ্কিত হইও না। তোমার আলো দ্বারা যেরূপ গুহার অন্ধকার দূর হইল, সেইরূপ তুমি যাঁহার প্রতিচ্ছায়া, তাঁহার কোমল সুনির্ম্মল জ্যোতি এই বঙ্গে বিস্তৃত হউক ও পৌত্তলিকাদি মিথ্যা ধর্ম্ম ও পাপাচারের অন্ধকার নাশ করুক।

দ্বিতীয় কাণ্ড

বার্ণাদেত্তার প্রতি দুষ্ট লোকদের মিথ্যা অপবাদ,—অলৌকিক
দর্শনের বিষয়ে পুরোহিতদিগের যুক্তি,—জাকোমে
সাহেব ফাঁড়ি ও দর্শিকার জবানবন্দী,—
দর্শন-দায়িনী স্বনামে এক গীর্জা
নির্মাণ করিতে আদেশ
করেন,—প্রভৃতির
বৃত্তান্ত।

'ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সর্পই খলবুদ্ধি ছিল।" (শাস্ত্র, আদি-কাণ্ড ৩য় অধ্যায় ১ম পদ)

অনাদি ও অনন্ত ঈশ্বর, যাঁহার করুণাবলে আমরা জীবিত আছি, তাঁহার কার্যে ও অসার মনুষ্যের কার্যে অনেক প্রভেদ। পরমেশ্বর সামান্য উপায় দ্বারা মহৎ কার্য সম্পাদন করেন, কিন্তু মনুষ্যের মহৎ উপায় হইতে অতি সামান্য কার্য সম্পাদন হওয়াও কত দুষ্কর! যৎকালে এই ভূমণ্ডল, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রাদির কিছুই ছিল না, তৎকালে জগদীশ্বর ইহা "হউক" বলিতে না বলিতে অমনি তৎ সমুদায়ই হইয়াছিল। মিসর প্রবাসী ইস্রায়েল সন্তানগণ লাল সমুদ্রের তটে উপনীত হইয়া যখন দেখিল জাহাজ বিনা অপর পারে যাইবার অন্য কোন গতি নাই ও অচিরেই ফিরৌণ রাজার অসংখ্য সৈন্য দল আসিয়া তাহাদের প্রাণবধ করিবে, তখন পরমেশ্বর মুসাকে বলিলেন: সমুদ্রের দিকে তোমার

হস্ত বিস্তার কর। মুসা প্রভুর আজ্ঞামত হস্ত বিস্তার করিবামাত্র, দেখ, সেই লাল সমুদ্রের গভীর জল দ্বিভাগ হইয়া বিভক্ত হইল ও যাকোবের সন্তানেরা শুষ্ক পদে সাগর গর্ভে প্রবেশ করিয়া অপর পারে পঁহুছিল। আমাদের প্রভু পুত্র ঈশ্বর, পৃথিবীর মধ্যে যাহারা গুণী মানী ধনী ও জ্ঞানী ছিল, তাহাদিগকে মনোনীত না করিয়া নির্বোধ ও অসভ্য বার জন মৎস্যধর দ্বারা পৃথিবীময় সত্য ধর্মের প্রচার করাইলেন।

অপর দিকে দেখিতে পাওয়া যায় মনুষ্যেরা মহৎ মহৎ উপায় অবলম্বন করিয়া নিতান্ত সামান্য কার্য উৎপন্ন করে। দেখ বড় বড় রাজারা যদি সামান্য এক দুর্গ আক্রমণ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কত শত সৈন্য সামন্ত, হাতী, ঘোড়া ও যুদ্ধের জন্য আর আর আসবাব ও তাম্বু সংগ্রহ করিতে হয়, এতদ ব্যতীত কত শত বন্দুক, কামান, অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে হয় এবং এই সকল সংগ্রহ ও প্রস্তুত করিতে রাজকোষ হইতে কত অর্থ ব্যয় হয়। ইহাতেও সেনাপতির মনোবাসনা পূর্ণ না হইতে পারে; জল পথ দিয়া যাইবার জন্য একখানি রণতরী চালাইতে হয় এবং জলের মধ্য দিয়া উহার দ্রুতগতির জন্য জল, বায়ু, অগ্নি ও বাষ্প সংগ্রহ করিতে হয়; এতদ ব্যতীত কত কত মাজী, খালাসী, কল ও যন্ত্র আবশ্যক হয়। এই সমুদায়ের সংগ্রহ না হইলে রণতরী কি ঠিক যাইতে পারে, কখনই না।

ঈশ্বরীয় ও মানবীয় কার্যে অপর আর এক প্রভেদ এই যে সাংসারিক লোকের মধ্যে যদি কোন পণ্ডিত একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেন কিম্বা কোন চতুর শিল্পী এক অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তাহা হইলে উহা দ্বারা তাঁহারা অবারিত ধন, মান ও যশ প্রাপ্ত হন। সংসারের লোকে পণ্ডিত হউন

বা বক্তা হউন, বিদ্যালয় খুলুন বা বক্তৃতা করুন, তাহার সকল কার্যই নিজের ধন ও যশ লালসার পরিতৃপ্তির জন্য। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরীয় কার্যে প্রবৃত্ত, জগতময় ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধির জন্য, যাঁহারা ধন প্রাণ ও দেহ দিতেছেন, তাঁহাদিগকে অবারিত ধন মান ও যশ লাভের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার কষ্ট, অপবাদ, ব্যাঘাত ও হিংসা ভোগ করিতে হয়; সাংসারিক লোকের ন্যায় ইহাঁরা পার্থিব লালসায় দগ্ধ হন না বরং স্বর্ণ যেমন অগ্নি দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, তেমনি তাঁহারাও এই সকল পরীক্ষা দ্বারা বিশুদ্ধ হন।

কিন্তু পরমেশ্বর যে অতি ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা,—অতি সামান্য উপায় দ্বারা,—প্রকাণ্ড কার্য নির্বাহ করেন তাহার আধুনিক দৃষ্টান্ত মাসাবিএল গহ্বরে এই দরিদ্র কন্যার প্রতি উক্ত অলৌকিক দর্শন। ইহাতে তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে ধন্যা মারীয়ার নির্মল গর্ভধারণ এই অন্ধতা ও ভ্রান্তি-পূর্ণ জগতে বিস্তৃত হয় ও পাপীদিগের মন সৎ পথে ফিরে। এমন দুরূহ ও মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য, ধর্ম জগতে যিনি পণ্ডিত ও মস্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ অথবা সংসারে যিনি খুব ধনী, গুণী ও মানী তাঁহাকে মনোনীত না করিয়া, কোথায় পর্ণ কুটীর বাসী, গ্রাসাচ্ছাদনে অসমর্থ, দীন দরিদ্র পরিবারের এক ক্ষুদ্র কন্যাকে বাছিয়া লইয়া, পরমেশ্বর স্বীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার যন্ত্র নিযুক্ত করিলেন এবং এই দরিদ্র কুমারীকে নানা প্রকার দুঃখ, ক্লেশ ও প্রলোভনে পতিত হইতে দিলেন, যাহাতে ভ্রান্ত মনুষ্য বুঝিতে পারে যে ইহা ঈশ্বরের কার্য। হে অহঙ্কারী, নত হইতে শিক্ষা কর। হে বিদ্বান, তোমার বিদ্যার জন্য গর্বিত হইও না, হে রাজমুকুটধারি, তোমা অপেক্ষা কি এই দরিদ্র কন্যা অনেক সুখী নয়?

"নীচ জাতির তিনটী বালিকা গাছের ডাল সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল; মালিক তাহাদিগকে ধরিতে আসিতেছে দেখিয়া তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় ও এক গহ্বরে আশ্রয় লয়। সুবিরুর কন্যা ব্যাধিগ্রস্থ; সে সর্ব্বদাই পীড়িতা; এক্ষণে তাহার রোগ বৃদ্ধি হওয়ায়, সে জ্বরের বেগে যাহা উপস্থিত না হয় তাহা বাস্তবিক দেখিতেছে ভাবে। তাহার মৃগী রোগ হইয়াছে; সে মনে করে সে ঐ গহ্বরে সাধ্বী কুমারীকে দেখে। সে মনে করে সে দেখে, কিন্তু সে কিছুই দেখে না; সে মনে করে ঐ গহ্বরে সে কাহার কথা শুনে, কিন্তু সে কিছুই শুনে না। বালিকার অবস্থা আমরা ভালরূপ জানি; সে সরল বটে, কিন্তু কুহকে পড়িয়াছে। তাহার মুখশ্রীর জ্যোতি ঔষধ হইতে নির্গত হয়; সে দর্শনের ছলে লোকদিগকে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা করিতেছে। যে স্বর আর কেহ শুনিতে পায় না, যে দর্শন আর কেহ দেখিতে পায় না, তাহা এক জন অসুস্থ বালিকার কথার উপর নির্ভর করিয়া অদ্ভুত ক্রিয়া বলা সম্পূর্ণ মূর্খতা বৈ আর কিছুই নহে। ঐ কল্পিত দর্শন-দায়িনী যোসুয়ার ন্যায় সূর্যের গতি রোধ করুক দেখি, মুসার ন্যায় প্রস্তর হইতে জল বাহির করুক দেখি ও চির রোগীকে আরোগ্য করুক দেখি, তবে আমরা বিশ্বাস করিব। কিন্তু কে না জানে এই সকল কখনই ঘটে না ও কস্মিন কালে ঘটেও নাই।" বাস্তবিক ঐ অলৌকিক দর্শনের সংবাদ পাইবামাত্র লূর্দ নগরের দুষ্ট লোকেরা বার্ণাদেত্তার প্রতি এই প্রকার মিথ্যা অপবাদ ও গ্লানি রটাইয়া তাহার নাম কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিল। ইহারা মুখে স্বাধীন চিন্তার ভান করে বটে; কিন্তু বস্তুতঃ ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ।

এই দেশেও এইরূপ প্রকৃতির এক জাতি আছে; তাহারা ধর্ম্মের ভান করিয়া হিন্দু লোকদিগকে কুমন্ত্রণা দেয় ও পাপ করিতে

শিখায় এবং তাহাদের নীচে অপরাপর সকল জাতিকে তাহাদের ক্রীতদাস করিতে চেষ্টা করে। মিথ্যা দেব দেবীর পূজা ত্যাগ করিয়া যদি কোন হিন্দু সত্য ধর্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ খৃষ্টীয়ান হয়, তাহা হইলে এই জাতি ধর্মের দোহাই দিয়া ষড়যন্ত্র করে ও পাছে নিজের স্বার্থ লাভের অনিষ্ট হয়, এজন্য তাহাদের ভ্রান্ত মত হইতে বিধান দিয়া তাহার বাস্তু ভিটা হইতে তাহাকে তাড়ায়, তাহার পৈতৃক বিষয় হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে প্রয়াস পায়, ও তাহার নামে মিথ্যা নিন্দা করিয়া নানাবিধ প্রকারে তাহাকে উৎপীড়ন করিতে কিছুমাত্র ক্রুটী করে না। বৃটনদিগের রাজত্ব কালে যদিও এই লোভী জাতির ক্ষমতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে, তথাপি তাহারা অপর লোকদিগকে উস্কাইয়া দিয়া যে কোন প্রকারে হয় ঐ হিন্দু খৃষ্টীয়ানদিগের অনিষ্ট করিতে ছাড়ে না; যেহেতু দেশীয় খৃষ্টীয়ানগণ হইতে ঐ জাতির লোকে আর কোন বৃত্তি বা দক্ষিণা পায় না।

সে যাহা হউক, বার্ণাদেত্তার প্রতি লূর্দ নগরের দুর্জন দূরাত্মাদিগের মিথ্যা, চিন্তারহিত ও অন্যায় দোষারোপ সকল, বেশী দিন তিষ্ঠায় নাই। নগর বাসীদের মধ্যে যাহারা সরল প্রকৃতির লোক, তাহাদের মনে এবম্বিধ মন্দ চিন্তার উদয় কখনও হয় নাই। অনতিবিলম্বেই বার্ণাদেত্তার সরলতা ও অকপটতা সকলের নিকট স্বচ্ছতার ন্যায় প্রকাশ হইয়া পড়িল।

কিন্তু পরমেশ্বরের কার্যের বিরুদ্ধে যে এই প্রকার অত্যাচারী, দুর্দান্ত বিপক্ষ দল শত্রুতা করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? প্রতি যুগেই এই দূরাত্মাদিগের দল পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা যীশু খৃষ্টের সময়েও এই দুষ্টের দল উপস্থিত ছিল: মহাযাজক কৈইফা আমাদের প্রভুর নামে মিথ্যা অপবাদ দিল, পাপ-মগ্ন হেরদ আমাদের প্রভুর সহিত ব্যঙ্গ

করিল, অহঙ্কারী পীলাত য়িহুদী জাতির অসন্তোষে শাসন কর্তার পদ হারাইবার ভয়ে আমাদের প্রভুর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিল। সেই পরস্ত্রীগামী হেরদ, সেই শয়তানের মন্ত্রী কৈইফা ও দুষ্ট পীলাত রূপীগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন নামে জগতের সর্বত্রেই বিদ্যমান আছে। আমাদের এই ইতিবৃত্তের সময়ে এই এক দল দুরাত্মা উপস্থিত ছিল।

উক্ত দুরাত্মাগণ এই ইতিবৃত্তের নায়িকার প্রতি কুৎসা, গ্লানি ও অপবাদ রটাইল বটে, কিন্তু কন্যা-রত্ন তাহাদের সমস্ত নিন্দাবাদের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করিল না। যে যতই বলুক না কেন, বার্ণাদেত্তা সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবল নিজ হৃদয়-মন্দিরে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া ও নম্রতা, স্থিরতা, শিষ্টাচার আদি পুণ্যের চর্চা করিয়া সময় অতিবাহিত করিত; এবং তাহার অঙ্গীকার অনুসারে ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯শে তারিখ হইতে প্রত্যহ গহ্বর দর্শনে যাইত। প্রথম দিবসে প্রায় এক শত যাত্রী, দ্বিতীয় দিবসে পাঁচ শতেরও বেশী, তৃতীয় দিবসে সহস্র সহস্র ব্যক্তি কন্যা-রত্নের সমভিব্যাহারে প্রতিষ্ঠিত মাসাবিএলের গহ্বর তীর্থে যাইতে লাগিল।

এই সকল ব্যাপার অবলোকনে, লুর্দ নগরের পুরোহিতবর্গ বড়ই বিচলিত হইলেন। গহ্বর তীর্থের গূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য তাঁহারা সকলে প্রধান পুরোহিত পিতা প্যারামালের ধর্মাবাসে একত্র হইয়া ইহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বার্ণাদেত্তার দর্শন-সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত এই বিষয়ের মতামত স্থির করিবার জন্য তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক পুরোহিত আপন আপন মত প্রকাশ করিলে পর, প্রধান পুরোহিত পিতা প্যারামাল তখন সারগর্ভ বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন: "হে ভ্রাতৃগণ, আমার

মতে গহ্বরে যাহা ঘটিতেছে তাহা সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করাই, আমাদের সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহা বিচার না করিয়া, যদি আমরা যাত্রী দলের সহিত গহ্বরে যাই, আর পরিণামে ইহা প্রতারণা বা স্বপ্ন-দর্শন বলিয়া প্রমাণ হয়; তাহা হইলে সত্য ধর্মের অনেক ক্ষতি হইতে পারে। এজন্য আপাততঃ আমাদের এ সম্বন্ধে—নিরস্ত থাকাই বিধেয়। বার্ণাদেত্তা সদ্গুণ সম্পন্না, সুশীলা ও সরলা দেখায় বটে; কিন্তু স্ত্রীলোকের কথায় অচিরাৎ বিশ্বাস করা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ তাহাদের মন বুঝিয়া উঠা ভার। স্বভাবতঃ তাহারা প্রতারক; অধিকন্তু জলোচ্ছ্বাসে তরণী যেমন নাচিতে থাকে, তেমনি চঞ্চলগতি রমণীদের অন্তরের ভাব টল টলায়মান হয়। তাহারা আজ একরূপ, কাল অন্য রূপ; আজ মিত্র, কাল শত্রু। এ স্থলে আমার যুক্তিমতে উক্ত ঘটনার সংস্রবে না থাকাই উচিত; বার্ণাদেত্তার এরূপ কথা বলিবার কারণ কি? তাহার কি বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে, বা পিত্ত রোগ জন্মিয়াছে? অথবা যাহাতে লোকের মন তাহার উপর পড়ে সেজন্য সে এই সকল অদ্ভুত কথা বলিতেছে? অতএব এই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আমাদের জানা কর্ত্তব্য বাস্তবিক সে দর্শন পাইয়াছে কি না।"

"এই দর্শন-ছলে যদি কোন ভ্রান্ত মত বা কুসংস্কার বা শাস্ত্র লঙ্ঘন ঘটিবার উপক্রম দেখিতাম, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমরা এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিতাম। মন্দ গাছ হইতে যেমন মন্দ ফল উৎপন্ন হয়, তেমনি এই সকল ঘটনা হইতে যদি কোন কুফল উৎপন্ন হইতে দেখিতাম, তাহা হইলে এখনিই আমরা দৌড়িয়া গিয়া বিশ্বাসীদিগকে তথায় যাইতে নিষেধ করিতাম।"

"কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহার কিছুই দেখা যায় নাই; বরং অপর দিকে দেখিতেছি দিন দিন যাত্রীদল পরম ভক্তি সহকারে কুমারীর নিকট প্রার্থনা করিতে যাইতেছে।"

"এমন অবস্থায় মণ্ডলীর ধর্ম্মাধ্যক্ষ যে পর্য্যন্ত না এই সকল ঘটনার নিষ্পত্তি করিতেছেন, তদবধি আসুন আমরা অপেক্ষা করি। যদি এই সকল ঘটনা ঐশ্বরিক হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বর সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, আমাদের সাহায্য বিনা স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন; আর যদি ঐশ্বরিক না হয়, তাহা হইলে তাঁহার নামে এই প্রতারণা দমন করিবার সময় নিরূপিত করিবেন।"

"সংক্ষেপে, আসুন আমরা সমস্ত ভার বিধাতার হস্তে অর্পণ করি।"

প্রধান পুরোহিতের কথা শেষ হইলে পর, এক জন পুরোহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "মাসাবিএল গহ্বরে যাইতে পারি কি না বলিয়া অনেকেই আমাদের নিকট আসিয়া অনুমতি চান; এ স্থলে আমাদের কি উত্তর দেওয়া উচিত?"

ইহাতে প্রধান পুরোহিত পিতা প্যারামাল বলিলেন: "সম্প্রতি গহ্বরে যাহা ঘটিতেছে তাহা সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কিছুই নহে; ফলতঃ বিশ্বাসীরা ইচ্ছানুক্রমে তথায় গমনাগমন করিতে পারে, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে দর্শন সম্বন্ধে কোনরূপ সাহায্য করা অথবা ব্যাঘাত দেওয়া আমাদের বিধেয় নহে।"

"বিশ্বাসীরা গহ্বরে যাউক বা নাই যাউক তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি; তবে আমরা তথায় যাইতে না অনুমতি দিব, না নিষেধ করিব।"

"কাঁচা ফল না খাইয়া লোকে যেমন পাকিতে দেয়, তেমনি এই ঘটনার স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার জন্য আসুন আমরাও

কিছু দিন অপেক্ষা করি। ইহাতে কি আপনারা স্বীকৃত আছেন?"—তাহাতে পুরোহিতবর্গ তাঁহার সহিত একমত হইয়া সভা ভঙ্গের পর আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন।'

ইতিমধ্যে পোনের দিবসের তৃতীয় দিবস উপস্থিত হইল; আজ ফেব্রুয়ারি মাসের ২১শে তারিখ, মহা উপবাসের প্রথম রবিবার। সূর্য্য উঠিবার পূর্বেই, গহ্বরের চতুর্দিকে, গাভ নদীর ধারে ও মাঠে আজ লোকে লোকারণ্য। কন্যা-রত্নও নিজ সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য মিসার পর জননীর সহিত গহ্বরে পঁহুছিল। দর্শক-বৃন্দ বার্ণাদেত্তাকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল ও কৌতুহলী হইয়া তাহার মুখপানে তাকহিতে লাগিল। কিন্তু বার্ণাদেত্তা তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ও এদিক ওদিক না চাহিয়া, অক্লেশে জনতার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া গহ্বরের নীচে হাঁটু পাতিয়া নিবিষ্ট চিত্তে মালা জপ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। কন্যার মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া আলোকময় হইয়া উঠিল। নির্ম্মল দর্পণের সাহায্যে যেমন অদৃশ্য বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি কন্যা-রত্নের উজ্জ্বল মুখশ্রীতে অলৌকিক দর্শন অনুভব করিয়া, দর্শকগণের মধ্যে অনেকে আনন্দাশ্রু বিগলিত করিতে লাগিল, কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের স্তুতিগান করিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ দর্শন-দায়িনীর প্রতি সম্মানের জন্য সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বার্ণাদেত্তা চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তম্ভীত হইয়া স্থির নয়নে ও অনান্দভরে স্বর্গীয় কুমারীর অসীম সৌন্দর্য নয়ন-গোচর করিতে করিতে বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্ত হইয়া স্ববশ হারাইয়া পরবশে নিপতিত হইল। সেই সময়ে হুজুগ নামে এক জন

চিকিৎসক নিঃশব্দে আসিয়া কন্যা-রত্নের হাত দেখিতে লাগিলেন ও তাহার সহজ নাড়ী দেখিয়া বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! তবে কি এই বালিকার কোন প্রকার অসুখ নাই।"

কিয়ৎ ক্ষণ পরে আলোকময়ী কন্যা দর্শন-দায়িনীর আদেশানুসারে, জানুর উপর ভর দিয়া গহ্বরের ভিতর অগ্রসর হইয়া, তাঁহার প্রতি স্থিরভাবে নেত্রপাত করিতে করিতে দেখিতে পাইল সাধ্বী কুমারীর মুখ মণ্ডল মলিন হইয়াছে ও বিষণ্ণ বদনে তিনি এদিক ওদিক চাহিতেছেন। ইহা দর্শনে বার্ণাদেত্তা শোকে অধীরা হইয়া সজল নয়নে দর্শন-দায়িনীকে জিজ্ঞাসা করিল: "আপনার এরূপ বিষণ্ণ ভাব কেন; কেমন করিয়া আপনাকে আমি সান্ত্বনা করিতে পারি?" সাধ্বী কুমারী ইহার প্রত্যুত্তরে কহিলেন: "হে দুহিতে, পাপীদের জন্য প্রার্থনা কর"। প্রভাত সমীরণে যেমন পৃথিবী সুস্নিগ্ধ হয়, তেমনি এই কথায় দর্শন দায়িনীর চন্দ্রাননের কালিমা অপসৃত হইল ও পূর্ব্বমত সন্তোষের চিহ্ন দেখাইয়া তিনি গহ্বর হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

সে দিন আর নগরবাসীদের মুখে অন্য কোন কথা ছিল না; প্রাতঃ হইতে সন্ধ্যা অবধি তাহারা কেবল এই অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। যাত্রী-গণের মধ্যে যাহারা এই ব্যাপার স্বচক্ষুতে দেখিয়াছিল তাহাদের অন্তরে বার্ণাদেত্তার মুখ-ছবি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। লুর্দ নগরের ঘরে ঘরে, পথে পথে, পাড়ায় পাড়ায়, তাহারা ইহার বিষয় ঘোষণা করিতে লাগিল। তাহারা দর্শন দায়িনীকে প্রত্যক্ষ করে নাই বটে; তথাপি সূর্য্যোদয়ের অগ্রে পূর্ব্ব দিকের ধবল বেশ দর্শনে যেমন বোধ হয় যে রবি আগতপ্রায়, তেমনি বার্ণাদেত্তার মুখ কান্তি ও অপূর্ব্ব জ্যোতি দর্শনে, তাহাদের প্রতীয়মান হইয়াছিল যে দিব্য দর্শন গহ্বরে আগতা।

সেই দিবসে সন্ধ্যার উপাসনান্তে, বার্ণাদেত্তা মন্দির হইতে বাহির হইয়া যেমন গৃহাভিমুখে আসিতেছিল, অমনি পথিমধ্যে কোন বরকন্দাজ তাহার নিকটে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিল : "তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিবার রাজাজ্ঞা আছে"।

সরলা বালা তাহার মুখ পানে চাহিয়া অবিনীত ভাবে কহিল : "আমায় কোথায় নিয়ে যাবে"?

বরকন্দাজ বলিল : "মেজষ্টর সাহেবের কাছে"।

জাকোমে সাহেব লুর্দ নগরের মেজষ্টর ও তথাকার সমস্ত ফাঁড়ির অধ্যক্ষ ছিল। সে সামান্য কর্ম্ম করিত বটে, কিন্তু লোকটা বড় সহজ ছিল না। তাহার বয়স বড় অধিক হয় নাই, কিন্তু বড় চতুর লোক ছিল : যে বিষয় বুদ্ধির অগম্য, তাহা সে ত্বরায় বুঝিয়া উঠিতে পারিত। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহার স্বভাব কতকটা পেঁচার মতন অর্থাৎ পেঁচা যেমন দিনের বেলায় ভাল দেখিতে পায় না, কিন্তু রাত্রে সে বাহির হয় ও বেশ দেখিতে পায়, তেমনি জাকোমে সাহেবও যে২ বিষয় সরল ও সত্য, তদ্বিষয়ে সে একেবারে অন্ধ, আর যাহা অন্ধকারময় অর্থাৎ মন্দ ও অসত্য তাহা তাহার পক্ষে বড় সহজ। লুর্দ নগরে তাহার ক্ষমতার ইয়ত্তা ছিল না; তবে তাহাকে খলতা, শঠতা ও ধূর্ত্ততার অবতার বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না, যেমন শ্লোকে আছে :

"তস্করস্য কুতো ধর্ম্মো দুর্জ্জনস্য কুতঃ ক্ষমা।
বেশ্যানাঞ্চ কুতঃ স্নেহঃ, কুতঃ সত্যঞ্চ কামিনাম্‌॥"

অর্থাৎ

চৌর্য্যবৃত্তি যে করে তার ধর্ম্ম কোথা?
দুর্জ্জনের ক্ষমা নাহি কেবল খলতা।

উপপতির প্রতি বেশ্যা কোথা করে স্নেহ?
কামুকের সত্য বাক্য নাহি শুনে কেহ॥

সে কাথলিক নামে পরিচেত বটে, কিন্তু কখন ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিত না। তাহার প্রধান নিয়ম এই ছিল যে, ভালই হউক আর মন্দই হউক তাহার বড় সাহেব তাহাকে যাহা করিতে আদেশ করিত সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিত।

মাসাবিএলের গহ্বরে যে, কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটিতে প্যারে, তাহা জাকোমে সাহেবের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সে ইহার বৃত্তান্ত শুনিতে না শুনিতে দর্শনের ছলে যে কাহার কোন কুঅভিসন্ধি আছে তাহাই ভাবিতে লাগিল: সে মনে২ করিল, বালিকার মৃগী রোগ আছে; এজন্য সে মূর্চ্ছা যায় ও সেই সময়ে আগড়ম বাগড়ম বকে, অথবা, লোকদিগকে প্রতারণা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য এই এক অলৌকিক দর্শনের বিষয় বর্ণনা করিয়া লোকের মন তাহার প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। তাহার বিবেচনায় এই দুই অনুমানের মধ্যে একটী যে ঠিক তার আর সন্দেহ ছিল না; তবে কবিরাজ ডুজুস যখন বালিকাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে তাহার কোন রোগ নাই, তখন প্রথম অনুমান ঠিক না হইবারই কথা; সুতরাং প্রতারণা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করাই যে বালিকার মতলব তাহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এক্ষণে এই বালিকা স্বয়ং এরূপ করিতেছে না অন্য লোকের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া এরূপ করিতেছে, ইহাই জানিবার জন্য জাকোমে সাহেব বালিকার বাড়ীতে, মন্দিরে ও গহ্বরে চর পাঠাইয়া দিল। শঠতা দ্বারাই হউক বা বল দ্বারাই হউক, সে স্থির চিত্তে দর্শনে ভ্রান্তির মূল বাহির করিয়া ফেলিয়া জন সামজ্জে যশ

লাভের মানসে ও বড় চাকরী পাইবার আশয়ে পরমেশ্বরের অনুমোদিত এই কার্যে বিঘ্ন দিতে মনস্থ করিল। তৎকালে ফাঁড়ি হইতে যে সকল চর অনুসন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে যেমত সংবাদ দিল, তাহা শুনিয়া সে নিজের অভিসন্ধি সফল হইতে পারে ভাবিয়া বার্ণাদেত্তাকে গ্রেফ্‌তার করিবার হুকুম বাহির করিয়া নিজ এজলাসে অপেক্ষা করিতেছিল।

বরকন্দাজ বার্ণাদেত্তাকে যখন ধরে, তখন রাস্তায় যাহারা যাতায়াত করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই সুকুমারী বালিকাকে মাসাবিএল গহ্বরে এক অপূর্ব জ্যোতি দ্বারা রূপান্তর হইতে দেখিয়াছিল; এক্ষণে তাহারা, থানার একটা সামান্য লোকে এমন সরলা বালার প্রতি, অত্যাচার করিতেছে, দেখিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া বার্ণাদেত্তাকে তাহার হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য উদ্যত হইল; কিন্তু সেই সময়ে কোন পুরোহিত যাইতে যাইতে লোকদিগকে ক্ষান্ত হইতে সঙ্কেত করিয়া বলিলেন: "সরকার বাহাদুর যাহা চাহে তাহা করুক"। পুরোহিতের এবম্বিধ কথায় জনতার লোকে ক্ষান্ত হইয়া বার্ণাদেত্তার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল।

ঈশ্বর কৃপা-পূর্ণ ও পরম দয়ালু। যে কেহ তাঁহাতে ভরসা করে, তিনি কখন তাহাকে অতিরিক্ত দুঃখ সহ্য করিতে দেন না, বরং প্রসন্ন হইয়া তাহার প্রার্থানায় কর্ণপাত করেন। বিপদ কালে পরমেশ্বর আপন ভক্তকে কখন ত্যাগ করেন না; তাঁহার দাস বা দাসী কোন বিপদে পড়িলে, তিনি তাহার সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ আমরা বার্ণাদেত্তার জীবনে দেখিতে পাই। জাকোমে সাহেব বার্ণাদেত্তার উপর যতই উৎপীড়ন করুক না কেন, তাহার

উপর যতই কেন জবরদস্তি করুক না, সে কখনই তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না: বাস্তবিক ত্রিকালজ্ঞ পরমেশ্বর পূর্ব্বাহ্নে ইহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন, যেহেতু সেই দিবসে মিসার সময়ে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রে, কাথলিক মণ্ডলীর পুরোহিতগণ তাড়নার সময়ে নির্দ্দোষী ও দুর্ব্বল লোকদিগের সান্ত্বনার জন্য, কেমন করিয়া আমাদের প্রভু শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হইলেন ও শয়তানকে পরাস্ত করিলেন ইহার বৃত্তান্ত সুসমাচার হইতে পাঠ করিয়াছিলেন, যথা: Ductus est Jesus in desertum, ut tentaretur a diabolo: প্রান্তরে যীশু নীত হইয়া শয়তান কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলেন। যতই কেন বিপদে পড়ি না, পরমেশ্বর আমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিবেন: বার্ণাদেত্তাকে ইহা বুঝাইবার জন্যই যেন তৎসময়ে পৃথিবীস্থ পুরোহিতগণ শাস্ত্র হইতে এই পংক্তি সকল অমৃত স্বরে মিসায় গান করিয়াছিলেন "যে পথ দিয়া তুমি চল, সেই পথে তুমি যাহাতে উচোট না খাও, তজ্জন্য ঈশ্বর আপন দূতগণের হাতে তোমার ভার দিয়াছেন; পাছে তোমাকে প্রস্তরাঘাত লাগে, এজন্য তাঁহারা তোমাকে ধরিবেন। ঈশ্বরে ভরসা কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান প্রভাব তোমার অজেয় ঢাল স্বরূপ হইয়া তোমাকে ঘিরিবে। নিঃশঙ্কে অগ্রসর হও। তুমি সর্পের মস্তক পদাঘাতে চূর্ণ করিবে। সিংহ ও বিষধর তোমা দ্বারা পরাস্ত হইবে। যেহেতু সে আমাতে ভরসা করে, প্রভু বলেন, আমি তাহাকে উদ্ধার করিব। আমি তাহাকে আশ্রয় দিব, যেহেতু সে আমার নাম লইয়াছে। সে আমাকে ডাকিবে ও আমি তাহার কথা শুনিব। তাহার কষ্টের দিনে আমি তাহার সহিত থাকিব।"

সুকুমারী বার্ণাদেত্তা যেন এই সকল পবিত্র মন্ত্রে

উৎসাহিত হইয়াই, নির্ভয়ে ও সাহস পূর্ব্বক জাকোমে সাহেবের বিচারালয়ে প্রবেশ করিল ।

নিবিড় অরণ্যে বা দুর্গম পর্বতে যেমন বিষময় অজগর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সকল গ্রাস করিবার জন্য ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া তাহাদিগকে প্রথমে হতবুদ্ধি করিতে চেষ্টা করে, তেমনি জাকোমে সাহেবও সরলা বালাকে সম্মুখে পাইবা মাত্র তাহার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ বাণ দ্বারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া ভয় দেখাইতে চাহিল। কিন্তু কথায় যেমন বলে,

"মুখে মধু, হৃদে ক্ষুর।
এই তো বিষম ক্রুর।"

জাকোমেও ঠিক সেই প্রকৃতির লোক। ক্ষণ কালের মধ্যে সে অকস্মাৎ তাহার মুখের ভাব পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। অন্তরের বিষ গোপনে রাখিয়া, তাহার অধরে অমৃত আনিয়া, কাল্পনিক স্নেহে বার্ণাদেত্তাকে জিজ্ঞাসা করিল : "বৎসে, আমি শুনিলাম তুমি না কি মাসাবিএল গহ্বরে ধন্যা মারীয়ার দর্শন পাইয়াছ? দর্শনের আগাগোড়া আমাকে একবার বল ত।"

বার্ণাদেত্তার অন্তরে কিন্তু চাতুরী বা প্রবঞ্চনার লেশ মাত্র ছিল না। দোহন কালে গাভীর বাঁট হইতে যেমন পরিষ্কার খাঁটি দুধ বাহির হয়, তেমনি বালিকার মুখ হইতে অলৌকিক দর্শনের পর পর ঘটনা সকল নির্গত হইতে লাগিল; সে কাঁড়ি সমূহের অধ্যক্ষ ও তথায় উপস্থিত ইস্ত্রাদ সাহেবের প্রতি সুনির্মল লোচনে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অতি নম্র ভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিল। জাকোমে সাহেবও বালিকার কথায় কোন বাধা না দিয়া তাহার এজাহার কাগজে লিখিয়া লইল ।

বালিকার জবানবন্দী শেষ হইলে পর, কপটতার অবতার জাকোমে সাহেব সুকুমারীকে সস্নেহ ছলে সম্বোধন করিয়া বলিল: "বৎসে, তোমার অলৌকিক দর্শনের কথা এত মনোরম, যে আমার ইচ্ছা হয় সহস্র কর্ণে তোমার এই বৃত্তান্ত শুনি"। এই রূপে জাকোমে সাহেব খোসামোদ রূপ ছুরী তাহার গলায় বসাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু যখন দেখিল বালিকা কিছুতেই নিজের মনোগত কথা হইতে টলে না তখন দক্ষ ও ভণ্ড অধ্যক্ষ নিমেষের মধ্যে অন্য এক কৌশল জাল বিস্তার করিল: বার্ণাদেত্তা শঙ্কিত হইলে, হয়কে নয় করিতে পারে ঠাওরাইয়া, তাহার কথিত বৃত্তান্তের কয়েক কথা লইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবিরল ধারায় প্রশ্ন করিতে লাগিল; কিন্তু সত্য পালনে নির্ভীক কুমারী বিচারকের এবম্বিধ অসঙ্গত প্রশ্নে না কুণ্ঠিত, না শঙ্কুচিত হইল, বরং অক্লেশে তাহার প্রত্যেক প্রশ্নের সরল ও হুবহু উত্তর দিতে লাগিল।

ভীষণ কাল সর্প যেমন পদাঘাতে গর্জিয়া উঠে, তেমনি কুটিলমতি জাকোমে সাহেব সরলা বালার নির্ভীক উত্তরে যেন আঘাত পাইয়াই বিকৃত মুখে বজ্রতুল্য স্বরে হঠাৎ গর্জিয়া উঠিয়া বলিল: "তুই মিথ্যাবাদী, তুই সমুদায় লোককে ঠগাইতেছিস, আর যদি তুই এই মুহূর্ত্তে সত্য ঘটনা কবুল না করিস, তাহা হইলে আমি তোকে এখনি কারাগারে রুদ্ধ করিব। সাবধান হ, সত্য কথা বল, তোর ভেল্কি জালে কি আমাকে ফেলিতে চাস?"

জাকোমে সাহেবের এই রূপ মন্দ আচরণ দর্শনে বার্ণাদেত্তা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি সে কোন মতে বিচলিত বা হতবুদ্ধি হয় নাই। সে জানিত না যে ফাঁড়ির অধ্যক্ষ তাহার প্রতি কপট রাগ করিতেছে; এত রাগ কিসের

ইহাই ভাবিতে ভাবিতে, বার্ণাদেত্তা যার পর নাই বিস্মিত হইয়া স্থিরভাবে হাকিমকে বলিল : "মহাশয়, এত চেঁচান কেন ? আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সমস্তই সত্য। আপনি কি মনে করেন যে আমি আপনার তিরস্কারের ভয়ে হয় কথা নয় করিব ? ইহা কখনই হইতে পারে না। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারি না"। ইহা শুনিয়া লুর্দ নগরের থানাধ্যক্ষ ও ইস্ত্রাদ সাহেব অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া গেল।

বার্ণাদেত্তা সচরাচর নম্র ও কোমলতাময় এবং স্বভাবতঃ বড় ভীরু ছিল, যাহারা তাহার অপরিচিত, তাহাদের সম্মুখে কথা কহিতে বড় লজ্জিত হইত ও যেখানে গোলমাল ও ধুমধাম, সে স্থলে তিলার্দ্ধমাত্র থাকিতে চাহিত না। তথাপি, কি জনতা-পূর্ণ গহ্বরে, কি দ্বিতীয় যম-তুল্য জাকোমে সাহেবের এজলাসে, কি পথে, কি ঘরে, যাহার নিকট হউক না কেন, দর্শনের বিষয় বর্ণনা করিতে সে কিছুমাত্র ভীত বা লজ্জিত হইত না।

কিন্তু বার্ণাদেত্তা যেমন সরল, জাকোমেও তেমনি এক-রোখা। জাকোমে সাহেব যত কৌশল জাল বিস্তার করিয়া বালিকাকে তাহাতে ফেলিতে চেষ্টা করিল, ততই বালিকা আপন সরলতা রূপ অসি দ্বারা সেই সমস্ত জাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। অবশেষে ভণ্ড বিচারক যখন দেখিল যে বার্ণাদেত্তা না মৃদু বচনে মুগ্ধ হয়, না তর্জন গর্জনে ভীত হয়, না বাক্ বিতণ্ডায় পরাস্ত হয়, তখন তাহার শেষ কৌশল জাল বিস্তার করিতে মনস্থ করিল।

বিচারকর্ত্তা অকস্মাৎ বালিকার জবানবন্দীর কাগজ লইয়া ঠিক করিয়া পড়িবার ছলে, বার্ণাদেত্তা যাহা পূর্ব্বে আদৌ

চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা যুবতী বার্ণাদেত্তা।

বলে নাই তাহা উহাতে যোগ করিয়া দিয়া তাহাকে শুনাইয়া পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল : "এটা এই মত, নয় ?" কিন্তু সরলা বালা কোন মতেই তাহার ফাঁদে পা দিল না, বরং তেতুলে যেমন ছানা হইতে জল পৃথক করে তেমনি প্রত্যুৎপন্নমতী বালিকা জাকোমে সাহেবের প্রশ্নে যাহা মিথ্যা তাহা মিথ্যা ও যাহা সত্য তাহা সত্য প্রমাণ করিয়া দিল।

তথাপি, সর্পকে দুগ্ধ পান করিতে দিলে যেমন তাহার বিষ হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পায়, তেমনি বার্ণাদেত্তা সম্মত বচনে সুযুক্তি প্রদর্শন করাতে জাকোমে সাহেবের আরও অধিক ঈর্ষার উদয় হইতে লাগিল। তখন থানাধ্যক্ষ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাম্ভিক ভাবে বালিকাকে বলিল : "তুমি যদি পুনরায় মাসাবিএল গহ্বরে যাও, তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি উৎকট দণ্ড বিধান করিব। তুমি জেন তোমার সব চাতুরী ও প্রবঞ্চনা আমার কাছে খাটবে না।" ইহাতে বালিকা বলিল : "আমি দর্শনের কাছে অঙ্গীকার করিয়াছি যে আমি ফের যাইব, বিশেষতঃ তথায় যাইবার সময় উপস্থিত হইলে কে যেন আমাকে ডাকে ও টানিয়া লইয়া যায়।"

এই সময়ে রাস্তার জনতার মধ্যে একটা ভয়ানক কোলাহল হইয়া উঠিল ও সেই মুহূর্তে কে যেন ফাঁড়ির অধ্যক্ষের দরজায় ধাক্কা দিয়া সজোরে তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিল। ইহাতে জাকোমে সাহেব ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া চিৎকার করিয়া বলিল "কে ওখানে ?।"

উত্তর : "মহাশয়, আমি বার্ণাদেত্তার পিতা।"

ফাঁড়ির অধ্যক্ষ ফ্রাঙ্কিশ সুবিরুর অনুপম সাহস ও স্পর্দ্ধা দেখিয়া ভাবিল "এই দুরাত্মা আমাকে হত্যা করিবে নাকি ?।"

তথাপি অন্তরের আতঙ্ক অন্তরে গোপন রাখিয়া, জাকোমে

সাহেব দাম্ভিক ভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল: "সুবিরু, সাবধান হও, সাবধান হও, তোমার কন্যাকে সাবধানে রাখিও, সতর্ক ভাবে চলিও, বোধ করি তাহা দ্বারা অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এবার আমি তোমার কন্যাকে ক্ষমা করিলাম; কিন্তু পুনরায় যদি তাহাকে মাসাবিএল গহ্বরে যাইতে দাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি তাহাকে কারাগারে রুদ্ধ করিব।"

হাকিমের গম্ভীর বাক্য শ্রবণে সুবিরু দমিয়া গেল ও সিংহের সম্মুখে যেমন হরিণ ভয়ে কাঁপিতে থাকে, তেমনি সে কাঁপিতে কাঁপিতে বিচারকের সম্মুখে সাক্ষী গোপাল স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া রহিল; অনন্তর গদগদ বচনে উত্তর করিল "হুজুর, আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য; যাহা অনুমতি করেন, তাহাতেই আমি প্রস্তুত আছি। আমি আর তথায় আমার কন্যাকে যাইতে দিব না; তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিব। এই বালিকা আজ পর্য্যন্ত কখন আমাদের অবাধ্য হয় নাই। নিশ্চয়ই সে আর গহ্বরে যাইবে না" বলিয়া বার্ণাদেত্তার পিতা আপন কন্যাকে সঙ্গে লইয়া বাটী চলিয়া গেল।

ফ্রান্সিশ সুবিরু খুব সাহসিক পুরুষ বটে, কিন্তু বীর নয়; সচরাচর যেমন দেখিতে পাওয়া যায় রাজ-দ্বারে গরিব লোকের বড় ভীরুতা জন্মে তেমনি তাহারও ছিল। ফ্রাঞ্চিশ সুবিরু তাহার কন্যাকে কহিল: "তুমি দেখছ, দেশের সমস্ত ভদ্র লোক তোমার বিরুদ্ধে; আর তুমি যদি পুনরায় গহ্বরে যাও, তাহা হইলে জাকোমে সাহেব তোমাকে ও আমাকে জেলে দিবে। আর কোন মতে তুমি সেস্থলে যাইও না।"

'বাবা, আমি যখন সেখানে যাই, তখন আমি কেবল নিজের ইচ্ছায় যাই না। যথা সময়ে কে যেন আমাকে ডাকে ও গহ্বরের দিকে আমাকে টানিয়া লইয়া যায়।'

বার্ণাদেত্তার পিতা বলিল: "সে যাহা হউক, ভবিষ্যতে সেখানে যাইতে আমি তোমাকে একেবারে নিষেধ করিতেছি"।

"আচ্ছা, আমার যত দূর সাধ্য, আমি তথায় যাইতে বিঘ্ন জন্মাইব", বলিয়া বার্ণাদেত্তা এই বিষয় মনে২ আন্দোলন করিতে করিতে, সরিষা যেমন ঘানিতে পিশিলে চূর্ণ হইয়া যায়, তেমনি সুকুমারীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল: "আমি এখন কি করি? এদিকে দর্শন-দায়িনীর নিকট যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছি; যদি আমার কথা না রাখি, তাহা হইলে পাপ হইবে; অপর দিকে আবার তাঁহার সহিত অঙ্গীকার মত যদি তথায় যাই, তাহা হইলে পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে হয়, ইহাতেও পাপ। এক্ষণে আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। পিপিলীকা যেমন উভয় পার্শ্বের প্রজ্বলিত কাষ্ঠ খণ্ডের মধ্যে পড়িয়া হাবু ডুবু খায়, তেমনি আমিও না এগুতে পারি, না পেছুতে পারি, এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া কন্যারত্ন কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইবার জন্য পরমেশ্বরের কাছে অনেক ধ্যান ও প্রার্থনা করিতে লাগিল।

পর দিবস, ২২শে ফেব্রুয়ারি, প্রাতঃকালে, বার্ণাদেত্তা মাসাবিএলের প্রতিষ্ঠিত স্থানে না গিয়া, পাঠশালায় অন্যান্য শিশুদের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে গিয়াছিল; পাঠশালার ছুটী হইলে, দ্বিপ্রহরের সময় আহার করিবার জন্য, যখন বিষণ্ন মনে সে বাটী আসিতেছিল, তখন পথে ত্রিকাল প্রার্থনার জন্য মন্দিরের ঘণ্টা বাজিতেছে শুনিয়া সুকুমারী সানন্দে দূত সম্বাদের প্রার্থনা বলিল। তৎপরে সে অনুভব করিল কে যেন তাহাকে তাহার বাটী যাইবার পথ হইতে বলপূর্বক ফিরাইয়া গহ্বরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহাতে বার্ণাদেত্তা শঙ্কিতা হইয়া তাহার গতি রোধ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলেও, বাতাসে যেমন গাছের শুকনা পাতা সকল উড়াইয়া লইয়া যায়,

তেমনি সেও এদিক ওদিক করিতে না পারিয়া যে দিকে স্বর্গের দূত তাহাকে ধাবিত করিল, সেই দিকে তাহাকেও যাইতে হইল।

হে বিধাতঃ, আপনি ধন্য। জগতের সমস্ত বস্তু আপনি শাসন করিতেছেন। এই বিষম সঙ্কটের সময় আপনি এই নিঃস্ব বালিকার সহায় হইলেন! আপনার কৃপা বলে এই কন্যা-রত্ন পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল না, যেহেতু সে আপনার দূতের দ্বারা চালিত হইল; সে দর্শন-দায়িনীর নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ করিল না, যেহেতু তাহার ইচ্ছা তাহার পিতৃ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য করে নাই।

গহ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র, ক্রমে ক্রমে বার্ণাদেত্তার অন্তঃকরণে আহ্লাদের সঞ্চার হইতে লাগিল: "আমি কি সৌভাগ্য-বতী! আমি পুনরায় সেই প্রিয়তম দর্শনকে দেখিব; কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যে আমি দর্শন-দায়িনীর অমৃত মাখা মুখ-শশির দর্শন সুধায় পরিপুরিত হইব; তাঁহার পদ্মাঙ্গের সৌরভে আমি আমোদিত হইব। তিনি আমার এই সকল নিদারুণ চিন্তা ও দুঃখের প্রতিকার করিবেন; সেই কর্ত্তৃ আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সুশোভিনী যুবতী-প্রফুল্ল চিত্তে গহ্বরের দিকে দ্রুত পদে অগ্রসর হইল।

গহ্বরে পঁহুছিবার কিঞ্চিৎ পূর্বে, যে পারমার্থিক শক্তি বার্ণাদেত্তাকে চালাইয়া আনিতেছিল, তাহা শিথিল হইয়া পড়িল; যে ঈশ্বরীয় কৃপা পূর্বদিবসে তাহাকে গহ্বরাভিমুখে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাও এক্ষণে নিস্তেজ হইয়া গেল। এজন্য হতভাগিনী কন্যাকে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া প্রতিষ্ঠিত স্থানে পঁহুছিতে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। বার্ণাদেত্তা গহ্বরে পঁহুছিবামাত্র জানু পাতিয়া মালা জপ করিতে লাগিল। তৎকালে যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা বালিকার

মুখ মণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইতে দেখিবার জন্য একাগ্র চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সে দিবস কিছুতেই তাহাদের ইষ্ট সিদ্ধ হইল না; কারণ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে, বার্ণাদেত্তাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, দর্শন-দায়িনী সে দিবস গহ্বরে আবির্ভূতা হইলেন না। ইহাতে সুকুমারী কন্যা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া করপুটে ও উর্দ্ধ নয়নে স্বর্গের রাণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে স্বীয় মর্ম্মবেদনা জানাইয়া বলিল "হে প্রেমময়ী জননি, হে আমার হৃদয়ের হৃদয়েশ্বরি, আপনার নয়ন তৃপ্তিকর অপরূপ রূপরাশি না দেখিয়া কি আমি আজ বাটী ফিরিয়া যাইব? আপনার অদর্শনে আমার কি গতি হইবে?" বলিতে বলিতে অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। ইহা দর্শনে সমাগত লোকের মধ্য হইতে এক জন তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বৎসে, তুমি এত কান্দিতেছ কেন? ইহাতে বার্ণাদেত্তা বিমর্ষ ভাবে কহিল: "আজ আমার মনোবাঞ্চিত দর্শন-দায়িনীকে দেখিতে না পাওয়ায় আমি কান্দিতেছি।" সেই ব্যক্তি আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল: "কেন? দর্শন-দায়িনী যদি কাল তোমার সাক্ষাত হইয়াছিলেন, তবে আজ কি নিমিত্ত তিনি তোমাকে দর্শন দিলেন না?" সুকুমারী ইহাতে প্রত্যুত্তর করিল: "জানি না, কেন? কিন্তু অন্যান্য দিবসে আমি তোমাকে যেমন দেখিতেছি, তেমনি তাঁহাকেও স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাঁহার অমৃত বচন স্বকর্ণে শুনিয়াছি, ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছি; আজ কি কারণ, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না, বলিতে পারি না, হয়ত আমি কোন দোষ করিয়া থাকিব।" ইহা বলিয়া বার্ণাদেত্তা ক্ষুণ্ণ মনে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

ওলো সুলোচনে! আজ তুমি বিমর্ষ! তুমি নিরাশ হইয়া গহ্বর হইতে প্রত্যাগত! কিন্তু পবিত্র মাতা মণ্ডলী আজ মিসার

সময় তোমার স্বান্ত্বনার জন্য কি উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা কি শুন নাই! বিশ্বময় কাথলিক পুরোহিতগণ তোমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই কি সমস্বরে ও সুমধুর ধ্বনিতে এই সকল পদ্দ মিসায় গান করিয়াছিলেন? "ইহাতে তোমরা অতিশয় উল্লাস করিবে, তথাপি আবশ্যক মতে ক্ষণ কালের জন্য তোমাদিগকে নানাবিধ পরীক্ষায় দুঃখার্ত্ত হইতে হইবে; যেন স্বর্ণ-(যাহা অগ্নি দ্বারা পরীক্ষিত হয়) অপেক্ষাও বহুমূল্য তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা, যীশু খৃষ্টের আবির্ভাব কালে প্রশংসা, ও গৌরব, ও সম্মানে প্রতিপন্ন হয়: যাঁহাকে তোমরা না দেখিয়াও প্রেম কর; যাঁহাতে এখন তোমরা, স্বচক্ষুতে তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও, বিশ্বাস কর; এবং বিশ্বাস করত, অনির্ব্বচনীয় ও গৌরবান্বিত আনন্দে উল্লাস করিবে।" (১ম পিতর ১ম অধ্যায় ৬—৯।)

সরলা বালা, তুমি জানিতে পার নাই কেনই বা আবার অদ্য সমগ্র ভূমণ্ডলের কাথলিক পুরোহিতগণ মিসার সময় সুসমাচার হইতে এই পদটী প্রচার করিয়াছিলেন: "Super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam." অর্থাৎ "এই প্রস্তরের উপর আমি আমার মণ্ডলী নির্ম্মাণ করিব।"

এই সকল বিষয়ের গূঢ়ার্থ ভবিষ্যতের অতল গর্ভে লুপ্ত ছিল।

বার্ণাদেত্তা বাটীতে পঁহুছিবামাত্র তাহার পিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথা থেকে আসছ?"

সুকুমারী পাঠশালার ছুটীর পর বাটী আসিবার সময় হইতে গহ্বর দর্শন পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদায়ই বৃত্তান্ত পিতার নিকট বর্ণনা করিল।

ইহা শ্রবণে ফ্রাঙ্কিশ সুবিরু বড়ই মনঃ দুঃখ পাইল, বলিল "আমারই দোষে এইরূপ ঘটিয়াছে, ইহ জগতে আমা অপেক্ষা

আর কি কেহ পাপী আছে?" ও স্নেহভাবে আপন কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিল: "বাছা, এই সব আমার ভ্রম। আমি তোমাকে গহ্বরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, ইহাতে তোমার এই বিঘ্ন ঘটিয়াছে। যখন অদৃশ্য শক্তি তোমাকে আকর্ষণ করিয়াছে, তখন আমি আর তোমাকে গহ্বরে যাইতে নিষেধ করিতেছি না। ভবিষ্যতে তোমার যখন ইচ্ছা তখন তথায় যাইও, সুখী হও।" পিতা আপন কন্যাকে এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে বিদায় দিলেন।

এই সমাচার মেজষ্টর সাহেবের কর্ণগোচর হইবা মাত্র, ক্রোধে তাহার সর্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে মনে২ কহিল: "আমি যাহা মনে করিলাম, তাহা উল্টাইয়া গেল। এই সামান্য ঘরের মেয়ে ও তাহার হতভাগ্য পিতা মাতা আমার হুকুম অমান্য করিয়াছে। আচ্ছা, যদি আমি তাহাদিগকে সোজা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি কাপুরুষ, ও আমার নামে কলঙ্ক হইবে।" মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়া জাকোমে সাহেব বার্ণাদেত্তা ও তাহার পিতা মাতাকে ডাকাইয়া গম্ভীর ভাবে ও বজ্র নিনাদে বলিল: "তোমরা কেন আমার হুকুম ভাঙ্গিয়াছ,"

ক্রান্সিশ সুবিরু এবার পূর্বের মত ভীরু ছিল না। সে সাহস পূর্বক থানা সমূহের অধ্যক্ষকে বলিল: "জাকোমে সাহেব, আমি নিশ্চয় জানি আমার কন্যা কখন মিথ্যা কথা বলে নাই। সে যে স্বচক্ষে সাধ্বী কুমারীকে দেখিয়াছে, ইহার লেশমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। এমন অবস্থায়, যদি ঈশ্বর কিম্বা ধন্যা কুমারী তাহাকে মাসাবিএলে আসিতে বলেন, তাহাতে কি আমরা বাধা দিতে পারি। আমাদের স্থলে নিজেকে রাখিয়া বলুন না, তাহা হইলে পরমেশ্বর কি আমাদিগকে শাস্তি দিবেন না।"

জাকোমে সাহেব সুবিরুর এই প্রকার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইল ও বার্ণাদেত্তার মুখ পানে চাহিয়া বলিল: "তা ছাড়া, তুমি নিজে বলিয়াছ যে আর দর্শনের আবির্ভাব হয় নাই, তখন তোমার সেখানে যাইবার কি প্রয়োজন ?

ইহার প্রত্যুত্তরে কুমারী-রত্ন বলিল "মহাশয়, আমি পোনের দিবস গহ্বরে যাইতে অঙ্গীকার করিয়াছি।"

ইহা শুনিয়া থানা সমূহের অধ্যক্ষের চক্ষু রক্তবর্ণ হইল ও চিৎকার করিয়া সে বলিল: "রে নির্বোধ, তুমি কি মূর্খতা প্রকাশ করিতেছ? এই সমস্ত তোমার মিথ্যা গল্প। তুমি যদি আমার আদেশ লঙ্ঘন কর ও পুনরায় গহ্বরে লোক জড় করিতে যাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে ও তোমার পিতামাতাকে কঠিন শাস্তি দিব।"

বার্ণাদেত্তা বলিল: "দোহাই পরমেশ্বর, সেখানে খালি আমি প্রার্থনা করিতে যাই, আমি যখন মাসাবিএলের গহ্বরে যাই, তখন আমার সঙ্গে যাইতে কাহাকেও ডাকি না; আমার আগে বা আমার পরে যদি গহ্বরে লোক সকল জড় হয়, তাহাতে আমার কি অপরাধ? লোকে বলে যে শৈল গহ্বরে যিনি আমাকে দর্শন দেন, তিনি সাধ্বী কুমারী, কিন্তু আমি জানি না উনি কে।

বালিকার এই প্রকার সরল উত্তরে জাকোমে সাহেব অবাক হইয়া কিয়ৎক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিল ও তৎপরে সুবিরু প্রভৃতিকে বিদায় দিয়া, বিচারপতি দুতুর সাহেবের গৃহে গিয়া তাঁহার নিকট এই সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিল, আরও তাঁহাকে বলিল: "মহাশয়, যে প্রকারেই হউক, বার্ণাদেত্তার উপর অভিযোগ আনা আপনার কর্তব্য।"

বিচারপতি বলিলেন: "তাহার প্রতি দোষারোপ করা সহজ নহে। সে কাহাকেও গহ্বরে ডাকে না; সে দর্শন-ছলে কাহার নিকট হইতে অর্থও চায় না; আর যে স্থানে সে প্রার্থনা করিতে যায়, তাহা সর্ব সাধারণের জায়গা। বাস্তবিক সে রাজাজ্ঞা কি লঙ্ঘন করিয়াছে? কিম্বা সে রাজ-শাসনের বিরুদ্ধে কি কিছু বলিয়াছে? তাহার বিপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এমন কিছুই নাই যাহা দ্বারা তাহাকে আদালত সোপরর্দ্দ করিতে পারা যায়। তবে দর্শন-স্থলে বার্ণাদেত্তার নিমিত্ত যদি কোন গোলযোগ উপস্থিত হয়, কিম্বা দর্শনের ছলে যদি সে কাহার নিকট হইতে টাকা কড়ি লয়, অথবা তাহার কথায় যদি নড়চড় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে অপরাধের দায়ী করিতে পারা যায়।"

বিচারপতি হুজুর সাহেবের যুক্তির মর্মার্থ বুঝিয়া, এই সমস্ত ঘটিতে পারে ভাবিয়া জাকোমে সাহেব তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক নিজ বাটীতে ফিরিয়া আসিল ও যাহাতে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, সেজন্য এক সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

পর দিবস,, ফেব্রুয়ারি মাসের ২৩শে তারিখের অতি প্রত্যুষেই যাত্রীগণ দলে দলে মাসাবিএলে আসিতে লাগিল। ধর্ম্মিষ্ঠা বার্ণাদেত্তাও তথায় আসিয়া জনতা অতিক্রম করিয়া গহ্বরের সম্মুখে জানুপাত পূবক উপাসনা করিতে লাগিল। পূর্ব দিবসের অদর্শনে, তাহার অন্তরে যে দুঃখ ও শোক লাগিয়াছিল, তাহা সে এখনও বিস্মৃত হয় নাই। সুতরাং, সশঙ্কিত মনে, এক হাতে প্রজ্বলিত মোম বাতি ও অপর হাতে জপমালা ধরিয়া, যখন কন্যা-রত্ন প্রার্থনা করিতেছিল, তৎকালে দর্শন-দায়িনী হঠাৎ গহ্বরে আবির্ভূতা হইয়া, প্রেম-পূর্ণ নেত্রে কন্যার

প্রতি দৃষ্টিপাত করত, হৃদয়-মুগ্ধকর সুমধুর স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া ডাকিলেন।

দর্শন-দায়িনী বলিলেন: "বার্ণাদেত্তা।"

কন্যারত্ন বলিল: "আমি উপস্থিত আছি"

দর্শন-দায়িনী বলিলেন: "আমি তোমাকে একটী গুপ্ত কথা বলিব, তাহা কেবল তোমার জন্য ও তোমা বিষয়ক। তুমি কি আমার কাছে অঙ্গীকার কর যে ইহ জগতে তুমি কখন কাহার নিকট তাহা প্রকাশ করিবে না?"

"না, আমি প্রকাশ করিব না অঙ্গীকার করিতেছি" বার্ণাদেত্তা এই রূপ প্রতিশ্রুত হইলে পর, দেবী কন্যা-রত্নের সহিত কিছু ক্ষণ অতি বন্ধুত্ব ভাবে কথোপকথন করিলেন ও তৎপরে মনুষ্য জাতির মধ্যে আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিবার জন্য তাহাকে দূতী নিযুক্ত করিয়া বলিলেন: "বৎসে, এখন যাও, পুরোহিতকে গিয়া বল যে আমি ইচ্ছা করি যেন তাঁহারা আমার সম্মানার্থে এখানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন।"

এই সকল কথা সমাপ্ত হইলে পর, তিনিও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সূর্য্য ক্রমে ক্রমে অস্তাচল হইলে পর, যেমন পৃথিবী অন্ধকারময় হয়, তেমনি দর্শন-দায়িনী অন্তর্হিত হইলে পর বার্ণাদেত্তার মুখ মণ্ডলের জ্যোতি অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া নিবিয়া গেল।

যে সকল লোক বার্ণাদেত্তার চতুর্দিকে ছিল, তাহারা একাগ্র চিত্তে তাহার মুখ পানে তাকাইয়া রহিয়াছিল বটে, কিন্তু না কিছু শুনিতে, না কিছু দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারা বলিল: "এ ত বড় আশ্চর্য, আমরা স্পষ্ট দেখছি যে লোকে কথা কহিলে যেমন তার ঠোঁট নড়ে, তেমনি এই বালিকারও ঠোঁট দুইটী নড়ছে; কিন্তু তারিফ এই যে আমরা তার একটী কথাও শুনতে পাচছি না।"

দিব্য-দর্শন গহ্বর হইতে অন্তর্হিত হইলে পর, পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল: "অদ্য কি সম্বাদ? দর্শন তোমাকে কি বলিলেন?"

তদুত্তরে সরলা বালা বলিল: "দর্শন-দায়িনী আমাকে দুইটী কথা বলিয়াছেন: প্রথমটী কেবল আমার জন্য, গুপ্ত কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিবার নয়; অপরটী পুরোহিতদের জন্য, এবং আমাকে এখনি গিয়া তাহা জানাইতে হইবে।" বলিয়া দর্শন-দায়িনীর দূতী মাসাবিএলের গহ্বর হইতে নগরাভিমুখে চলিয়া গেল।

তৃতীয় কাণ্ড।

প্রধান পুরোহিত প্যারামাল ও বার্ণাদেত্তা,—দর্শন-দায়িনীর
আদেশ : "প্রায়শ্চিত্ত,"—অর্থ দ্বারা বার্ণাদেত্তাকে ফাঁদে
ফেলিবার চেষ্টা,—মাসাবিএলে এক ঝরণার উৎ-
পত্তি,—বুরিএত নামে জনৈক ব্যক্তির চক্ষু
লাভ,—নগরাধ্যক্ষের প্রতি পাপাত্মাদের
ভয় প্রদর্শন,—যাহারা সৎ তাহা-
দের মধ্যে উত্তরোত্তর ঈশ্বরের
ও কুমারী মারীয়ার
প্রশংসার বৃদ্ধি :
প্রভৃতির
কথা

"যেরূশালেম নিবাসীদিগের সাহায্যার্থে এক ফোয়ারা উত্থিত হইবেক।" সখরিয় ১৩।১প

পরমেশ্বর যে সময়ে যাহা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নিরূপিত কালে নিশ্চয়ই পূর্ণ হয়। ঘড়ীর কলগুলি যেমন ঐক্য ভাবে চালিত হয়, তেমনি পরমেশ্বরের সমস্ত কার্যই পরস্পর মিলিত হইয়া নির্বিঘ্নে পরিচালিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পবিত্র মণ্ডলী আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা স্থাপিত ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর দ্বারা চালিত হওয়ায়, সত্য ধর্মের কোন কোন শাস্ত্রিকগণ মনে করেন যে পৃথিবীতে যে সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনা হয়, তাহা

ধর্মশাস্ত্রে কিম্বা মিসার গ্রন্থে পূর্বেই লিখিত থাকে। আমরা যে বিষয় বর্ণনা করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহাই ইহার এক প্রমাণ। বাস্তবিক আমরা পূর্বে দেখিয়াছি জাকোমে সাহেব যে দিন বার্ণাদেত্তাকে প্রলোভনে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল সেই দিবসের মিসার সুসমাচারে, কেমন করিয়া আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ভূতের প্রলোভন ভোগ করিলেন ও ভূতের বিপক্ষে জয় লাভ করিলেন, লিখিত ছিল; আরও দর্শন-দায়িনী যে দিন স্ব নামে এক মন্দির নির্মাণ করিতে আদেশ দেন, তৎপূর্বে মিসার সুসমাচারে কি লিখিত ছিল না? "এই প্রস্তরের উপর আমি আমার মণ্ডলী নির্মাণ করিব।" মথি ১৬।১৮ পদ

এতদ্ভিন্ন এই দরিদ্র কন্যা যখন প্রধান পুরোহিত পিতা প্যারামালের নিকট কুমারী মারীয়ার আজ্ঞা প্রকাশ করিতে গিয়াছিল, তখন সেই দিবসের মিসায় পঠিত নিম্ন-লিখিত পদগুলি তাঁহার স্মৃতি পথে আসিয়াছিল কি না কে জানে: অর্থাৎ, "মন্দিরের মধ্যে তাহার ওষ্ঠ ব্যক্ত করিয়াছে", "যাহা যথার্থ তাহা তাহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে"। "ঈশ্বরের নিয়ম তাহার হৃদয়ে আছে"। ইহা দ্বারা কি বুঝা যায় না যে যাহাতে প্রধান পুরোহিত বার্ণাদেত্তার কথায় বিশ্বাস করেন সেজন্য ঈশ্বর পূর্বেই তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন।

বাস্তবিক ফেব্রুয়ারি মাসের ২০শে তারিখে প্রধান পুরোহিত পিতা প্যারামাল যখন প্রাতঃকালের মিসা ও অন্যান্য ধর্মরীতি সমাপন করিয়া আপন গৃহে আসিয়া স্বকর্মে ব্যস্ত ছিলেন, তৎকালে পথে বহু লোকের কোলাহল শুনিতে পাইয়া, ব্যাপার কি? বলিয়া যেমন সদরে আসিলেন, অমনি দেখিতে পাইলেন এক যুবতী কন্যা ফটক পার হইয়া বাগানের মধ্য দিয়া তাঁহার দিকে চলিয়া আসিতেছে। কন্যা-রত্ন পুরোহিতের নিকটবর্তী হইবামাত্র

তিনি তাহাকে অতি গম্ভীর ও কর্কশ স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "তুই না সুবিরুর মেয়ে বার্ণাদেত্তা, তোর পিতা না কলে কাজ করে?"

যে পুরোহিত এত সদ্গুণ সম্পন্ন ও লুর্দ নগর বাসীদের সর্বজন প্রিয় ও মনোরঞ্জিত তিনি কেন এমন কর্কশ ভাবে সুকুমারীর প্রতি ব্যবহার করিলেন? বিশেষতঃ তাঁহার পালের ছোট ছোট বালক বালিকাদের বিষয় জানিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। এমন অমায়িক পিতার স্বর আজই কেবল কঠোর হইল; যেহেতু তিনি মাসাবিএলের দর্শন সম্বন্ধে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট হইতে, নানা প্রকারের কথা শুনিয়াছিলেন: সুতরাং এই সকল ঘটনা ঈশ্বরের কার্য, না শয়তানের কল্পনা, না বালিকার শঠতা, তাঁহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, পাছে প্রতারিত হন বা সত্য ধর্মের প্রতি কোন দোষারোপ হয়, এই জন্য তাঁহাকে কঠোর ভাষায় বার্ণাদেত্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল। আরও তিনি বার্ণাদেত্তাকে স্বয়ং চিনিতেন না।

এইরূপ কর্কশ বাক্য শ্রবণে যদিও বার্ণাদেত্তার অন্তরে আঘাত লাগিয়াছিল, তথাপি দর্শন-দায়িনীর বার্ত্তা না বলিয়া কোন ক্রমে ফিরিয়া যাওয়া উচিত নয় ভাবিয়া, সে অন্তরের বেদনা অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া প্রধান পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিল: "হাঁ ঠাকুর মহাশয় আমিই সেই"।

তখন পিতা প্যারামাল বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কটু শব্দে বলিলেন: "আচ্ছা, বার্ণাদেত্তা, এখানে কি জন্য আসিয়াছ? কি চাও?"

"ঠাকুর মহাশয়, মাসাবিএলের গর্তে যে "কর্ত্রী" আমাকে দর্শন দিয়াছেন, তাঁর হইয়া আমি আসিয়াছি ......"

বালিকার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে পিতা প্যারামাল হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন: "ওহ, তুই দর্শন পাইয়াছিস বলিয়া বাহানা করিস বটে, ও ইহার গল্প লইয়া দেশ তোলপাড় করিতেছিস! ইহার অর্থ কি? কয়েক দিন ধরিয়া কি হইতেছে? এই সকল অপূর্ব ঘটনা যাহা তুই বর্ণনা করিতেছিস কি? ও তাহার কোন প্রমাণ আছে?"

ইহা শ্রবণে সুকুমারী মর্মাহত হইয়া গহ্বরের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত সমস্ত প্রধান পুরোহিতের নিকট হুবহু বর্ণনা করিল।

প্রধান পুরোহিতের অনেক জানা শুনা ছিল; কে কেমন লোক তাহার মুখ দেখিলেই তিনি জানিতে পারিতেন। দূরবীক্ষণ দ্বারা যেমন অদৃশ্য নক্ষত্র গুলিকে দেখা যায়, তেমনি তিনি বার্ণাদেত্তার অন্তরের ভাব তাহার ভাষার সরলতা, দৃষ্টির অকপটতা ও সহাস্য বদন দর্শনে অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার সুমধুর কথায় পুরোহিতের কঠিন হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার এইরূপ ধারণা ছিল যে যাহা চাকচিক্য শালী তাহা স্বর্ণ নহে ও যাহা শুভ্র তাহা রৌপ্য নহে, এজন্য তিনি সুকুমারীকে একেবারে বিশ্বাস না করিয়া, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন: "তুমি এই কর্ত্রীর নাম জান?"

কন্যা-রত্ন বলিল "না, মহাশয়, আমি জানি না। কারণ তিনি তাঁহার নাম আমাকে বলেন নাই।" ইহা শুনিবামাত্র প্রধান পুরোহিত কিঞ্চিৎ রাগ ভরে কহিলেন: "কি, তুমি বলিতেছ আমি তাঁহার নাম জানি না, তবে তোমার মুখ হইতে যাহারা শুনিয়াছে, তাহারা কেন বলে যে গহ্বরে যিনি তোমাকে দর্শন দেন তিনি কুমারি মারীয়া। কিন্তু তুমি কি জান না যে যদি তুমি মিথ্যা করিয়া বল যে আমি তাঁহাকে শৈল গহ্বরে দেখিতে পাই, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে স্বর্গেও কখন আর

দেখিতে পাইবে না? এখানে তুমি বলিতেছ তুমিই কেবল তাঁহাকে দেখিতে পাও; এই কথা যদি তোমার মিথ্যা হয়, তাহা হইলে পরলোকে অন্যেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইবে এবং তুমি তাঁহার নিকট হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, তোমার এই শঠতার জন্য, অনন্ত কালের জন্য নরকগামী হইবে।"

বালিকা বলিল: "ঠাকুর মহাশয়, তিনি সাধ্বী কুমারী কি না তাহা আমি জানি না কিন্তু আমি যেমন এক্ষণে আপনাকে স্বচক্ষে দেখিতেছি তেমনি দৈব-দর্শনকে স্পষ্ট রূপে দেখিয়াছি; এবং আপনার বাক্য যেমন আমি স্বকর্ণে শুনিতেছি তেমনি তাঁহার কথাও আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি। এবং তাঁহার কারণ আমি আপনাকে বলিতে আসিয়াছি যে তিনি ইচ্ছা করেন যে, যে মাসাবিএল পাহাড়ে তিনি আমাকে দর্শন দিয়াছেন, উহার উপর তাঁহার নামে যেন এক মন্দির নির্ম্মিত হয়।"

পুরোহিত মহাশয় ক্ষুদ্র বালিকার মুখ হইতে এই অদ্ভুত সমাচার শুনিয়া মুচকি হাঁসিলেন ও গহ্বরের কর্ত্রী যে আদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা আরবার শুনিবার জন্য বার্ণাদেত্তাকে তাহা পুনরুক্তি করিতে কহিলেন। বার্ণাদেত্তা কহিল "তিনি আমার সম্বন্ধে গুপ্ত কথা আমাকে বলিয়া ও তাহা কাহার নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া, কহিলেন: "এবং এক্ষণে যাও ও পুরোহিতদিগকে কহ গিয়া যে আমি ইচ্ছা করি যেন তাঁহারা এখানে আমার নামে এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন।" স্বর্গের দূতীর মুখ হইতে বারম্বার এই প্রকার অদ্ভুত কথা শুনিয়া পুরোহিত ঠাকুর ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কহিলেন: "যাহাই হউক, ইহা সম্ভব।"

কিন্তু ঈশ্বরের মাতা যে তাঁহাকে,—এক দরিদ্র, অজ্ঞাত পুরোহিতকে—এই সমাচার সরাসর পাঠাইয়াছেন, এই চিন্তায়

পূর্ণ হইয়া তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন ও বালিকার প্রতি নেত্রপাত করিয়া মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলেন: "এই বালিকা যে সত্য বলিতেছে তাহার জামিন কোথায় এবং এমন কি প্রমাণ আছে যাহা দ্বারা আমার বিশ্বাস হয় যে তাহাকে কোন ধোকা লাগে নাই?"

পরে তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, "যে কর্ত্রীর বিষয় তুমি আমাকে বলিতেছ, তিনি যদি যথার্থই স্বর্গের রাণী হন, তাহা হইলে আমার সাধ্যানুসারে তাঁহার সম্মানার্থে এক মন্দির নির্মাণ করিতে আমি বড় সুখী হইব; কিন্তু তোমার কথা যে নিশ্চিত ও সত্য তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। এই দেব কন্যা কে তাহা আমি জানি না, এজন্য তিনি কি চান, তদ্বিষয়ে লিপ্ত হইবার পূর্বে, আমি জানিতে চাহি এরূপ আদেশ করিবার তাঁহার কি ক্ষমতা আছে। অতএব তাঁহার শক্তির প্রমাণ দেখাইতে তাঁহাকে বলিও।" ফুলের বাগানের দিকে চাহিয়া পুরোহিত পুনরায় বলিলেন:

"তুমি আমাকে জানাইতেছ যে দর্শনের চরণদ্বয়ে এক কাট গোলাপের লতা জড়ান আছে। এই কাট গোলাপ পাহাড়ে জন্মায়। আমরা এখন ফেব্রুয়ারি মাসে আছি। আমার হইয়া তাঁহাকে কহিও: "আপনি যদি মন্দির ইচ্ছা করেন, তবে এই শীতকালে গুহার নিকটে গোলাপ ফুল প্রস্ফুটিত করুন কিম্বা অন্য কোন অদ্ভুত কার্য দ্বারা আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করুন," বলিয়া প্রধান পুরোহিত কন্যা-রত্নকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

প্রধান পুরোহিতের সহিত বার্ণাদেত্তার সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের বৃত্তান্ত, লুর্দ নগরের পাপাত্মাদের কর্ণগোচর হইবামাত্র, তাহাদের অন্তরে বড়ই আহ্লাদের উদয় হইল;

তাহারা বলিতে লাগিল: "আমাদের পুরোহিত মহাশয় বড় চৌকস লোক। বালিকার প্রলাপ উক্তির উপর তিনি কি আপন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন? তাঁহার অসীম দক্ষতার গুণে, তিনি এই ভয়ঙ্কর দ্বিধার শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়াছেন। হীরকে যেমন হীরক কাটা যায়, তেমনি তিনি শঠতা দ্বারা বার্ণাদেত্তার শঠতা পরাস্ত করিয়াছেন। ইহাই ঠিক। জাকোমে সাহেব কত বুদ্ধি খাটাইল, কত মতলব জুড়িল, ভাঙ্গিল ও গড়িল, কত যুক্তি পরামর্শ করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঐ বিড়াল তাহার দুগ্ধ কোনমতে পান করিল না। আমাদের পুরোহিত কি তেমন? গাছের উপর কাহাকে চড়াইয়া দিয়া, তাহার মই কাড়িয়া লইলে, কিম্বা কেহ খাইতে বসিলে, তাহার অন্নে বাধা দিলে. সে যেমন হতাশ হয়, তেমনি প্রধান পুরোহিত বার্ণাদেত্তা দ্বারা বিস্তৃত জাল কাড়িয়া লইয়া তাহার দুরাশা নির্মূল করিয়া ফেলিয়াছেন। কচ্ছপকে যেমন উল্টাইয়া ফেলিলে অক্লেশে ধরা যায়, তেমনি পুরোহিত মহাশয়ও তাহারই উল্ট কথায় তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। যেমন প্রবাদে আছে:

পরের জন্য গর্ত্ত খোঁড়ে
আপনার গর্ত্তে আপনি মরে।

বার্ণাদেত্তার কপালে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের পুরোহিত ঠাকুর কি চতুর! তিনি দর্শনের নিকট হইতে দৃশ্য প্রমাণ চাহিয়াছেন, অর্থাৎ, যাহা অসম্ভব, তিনি তাহা সম্ভব দেখিতে চাহেন।" বলিতে বলিতে সকলে আহ্লাদে হাত তালি দিতে লাগিল।

• গহ্বরের অদৃশ্য ব্যক্তিকে এই প্রকার প্রশ্ন করা হইয়াছে, শুনিয়া জাকোমে সাহেব, দুতুর মহাশয় ও তাঁহাদের বন্ধু বান্ধবগণ

এক প্রকার কাছারির মেজাদে মুচকি হাঁসিতে হাঁসিতে কহিতে লাগিলেন, "দর্শনকে ছাড়পত্র দেখাইতে তলব করা হইয়াছে।"

কিন্তু বিশ্বাসীদের মধ্যে যাঁহারা বার্ণাদেত্তাকে অপূর্ব আলো দ্বারা বেষ্টিত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন: "কাট গোলাপ হইতে ফুল ফুটিবে।"

এই দুরূহ পরীক্ষা কালে, যাঁহারা ইতিপূর্বেই দর্শনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিল। এ স্থলে তাঁহাদের সকলকেই অনন্যোপায় হইয়া সুসমাচারের শত সেনাপতির ন্যায়, বলিতে হয় "*Credo Domine, adjuva incredulitatem meam,* আমি বিশ্বাস করি, প্রভুহে, আপনি আমার অবিশ্বাসের প্রতিকার করুন।"

পর দিন প্রাতঃকালে সহস্র সহস্র যাত্রীর দল মাসা বিএল পাহাড়ের প্রতিষ্ঠিত গহ্বরের দিকে ধাবিত হইতে-লাগিল। যাহারা বিশ্বাসী ও প্রকৃত ভক্ত, তাহারা কুমারী মারীয়ার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শনের জন্য সেই পবিত্র তীর্থ স্থলে অনেক দূর দেশ হইতে আসিল; এবং যাহারা ঐ দর্শনকে কুসংস্কার বলিয়া অদ্যাবধি হেয়জ্ঞান করিত, তাহা-রাও এখন গহ্বরে গিয়া স্ব স্ব কৌতূহল তৃপ্তি করিবার জন্য মনস্থ করিল। আজ গহ্বরে উভয় দলের লোকই উপস্থিত আছে। এক দল বিশ্বাসীর: তাহারা কায় মন বাক্যে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছে; আর এক দল স্বাধীন ভাবুকের: তাহারা দর্শনে নিপুণ রহস্য, চমৎকার খেল ও কুসংস্কার বৈ আর কিছুই দেখিতে পাইতেছে না। যাহাই হউক আজ প্রাতে গহ্বরে অজস্র লোকের সমাগম: কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বাড়ীর গিন্নি, কি ঘরের বৌ ঝি, কি বড়, কি ছোট, সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে গহ্বরে

আসিয়া জানু পাতিয়া কেহ কেহ মালা জপিতেছে, কেহ কেহ প্রার্থনা পুস্তক পাঠ করিতেছে, কেহ বা বাতি জ্বালিয়া ধ্যানে মগ্ন আছে, ইত্যবসরে সূর্য্যোদয় হয় হয় এমন সময়ে বার্ণাদেত্তা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ও পূর্ব্বমত গহ্বরের সম্মুখে জানু পাতিয়া জপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ণিমার চন্দ্র কিরণে যেমন সাগরের জল ঝকমক করে, তদনুরূপ দর্শন-দায়িনীর দিব্যালোকের প্রতিবিম্বে বার্ণাদেত্তার বদন মণ্ডল রূপান্তরিত হইয়া গেল। যাত্রীগণের সহস্র সহস্র চক্ষু তৎক্ষণাৎ গহ্বরের মধ্যে পড়িল, কিন্তু কাট গোলাপের নেড়া লতা ছাড়া তাহাদের চক্ষু সকল আর কিছুই উহার মধ্যে দেখিতে পাইল না। এদিকে বার্ণাদেত্তা আর বার্ণাদেত্তায় ছিল না। সে এখন স্বর্গের দূতী ও অতুল আনন্দ সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার ধাত ধরণ চাল চলন ও ব্যবহার নৈসর্গিক হইতে উচ্চতর মহত্ত্বে ও মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে এবং মধুমক্ষীকা যেমন পদ্ম ফুলে বসিয়া মধুপানে মত্ত হয়, তেমনি কন্যা-রত্নও দর্শন-দায়িনীর অতুল রূপরাশি অনিমেষ লোচনে ও নিবিষ্ট চিত্তে নিরীক্ষণ করিতে করিতে উন্মত্তা প্রায় হইয়া রহিল।

দর্শকবৃন্দ এই অলৌকিক আলোর আবির্ভাবে বুঝিতে পারিল যে স্বর্গের রাণী গহ্বরে আগতা, এজন্য তাহারা আরও ভক্তি সহকারে নানাবিধ উপাসনা করিতে ব্যস্ত সমস্ত হইল। কিয়ৎক্ষণের পর বার্ণাদেত্তা প্রার্থনা করিবার স্থান হইতে, অর্থাৎ, গাভ নদীর তীর হইতে গহ্বরের নিম্ন ভাগ পর্য্যন্ত, দশ হাত পরিমাণ ভূমি, হাঁটুর উপর ভর দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে, "প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত" তিনবার এই সকল কথা তাহার মুখ হইতে নির্গত হইতে

স্পষ্ট শুনা গেল। তাহার পরে সে প্রার্থনা সমাপন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিল।

প্রধান পুরোহিত মহাশয় দর্শনের নিকট হইতে যে নিদর্শন চাহিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না। অকালে গোলাপের ফুল ফুটিল না। কিন্তু পার্থিব গোলাপ হইতে লক্ষ লক্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ যে আমাদের অমর আত্মা, তাহা হইতে এক আত্মিক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে দেখা গিয়াছিল। লুর্দ নগরে প্রকারান্তরে কর আদায় করিবার ভার ইস্ত্রাদ সাহেবের উপর ছিল। ইনি বহু কালাবধি ধর্ম্ম চর্চা ত্যাগ করিয়াছিলেন ও কখন মন্দিরে মিসা শুনিতে যাইতেন না। আজ কৌতূহলের বশীভূত হইয়া মাসাবিয়েল গহ্বরে আসিয়া ও বার্ণাদেত্তাকে এই অলৌকিক আলোক দ্বারা দীপ্ত হইতে দেখিয়া, ঈশ্বরের কৃপা দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস চক্ষু উন্মূলীত হওয়ায়, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে গহ্বরের কীর্ত্তি ঈশ্বরের কার্য। তজ্জন্য আপন মন পরিবর্ত্তন করিয়া, তিনি পাপ স্বীকার করিতে গেলেন। ফলতঃ তাঁহার আত্মা রূপ গোলাপ লতা অনেক কালাবধি পাপ-রূপ শীতে শুষ্ক প্রায় হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সেই অসুখী আত্মা, ধন্যা মারীয়ার আনুকূল্যে, ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ পাইয়া যেন পুনর্জীবিত ও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে বার্ণাদেত্তা গহ্বর ত্যাগ করিয়া নগরে পঁহুছিয়া পুনরায় প্রধান পুরোহিতের নিকট আসিল। বার্ণাদেত্তা পুরোহিত ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "অয়ি বালিকে, তুমি পুনরায় দর্শন পাইয়াছ কি ও তিনি তোমাকে কি বলিলেন?" এই প্রশ্নে কুমারী রত্ন পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া বলিল: "আমি এইমাত্র দর্শন পাইয়াছি ও আপনার আদেশমতে তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়া বলিলাম: "দেবি! ঠাকুর মহাশয় আপনাকে প্রমাণ

দেখাইতে কহেন; তিনি বলেন এই আপনার পায়ের নীচে যে কাট গোলাপের লতা আছে তাহা হইতে ফুল ফুটাইতে, যেহেতু আমার কথা পুরোহিতদের মনে লাগে না ও তাঁহারা আমার উপর বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক নন। তখন তিনি মুচকি হাঁসিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। তার পরে তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "দুহিতে! গুহা তলে নামিয়া আইস ও পাপীদের জন্য প্রার্থনা কর," এবং তিন বার "প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত!" বলিয়া চিৎকার করিলেন। জানু পাতিয়া গুহা তলে যাইতে যাইতে আমিও তাঁহার সহিত বলিলাম: "প্রায়শ্চিত্ত ৩" অনন্তর দর্শন-দায়িনী আমাকে আর একটী গুপ্ত কথা প্রকাশ করিলেন; ইহা কেবল আমার নিজের জন্য ও কাহার নিকট ব্যক্ত করিবার নয়। তৎপরে তিনি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।"

এই অলৌকিক ঘটনা শুনিয়া প্রধান পুরোহিত অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন: "আর গুহা তলে গিয়া তুমি কি দেখিতে পাইলে?"

"তিনি অদৃশ্য হইলে, আমি দেখিলাম, (কারণ তিনি তথায় থাকিতে আমি কোন দিকে দৃকপাত করি নাই ও আমি তাঁহাতেই নিবিষ্ট ছিলাম), গুহা তলে কেবল প্রস্তর ও প্রস্তরের মধ্যে মধ্যে গুল্ম লতা সকল আছে।"

ইহাতে পিতা প্যারামাল কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতেই যেন তিনি বলিলেন:

"চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
নাঽসমীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়তনং ত্যজেৎ॥"

অর্থাৎ, এক পা বাড়ায়ে পুন থামে বুদ্ধিমান্, পরস্থান না দেখি না ছাড়ে পূর্ব্বস্থান, অর্থাৎ, অপেক্ষা করাই সৎ যুক্তি।

তিনি কন্যা-রত্নকে বিদায় দিয়া, সন্ধ্যাকালে লুর্দ নগরের অপরাপর পুরোহিতদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দর্শনের বিবরণ তাঁহাদের নিকট বর্ণনা করিলেন। পুরোহিতগণ, তাঁহার অনুরোধে সাধ্বী কুমারী হাঁসিয়াছিলেন, শুনিয়া সন্তোষ জনক চিহ্ন মনে করিলেন না ও পুরোহিত বরকে কহিলেন: "যদি তিনি সাধ্বী কুমারী হন, তবে আপনার কথায় হাঁসিলেন কেন?"

পিতা প্যারামাল: "তাঁহার হাঁসি দ্বারা আমার বিবেচনা হয় যে তিনি আমার যুক্তি মঞ্জুর করিয়াছেন; যেহেতু সাধ্বী কুমারী কাহার সহিত ব্যঙ্গ করেন না।"

অতঃপর পিতা প্যারামাল যখন শুনিলেন যে অলৌকিক দর্শনের প্রভাবে ইস্ত্রাদ সাহেব ও অন্যান্য পাপীরা মন পরিবর্তন করিয়াছেন, তখন তিনি বুঝিলেন শ্রীশ্রীমারীয়া মাতা নশ্বর, ক্ষণিক, হেয়, পার্থিব পুষ্প তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, বহুমূল্য ও পারমাত্মিক পুষ্প যে আত্মা তাহাই প্রস্ফুটিত করিয়া গিয়াছেন ও প্রকারান্তরে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ ও সফল করিয়াছেন। এইরূপ তাঁহার ধারণা হওয়ায়, পুণ্যবান পুরোহিত আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিয়া, মাসাবিএলের ব্যাপার ঈশ্বরের কার্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে লাগিলেন।

লুর্দ নগর বাসিন্দের মধ্যে প্রায় সমস্ত লোকই এক্ষণে বার্ণাদেত্তাকে ঈশ্বরের বিশেষ বন্ধু বলিয়া মান্য করিতে আরম্ভ করিল। কি ঘরে কি বাহিরে, কি গীর্জায় কি পাঠশালায়, কি পথে কি ঘাটে, যেখানেই হউক না কেন, তাহাকে দেখিতে পাইলেই তাহার চারিদিক ঘিরিয়া লোক সকল দর্শনের বিস্তারিত বৃত্তান্ত তাহার মুখ হইতে শুনিতে চাহিত ও শ্রবণান্তে তাহাকে ভাগ্যবতী বলিয়া চলিয়া যাইত। অনেক বড় বড় লোক সস্ত্রীক দেশ বিদেশ হইতে লুর্দে আসিয়া বার্ণাদেত্তার পিত্রালয়ে যাইতেন

ও তাহার মুখ হইতে দর্শনের আশ্চর্য বৃত্তান্ত সকল শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া ঈশ্বর ও ধন্যা মারীয়ার ধন্যবাদ করিতে করিতে প্রত্যাগত হইতেন। একদা সন্ধ্যাকালে যখন বার্ণাদেত্তার বাটীতে ২।১ জনমাত্র বাহিরের লোক আছে, তখন কোন আগন্তুক, বিদেশ হইতে আসিয়াছি, এই পরিচয় দিয়া বার্ণাদেত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও মাসাবিএলের বিষয় শুনিবার জন্য একে একে যত্ন পূর্বক প্রশ্ন করিতে থাকেন। কন্যা-রত্ন তাঁহার প্রশ্ন মত সমস্ত বৃত্তান্ত পর পর হুবহু ও যথাযথ বর্ণনা করিলে পর, আগন্তুক ব্যক্তি তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন : "দেখ বৎসে, তুমি কি সৌভাগ্যবতী। যত কিছু সুখ আছে, সর্বাপেক্ষা এই দর্শন লাভ সর্বোৎকৃষ্ট। আমি দেখছি তোমার বড় অর্থাভাব আছে। আমি ধনী, তোমাকে সাহায্য করিতে আমি ইচ্ছা করি," এই কথা বলিতে না বলিতে সেই আগন্তুক ব্যক্তি এক থলী স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া মেজের উপর রাখিয়া দিলেন। অপরিচিতের এইরূপ আচরণে কন্যা-রত্ন রাগে ও ঘৃণায় পূর্ণ হইয়া সেই থলী তাঁহার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাঁহাকে বলিল : "মহাশয়, আপনার অর্থে আমার প্রয়োজন নাই ; এই লও।"

আগন্তুক বলিল : "কন্যা, এই অর্থ তোমার জন্য নয়, তোমার পিতা মাতার অভাব মোচনের জন্য আমি দিতেছি, তাহাতে তুমি কোন বাধা দিতে পার না।"

ইহা শুনিয়া সুবিরু ও তাহার স্ত্রী বলিল : "মহাশয়, না বার্ণাদেত্তা, না আমরা কিছু যাচ্ঞা করিতেছি ; আপনার মুদ্রা আপনি লউন।"

তথাপি সেই আগন্তুক ব্যক্তি সুবিরুর প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিল : "তোমরা গরিব, আমি আসিয়া তোমাদের ত্যক্ত করিয়াছি, তজ্জন্য এই অর্থ আমি তোমাদিগকে দান করিতেছি,

তাঁহাতে ব্যাঘাত দেওয়া উচিত নহে; বৃথা লজ্জা করিতেছ কেন? না, বড় দেমাক হইয়াছে বলিয়া ইহা লইতেছ না?"

ইহাতে সুবিরু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দরজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল: "না, মহাশয়, কিন্তু আমরা কিছুই চাহি না। আপনার স্বর্ণ এখনি লইয়া যান।"

তখন সেই আগন্তুক ব্যক্তি অর্থের থলী কুড়াইয়া লইয়া নিরাশ ও লজ্জিত হইয়া সুবিরুর বাটী হইতে চলিয়া গেলেন।

কিছু দিন পরে নগর মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে জাকোমে সাহাবেই সেই আগন্তুক ব্যক্তিকে, বার্ণাদেত্তা ও তাহার জনক জননীকে লোভ দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিবার জন্য, ফাঁড়ি হইতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি এক জন ছদ্ম বেশধারী থানার চর, অর্থ দ্বারা বার্ণাদেত্তাকে ভুলাইতে আসিয়াছিলেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারির প্রাতঃকালে, যৎকালে পৃথিবীস্থ কাথলিক মণ্ডলীর মঠে মঠে, আশ্রমে আশ্রমে, মন্দিরে মন্দিরে, ধর্মাবাসের নিভৃত কুঠরীতে কুঠরীতে, পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও তপস্বীগণ উষা-কালের এই সকল মন্ত্র পাঠে দীক্ষিত ছিলেন, যথা "Tu es Deus qui facis mirabilia. Notam fecisti in populis virtutem tuam...... Viderunt te aquæ Deus, viderunt te aquæ et timuerunt, et turbatæ sunt abyssi : আপনিই দেব যিনি আশ্চর্য ক্রিয়া করেন। আপনি জাতি সমূহের মধ্যে আপনার শক্তি ব্যক্ত করাইয়াছেন......হে দেব, জল সকল আপনাকে দেখিল, তাহারা আপনাকে দেখিয়া কম্পিত হইল ও অকুল পাথার ত্রস্ত আছে" তৎসময়েই বার্ণাদেত্তা মাসাবিএলের প্রতিষ্ঠিত স্থলে গিয়া জানু পাত পূর্বক উপাসনা করিতে রত হইল।

কন্যা-রত্ন পঁহুছিবার পূর্বেই, মাসাবিএলে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল: সমুদ্র তটের বালি কণা যেমন গণনা করা যায় না,

তেমনি তথায় উপস্থিত লোকদিগের সংখ্যাও নির্ণয় করা অসাধ্য। কিন্তু অগণ্য জনতার মধ্যে বার্ণাদেত্তা উপস্থিত হইবামাত্র তথায় আর শব্দের লেশমাত্র রহিল না; সকলেই আশ্চর্য ব্যাপার দর্শন করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইল।

বার্ণাদেত্তা জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে না করিতে, দর্শন-দায়িনী গহ্বরে আবির্ভূত হইলেন ও তাহার প্রতি প্রসন্ন ভাবে নেত্রপাত করিলেন। দর্শনের দৈব মুখশ্রী, অনুপমা রূপরাশি ও অলৌকিক গৌরব দেখিতে দেখিতে কন্যা-রত্ন অতুল আনন্দ সাগরে মগ্ন হইল। ক্রমে ক্রমে অপূর্ব আলো দ্বারা তাহার মুখ মণ্ডল বিরাজিত হইল।

তখন দর্শন-দায়িনী কহিলেন: "কন্যা, আমি তোমাকে শেষ গুপ্ত কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ইহা কেবল তোমার নিজের ও তোমার সম্বন্ধে। এই ও অপর দুইটী গুপ্ত কথা তুমি ইহ জগতে কখন কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না।"

ইহা বলিয়া তিনি অমৃতময় কোমল স্বরে বার্ণাদেত্তার কর্ণ কুহরে বাক্য বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন; পরে কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন: "ও এক্ষনে ঝরণায় গিয়া জল খাও ও তোমার মুখ ধৌত কর, ও তত্রস্থ ঘাস লইয়া খাও।"

"ঝরণার" কথা শুনিয়া, বার্ণাদেত্তা ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল; কিন্তু তথায় উহার কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া, উনি বোধ হয় নদীর জল পান করিতে বলিতেছেন, ভাবিয়া গাভ নদীর দিকে যাইতে লাগিল; কিন্তু দর্শন-দায়িনী ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে থামাইয়া বলিলেন: "ওখানে যাইও না, আমি গাভ নদীতে গিয়া জল পান করিতে বলি নাই; ঝরণার কাছে যাও, তাহা এখানেই আছে," ও বলিতে বলিতে পূর্ব দিবসে যেখানে বার্ণাদেত্তা হাঁটু পাতিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই স্থলেই

অর্থাৎ গহ্বরের দক্ষিণ দিকে যে ঝরণা আছে তাহা অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিলেন।

কন্যা-রত্ন সঙ্কেত স্থলে গিয়া ঝরণার কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না; তথাপি সরল বিশ্বাসের সহিত নির্দ্ধারিত স্থানে হেঁট হইয়া হাত দিয়া গর্ত্ত করিতে লাগিল।

বালিকার এই অসাধারণ গতি দেখিয়া দর্শকগণ অত্যন্ত আশ্চর্য হইল। কেহ কেহ বার্ণাদেত্তাকে পাগল মনে করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলিল, না না তা নয়, যা ঘটবে তা আমরা দেখতেই পাব। তখন হঠাৎ বার্ণাদেত্তা যেখানে আঁচড়াইয়া ক্ষুদ্র এক গর্ত্ত করিয়াছিল তাহার তলদেশ আর্দ্র হইয়া গেল ও উহা হইতে অল্প অল্প জল বাহির হইতে লাগিল।

দর্শন-দায়িনীর আজ্ঞানুসারে, বার্ণাদেত্তা গর্ত্ত হইতে সেই নিগূঢ় জল হাতে করিয়া খানিক পান করিল ও উহাতে মুখ ধুইয়া পার্শ্বস্থ তৃণ তুলিয়া খাইল। তৎপরে দিব্য দর্শন বার্ণাদেত্তার প্রতি প্রসন্ন ভাবে নেত্রপাত করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। কন্যা-রত্নও প্রার্থনা সমাধা করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সেই সময় হইতে ঝরণার জল ক্রমে ক্রমে এত বৃদ্ধি পাইল যে গর্ত্ত উপচাইয়া জনতার দিকে সূত্রের মত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া লোকেরা চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল: ইহা ঈশ্বরের অদ্ভুত কার্য। তখন প্রত্যেকেই ঠেলাঠেলি করিয়া গহ্বরের মধ্যে ঢুকিয়া যে গর্ত্ত হইতে এই অসাধারণ জল বাহির হইতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখিতে, তাহাতে রুমাল ভিজাইতে ও তাহার অন্ততঃ এক ফোঁটাও পান করিতে উদ্যত হইল।

দুই দিবস ক্রমাগত উৎসের জল অতি বেগে বহিতে বহিতে গর্ত্তের ছিদ্র এত বাড়িয়া গেল যে তাহার পর হইতে

প্রায় দুই লক্ষ আট চল্লিশ হাজার আটশত সের পরিমাণ জল প্রত্যহ বাহির হইতেছে ও উহার স্রোত বেগে বহিয়া গিয়া গাভ নদীতে পড়িতেছে।

পর দিবস ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কুমারী বার্ণাদেত্তা মাসাবিএলের গহ্বরে আসিয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিল; কিন্তু সে দিবস তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। লোকে তাহার মুখে পূর্ব্বমত দিব্য জ্যোতি দেখিতে পাইল না; এই দিবস দর্শনের কোন মতেই আবির্ভাব হইল না।

অদ্য তাঁহার আবির্ভাব না হইবার এই এক হেতু হইতে পারে যে তিনি সুকুমারীকে বুঝাইতে চাহেন যে তাহার মধ্যে এমন কোন বস্তু নাই যাহার গুণে সে এই অলৌকিক দর্শন পাইয়াছে; বিশেষতঃ দর্শনের সহিত বার্ণাদেত্তার অনেকবার সাক্ষাৎ ও তাঁহার সহিত বিশেষ হৃদ্যতা হওয়ায়, পাছে সে গর্ব্বিত হয়, তাহাকে নম্র হইয়া চলিতে শিক্ষা দিবার জন্যই, তিনি আজ তাহার চক্ষুর অন্তরালে রহিলেন।

মনুষ্যের সাধ্যাতীত শক্তি দ্বারা গত কল্য শুষ্ক পাথর হইতে যে ঝরণার উৎপত্তি হইয়াছে তাহার বিষয় যাহাতে লোকে চিন্তা করে, এই ঘটনা সত্য বলিয়া মানে ও দেশময় প্রচার করিয়া দেয়, তন্নিমিত্তও দর্শনের আবির্ভাব না হইতে পারে। কিন্তু, পাঠক, আইস আমরা উক্ত দেশের মণ্ডলী এই ব্যাপারের কি ব্যাখা করেন শুনি।

অদ্য ২৬শে ফেব্রুয়ারি সন ১৮৫৮ সাল, মহা উপবাসের প্রথম সপ্তাহ, শুক্রবার, তার্বের ধর্ম্মাধিবাসে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র বড়শা ও পেরেকের পর্ব্ব। এই পর্ব্ব দিনে কাথলিক মণ্ডলী, মৃত্যুর পর খ্রীষ্টের পার্শ্বদেশ যে বড়শা দ্বারা বিদ্ধ হয় তাহাই স্মরণ করেন। যখন আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ক্রুশে

বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তখন রোমান সেনাপতি বড়শা দ্বারা খ্রীষ্টের দক্ষিণ দিকের পাঁজর বিদ্ধ করিতে না করিতে, তাঁহার পার্শ্ব হইতে জল ও রক্ত নির্গত হয় ও তদবধি জীবন নদীর এই স্রোত, পৃথিবীস্থ সমুদায় মনুষ্য জাতির পরিত্রাণের জন্য, আঠার শত বৎসর ধরিয়া বহিয়া আসিতেছে। যে জল প্রভুর পাঁজরের ক্ষত হইতে প্রবাহিত, সেই জল সেচনা দ্বারাই পবিত্র মণ্ডলীর উদ্যানগুলি এত উর্বরা আছে।

এই ঐশ্বরিক কৃপার অদ্ভুত কার্য ধ্যান করিতে করিতে পুরাতন শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বক্তা, বড়শা দ্বারা খ্রীষ্টের পার্শ্ব স্থান বিদ্ধ হইবার যুগ যুগান্তর পূর্বে, কহিয়া গিয়াছেন : যথা, "আমি দেখিলাম মন্দিরের দক্ষিণ দিক হইতে জল বহিয়া আসিতেছে, এবং যাহাদের উপর সেই জল আসিয়া পড়িল তাহারা অনন্ত জীবন পাইল।" লুর্দ নগরের পুরোহিতগণও প্রাতঃকালের প্রার্থনায় এই ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করিয়াছিলেন : "এই দিবসে দাউদ বংশ ও যেরুশালেম নিবাসীদিগের সাহায্যার্থে যে এক ফোয়ারা উত্থিত হইবেক, তাহা পাপী ও অশুচী স্ত্রীলোকদের জন্য আচমন স্বরূপ।"

কিন্তু এই অলৌকিক উৎসের গূঢ়ার্থে যে কেবল তার্ব জেলার বিশেষ মণ্ডলীতে বা ধর্ম সমাজে উল্লিখিত ছিল তাহা নহে, কিন্তু যে মণ্ডলী কাথলিক, প্রৈরিতিক ও রোমান, যাহা কি লুর্দ সহরে কি সহর কলিকাতায়, পৃথিবীর সর্বত্রেই বিদ্যমান আছে, সেই সর্বময় পবিত্র মণ্ডলীর পুরোহিতগণ ত্রিভুবনের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহার ইচ্ছামত মাসাবিএলের গহ্বর হইতে যে ঝরণা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই যেন জগতবাসী মনুষ্যের নিকট প্রচার করিবার জন্য সন ১৮৫৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখের শুক্রবারের মিসায় এই সুসমাচার পাঠ করিতেছিলেন :

"যেরূশালেমে এক পুষ্করণী আছে, হীব্রু ভাষায় ইহার নাম বৈথসৈদা, ইহার পাঁচটী চাঁন্দনী (প্রবেশের পথে থামওলা ছাত)। এই সকল চাঁন্দনীর মধ্যে বহু সংখ্যক পীড়িত, অন্ধ, খোঁড়া, ও শুষ্কাঙ্গ জল লড়িবার অপেক্ষায় থাকিত। এবং প্রভুর এক দূত কোন সময়ে পুষ্করণীতে নামিত, ও জল লড়িত, জলের গতির পর যে কেহ প্রথমে পুষ্করণীতে নামিত, সে, যে কোন ব্যামোহে থাকুক না কেন, সুস্থ হইয়া যাইত।"

হে জল, ইতস্ততঃ যত কিছু অচেতন বস্তু আমরা দেখিতে পাই, তন্মধ্যে তুমিই অতি পবিত্র; কেননা তুমি খ্রীষ্টের মৃত দেহ হইতে বাহির হইয়া অবধি আমাদিগকে পবিত্রীকৃত করিতেছ। হে কৃপা-বারি, তুমি এই মিষ্ট কিন্তু শুষ্ক বঙ্গ দেশের ধর্ম্ম ক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত হও; কেননা বঙ্গের নর নারীগণ পার্থিব ধন মানে ও সাজ সজ্জায় উন্মত্ত, কিন্তু বাপ্তিস্মের জল স্পর্শ বিনা তাহারা মৃত্যুর ছায়ায় ও অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে।

১৮০০ আঠার শত বৎসর গত হইল, কালবারি পাহাড় হইতে যে জলের স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রে আছে ও প্রলয় কাল পর্যন্ত থাকিবে, ইহা লুর্দবাসী পাষাণ হৃদয়ী নাস্তিক দলের অগোচর। গহ্বরে অদ্ভুত জলের উৎপত্তি হইতে পারে, ইহা তাহাদের ধারণায় কখন প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের মতে "বর্ষাকালে পাথর চুয়াইয়া যে জল বাহির হইত: দৈব ক্রমে যাহা মাঠির মধ্যে বদ্ধ ছিল, তাহাই বালিকা মাঠি আচড়াইতে২ দেখিতে পাইয়াছে," এই সিদ্ধান্ত হইল।

কিন্তু সৎ লোকেরা অবিলম্বে বুঝিতে পারিল যে ইহাতে ঈশ্বরের হাত আছে। প্রভুর পবিত্র পাঁজর হইতে রক্ত ও জল নির্গত হইবার পর্ব দিনে, মাসাবিএলের গহ্বরের ঝরণা হইতে

অদ্ভুত জলের উৎপত্তি ঐক্য হওয়ায়, তাহাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। "অদ্য যেরূশালেম নিবাসীদিগের * * সাহায্যার্থে এক ফোয়ারা উত্থিত হইবেক," এই ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ ও সেই দিবসেই লুর্দ বাসীদিগের জন্য মাসাবিএলের গহ্বর হইতে অত্যাশ্চর্য এক ঝরণার উৎপত্তি, কেমন মিলিয়া গেল। বস্তুতঃ নগরবাসীরা যখন শুনিল ও দেখিল ঐ অদ্ভুত ঝরণার জল পান করিয়া অনেক রোগী সুস্থ হইতেছে, তখন তাহারা শিহরিয়া উঠিল, সহর ছম ছম করিতে লাগিল। যেমন উই ঢিপিতে হাত দিলে, উই সকল সশব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক দৌড়ায়, উপর নীচে করে, একবার বাহিরে যায়, একবার ভিতরে আসে, চলিতে ফিরিতে ও ঘুরিতে থাকে, ডিম মুখে করিয়া খানিক যায়, যাইতে যাইতে তাহা ফেলিয়া আবার ফিরিয়া আসে, আবার ধরে, উঠে ও নামে, ও জ্বর বিকারের রোগীর ন্যায় আলু থালু হইয়া ছটফট করিয়া বেড়ায়; তেমনি লুর্দ বাসীরাও শুষ্ক স্থান হইতে জলের উৎপত্তি দর্শনে বিহ্বল হইয়া দৌড়িতেছে, চলিতেছে, বকিতেছে, সহর ময় ছুটাছুটী, ঠেলাঠেলি, মারা-মারি, হুড়াহুড়ী পড়িয়া গিয়াছে। সহর ময় বিশৃঙ্খল। যদি কেহ বলে এই ঘটনা সত্য, অমনি আর এক জন তাহা নয় করিয়া দেয়। উভয় দলই একগুঁয়ে, এজন্য কাহার কথা সত্য ও কাহার কথা মিথ্যা তাহা শীঘ্র জানিতে পারা যায় না। যাহা হউক লুর্দের উই ঢিপিতে ক্রমে ক্রমে বাসিন্দেরা সুস্থির হইল, গোলমাল কিছু পরিমাণে হ্রাস হইল। তখন সহরে যাহা ঘটিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিল না।

লুর্দ নগরে লুই বুরিএত নামে এক দরিদ্র লোক ছিল। সে পাথরের খনিতে মজুরি করিয়া দিন গুজরান করিত। প্রায় কুড়ি বৎসর গত হইল, সে এক মহা বিপাকে পড়ে। একদা

সে ও তাহার বড় ভাই যোসেফ উভয়ে পাহাড়ে গিয়া এক খানি পাথর তুলিবার জন্য উহার তলায় বারুদ গাদিয়া আগুন লাগাইয়া যেমন পলাইয়া আসিবে অমনি ভয়ঙ্কর আওয়াজের সহিত পাথর চূরমার হইয়া চারিদিকে বেগে ছুটিয়া যায়। তাহার বড় দাদা যোসেফ ইহার আঘাতে তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। লুই প্রাণ হারায় নাই বটে, কিন্তু পাথরের কণার আঘাতে তাহার মুখ চিরিয়া যায় ও তাহার ডান চোকে ঘোরতর চোট লাগে। শুশ্রুষা ও যত্নের গুণে তাহার ঘা সকল শুকাইয়া গেল বটে, কিন্তু চোক আর আরাম হইল না। ভাল২ চিকিৎসক, ভাল২ কবিরাজ কত ব্যবস্থা করিল, কত ঔষধ দিল, অস্ত্র চালাইল, তথাপি কিছুতে তাহার রোগের সুরাহা করিতে পারিল না। অবশেষে লুই জন্মের মত চোকটী প্রায় হারাইল। তাহার নজর খাট হওয়ায়, সে আর পূর্ব্বের মত কাজ করিতে পারিত না। সুতরাং বেচারির দুর্গতির এক শেষ হইল। কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই দুর্গতির অবস্থায় যায়, এমন সময়ে মাসাবিএলের গহ্বরের অদ্ভুত উৎসের কথা তাহার কর্ণগোচর হয়। তখন লুই আপন কন্যাকে ডাকিয়া বলিল: "কন্যা, সেখানকার একটু জল আমাকে আনিয়া দাও, যদি এই জল ধন্যা মারীয়া দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেশ জানিও আমার চোক নিশ্চয়ই দৃষ্টি শক্তি পাইবে।"

কিছু সময়ের মধ্যে কন্যা মাসাবিএলে গিয়া উৎস হইতে জল আনিয়া পিতাকে দিল ও কহিল: "বাবা, এই জল বড় ঘোলা আজ থাকুক, কাল বা পরশ্ব আপনার চোকে লাগাইও।"

"তাতে কিছু এসে যায় না, আমি আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিব না, এক্ষনি পরীক্ষা করিয়া দেখিব," বলিয়া লুই বুরিএত সাধ্বী মারীয়াকে হৃদয় মন্দিরে আরাধনা, করিতে করিতে সেই জল লইয়া ক্ষত চোকে মাখাইতে লাগিল। চোকে জল

ছোয়াইতে না ছোয়াইতে বুরিএতের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, সে চিৎকার করিয়া বলিল : "ঈশ্বরের মাতার ধন্যবাদ হউক, ঈশ্বরের মাতার ধন্যবাদ হউক।" প্রথম লেপনেই সে ক্ষত চোকে কিছু২ দেখিতে পাইল। পুনরায় সেই জলের লেপ দিতে না দিতে যিনি রোগীদিগের সাস্থ্য সেই কুমারী মারীয়ার অনুগ্রহে, লুই বুরিএত সম্পূর্ণ রূপে তাহার দৃষ্টি শক্তি পুনর্লাভ করিল।

কবিরাজ ভুজুস তাহার চোক আরোগ্য করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। দুই তিন দিন পরে লুই বুরিএত রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে কবিরাজ মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল : "মহাশয়, আমার ক্ষত চোক আরাম হইয়াছে, তাহা কি জানেন ?"

তিনি যে ঔষধ তাহাকে দিয়াছিলেন তাহা দ্বারা আরোগ্য হইয়াছে, বলিতেছে মনে করিয়া কবিরাজ তাহাকে বলিলেন : তাহা নয়, বন্ধু, কারণ আমি যে চিকিৎসা করিয়াছিলাম তাহা আরোগ্য করিবার নহে; কিন্তু কষ্ট লাঘব করিবার জন্য। বামন হয়ে চাঁদে হাত ? তুমি যে দক্ষিণ চক্ষে পুনরায় দেখিতে পাইবে তাহা কখন আশা করিও না। ইহা অসম্ভব।

প্রস্তর খননকারী বলিল : "মহাশয়, আপনার চিকিৎসায় নয়; মাসাবিএল গহ্বরের অদ্ভুত জলে আমার চোক আরাম হইয়াছে।"

ইহা শুনিয়া কবিরাজ হাঁসিলেন, হাঁসিতে হাঁসিতে তাহাকে বলিলেন : "চুপ কর্, নির্বোধ, বিদ্যা দ্বারা যাহা না হয়, তাহা সামান্য জলে কি আরোগ্য হওয়া সম্ভব ? এক জন খোঁড়া যদি বলে আমি পায়ে হেঁটে দশ ক্রোশ আসিয়াছি, অথবা কাণা যদি বলে, নাচে ভাল বা কালা যদি বলে, গায় ভাল, তাহাদের কথা যেমন বিশ্বাস যোগ্য নয়, তেমনি তোমারও; কিন্তু তুমি

কি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছ ?” বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় আপনার জেব হইতে একখানি কাগজ টুকরা বাহির করিয়া কি লিখিলেন ও তাহার বাম চোকে হাত দিয়া সেই লেখা বুরিএতকে পড়িতে বলিলেন। পাথুরিয়া মুচকি হাঁসিয়া অক্লেশে সেই লিখিত কথাগুলি পড়িল, যথা : “লুই বুরিএত দক্ষিণ চক্ষু হারাইয়াছে, সে কখনই তাহা পাইবে না।”

মৃত ব্যক্তিকে আচম্বিৎ গাত্রোত্থান করিতে দেখিলে লোকে যেমন বিস্মিত হয়, তেমনি কবিরাজ ডুজুস কাণা বুরিএতকে পড়িতে দেখিয়া অত্যন্ত স্তম্ভিত হইলেন ও শেষে বলিলেন : “বন্ধু, ইহা যে অদ্ভুত ঘটনা তাহাতে আর কিছুমাত্র আমার সন্দেহ নাই।”

কবিরাজ ভাজেস তার্বের মধ্যে অত্যন্ত বহুদর্শী, বিচক্ষণ ও বিদ্বান। কাণা বুরিএত দুই চোকে দেখিতে পায় এই সমাচার তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, তিনি কোন মতেই তাহা বিশ্বাস করিলেন না। কবিরাজ বর তাহাকে আপনার নিকট ডাকাইলেন ও সযত্নে তাহার চক্ষু তন্ন তন্ন করিয়া নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া শেষে বলিলেন: “চিকিৎসা বিদ্যার সাহায্যে ইহা বুঝা যাইতে পারে না, নিঃসন্দেহ ইহা অলৌকিক ঘটনা।”

এই বৃত্তান্ত বিশ্বাসীদের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না; তাহারা সকলে এক বাক্যে কুমারী মারীয়ার ধন্যবাদ করিতে লাগিল, লুই বুরিএতের কতই প্রশংসা করিল ও তাহার সুখে সকলেই আপনাদিগকে সুখী বোধ করিল। পাথুরিয়ার দল বুরিএতের মঙ্গলে আপনাদের মঙ্গল জ্ঞান করিয়া, একত্রে কুমারী মারীয়ার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য, সহর হইতে মাসাবিএলের গহ্বরে যাত্রীগণ যাহাতে অবলীলাক্রমে যাতায়াত করিতে পারে, তজ্জন্য এক সোজা রাস্তা

প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিল। তাহারা স্ব স্ব দৈনিক কার্যের পর, বিশ্রাম না করিয়া প্রতিদিন রাত্রে ৩ ঘণ্টা কাল পরিশ্রম করিয়া এই পথ প্রস্তুত করিল।

লুই বুরিএতই যে কেবল চির রোগ হইতে সুস্থ হইয়া, আশাতীত সুখের ভাগী ও কুমারী মারীয়ার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইল তাহা নহে; কিন্তু লুর্দের অপরাপর অনেকানেক পীড়িত ও চির রুগ্ন ব্যক্তিগণ উক্ত গহ্বরের জল ব্যবহার করিয়া নানাবিধ ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল; তন্মধ্যে ক্রান্সেস নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোকের সাস্থ্য লাভ অতীব চমৎকার। দশ বৎসর হইল এই স্ত্রীলোকের হাত পক্ষাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া উহার আঙ্গুল গুলি এমন কদর্য ভাবে বাঁকিয়া যায় যে সে আর তাহা আদবে নাড়িতে পারিত না; কিন্তু মাসাবিএলের জলে অবগাহন করিতে না করিতে, তাহার শুষ্ক হস্ত সুডোল; বলিষ্ঠ ও সজীব হইয়া উঠে।

পীড়িতেরা সুস্থ হইতেছে, শুষ্কাঙ্গ সতেজ শরীর পাইয়াছে; কাণা চক্ষু লাভ করিয়াছে প্রভৃতি অদ্ভুত ব্যাপার যতই দেশময় ব্যপ্ত হইতে লাগিল, ততই শত্রুর দল ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া এক সভা করিল ও কি উপায়ে ইহার গতিরোধ হইতে পারে এই বিষয় পরামর্শ করিতে লাগিল। এই অর্বাচীন পামরের দল দিনকে রাত ও রাতকে দিন করিতে সক্ষম; যখন সূর্য কিরণ দেয়, তখন তাহারা বলে: রাত, আর যখন নিবিড়াচ্ছন্ন অন্ধকার রজনী, তখন বলে বেলা দ্বিপ্রহর। দুরাত্মাগণের অসাধ্য কি আছে? তাহারা কালকে শাদা ও শাদাকে কাল বলে, ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল করে, যাহা সত্য তাহা মিথ্যা করিতে পারে। দশ বৎসরের রোগী গহ্বরের জলে আরাম হইয়াছে, ইহা সত্য কি

মিথ্যা অনুসন্ধান করিলে অতি সহজেই জানা যায়, তথাপি এই দুষ্টের দল ইহার কোন তত্ত্বাবধারণ না করিয়া, ইহা অসম্ভব, সুতরাং মিথ্যা বলিয়া বৃথা আপত্তি করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ন্যূন হওয়ায়, নগরবাসীরা তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না বরং তাহাদিগকে গোঁয়ার, দুষ্টমতি ও ঠেঁটা বলিয়া নিন্দা করিল। যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ।

অদ্য বিচারপতি দুতুর বার্ণাদেত্তাকে আদালতে ডাকাইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন দ্বারা তাহার কথায় তাহাকে অপরাধী সাবুদ করিতে চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার শ্রম বিফল হইল। কন্যা-রত্ন তাঁহার প্রশ্নে এত সতর্কতার সহিত প্রত্যুত্তর করিতে লাগিল, যে তিনি কিছুতে তাহার কথায় কোন দোষ ধরিতে পারিলেন না।

শুনা যায় বানর কোন দ্রব্য উষ্ণ কি শীতল জানিতে ইচ্ছা করিলে তাহার শাবকের থাবা দ্বারা তাহা পরীক্ষা করে; তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত পাপাত্মাদের স্ব স্ব ক্ষমতা দ্বারা দুরভিসন্ধি সকল সফল না হওয়ায়, তাহাদের ইষ্ট সিদ্ধির জন্য বানরের ন্যায় তাহারা অন্যের সাহায্যে কৃতকার্য হইতে যত্নবান হইল। এই সময়ে লুর্দে লাকাদে সাহেব নগরাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি পুণ্যবান, সদাচারী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। শত্রু মিত্র সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিত। কিন্তু সুন্দর আঁমের মধ্যেও যেমন পোকা দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি এই গুণধর পুরুষেও এক দোষ ছিল। খাগড়া যেমন বাতাসে দোলে ও এক গাছি খড় যেমন সমুদ্রের ঢেউয়ে নাচিতে থাকে, তেমনি এই নগরাধিপ কুমন্ত্রীদিগের পরামর্শে টলমল করিতেন ও বিচলিত হইতেন; এইরূপ স্বভাব বশতঃ তিনি বড় ভীরু ছিলেন। যে সময়ে দৃঢ় থাকা আবশ্যক, সেই সময়ে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া যাইতেন

ও কর্তব্যাকর্তব্য বা অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া চলিতে বা মতস্থির করিতে পারিতেন না।

লুর্দের অধার্মিকেরা জানিত যে লাকাদে সাহেবের সাহায্যে তাহাদের অভিসন্ধি সফল হইবার সম্ভাবনা, এজন্য তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া বলিল: মহাশয়, মাসাবিএলের অদ্ভুত ঘটনার জন্য সমস্ত নগর বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। আপনার কি এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা উচিত নয়? এ সময়ে আপনি যদি ইহার কোন পয়ার না করেন, তাহা হইলে সহরে দাঙ্গা হঙ্গাম ঘটিতে পারে; সেজন্য আপনি দায়ী। নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্বে যেমন তাহা মেরামত করা বিধেয়, তেমনি নগরে দাঙ্গা হঙ্গাম হইবার পূর্বে আপনারও সতর্ক হওয়া ও সদুপায় অবলম্বন করা উচিত। আপনি যদি সহরের রাস্তায় রাস্তায় ঢেঁড়া পিটিয়া "যে কেহ গহ্বরে যাইবে, তার জরিমানা করা হইবে," এই আদেশ ঘোষণা করিয়া দেন, তাহা হইলে দেখিবেন কিছু দিনের মধ্যে সহরে শান্তি স্থাপন হইবে; নচেত নিশ্চয়ই দাঙ্গা ও মারপিঠ হইবার সম্ভাবনা। এইরূপে দুষ্ট-চেতাগণ সামান্য রজ্জুকে সর্প বলিয়া সেই ভীরু নগরাধ্যক্ষকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিল।

তাহাদের মনের ভাব কিন্তু অন্যরূপ ছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল নগর-পতি তাহাদের পরামর্শ মত কাহাকেও গহ্বরে যাইতে দিবেন না, আর ভক্তগণ যদি তাঁহার আদেশ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তথায় যায়, তাহা হইলে বিশ্বাসীদের সহিত তাঁহার বিবাদ জন্মাইবে; সেই সুযোগে তাহারা বার্ণাদেত্তাকে অপরাধী করিতে চেষ্টা করিবে। লাকাদে সাহেব তাহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন "মহাশয়েরা, আমি এ বিষয়ে কি করিতে পারি? আজ পর্যন্ত মাসাবিএলে

কোন গোলমাল হয় নাই। যদিবা তথায় কোন দ্বন্দ্ব হয়, তাহাতে আমার কি? সে বিষয় ধর্মগুরু অথবা যাঁহার হস্তে রাজ্য-ভার আছে, তাঁহার দেখা কর্ত্তব্য।"

ইত্যবসরে লুই বুরিএত, যোয়ান্না ক্যাসেস ও অন্যান্য বিশ্বাসীরা গহ্বরের ঝরণায় অবগাহন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এই সমাচার পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ও দেশে দেশে, বায়ু বেগে যেমন বাষ্প উড়িয়া যায়, তেমনি দ্রুতবেগে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এই সকল কথা ধার্মিকদিগের কর্ণ-গোচর হইবামাত্র, তাহারা, মারীয়ার জয়, জয় মারীয়ার, সাধু সাধু, প্রভৃতি আনন্দ ধ্বনি করিতেং, পর দিবস অনিবার্য বেগে দলে দলে গহ্বরাভিমুখে ধাবিত হইল। তাহাদের কেহ কেহ পদব্রজে, কেহবা অশ্বারোহণে, কেহ শকটারোহণে দূরাদূর স্থান হইতে লুর্দ নগরে সমুদ্রের তরঙ্গ মালার ন্যায় উপস্থিত হইল ও তথা হইতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মাসাবিএলের প্রতিষ্ঠিত গহ্বরে যাত্রা করিল।

সেই দিবস সূর্যাস্তের পর, পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, এই সমস্ত অগণন যাত্রীদল ভক্তিরসে মুগ্ধ হইয়া একমনে সহস্র সহস্র দীপ মালায় পবিত্র গহ্বর দীপ্তিমান করিল ও পাহাড়ের শিখর হইতে নিম্ন ভাগ পর্যন্ত উহার সর্বাঙ্গে ও উপত্যকায়, বিশেষতঃ পার্শ্বস্থ গহ্বরের চতুর্দিকে বাতি, মশাল ও সরা জ্বালিয়া দিল; তাহাতে সেই পুণ্যভূমি অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। সেই আলো শিষ্ট লোকদের প্রতি দিব্য দর্শন তুল্য, দুষ্টদের পক্ষে বিষবৎ ও পবিত্র যাত্রীদের হৃদয়ে ঈশ্বরের দূতসম প্রতীয়মান হইল। আলোর ছটা গাভ নদীর জল-রাশিতে পড়ায়, উহার প্রতিবিম্বে অরণ্য, পাহাড়, বন, উপবন সমস্ত দীপ্তিমান হইল। বোধ হইল যেন গগণের তারা সকল গগণচ্যুত হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছে।

তৎকালে পবিত্র গহ্বরে সমাগত যাত্রীগণ তত্রস্থ সমুদয় স্থল সহস্র সহস্র দীপ মালায় সমুজ্জ্বল হইতে দেখিয়া, পুলকিত অন্তরে, জননী মারীয়ার উদ্দেশে, সকলে একস্বরে ও এককালে জপ করিতে লাগিল এবং স্তুতি-পাঠকগণ তাঁহার স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ও ভক্তবৎসলগণ তাঁহার আরাধনা করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল: ঈশ্বরের গৌরব হউক! স্বর্গের রাণী চিরজীবি হউক! হে পবিত্র মাতঃ! স্বর্গ হইতে আমাদের প্রতি দৃষ্টি করুন২! নির্মলা কুমারি, আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন, আশীর্বাদ করুন! করুণাময়ী মাতঃ, আমাদের প্রার্থনা শুনুন, প্রার্থনা শুনুন। ইতিমধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে একজন হঠাৎ বজ্রতুল্য স্বরে শ্রীশ্রীমাতা মারীয়ার স্তবের সুর ধরিবামাত্র, সকলেই তাহা গাইতে লগিল: যথা, হে প্রভু, দয়া কর। হে খ্রীষ্ট, দয়া কর। সাধ্বী মারীয়া, ঈশ্বরের সাধ্বী জননি, পরম শুদ্ধা মাতঃ, পরম সতী মাতঃ, নির্মলা মাতঃ, রোগীদিগের স্বাস্থ্য, পাপীদিগের আশ্রয়, আদি পাপ বিনা মাতৃগর্ভে জাতা রাণি, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর।

এই স্তবের প্রতিধ্বনিতে পর্বত, গহ্বর ও অরণ্য সকল পরিপূর্ণ হওয়ায় বোধ হইল যেন স্বর্গ হইতে পবিত্র দূতগণ পৃথিবীতে নামিয়া সুমধুর তানে সাধ্বী কুমারীর গুণকীর্ত্তন করিতেছেন।

চতুর্থ কাণ্ড।

ধর্মগুরু শ্রীল নরেন্তর গুণ-মাধুরী,—গুরু পুরোহিতের
সাক্ষাৎ,—মন্ত্রী রুলাঁ ও তার্বাধিপের গুণাগুণ,
বার্ণাদেত্তার প্রশ্ন: হে দেবি, আপনার
নাম কি বলুন? যুস্তিন, বেনেদিক্তা
ও ব্লেজার ফোয়ারার জলে
আরোগ্য লাভ। ২৫ শে
মার্চের আবির্ভাব,
আমি নির্মল
গর্ভধারণ

"প্রেয়সী আমার, তুমি সর্বাঙ্গ সুন্দরী আছ;
ও আদি কলঙ্ক তোমাতে কখন ছিল না।"

ধর্ম শাস্ত্রের পরম গীত ৪।৭

মার্চ মাসের ২রা। অদ্য কন্যা-রত্ন বার্ণাদেত্তা, ধন্যা মারীয়া ভক্ত পিতা প্যারামালের আশ্রমে পুনরায় গিয়া, পুরোহিত শ্রেষ্ঠ্যকে প্রণাম করিয়া বলিল: "পিতঃ, দর্শন-দায়িনী ইচ্ছা করেন গহ্বর স্থলে একটী মন্দির নির্মিত হয় ও সকলে যাত্রোৎসবে গহ্বরে গমন করে।"

ইহাতে পুরোহিত মহাশয় প্রত্যুত্তর করিলেন: "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু দর্শনের নামে তুমি আমার নিকট হইতে যাহা চাহিতেছ, তাহা করিবার আমার সাধ্য নাই। ধর্মগুরুর অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা করা উচিত নয়। প্রথমতঃ দর্শন-দায়িনীর ইচ্ছা তাঁহার কৃপাকে জ্ঞাত করা আবশ্যক; তার পরে তিনি বিবেচনা করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া বলিবেন, আমি তাহা করিব। দেখ, আমি তাঁহার কৃপার কাছে গিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইব," বলিয়া পুরোহিত মহাশয় কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন ও আপনি তথা হইতে তার্ব সহরে প্রস্থান করিলেন।

তার্ব অঞ্চলের মধ্যে বিশপ লরেন্তর অসামান্য সুখ্যাতি ছিল। তিনি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ধর্ম, বিদ্যা, কৃপা, তপস্যাদি পুণ্যে বিভুষিত ও উদারতা, দানশীলতা ও ধীরতা গুণে পরম প্রসিদ্ধ ছিলেন; অর্থাৎ কৌলীন্য মর্যাদার সমস্ত গুণগুলিই তাঁহাতে জাজ্বল্যমান ছিল: যথা,

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণম্॥*

তাঁহার পালের কি পুরোহিতবর্গ, কি বিশ্বাসীবর্গ সকলকেই তিনি সমভাবে পালন করিতেন। স্নেহে মাতৃ সদৃশ, শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ও সৎকার্যে আদর্শ হওয়ায় রাজা প্রজা সকলেই তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত ছিল। সকলেরই গুণাগুণ

*অর্থ: নয় প্রকার চিহ্ন: যথা, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা কিনা সুখ্যাতি যশ, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা কিনা ভক্তি ধর্মানুরাগ, বৃত্তি কিনা ১। ঋত (=সংগ্রহ, চাঁদা); ২। অমৃত (=মৃত নয়, অর্থাৎ যে ভিক্ষা যাচ্ঞা দ্বারা গৃহীত নয়); ৩। মৃত (=যে ভিক্ষা যাচ্ঞা দ্বারা গৃহীত); ৪। প্রমৃত (=অত্যন্ত মৃত, কৃষি); ৫। সত্যানৃত (=সত্য ও অনৃত, ব্যবসায়, অভাবের সময়); ৬। শ্ববৃত্তি=চাকরী (যাহা নিষিদ্ধ আছে); তপ কিনা তপস্যা ও দান।

অবগত হওয়ায়, যাহার যেমন মর্যাদা, তাহার সহিত তিনি তেমনি ব্যবহার করিতেন ও যাহাকে যে ভাবে চালাইতে হয়, তাহাকে তিনি সেই ভাবে চালাইতেন। কি ছোট কি বড়, কি ধনী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান কি মূর্খ, সকলকেই ধর্মপথে অগ্রসর হইতে তিনি শিক্ষা দিতেন। কখন কখন কোন অভিনব ও গুরুতর বিষয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, বহুদিবসাবধি বিবেচনা না করিয়া তিনি তাহার নিষ্পত্তি করিতেন না, পরে একবার যাহা ধার্য করিতেন তাহা অবিলম্বে সম্পন্ন করিতে যত্নবান হইতেন। নক্ষত্রের গতি দ্বারা দিক নিরূপণ করিয়া, বাতাসের বেগ বুঝিয়া ও জলের গভীরতা মাপিয়া, অকুল সাগর-গর্ভের মধ্য দিয়া, যেমন কাণ্ডারী অতি সতর্কে আপন জাহাজ চালাইয়া যায়, তেমনি ধর্মগুরু লরেন্স, ভব সাগরের মধ্য দিয়া, যিনি সাগরের তারা তাঁহার সহায়তায়, ঝড়, তুফান ও ব্যাঘাত অতিক্রম করিয়া, তাঁহাতে ন্যস্ত পিতরের তরীখানি অনন্ত বন্দরে অতি সাবধানে চালাইতেন।

প্যারামাল পুরোহিত ধর্মগুরু শ্রীল লরেন্সের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক তাঁহার অঙ্গুরী চুম্বন করিয়া তাঁহার অনুমতিতে বসিলেন; তৎপরে গত ৩ সপ্তাহের মধ্যে লুর্দে ও মাসাবিএলের গহ্বরে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল তদবিষয় অর্থাৎ, গহ্বর স্থানে বার্ণাদেত্তার মূর্চ্ছা ও অলৌকিক দর্শন, দর্শন-দায়িনীর শ্রীমুখের বাণী, ঝরণার উৎপত্তি, তথায় ঘটিত সদ্য আরোগ্য, পাপীদিগের মন পরিবর্ত্তন, প্রভৃতি তাঁহার কাছে বর্ণনা করিলেন। প্রজ্ঞা-চক্ষু বিশপ লরেন্স পরম ভক্তির সহিত তাঁহার মুখ হইতে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন; তথাপি, গভীর সমুদ্রের তল পর্যন্ত মাপা যায়, কিন্তু মনুষ্যের মনের অন্ত পাওয়া যায় না, ভাবিয়া তিনি পুরোহিত মহাশয়কে

বলিলেন : "এই বিষয় গ্রাহ্য করিয়া ধর্মাধ্যক্ষের ক্ষমতা চালাইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। ইহার নিষ্পত্তি করিবার পূর্বে আমরা বিচক্ষণ ভাবে ও ধীরে ধীরে তাহা পরীক্ষা করিব, মুখপাতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমাদের বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়, আমরা বিচারার্থে সময় দিব ও ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য কৃপা যাচ্ঞা করিব।"

পূজ্যপাদ শ্রীল লরেন্স রোমের মহাগুরু ও ধর্মাধ্যক্ষদিগের নিকট হইতেই কেবল ধর্ম-নীতি ও শিক্ষা সকল গ্রহণ করিতেন; এজন্য তিনি স্বর্গের সম্বাদ একজন অশিক্ষিত, ক্ষুদ্র ও পাড়াগেঁয়ে বালিকার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে কোনমতে প্রস্তুত ছিলেন না। কেননা ইহা নিয়মের বর্হিভূত। ধর্মাধ্যক্ষগণ প্রেরিত-দিগের উত্তরাধিকারী। শ্রীল লরেন্সও একজন পবিত্র প্রেরিত ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় সাধু থোমা। কোন বিষয় বিশ্বাস করিবার পূর্বে, তিনি তাহা দেখিতে চাহিতেন। পিতা প্যারামাল কোন অদ্ভুত ঘটনা স্বচক্ষে দেখেন নাই; তিনি যে সকল প্রমাণ বিশপের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে অনেক ভুল চুক ছিল। তথাপি ধর্মভীরু লরেন্স অলৌকিক দর্শনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন না; যেহেতু তিনি অবগত ছিলেন যে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু গহ্বরের দর্শন সম্বন্ধে আদত প্রমাণ ও আসল দলিল এমন কি ছিল, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি আপন মত প্রকাশ করিতে পারেন? পিতা প্যারামালের শুনা কথা ছাড়া তদবিষয়ে অন্য কোন সাক্ষ্য ছিল না। হইতে পারে ইহা বালিকার স্বপ্ন-দর্শন অথবা লোকে তিলকে তাল করিয়া জাল ঘটনাকে আশ্চর্য ক্রিয়া করিতেছে। এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া পুরোহিত বরকে বিদায় দিয়া কহিলেন যেন পুরোহিতদের মধ্যে কেহ গহ্বরে না যান।

আরও তিনি পুরোহিতের সাহায্যে মাসাবিএলের গহ্বরে প্রতিদিন যাহা যাহা ঘটে ও যে সকল সত্য বা মিথ্যা আরোগ্য হয় তাহার ঠিক সম্বাদ পাইবার উপায় স্থির করিলেন।

সে যাহা হউক। এই সময়ে রুলাঁ সাহেব ফ্রান্সের সম্রাট্ নেপোলিয়নের মন্ত্রী এবং মাসী সাহেব তার্ব প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। যেমন অঙ্গুলী সকল যদিও পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন ও ছোট বড় আকারে আছে, কিন্তু সমান কার্য করে; তেমনি মন্ত্রী ও শাসন কর্ত্তা যদিও পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধি, যুক্তি, গুণ, মন ইত্যাদিতে বিভিন্নতা ছিল না। বিষয় ভালই হউক আর মন্দই হউক, রাজ-নীতি দ্বারা যাহার সূক্ষ্ম বিচার ও নিষ্পত্তি হইত তাহাই ঈশ্বরীয় নিয়ম বলিয়া তাঁহারা উভয়ে মঞ্জুর করিতেন। যদি কেহ কখন তাঁহাদের সম্মুখে রাজা বা রাজ-শাসনের কথা উল্লেখ করিত, তাঁহারা উভয়ে তৎক্ষণাৎ মাথার টুপি খুলিয়া দণ্ডবৎ করিতেন। গবর্মেণ্ট তাঁহাদের পক্ষে মা, বাপ, গুরু ও দেব। মন্ত্রী রুলাঁ মাসী সাহেবকে শিষ্যের মত ব্যবহার করিতেন; প্রদেশাধিপতিও রুলাঁ মন্ত্রীকে গুরুর ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিতেন; মন্ত্রীই তাঁহার চক্ষু ও কর্ণ ছিল। যেমন সূর্য-মুখী* সূর্যের গতি অনুসারে ফিরিতে থাকে, তেমনি মাসী সাহেবও রুলাঁ মন্ত্রীর ইচ্ছানুরূপ ফিরিতেন ও কার্য করিতেন। তাঁহারা উভয়েই কাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম-শাস্ত্রে লিখিত আশ্চর্য-ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বিশ্বাস করিতেন না। মন্ত্রী ও দেশাধিপতি ইহাঁরা উভয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের এই গুণ ছিল যে একবার যাহা তাঁহাদের মনে ধারণা জন্মিত তাহার বিরুদ্ধে বুঝাইতে যতই কেন কেহ

*Helianthus Annuus. নামক ফুলগাছ।

যত্ন করুক না কিছুতেই তাহা আর অপসারিত হইত না। এমন কি, যদি কখন তাঁহারা কোন বনিতাকে বন্ধ্যা বলিয়া একবার মনোমধ্যে ধারণা করিতেন, পরে তাহার অনেক সন্তান সন্ততি জন্মিলেও তাঁহারা তাহাকে বন্ধ্যা বলিয়াই ডাকিতেন। মাসাবিএলের অলৌকিক দর্শনের বৃত্তান্ত-বলী মাসী সাহেবের কর্ণ-গোচর হইবামাত্র, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা বিবেচনা করা দূরে থাকুক, তিনি কেবল ভাবিতে লাগিলেন : বার্ণাদেত্তা পাগলিনী বা প্রতারিকা ; সুতরাং তাহার প্রতারণা জালে মাসাবিএলের গহ্বরে অদ্ভুত ক্রিয়ার দ্বার অনতিবিলম্বে রুদ্ধ করিবার জন্য স্থির করিলেন। বস্তুতঃ তিনি তৎক্ষণাৎ লুর্দের থানা সমূহের অধ্যক্ষ জাকোমে সাহেবকে পত্র লিখিয়া আদেশ করিলেন : যে সব লোক অহোরাত্র গহ্বরে যাতায়াত করে, তাহারা কি অবস্থার লোক ? সম্ভ্রান্ত না সামান্য, রাজ-পক্ষ না বিপক্ষ, কিসের কথোপকথন করে, গুপ্ত প্রহরী নিযুক্ত করিয়া এই বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিও ও আমাকে তাগীদ সম্বাদ পাঠাইয়া দিও। কিন্তু এমন করা নিষ্ফল হইতে দেখিয়া, মাসী সাহেব লুর্দের নগর-পতি লাকাদে সাহেবকে সরাসর হুকুম পাঠাইয়া জানাইলেন যেন তিনি দুর্গের সৈন্য লইয়া গহ্বর স্থান বেষ্টন করেন ও কাহাকেও তাহাতে অগ্রসর হইতে না দেন।

মার্চ মাসের ৪ঠা, বৃহস্পতিবার। দর্শন-দায়িনীর নিকট পোনের দিবস সাক্ষাতের শেষ দিন। কি অদ্ভুত ঘটনা না হইবে মনে করিয়া দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে লোক সকল, পিপিলীকার ঝাঁক যেমন চিনির কারখানায় উপস্থিত হয়, তদনুরূপ উষাগমন হইতে না হইতে গহ্বর স্থল ব্যাপিয়া ফেলিল। নিশার অন্ধকার ও দুষ্ট লোকদের দুর্মতি নাশ

করিবার জন্যই যেন স্বর্গের দীপ স্বরূপ রবি তেজ রাশিতে পূর্ণ হইয়া উদিত হইল ও স্বীয় কিরণ-জাল চারিদিকে বিস্তার করিল। তাহার কিরণ প্রভা পর্বতের শিখরাবৃত ধবল তুষার রাশি, গহ্বরের উপস্থিত সৈন্যদের অস্ত্র শস্ত্র, গহ্বর-স্থিত দানের অলঙ্কার, স্বর্ণ ও রৌপ্য, সরোবরের বিকসিত পদ্ম প্রভৃতিতে পতিত হইতে না হইতে, তদ সমুদায় বস্তু সহস্র সহস্র হীরক খণ্ডের ন্যায় ঝিকমিক করিতে লাগিল। তথায় অগণ্য জনতার কলরব, আরাধনার গুণ গুণ ধ্বনি ও গুণ-কীর্তনের সুধাময় স্বর একত্রে মিলিত হইয়া সমুদ্রের গর্জন স্বরূপ প্রতীয়মান হইল। তখন হঠাৎ সকলেই "ঐ সাধ্বী আসিতেছে, ঐ পুণ্যবতী বার্ণাদেত্তা," বলিয়া গাত্রোত্থান করিল ও বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে তাহাদের নয়নের তারাকে একাগ্র-চিত্তে দেখিতে লাগিল। ঈশ্বরের দূত সম, নম্রতা-মাখা, মধুর-ভাষিনী বার্ণাদেত্তা তৎকালে লোকারণ্যের মধ্য দিয়া গহ্বরের সম্মুখে গিয়া জানু পাতিবামাত্র, আর কোথাও শব্দের লেশমাত্র রহিল না; গভীর নিশিথ-কালের ন্যায় সেই জনতা পূর্ণ গহ্বর-স্থল নিঃশব্দ ও নিস্তব্ধ হইল।

কিছু ক্ষণের মধ্যেই ভক্তি ও সতীত্বের অমূল্য অলঙ্কারে বিভূষিতা বার্ণাদেত্তা দর্শন-দায়িনীকে দেখিতে পাইয়া মূর্চ্ছিত হইলে, দিব্য দর্শনের পবিত্র শরীর হইতে নির্গত রশ্মি তাহার বদনে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় কন্যারত্ন যেন জীবিতাবস্থাতেই স্বর্গ-ধামে নীত হইল। অপূর্ব জ্যোতি দ্বারা তাহার মুখ-মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। সমুদ্রের গর্ভে যেমন চন্দ্রের কিরণ অতুলনীয় শোভা ধারণ করে তেমনি দর্শন-দায়িনীর স্বর্গীয় জ্যোতি চন্দ্র-বদনা বার্ণাদেত্তার প্রতি প্রতীয়মান হইল। দর্শন-দায়িনী প্রেম-পূর্ণ লোচনে বার্ণাদেত্তার প্রতি চাহিয়া রহিলেন; যুবতীও

তাঁহার দিব্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া অনিমেষ লোচনে সেই নির্মলা সুন্দরীকে নীরবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর, তাঁহার আদেশানুসারে, যুবতী গাভ নদীর তটে গিয়া, পূর্বমত হাঁটু গাড়িয়া গহ্বরের দিকে হামাগুড়ী দিয়া আসিয়া, ফোয়ারার জল হাতে লইয়া পান করিল ও গুল্ম-লতা উৎপাটন করিয়া খাইল। এই সকল ক্রিয়ার পর, সে দেখিল যে দর্শন-দায়িনী অন্তঃর্ভূত হন নাই, তখন সাহস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল: "হে দেবি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার কি নাম বলুন?" ইহাতে দর্শন-দায়িনী কোন উত্তর প্রয়োগ না করিয়া সহাস্য বদনে অন্তর্হিত হইলেন। যুবতীও প্রার্থনা সমাপ্ত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

প্রিয় পাঠক, চলুন আজ আমরা ফের সেই পবিত্র গহ্বরে যাই। বৈকাল বেলা, চারিটার সময়। গাভ নদীর ধারে প্রাতঃকালে যত লোক ছিল তত লোক এখন নাই। পাঁচ ছয় শত লোক মাত্র সেখানে উপস্থিত আছে। তৎকালে যে এক অপূর্ব ঘটনা গহ্বরে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করি শুনুন।

বুগ্‌ভর্‌ নামে এক দরিদ্র ব্যক্তি লুর্দ নগরে বাস করিত। তাহার স্ত্রীর নাম ক্রোয়াজিন। বুগ্‌ভরের ঔরসে ও ক্রোয়া-জিনের গর্ভে তাহাদের এক পুত্র জন্মে। তাহার নাম যুস্তিন। যুস্তিনের বয়স প্রায় দুই বৎসর; কিন্তু, জানি না কেন, সে জন্মাবধি ক্ষীণ-শরীর; অল্প অল্প জ্বরে তাহার দেহ জীর্ণ শীর্ণ ও তাহার পা বাঁকা। যদিও যুস্তিনের পিতা মাতা ধনী ছিল না, তথাপি ঈশ্বর পুত্র দিয়াছেন, যে কোন প্রকারেই হউক সন্তানের লালন পালন করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে ভাবিয়া এই দুই বৎসর তাহারা যাহা কিছু উপার্জন করিতে পারিয়াছিল, তদ সমুদায়ই সন্তানের রোগের চিকিৎসার

ব্যক্তি তাহার গা চাপড়াইয়া বলিল : “এ কি অন্যায় ? শিশুকে শীঘ্র তুল।”

ইহাতে শিশুর গর্ভধারিনী মুখ ফিরাইয়া প্রত্যুত্তর করিল “মহাশয়, আমাকে বিরক্ত করিও না। আমি যত দূর করিতে পারি, তত দূর আমায় করিতে দাও ; ছেলের প্রাণ বাঁচাইবার হাত আমার নাই ; জগদীশ্বর ও সাধ্বী কুমারী যাহা করেন।

তত্রস্থ লোকেরা শিশুর মুখে মৃত্যু চিহ্ন দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে বলিল : উহাকে ছাড়িয়া দিউন, আর কি আবশ্যক ? শিশু হয়ে গেছে ; পুনরায় বাঁচিবার আশা কি আছে ?

পুরাকালে যেমন কুলপতি আব্রাহাম পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ ভক্তি রাখিয়া নিজ একমাত্র পুত্র ইসহাককে বলি দিতে দ্বিধা করেন নাই ; তেমনি এই জননী মনের চঞ্চলতা সত্বেও ধন্যা কুমারীতে অটল বিশ্বাস রাখিয়া মৃতে জীবন আছে ভাবিয়া এক পোয়ার অধিক সময় পর্যন্ত বরফের মত ঠাণ্ডা জলে আপন সন্তানকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। তৎপরে ইনি যুস্তিনকে সেই জল হইতে তুলিয়া ও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল এবং কাহার কাছে কোন কথা না বলিয়া শিশুকে দোলনায় শুয়াইয়া রাখিল। তখন স্বামি ও পূর্বোক্ত প্রতিবাসিনী ছেলের কাছে আসিয়া তাহার মস্তকে হাত দিয়া দেখিল পুত্রের সমস্ত দেহ অবশ ও মলিন হইয়া গিয়াছে, ও শিশু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহারা রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিল। কিন্তু ক্রোয়াজিন ব্যগ্রতা ভাবে তাহাদিগকে কহিল : “তাহা নয়, শিশু অবশ্যই বাঁচিবে ; আমি নিশ্চয় জানি স্বর্গের রাণী ভিক্ষা স্বরূপ এই বৎসকে পুনরায় দিবেন ;” ও এই কথা বলিতে বলিতে জননী তাহাদিগকে সরাইয়া দিয়া স্বয়ং যুস্তিনের বুকে কান রাখিতে না রাখিতে চিৎকার করিয়া বলিয়া

উঠিল: "দেখ, শিশুর নিশ্বাস বহিতেছে, আমি তাহা স্পষ্ট শুনিতেছি; আইস, তোমরাও কান দিয়া শুন।" বাস্তবিক ক্ষুদ্র যুস্তিনের নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে শুনিয়া বুগ্‌ভরের আর আনন্দের সীমা রহিল না; সে পরম উৎসাহের সহিত বলিল: হাঁ হাঁ, ইহা সত্য বটে! আমার বাছা ঘুমাইতেছে;" ও মনোল্লাসে ধন্যা কুমারীর কতই প্রশংসা করিল ও কহিল: হে প্রভুর মাতঃ, হে দয়াময়ী মাতঃ, আপনাকে আমি শত শত বার ধন্যবাদ দি।

সে দিন সমস্ত রাত্রি যুস্তিন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা-ভঙ্গের পর, সে তাহার জননীকে দেখিয়া সহাস্য বদনে তাহার মাই খাইতে চাহিয়া হাত বাড়াইল। ক্রোয়াজিন সন্তানকে স্তন পান করাইয়া ও দোলনায় শুয়াইয়া স্বামির সহিত কাজে গেল। বাটীতে ফিরিয়া আসিবামাত্র জননী দেখিল দোলনা খালি পড়িয়া আছে; তাহার যুস্তিন উঠিয়া ঘরময় বেড়াইতেছে ও তাহাকে দেখিবামাত্র হাত বাড়াইয়া তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দেখিয়া জননী চিৎকার করিয়া উঠিল ও বলিল: "ও, কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য! স্বর্গের রাণী মৃত শিশুকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন; তাহা ছাড়া, পক্ষাঘাতে বিকল পা দুইটীও তিনি সুস্থ করিয়াছেন। আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে।" সন্তানের আরোগ্য লাভে, ক্রোয়াজিনের হৃদয় গলিয়া গেল; তাহার আহ্লাদের আর সীমা রহিল না; তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; এমন কি পাছে তাহা সহিতে না পারিয়া সে পড়িয়া যায়, এজন্য ঘরের পাঁচীল ধরিয়া দাঁড়াইয়া শিশুকে বলিল: "যুস্তিন, সাবধান, সাবধান, যেন পড়িও না।" কিন্তু যুস্তিন হাঁসিতে হাঁসিতে স্থির ভাবে তাহার কোলে তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িল।

স্বামি ও প্রতিবাসিনী ফ্রাঙ্কিস্কা বাটীতে উপস্থিত হইলে, ক্রোয়াজিন আপন সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতে করিতে বলিল : গত কল্য আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা সত্য কি? ধন্যা মারীয়া আমার বাছাকে বাছাইয়াছেন কি! তাঁহার কাছে যে বর চাহিলাম, তাহাই পাইলাম। ওরে আমার নয়ন তারা, আমার প্রাণ, তুমি ঈশ্বরের জননীর ভিক্ষা পুত্র। ইহা বলিতে বলিতে যুস্তিনের মাতা যুস্তিনকে আপনার হাতে নাচাইতে নাচাইতে তাহাকে কত আদর করিল। তৎপরে তিন জনে জানু পাতিয়া ঈশ্বরেকে ও ধন্যা কুমারীকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ দিল।

এই দিবস হইতে যুস্তিন শশি কলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যুস্তিন বাল্যাবস্থায় পদার্পণ করিলে, ক্রোয়াজিন সহাস্যে বলিত : আমার যুস্তিনের সব ভাল হইয়াছে বটে; কিন্তু ঐ সন্তান পূর্বে চলিতে পারিত না; এক্ষণে অধিক চলিতেছে; কারণ সে পাঠশালায় না গিয়া পাখীর বাসা খুঁজিতে২ গাছে চড়ে ও অন্য বালকের সহিত বনে ও ক্ষেত্রে আমোদ করিয়া বেড়ায়; এতদ্ব্যতীত তাহার আর অন্য কোন দোষ নাই।

ইহা ছাড়া মাসাবিএলে আরও অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছিল। ক্রোজাথ্ নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোক কুড়ি বৎসর অবধি কালা ছিল। মাসাবিএলের অদ্ভুত ফোয়ারার জলে তাহার কান আরোগ্য হয়; সে পুনরায় শ্রবণ শক্তি পায়। বোর্দ নামে জনৈক ব্যক্তির পা মুড়িয়া গিয়াছিল; সে খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া বড় কষ্টে চলিত; কিন্তু ফোয়ারার জলে অবগাহন করিতে না করিতে তাহার পা পূর্বমত সোজা হইয়া যায়। সে অক্লেশে এখন চলিতে পারে। এই সকল সুস্থ লোকদিগকে সকলেই সহজে দেখিতে ও পরীক্ষা করিতে পারিত।

শুষ্ক ভূমি হইতে অদ্ভুত জলের উৎপত্তি ও উহার স্পর্শে কঠিন কঠিন রোগের সদ্য আরোগ্য দ্বারা যখন ধন্যা মারীয়ার ক্ষমতা সকলের সমক্ষে স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইতে লাগিল, তখন, হে পাঠক, আপনি কি মনে করেন যে তাহা দ্বারা লুর্দের পাপাত্মাদের মন পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল ? না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি গভীর সমুদ্রের তল পর্যন্ত মাপা যায়, কিন্তু মনুষ্যের মনের অন্ত পাওয়া যায় না। কাহার কাহার এমন ধারণা আছে যে চাক্ষুষ ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বিপক্ষদলের ভ্রান্তি সকল দূরীভূত হয় ; কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক তাহা উক্ত লোকদের আচার ব্যবহার দ্বারা জানা যায়। স্বাধীন ইচ্ছার বলে মনুষ্য যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবধি কখন কখন উড়াইয়া দেয়, তখন তাহার কি অসাধ্য আছে বলা যায় না।

হিন্দুগণ সময়ে সময়ে কাথলিক পুরোহিতদিগের পবিত্র জীবন পাঠে ও দর্শনে বড়ই চমৎকৃত হন ; পর হিতে কাতরা তপস্বিনীদিগকে কানা, খোঁড়া, নুলা, অতুর, কর্মাক্ষম, পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকা ও বৃদ্ধ লোকদের সেবায় নিয়ত অনুরক্ত দেখিয়া কতই প্রশংসা করেন। কি হিন্দু, কি ব্রাহ্ম, কি মুসলমান, কি ছিটেন,* ভিন্ন ভিন্ন দলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক আছে বটে ; কিন্তু যখন যে কেহ কাথলিক মণ্ডলীর পদ্ধতি, রীতি, নীতি, বিধি ও সংস্কার সকল পর্যবেক্ষণ করেন, তখন তাঁহাকে উহার পবিত্রতা, সত্যতা ও বদান্যতা স্বীকার করিতে হয়। ইহাঁরা মুখে স্বীকার করেন যে কাথলিক ধর্ম আদ ও বুনিয়াদি ; কিন্তু তাঁহাদের অন্তরের ভাব ভিন্ন প্রকার। অকাট্য ও চাক্ষুষ প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদের ভ্রম সকল দেখাও, পদে পদে

* কাথলিক ধর্ম ভ্রষ্ট মার্তিন লুথরের মতাবলম্বীদিগকে এই দেশে ছিটেন বলে। ছিটেন শব্দের অর্থ যে ছিটাইয়া বাপ্তিস্ম করে। ইংরেজী ভাষায় প্রটেষ্টান্ট।

তাঁহাদের ভ্রান্ত মত সকল খণ্ডন কর, তথাপি তাঁহারাও লুর্দ নগরের শত্রু পক্ষের ন্যায় যে অবিশ্বাসী থাকেন, ইহাই বড় আক্ষেপের বিষয়।

যীশু খ্রীষ্ট সাধু থোমাকে হাতের ও পাশ্বের ক্ষত সকল দেখাইয়া বলিলেন: "তোমার অঙ্গুলী এখানে দাও ও আমার হাত দেখ এবং তোমার হাত বাড়াও ও আমার পাশ্বে দাও। অবিশ্বাসী হইও না কিন্তু বিশ্বাসী হও; তদনুরূপ ধন্যা মারীয়া অলৌকিক দর্শনের বিষয়ে যাহাদের সন্দেহ ছিল, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়াই যেন বলিলেন: "আমার পা দেখ, আমার হাত দেখ। স্বচক্ষে দেখিয়া তোমরা বিবেচনা কর। যাহারা মৃত প্রায় ছিল, তাহারা জীবন পাইয়াছে; কালা শ্রবণ শক্তি পাইয়াছে, কাণা দর্শন শক্তি পাইয়াছে; খোঁড়া চলিতেছে; শুষ্কাঙ্গ সতেজ শরীর পাইয়াছে; পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী সুস্থ হইয়াছে; হে ভবের পথিকগণ, তোমাদের সংশয় দূর কর ও বিশ্বাসী হও।"

কিন্তু মনুষ্যের অহঙ্কার ও অবাধ্যতার সীমা কি আছে? যখন গগণ মণ্ডলে রবি উদিত হইয়া উহার অসীম কিরণ জাল এই ধরাতলে বিস্তার করে, তখন যদি কেহ আপন চক্ষু মুদিত করিয়া বলে সূর্য নাই, তাহাকে বুঝাইবার কি কেহ আছে? লুর্দের দুরাত্মারাও ঠিক এই প্রকৃতির লোক। যাহা অলৌকিক তাহা যদি লৌকিক হয় অর্থাৎ অবতার হইয়া এই পাষণ্ডদের নয়ন পথে আসিয়া বলেন: "দেখ, আমি আছি," এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও তাহারা বলিতে পারে: তোমাকে আমরা চিনি না। নগরের অন্যান্য বাসিন্দেরা তাহাদিগকে অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে অনেকানেক প্রমাণ দেখাইল, কিন্তু তাহারা কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিল না। যেমন কথায় বলে:

অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্ব ন মুঞ্চতি।

তেমনি তাহাদের মনের কুসংস্কার রূপ ময়লা কোন মতেই তিরোহিত হইল না; বরং বিশ্বাসীরা যাহাতে প্রতারিত হয় ও মাসাবিএলের দর্শনে বিশ্বাস না করে, তাহার উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা ভূতের তুল্য ঈর্ষান্বিত হইয়া মিথ্যা ও কাল্পনিক দর্শন রচনা করিল এবং সৎ ও অসৎ, ভাল ও মন্দ, সত্য ও মিথ্যা ঘটনা মিশ্রিত করিয়া সহরের সংবাদ পত্রে তাহা ঘোষণা করিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু জ্বলন্ত মসালের অগ্রভাগ নীচে করিলে, যেমন উহার অগ্নি হঠাৎ ঊর্দ্ধগামী হয়, তেমনি পূর্বোক্ত দুরাত্মারা প্রতারণা দ্বারা যতই ধন্যা মারীয়ার ক্ষমতা পাড়িতে চেষ্টা করিল, ততই স্বর্গের রাণীর প্রতাপ ও প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বেনেদিক্তা কাজো নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোক লূর্দে বাস করিতেন। ইনি তিন বৎসর ধরিয়া জ্বরে ও পাঞ্জরের বাতে বড় ভুগিতেছিলেন। রোগের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি নানা প্রকার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল। কবিরাজগণ এই রোগের চিকিৎসা নাই বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে হতাশ হইয়া তিনি আমাদের লূর্দ মাতার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মাসাবিএলের গহ্বরে গিয়া ঝরণার অদ্ভুত জল দুই একবার পান করিতে না করিতে ও তাঁহার গাত্রে মাখাইতে না মাখাইতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হন।

ব্রেজা সুপা নাম্নী জনৈক স্ত্রীলোকের এক রকম স্থায়ী চক্ষু রোগ ছিল; তাহার চক্ষু হইতে দিন রাত ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িত, তা ছাড়া উহার পাতার লোমগুলি একে একে সমুদায় খসিয়া যাওয়ায় ও নীচের পাতায় আঞ্জনীর উপর আঞ্জনী হওয়ায় তাহাকে দেখিতে অত্যন্ত কুৎসিত হইয়াছিল।

চক্ষু রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া এই স্ত্রীলোক বিবিধ চিকিৎসায় অকাতরে বৃথা অর্থ ব্যয় করিল। ঔষধ সেবনে বা মালিশে তাহার পীড়ার কোন উপকার দর্শিল না ও তাহার যাতনার ও কোন লাঘব হইল না। পরিশেষে সে ধন্যা কুমারীর প্রতি ফিরিল ও ভক্তি সহকারে গহ্বরে গিয়া ফোয়ারার জলে তাহার চক্ষু মালিশ করিল। প্রথম দিনের ব্যবহারে তাহার চক্ষুর যন্ত্রণা অনেক কমিয়া গেল; দ্বিতীয় দিনে তাহার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা একেবারে নিবারিত হইল ও আঞ্জনী সকল এক কালে মিলিয়া গেল। চিকিৎসকগণ সুর্পাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন: এই উৎকট রোগ হইতে আরাম হওয়া অদ্ভুত ঘটনা বৈ আর কিছুই হইতে পারে না।

যাহা হউক। ইতিমধ্যে বার্ণাদেত্তা সাধ্বী মারীয়ার ইচ্ছানুসারে গহ্বরে পোনের দিবস সাক্ষাতের বাক্য রক্ষার পর, বারম্বার মাসাবিএলে যায় আসে বটে, কিন্তু শৈল রাণীর আর দর্শন লাভ হয় না। এই ভাবে বিশ দিন গত হইল।

মার্চ মাস, ২৫শে তারিখ। অদ্য ধন্যা কুমারী মারীয়ার সম্বাদ পর্ব। প্রাতঃকালীন উপাসনা করিতে করিতে, কন্যা-রত্ন তাহার অন্তরে শুনিল কে যেন তাহাকে গহ্বরে ডাকিতেছে। তদনুসারে সে ব্যগ্র-চিত্তে ও অতি আনন্দিত মনে মাসাবিএলের গহ্বরাভিমুখে যাত্রা করিল। নগর-বাসীদের মধ্যে অনেকেই কন্যা-রত্নের মুখের জ্যোতিঃ দেখিয়া বলিল: অহোঃ, বোধ হয় আজ সাধ্বী কুমারীর আবির্ভাব হইবে, চল, আমরা বার্ণাদেত্তার সহগামী হই। ইহা বলিয়া অনেকানেক ব্যক্তি যুবতীর সমভি-ব্যাহারে যাইতে লাগিল।

গায়কগণ যখন একত্রে সঙ্গীত করে, তখন বাদ্যকর বেহালার সুর দিলে, সেতারা, তানপুরা আদি বাদ্য যন্ত্র সকল একেবারে

বাজিয়া উঠে এবং ছুঁচ ও সূতা পরস্পর মিলিত হইয়া যেমন সঙ্গে সঙ্গে একই ছিদ্রের মধ্য দিয়া যায়, তেমনি ঐ সমস্ত সুস্বরের পরস্পর মিলনে বোধ হয় একই তান ও একই সুর। তদনুরূপ কাথলিক মণ্ডলীর সঙ্গীতের সহিত গহ্বরের মধুর স্বর পরস্পরে অদ্য মিলিয়া গিয়াছিল। জগতের সর্বত্রে কাথলিক পুরোহিতগণ অদ্য কর্তব্য প্রার্থনায় যে যে কথা প্রচার করিলেন, গহ্বর-স্থলে অদ্য ধন্যা মারীয়া ও বার্ণাদেত্তার মধ্যে সেই সেই কথারও উল্লেখ হইল।

বস্তুতঃ যে সময়ে পূর্বোক্ত জনতা বার্ণাদেত্তার সমভিব্যাহারে ফোয়ারার দিকে যাইতেছিল, সেই সময়ে পৃথিবীস্থ সমুদায় কাথলিক মণ্ডলীর পুরোহিতেরা কেমন সুস্বরে এই সঙ্গীত করিতেছিলেন :—

"এই মুহূর্তে অন্ধেরা দৃষ্টি শক্তি পাইবে, কালারা শ্রবণ-শক্তি লভিবে ও যাহারা খোঁড়া তাহারা হরিণের ন্যায় লাফ দিয়া দৌড়িবে; কারণ মরু ভূমিতে জল উৎপন্ন হইয়াছে এবং নিভৃত স্থানে বেগে স্রোত বহিতেছে।"*

উপস্থিত জনতার মধ্যে বুরিএত, ক্রোজাথ, সুপাঁ, কাজো ও বোর্দকে দেখিয়া কে না শাস্ত্রোক্ত বচনের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে?

ইতিমধ্যে যুবতী বার্ণাদেত্তা গহ্বরে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্বক জানু পাতিয়া উপাসনা করিতে না করিতে এবং জন সমূহ সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন পূর্বক ধন্যা মারীয়ার গুণ কীর্তন গায়িতে না গায়িতে দর্শন-দায়িনী সহস্রাংশুর তুল্য জ্যোতির্ময়ী হইয়া শৈল কন্দরে বিরাজমান হইলেন। বোধ হইল যেন সমস্ত

---

* Tunc aperientur oculi cœcorum et aures surdorum patebunt. Tunc saliet sicut cervus claudus, quia scissæ sunt in deserto aquæ et torrentes in solitudine—(25th martis 1° Noct.)

কিন্তু ইহাও কন্যা-রত্নের কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল না; সুতরাং সে পুনর্ব্বার কাতর স্বরে কহিল: "হে কর্ত্তৃ, আমি মিনতি করি আপনি কে ও আপনার কি নাম অনুগ্রহ করিয়া কি আমাকে বলিবেন?"

এইবার দেব-কন্যার বদন দিব্য কান্তিতে ঢল্ ঢল্ করিতে লাগিল। অদ্য মারীয়া বার্। প্রভুর দূত গাব্রএল মারীয়াকে ঈশ্বরের নিকট হইতে সম্বাদ আনিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য মারীয়া-কান্তা যুবতীর প্রশ্নে তিনি মুক্ত হস্ত হইলেন ও প্রেম পূর্ণ লোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বীণা বেণুর স্বর-সম অমৃতময় মৃদু বচনে বলিলেন:

"Je suis l' Immaculée Conception.—"

"আমি নির্ম্মল গর্ভধারণ"

এই কথাগুলি বলিয়া, দর্শন-দায়িনী গহ্বর হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

তখন বার্ণাদেত্তা যে দিব্য আনন্দে মুগ্ধ ছিল, তাহা অপসারিত হইল। সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল, কিন্তু তাহার পার্শ্ববর্তী অদ্ভুত ঝরণার জল বুদ্বুদ করিয়া উঠিয়া গাভ নদীর দিকে কল কল শব্দে বহিয়া যাইতেছে ও তত্রস্থ জনতা নিস্তব্ধ আছে বৈ আর কিছুই তথায় দেখিতে পাইল না। সুতরাং গাত্রোত্থান করিয়া সহরের দিকে যাইতে যাইতে, দর্শন-দায়িনীর নাম যাহা সে পূর্ব্বে কখন শুনে নাই তাহা যাহাতে বিস্মৃত না হয় তজ্জন্য, "আমি নির্ম্মল গর্ভধারণ," "আমি নির্ম্মল গর্ভধারণ" বারম্বার জপিতে জপিতে লুর্দের পুরোহিতের সমীপে চলিয়া গেল।

দর্শনের গহ্বর ।
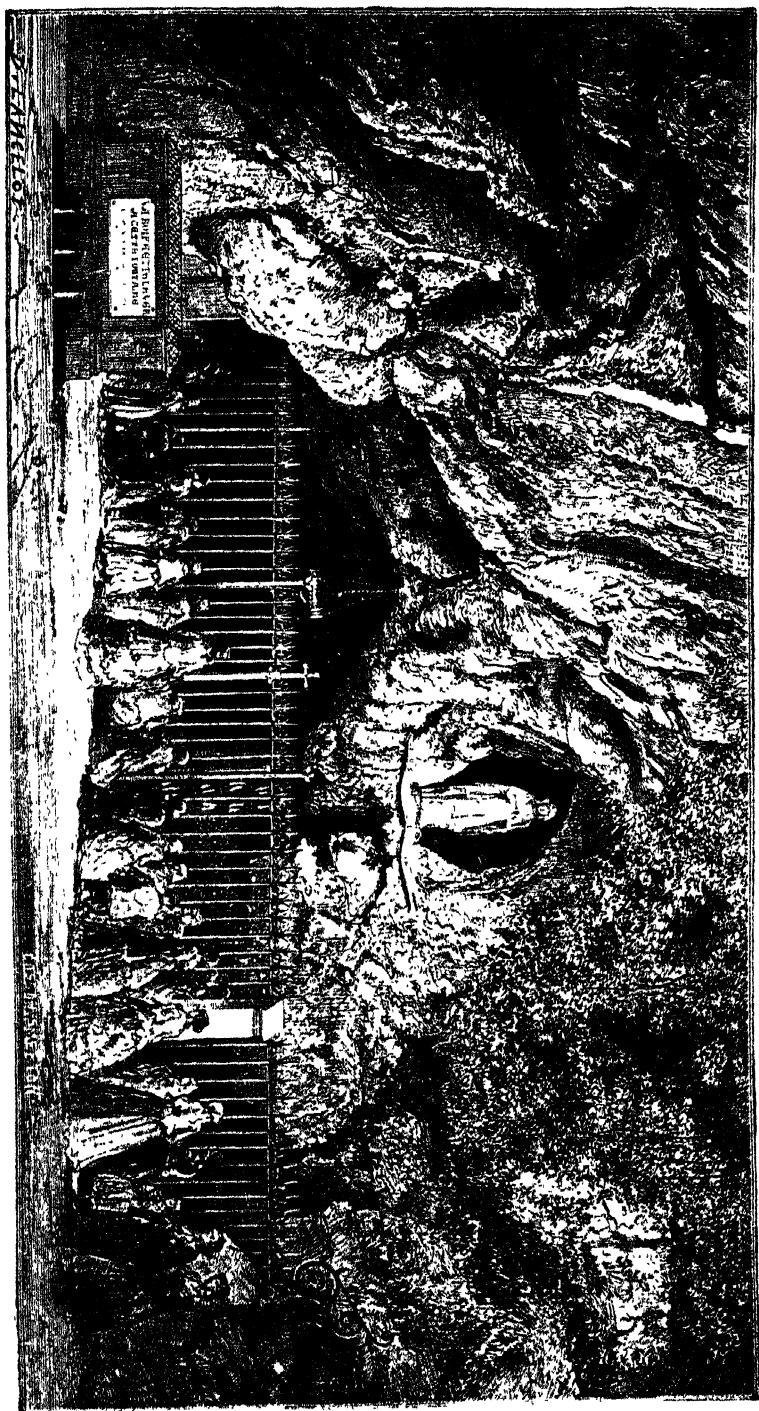
এই সময়েই বিশ্বময় কাথলিক মণ্ডলীর পুরোহিতেরা মধুর স্বরে স্ব স্ব নিত্য-ক্রিয়ায় সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ও আদি পাপ বিনা মাতৃ গর্ভেজাতা কুমারী মারীয়ার পরম স্তুতি গান করিতেছিলেন : যথা,

"O Gloriosa Virginum,
Sublimis inter sidera."

অর্থাৎ

"হে গৌরবময়ী কুমারি,
তারাগুলির মধ্যে উন্নতা।"

স্বর্গের দূতগণও হয়ত এক বাক্যে "আপনি ধন্যা, আপনি শ্রেষ্ঠ," তাঁহার এই গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদের রাণীকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গের অনন্ত-ধামে গিয়াছিলেন।

পঞ্চম কাণ্ড।

গ্রন্থকারের প্রস্তাব।—শাস্ত্রে যে যে শ্রুতি আছে তাহাতে
ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত হয় কি না? ও তাহার হেতু। লুর্দ-
মাতার আবির্ভাবে রোমের মহাগুরুর সিদ্ধান্ত দৃঢ়
হয়। খ্রীষ্টীয়ানদের উপকারের জন্যই ধন্যা
মারীয়ার আবির্ভাব; কিন্তু লুর্দ সহরেই
আবির্ভূত হইতে কেন তিনি ইচ্ছা
করেন?—স্বর্গের রাণীর গুপ্ত কথা
ত্রয়ের কারণ কি? ফোয়ারার
উৎপত্তি কেন হইয়া-
ছিল?—ও অন্যান্য
বৃত্তান্তের হেতু
নির্দেশ।
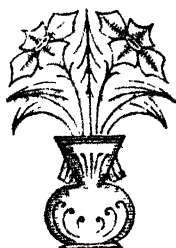
"কারণ ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা তাহাদের মধ্যে ব্যক্ত আছে।'

রোমানদের প্রতি ১ম পত্র ১।১৯ পদ

ঈশ্বর অসীম; এই নিমিত্ত তিনি যে সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে এক প্রকার অসীমত্বের গুণ আছে। বাস্তবিক, হে পাঠক, এই অসীমত্বের গুণ আমরা স্বচক্ষে দেখি বটে, কিন্তু তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

একদা তর্ক-শাস্ত্র-বিশারদ সিমোনিদকে তাঁহার চেলারা জিজ্ঞাসা করিল; "গুরু, আমরা অদ্য, ঈশ্বর কি? জানিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি। আপনি তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন।" শিষ্যগণের এবম্বিধ প্রশ্নে পণ্ডিতবর বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন: "বন্ধুগণ, ঈশ্বরের গুণ অসীম হওয়ায়, আমি তোমাদের ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে অপারক; কারণ আমি যতই এই প্রশ্নের বিষয় ভাবি, ততই বেশ দেখিতে পাই যে ইহার উত্তর দিতে আমি নিতান্ত অক্ষম। বাস্তবিক, ঈশ্বর কি? ইহা যদি আমি বুঝাইতে পারিতাম; তাহা হইলে হয় আমি নিজে ঈশ্বর হইতাম, নতুবা ঈশ্বর আর ঈশ্বর হইতেন না।" সিমোনিদ যে প্রকৃত কথাই কহিয়াছেন তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কারণ দূতগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ও পরম বুদ্ধিমান, তাঁহারাও উহা ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারেন না। শাস্ত্রেও কি বলে না: "প্রভু মহান ও সমস্ত প্রশংসাতীত, তাঁহার জ্ঞানের সংখ্যা নাই।" হাঁ, ঈশ্বরীয় স্বভাব অতি নিগূঢ়। আমরা ধারণা করিতে পারি যে ঈশ্বর আছেন; কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠা আমাদের সাধ্য নয়। কারণ, কে বুঝিতে পারে, ঈশ্বর অসত্ত্বা হইতে স্বর্গ ও পৃথিবী কেমন করিয়া সৃষ্টি করিলেন? অথবা যখন কোন বস্তুর সহিত তাঁহার সংস্রব নাই, তখন কেমন করিয়াই বা তিনি অমিত? কিরূপেই বা ঈশ্বর অনন্ত, যখন মুহুর্মুহুঃ সময়ের পরম্পরা গতি তাঁহাতে নাই? কাহার সাধ্য ইহা বর্ণনা করে? ঈশ্বর অসীম, তবে কিরূপে আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারি? ঈশ্বরের বিষয় ত অনেক দূরের কথা, তাঁহার সমস্ত কার্যেও কম বেশী পরিমাণে অসীমত্বের গুণ দেখিতে পাওয়া যায়: যেমন, মনুষ্য নিজে কি গূঢ়তা পূর্ণ নহে? তাহাতে যে বুদ্ধি, ভাব, স্মৃতি ও মানসিক শক্তি আছে, সে সকল কি? স্বপ্ন কি? কোথা

হইতে স্বপ্ন হয়? কিসেই বা চিন্তা হইতে স্বপ্নের প্রভেদ জানা যায়? প্রকৃতি সম্বন্ধেও তেমনি কোন কোন বিষয়ের তাৎপর্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না: যেমন: প্রস্তরের মধ্যে কখন কখন আশাপা বেঙ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু, কি প্রকারে উহা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও প্রাণ ধারণ করে, তাহা কি কেহ বলিতে পারে? না। জগতে এমন কোন মনুষ্য আছে যিনি বলিতে পারেন ডিমের ভিতরে কি প্রকারে ছানা জন্মে? অথবা, সরিষার মতন এক ক্ষুদ্র বীজ হইতে কেমন করিয়া এক প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ উৎপন্ন হয়? না, সামান্য মনুষ্যের সাধ্য নাই যে এই সকল বিষয়ের গূঢ়তা জানিতে পারে। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণীমাত্র, এজন্য অসীম পরমেশ্বরের কার্যের গূঢ়ত্ব আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে ধারণ করিতে চেষ্টা করা, কেবল বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে যাওয়া মাত্র। তথাপি অপার সাগর, অতলস্পর্শ হইলেও, যেমন উহার খানিক জল যে কেহ পাত্রে করিয়া তুলিতে পারে, তদ্রূপ আমরাও আমাদের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা লুর্দ সহরে ঘটিত পূর্বোক্ত অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে ও অদ্ভুত ঘটনার বিষয় লইয়া সাধ্যমত ব্যাখ্যা করিতে মানস করিয়াছি।

প্রথম সর্গ।

ঈশ্বর আপনার ইচ্ছা কোন কোন ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করেন কি না তাহাই এক্ষণে আমরা শাস্ত্রীয় শ্রুতি হইতে তত্ত্বাবধারণ করিব।

পুরাকালে পরমেশ্বর যে মনুষ্যদিগকে দর্শন দিতেন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, যেহেতু পুরাতন ধর্মশাস্ত্র ইহার অকাট্য প্রমাণ। ঐ পবিত্র শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে তিনি আমাদের আদি পিতা মাতা, নোঅ, আব্রাহাম, যাকোব ও অন্যান্য কুলপতিগণের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন: ও তৎপরে মূসা প্রভৃতি ভবিষদ্বক্তাগণের সম্মুখে নানাবিধ রূপে দর্শন দিয়া তাঁহাদের নিকট আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত অবতীর্ণ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যিনি অনাদি অনন্ত বাক্য ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তেত্রিশ বৎসর বাস করিলেন এবং কি ধনী, কি নির্ধন, কি রাজা, কি প্রজা, কি ছোট, কি বড়, কি য়িহুদী, কি গ্রীক, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সৎ হউক বা অসৎ হউক, ভাল হউক বা মন্দ হউক, সমভাবে সকলের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিলেন ও তাহাদের সম্মুখে নানা প্রকার আশ্চর্য ক্রিয়া করিয়া তাহাদিগকে দেখাইলেন যে তিনি ঈশ্বর।

ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট ভূতল ত্যাগ করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিলে পর, জগতবাসী তাঁহার ভক্তগণকে কত বার তিনি সশরীরে দর্শন দিয়াছেন; কেবল তিনি কেন? তাঁহার অনুমতি অনুসারে স্বর্গের দূত ও সাধুগণের মধ্যে অনেকেই, বিশেষতঃ যিনি সমস্ত সাধুগণের রাণী সেই কুমারী মারীয়া অনেক সময়ে ঈশ্বরের ভক্ত ও প্রেমিকদিগের নয়ন পথে উপস্থিত হইয়া দর্শন

দিয়াছেন। পবিত্র মণ্ডলীর ইতিহাসে* এই প্রকার অলৌকিক দর্শনের ভূরি ভূরি সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বা তাঁহার সহবাসী ধার্মিকগণ যে সময়ে সময়ে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদের দর্শন দেন বা সাহায্য করেন তাহার দুই কারণ হইতে পারে। প্রথম কারণ এই যে স্বাভাবিক ধর্ম† ও লিখিত ধর্ম‡ অপেক্ষা খ্রীষ্টের দ্বারা স্থাপিত কৃপার ধর্ম উৎকৃষ্ট। ফলতঃ স্বাভাবিক ও লিখিত ধর্ম কালে পরমেশ্বর আপন মনোনীত লোকদিগের নিকট অনেক অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য ক্রিয়া দ্বারা আপন প্রভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সেই উভয় ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে কৃপার ধর্ম তৎকালে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে তাঁহার অধিক আশ্চর্য ক্রিয়া প্রদর্শন করা কি সম্ভব নহে? যেহেতু য়িহুদী মণ্ডলী কি দাসী ছিল না? এবং খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী কি তাহার কর্ত্রী নহে? ২য় কারণ এই: আমরা বিশ্বাস করি যেহেতু পবিত্র মণ্ডলী শিক্ষা দেন যে স্বর্গ, মর্ত্ত ও শুচ্যগ্নির সহিত পরস্পর সহভাগিত্ব আছে অর্থাৎ যে সকল ধার্মিকগণ এখন স্বর্গে, মর্ত্তে ও শুচ্যগ্নিতে বাস করেন তাঁহারা এক শৃঙ্খলে বদ্ধ আছেন ও পরস্পর সাহায্য করিয়া থাকেন; যেহেতু কুমারী

---

* প্রেরিতদের ক্রিয়া ৫ অধ্যায় ১৮।২০ পদ:—

"ও তাহারা প্রেরিতদিগকে ধরিয়া সাধারণ কারাগারে রাখিল। কিন্তু প্রভুর দূত রাত্রের বেলায় কারাগারের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া বলিল: যাও; ও মন্দিরের মধ্যে দাঁড়াইয়া, ইহ জীবনের সমস্ত বাক্য লোকদের নিকট প্রচার কর।"

† আদমের সময় হইতে মুসার সময় পর্যন্ত যে ধর্ম বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ যে ধর্মের রীতি ও প্রণালী স্বয়ং পরমেশ্বর হইতে আগত কিন্তু অলিখিত ও পরম্পরায় জনশ্রুতি দ্বারা বজায় ছিল। ছিটেনদের মধ্যে যাঁহারা প্রেরিতদের জনশ্রুতি না মানেন ও যাঁহারা ধর্ম পুস্তককে একমাত্র পরিত্রাণের দর্শক মনে করেন তাঁহাদের উচিত প্রথম যুগের এইরূপ অসাধারণ দৈব ব্যবস্থা বিবেচনা করা।

‡ মুসার সময় হইতে খ্রীষ্টের আগমন পর্যন্ত যে ধর্ম বিদ্যমান ছিল।

মারীয়া ও স্বর্গের সমুদায় ধার্ম্মিকগণ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও ক্ষমতার অংশী হওয়ায় ইহা বিহিত যে তাঁহারা, মর্ত্তবাসী মনুষ্যজাতির দুর্গতি, অভাব বা দুর্বিপাকের সময়, অনুকূলে দাঁড়ান ও তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়া তাহাদিগকে সৎ পরামর্শ দেন ও সাহায্য করেন ও ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহাদের নিকট প্রকাশ করেন এবং এই উভয় দলে ধার্ম্মিক মৃতদের আত্মা সকল যাহাতে শান্তিতে বিশ্রাম করেন ও নিত্য আলো তাঁহাদের উপর কিরণ দেয় সেজন্য নিয়ত পরম পিতা পরমেশ্বরের কাছে মিনতি ও প্রার্থনা করেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

রোমের মহাগুরুর সিদ্ধান্ত ও লুর্দ-মাতার আবির্ভাব যে ঠিক ঐক্য হয় এবং "নির্ম্মল গর্ভধারণ" শব্দে কি অর্থ বুঝায় তাহাই এস্থলে আমরা ব্যাখ্যা করিব :

পবিত্র পাপা নবম পিয়ুস, মাসাবিএলের এই অলৌকিক দর্শনের কিছু কাল পূর্ব্বে, কুমারী মারীয়ার নির্ম্মল গর্ভধারণ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যথা :" যে ধর্ম্ম-সূত্র হইতে আমরা শিক্ষা পাই যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অসাধারণ কৃপা ও ক্ষমতা দ্বারা ও মনুষ্য-জাতির ত্রাণকর্ত্তা যীশু খ্রীষ্টের গুণ সকল অবলোকনে, ধন্যতমা কুমারী মারীয়া স্বীয় গর্ভধারণের প্রথম নিমেষেই আদি পাপের সমস্ত কলঙ্ক হইতে নির্বিঘ্নে রক্ষিত হইয়াছেন, তাহা ঈশ্বর দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায় সমুদায় খ্রীষ্টীয়ানগণ নিয়ত দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতে বাধ্য।"* কিন্তু তাঁহার এই নিষ্পত্তি প্রকাশিত

* Pronuntiamus et Definimus: Doctrinam quæ tenet beatissimam Virginem Mariam in primo instanti suæ Conceptionis fuisse singulari omnipotentis Dei gratia et privilegio, intuitu meritorum Christi Jesu Salvatoris humani generis, ab omni originalis culpæ labe præservatam immunem, esse a Deo revelatam, atque idcirco ab omnibus fidelibus firmiter contanterque credendam.

হইবা মাত্র, কি নাস্তিক, কি বিধর্মী, কি পতিত প্রভৃতি দুরাত্মাগণ তাহা মিথ্যা বলিতে শঙ্কিত হইল না। সুতরাং যিনি প্রকৃত সত্য সেই ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দুর্জনদিগের ভ্রান্তি উচ্ছিন্ন ও সজ্জনগণের বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্যই স্বীয় সাধ্বী জননীকে এই পৃথিবীতে পাঠাইতে প্রসন্ন হইলেন।

ইহ জগতে ধর্ম-মণ্ডলীর যিনি নেতা তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার জন্যই যেন স্বর্গের রাণী মাসাবিএল পাহাড়ের গহ্বরে আবির্ভূতা হইয়া বার্ণাদেত্তাকে কহিলেন: "আমি নির্মল গর্ভধারণ।" এই দৈব বাণী রোমের মহাগুরুর উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি মাত্র।

এস্থলে সাধ্বী কুমারী বার্ণাদেত্তাকে যাহা কহিলেন তাহার বিশেষ মর্মার্থ বুঝিতে যদি আমরা চেষ্টা করি, তাহা হইলে বোধ হয় অবিধেয় হইবে না। স্বর্গের রাণী বার্ণাদেত্তাকে এমন কথা বলেন নাই যে: **আমার গর্ভধারণে আমি নির্মল ছিলাম;** কিন্তু তিনি তাহাকে বলিলেন: **আমি নির্মল গর্ভধারণ।** আমার গর্ভধারণে আমি নির্মল ছিলাম এবং আমি নির্মল গর্ভধারণ, যদিও এই দুই পদের সাধারণ অর্থ প্রায় একই; তথাপি প্রথম পদ হইতে দ্বিতীয় পদের অর্থ অনেক বলবতী। যেমন, এই বস্তু শুভ্র, অথবা, শুভ্রতা, বলিলে কত বিভিন্ন অর্থ বুঝায়, তেমনি উপরোক্ত দুই পদেরও অর্থে অনেক প্রভেদ আছে। কারণ যে বস্তু শুভ্র তাহা কাল কিম্বা অন্য কোন রঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু যাহাকে শুভ্রতা কহা যায় তাহা চিরদিনই শুভ্র থাকে, তাহার আর কখন বিপর্যয় ঘটে না। সুতরাং কুমারী মারীয়া যখন বলিলেন: আমি নির্মল গর্ভধারণ, তখন তাঁহার এমন কথা বলিবার এই উদ্দেশ্য ছিল যে জগতের যাবতীয় মনুষ্যজাতির মধ্যে তিনিই কেবল

আদি পাপের কলঙ্ক হইতে রক্ষিত ও নিষ্কলঙ্ক ভাবে গর্ভজাত। পরমেশ্বরের এই অসামান্য অনুগ্রহ আর কখন কুত্রাপি কোন প্রাণীকেই দত্ত হয় নাই; কেবল কুমারী মারীয়াই তাহা পাইবার যোগ্য হইয়াছিলেন। যেহেতু সমুদায় মনুষ্যদিগের মধ্যে যিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ, প্রভুর অগ্রগামী সেই পবিত্র যোহন বাপ্তিস্মকও ঐ আদি পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহাকেও উহাতে গর্ভজাত হইতে হইয়াছিল। শাস্ত্র হইতে আমরা দেখিতে পাই যৎকালীন সাধ্বী এলিসেবা ছয় মাস গর্ভবতী, তৎকালীন কুমারী মারীয়া স্বর্গের দূত গাব্রএলের নিকট হইতে তাঁহার অসম্ভব গর্ভ সংবাদ অবগত হইয়া আপন আত্মীয়া সাধ্বী এলিসেবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কিন্তু কুমারী মারীয়ার স্বর এলিসেবার কর্ণগোচর হইতে না হইতে, তাঁহার উদরের শিশু আহ্লাদে লাফাইয়া উঠেন; ইহাতে শাস্ত্রিকগণ বলেন যে সেই মুহূর্তে যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ বলে সেই গর্ভস্থ শিশু আদি পাপ হইতে ধৌত হইয়া যান। সাধারণ বিশ্বাস এই যে কুমারী মারীয়ার উদরে মাংসীভূত বাক্য ঈশ্বর তাঁহার জননী* দ্বারা এই প্রথম আশ্চর্য ক্রিয়া করিয়াছিলেন।

*এস্থলে আমরা আমাদের প্রটেষ্টাণ্ট বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহারা ঈশ্বরের মাতাকে তাঁহার উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যত মহৎ মহৎ আশ্চর্য ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তৎসমুদাই কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতা দ্বারা। ব্রিটেন ভাইগণ যাহাই বলুন না কেন, শাস্ত্রীয় বচন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। মাতৃ উদরে যোহন বাপ্তিস্মকের আদি পাপ হইতে ধৌত হওন যে কেবল যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে ও কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

ইহা ছাড়া সাধু যোহনের সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ের ১ম পদ হইতে ১১র পদ অবধি পাঠ করিলে আরও বিশেষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সাধু যোহনের এই লিখন অনুসারে আমরা জ্ঞাত হই যে জন-সমাজে যীশুর আবির্ভাবের সময় উপস্থিত না হইলেও, তিনি আপন মাতার অনুরোধে, গালিলী দেশের কান্না সহরের বিবাহ ভোজে, প্রথম আশ্চর্য ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

তৃতীয় সর্গ।

ধন্যা মারীয়ার আবির্ভাবে যে খ্রীষ্টীয়ানদের অশেষ উপকার দর্শিয়াছে তাহাই এক্ষণে আমরা দেখাইব।

সম্প্রতি আমরা দেখিতে পাই যে মাসাবিএলের গহ্বরে লুর্দ মাতার আবির্ভাব দ্বারা খ্রীষ্টীয়ানদিগের, শুকায় বারি বষণ স্বরূপ, অসংখ্য উপকার দর্শিয়াছে। বস্তুতঃ চতুর্দিকে নেত্রপাত করিলে, আমরা স্পষ্টই জানিতে পারি যে ইদানীন্তন সময়ে ক্ষুদ্র মনুষ্যগণ পার্থিব জ্ঞান ও বিদ্যায় মহাগর্বিত ও স্ফীত; সুতরাং পারমার্থিক জ্ঞান ও বিদ্যা তাহাদের হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। পার্থিব বিদ্যার গর্বে প্রায় সকলেই উন্মত্ত প্রায়। তাহারা পারমাত্মিক বিষয় ভুলিয়া যাওয়ায় ঈশ্বরের নিয়মের বশীভূত হইয়া আর চলে না; এমন কি, যেমন মত্ত হস্তী মাহুতের ডাঙ্গসের অবাধ্য হয়, তেমনি এই সকল লোকও, বড় হউক বা ছোট হউক, বৃদ্ধ হউক বা যুবক হউক, ধর্ম-শিক্ষা ও শাসন-প্রণালী আদপে গ্রাহ্য করে না। প্রত্যেকেই আপন আপন মতানুসারে চলিয়া বিপথগামী হইয়া যায় এবং পরকালের বিষয় আর স্বপ্নেও ভাবে না। তাহারা ইহলোকের নশ্বর সুখ সম্পত্তিতে ও কদাচারে আসক্ত হইয়া পড়ে। এই কারণ বশতঃ ইদানীং সর্বত্রেই বিশৃঙ্খলতা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতি রাজ্যেই, কি নগরে, কি গ্রামে, সজ্জনের পরিবর্তে দুর্জনেরা শাসনের লাগাম ধরিয়া আছে; সুতরাং পাষণ্ডতা ও দুরাচার সর্বত্রেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে ও অধর্ম চারি পায়ে পৃথিবীতে বেড়াইতেছে।

দুষ্ট মনুষ্যদিগের এই প্রকার অসৎ আচরণ দর্শনে পরমেশ্বরের কি শাস্তি ব্যবস্থা করা কর্তব্য? কি তিনি পুনরায় জল-প্লাবন

দ্বারা পৃথিবীস্থ সমুদায় মনুষ্য জাতিকে বিনষ্ট করিবেন? না অকস্মাৎ বজ্রাঘাত দ্বারা তিনি ঐ সকল মন্দ লোকদিগকে সবংশে নির্বংশ করিবেন? না, তিনি তাহা করেন না, যেহেতু ঈশ্বর অত্যন্ত দয়ালু। প্রতিফল দিবার পরিবর্তে, তিনি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ও নির্বোধ মনুষ্যদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন। এই কারণ বশতঃই পরমেশ্বর সাধ্বী মারীয়াকে আপন প্রতিনিধি স্বরূপ এই জগতে পাঠাইলেন।

এই করুণাময়ী মাতা মাসাবিএলের গহ্বরে আবির্ভূত হইয়া বার্ণাদেত্তাকে যাহা বলিলেন, তাহা দ্বারা কে না বুঝিতে পারে যে স্বর্গের রাণী সেই যুবতী কন্যাকে অছিলা করিয়া জগৎবাসী সমুদায় বিশ্বাসীবর্গকে সম্বোধন করিয়াই যেন কহিলেন: হে জগৎবাসীগণ, দেখ দিকিন, তোমাদের মঙ্গলার্থে আমি স্বর্গ হইতে আসিলাম, আদি পাপ বিনা গর্ভজাত আমি, আমি তোমাদের সকলকে সৎ পরামর্শ দিতে, তোমাদিগকে স্বর্গ পথ দেখাইতে, পবিত্র মণ্ডলীর শত্রুদের বিরুদ্ধে যাহাতে জয় লাভ হয়, তাহার উপায় দশাইতে, পুণ্যবানদিগকে ঐশ্বরিক ভক্তিতে দৃঢ় করিতে ও পাপীদিগকে তরাইতে আসিলাম। যাহারা আমার কথা শুনিবে, তাহারা ভাগ্যবান, যাহারা তাহা না শুনিবে, তাহাদের আর কিছুতেই নিস্তার নাই।" প্রবল ঝড়ের সময় সমুদ্র তরঙ্গময় হইলে, গগণমণ্ডলে যদি জল-ধনুক উঠিতে দেখা যায়, তাহাতে নাবিকদিগের অন্তরে যেমন আশা জন্মে যে ঝড়ের প্রবলতা কমিয়া যাইবে; তেমনি কদাচার ও পাপ-নিমগ্ন এই জগতে সাধ্বী কুমারীর আবির্ভাব হওয়ায়, বিশ্বাসী-দিগেরও আশার সঞ্চার হইল যে তাহাদের মঙ্গল হইবে।

এই সময়ে এক বিস্ময়-কর ব্যাপার সকলের অজ্ঞাত সারে ঘটে ও পরে প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর কোন রাজা বা সম্রাট্

স্বরাজ্যে ভ্রমণ কালে প্রজাদের মঙ্গলার্থে বন্দী ও অপরাধীদিগকে ক্ষমা দান দ্বারা কারামুক্ত করেন। পার্থিব রাজা রাজড়াদের এই প্রকার অনুগ্রহ সর্বোত্তম। স্বর্গের রাণীও স্বরাজ্যে আসিয়া তাহা দেখাইতে কম করেন নাই। তার্ব এলাকার ত্রৈমাসিক বিবরণ পাঠে শুনা যায় যে দর্শন-দায়িনীর সাক্ষাতের পর জন প্রাণীকে না গ্রেফ্তার করা হয়, না কোন দোষী ব্যক্তিকে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। এবম্বিধ শান্তি সম্ভবতঃ তথায় পূর্বে কখন দেখা যায় নাই। স্বর্গের রাণী যে স্থলে পদার্পণ করেন, সেখানে তাঁহার আশীর্বাদ পড়েই পড়ে।

বাস্তবিক আমরা ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইতেছি স্বর্গের রাণীর এই অলৌকিক আবির্ভাবে খৃষ্টীয়ানদের অশেষ উপকার দর্শিয়াছে ও জগতে সুখময় এক নব যুগের সুপ্রভাত হইয়াছে। লুর্দের প্রতি তাঁহার এই শুভ দৃষ্টির পর ফ্রান্স দেশ পূর্বাপেক্ষা সর্বাংশে ভিন্ন রূপ হইয়া আসিতেছে। গত শতাব্দের দুর্নীতি ও কদাচারে, পারমার্থিক বিষয়ে অনেকের বিশ্বাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, অথবা এত নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহারা আর খৃষ্টীয়োচিত ধর্ম পালন করিত না; কিন্তু মাসাবিএলে নির্মল কুমারীর আবির্ভাব হইবামাত্র পুনরায় ফ্রান্স বাসীদের আর্দ্র বিশ্বাস সুতপ্ত হইয়া উঠে ও প্রত্যেক হৃদয়ে ভক্তির অনল প্রজ্বলিত হয়। দলে দলে যাত্রী সকল লুর্দের পবিত্র তীর্থে আসিতেছে এবং অসংখ্য পাপীদের মন ফিরিতেছে। চিকিৎসা বিদ্যার সাহায্যে কবিরাজেরা যে সকল উৎকট উৎকট রোগ সুস্থ করিতে পরাস্ত হয়, সেই সকল প্রায় প্রতিদিন গহ্বরের জলে আরোগ্য হইতেছে ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ তাহা সত্য ও চিরস্থায়ী বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছে। এই সকল অলৌকিক ঘটনা দর্শনে হাজার হাজার নাস্তিকদের বিশ্বাস জন্মিতেছে।

সে কালে যোহন বাপ্তিস্মকের শিষ্যগণ সন্দিগ্ধ মনা হইয়া যেমন আমাদের প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তেমনি আজ কাল অনেকে সন্দেহে ও সকাতরে যীশু খৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করে: "তুমি কে? যাঁহার আসিবার কথা ছিল, তিনি কি তুমি, না আমাদিগকে অন্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে?"—এবং আমাদের ত্রাণকর্ত্তা গালিলীতে যোহনের শিষ্যগণকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, লুর্দেও তাহাদিগকে সেই উত্তর দিতেছেন: যথা, "অন্ধেরা দেখিতে পায়, কালা শুনিতে পায়, খোঁড়া চলিতে পারে, কুষ্ঠী আরোগ্য হয়, মরা মানুষ বাঁচে ও দুঃখী লোকে সুসমাচার শুনে।"* এই সঙ্কেত দ্বারা নব্য জাতি সকল আমাদের ধন্য মুক্তিদাতাকে চিনিবে ও শ্রুতি শাস্ত্রের সত্য সকল মানিবে। মারীয়ার মধ্যস্থতা দ্বারা পরমেশ্বর ফ্রান্সের খৃষ্টীয়ানদিগকে যে সমস্ত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা কি আমাদের আশা হয় না যে তিনি কেবল অন্যান্য খৃষ্টীয় জাতিকে নহে, কিন্তু মুসলমান ও বিজাতি লোকদিগকেও তাঁহার অসামান্য অনুগ্রহের অংশী করিবেন?

---

*সাধু মথির সুসমাচার ১১ অধ্যায় ৪ ও ৫ পদ।

চতুর্থ সর্গ।

পৃথিবীর মধ্যে কত সুরম্য দেশ, সুন্দর নগর, সুদৃশ্য গিরি-কন্দর ও পল্লী থাকিতে স্বর্গের রাণী অন্য কোথায় না গিয়া কেবল লুর্দ সহরেই আবির্ভূত হইতে ও গহ্বরের মধ্য হইতে দর্শন দিতে কেন ইচ্ছা করিলেন তাহাই এস্থলে আমরা ব্যাখ্যা করিব।

যদি আমরা ক্ষণেক চিন্তা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে স্বর্গের রাণী যে দেশের যে অঞ্চলে আবির্ভূত হইলেন, তাহা বিশেষরূপে ঈশ্বরের অনুগ্রহাস্পদ। বস্তুতঃ, এই ভূমণ্ডলের মধ্যে যত রাজ্য আছে, তন্মধ্যে ফ্রান্সই সর্ব প্রথমে সত্য ধর্ম অবলম্বন করে ও অদ্যাপি ফ্রান্স বাসীরা কখন তাহা ত্যাগ করেন নাই। বিশেষতঃ আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে সমস্ত জাতি অপেক্ষা ফ্রান্সবাসীগণ ধন্যা মারীয়াকে অধিক সম্মান করিয়া থাকেন। তন্নিমিত্ত ফ্রান্স দেশ কুমারী মারীয়ার রাজ্য নামে খ্যাত আছে। অধিকন্তু সকলেই অবগত আছেন যে ধার্মিকবর রাজা ত্রয়োদশ লুইস অপূর্ব ভক্তি সহকারে স্বরাজ্য ও নিজেকে সাধ্বী কুমারীর নিকট উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই শুভ দিন স্মরণার্থে, ফরাসীরা অদ্যাবধি প্রতি বৎসরের আগষ্ট মাসের ১৫ই তারিখে মহা উৎসব করিয়া থাকেন।

ধন্যা মারীয়া পৃথিবীর অন্যত্রে আবির্ভূত না হইয়া ফ্রান্স দেশের কেবল লুর্দ সহরেই পদার্পণ করিতে কেনইবা প্রসন্ন হইলেন, এই ইতিহাসের প্রারম্ভেই আমরা ইহার হেতু দেখাইয়াছি। প্রিয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে সম্রাট্ শার্লমাইনের রাজত্বকালে মুসলমানদিগের সহিত এক ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয়; কিন্তু সমর ক্ষেত্রে অকস্মাৎ যবন সেনাপতি

মিরাটের* মন পরিবর্ত্তন হওয়ায়, তিনি সম্রাটের সহিত এই সর্ত্তে সন্ধি স্থাপন করেন যে উভয়ের সম্মতিতে লুর্দের রাজ-কর স্বর্গের রাণীকে দিতে হইবে। আহা! পুরাকালের বিশ্বাস কেমন সরল! তখনকার লোকে জানিত স্বর্গের সহিত কিরূপে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখিতে হয়। এই প্রকার অসাধারণ ভক্তি প্রকাশ দ্বারা, আমাদের সহজেই অনুমান হয় যে সহস্র বৎসরাবধি যখন স্বর্গের রাণীর এই ভূমির স্বত্ব দখলে ছিল, তখন কেনই বা না তিনি স্বকীয় রাজ্য দর্শনে স্বর্গ হইতে এই বিশেষ স্থলে আসিতে প্রসন্ন হইবেন?

স্বর্গের রাণী লুর্দের কর্ত্রী। লুর্দ বাসিন্দেরা তাঁহার প্রজা। তখন তিনি তথাকার যে অট্টালিকা বা মন্দির উত্তম ও সুন্দর, তাহাতে আবির্ভূত না হইয়া, কোথায় এক সামান্য পাহাড়ের গহ্বরের মধ্যে আসিলেন কেন, তদ্বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে:

সমুদায় মনুষ্য জাতির প্রথম পুরুষ আদম ও তাঁহার স্ত্রী হবা, আমাদের আদি পিতা মাতা, এদন নামক পরম মনোহর ও সুখময় উদ্যানে নির্ব্বিঘ্নে ও নিষ্কলঙ্কভাবে বাস করিবার

---

* জনশ্রুতি আছে একদা সম্রাট শার্লমাইন ম্লেচ্ছ যবনদিগের সহিত ঘোর রণে জয় লাভ করিতে ও তাহাদের হস্ত হইতে লুর্দের কেল্লা মুক্ত করিতে অক্ষম হইয়া যেমন সসৈন্যে রণ-ক্ষেত্র ত্যাগ করিতে যাইতেছিলেন, অমনি এক ঈগল পক্ষী নিকটস্থ হ্রদ হইতে এক অতি উৎকৃষ্ট মৎস্য ধরিয়া সেই যবনাধিকৃত কেল্লার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে উহার সর্বোচ্চ যে বুরুজ ছিল তাহার উপর ফেলিয়া দেয়।

পবিত্র মণ্ডলীর বিধিমতে উক্ত ঘটনার দিবসে মাংসাহার নিষিদ্ধ ছিল এবং তৎকালের সকল লোকেই জানিত যে মৎস্য খ্রীষ্টীয় চিহ্ন। অবিশ্বাসী ব্যক্তি কেবল ঈশ্বরের পরম কৃপাবলে এই শুভ দিনে শুভ চিহ্নের গূঢ়ার্থ বুঝিতে পারে। বাস্তবিক ঐ মৎস্যে কি অলৌকিক বস্তু দর্শনে সেই যবন-পতি মিরাটের মন ফিরিয়া যায় ও তিনি বাপ্তিস্ম সংস্কার গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টিয়ান হন। এই রূপে লুর্দের দুর্গ পুনরায় খ্রীষ্টীয় অধিকারে আইসে। উক্ত সহরের নিশান হইতে ঈগল ও মৎস্যের এই অপূর্ব ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

কালীন, পরমেশ্বর যে গাছের ফল খাইতে তাহাদিগকে নিষেধ করেন, তাহা দুষ্ট শয়তানের প্ররোচনায় খাওয়ায়, তাঁহারা ঐশ্বরিক কৃপা হইতে বঞ্চিত হন ও দুঃখের মূল পাপাঙ্কুর তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক আত্মাকে কলুষিত করায়, তাঁহারা লজ্জা বোধ করেন এবং আপনাদিগকে উলঙ্গ দেখিয়া এক গহ্বরে লুকান। দুমর্ত্তি-গ্রস্ত আমাদের পিতা মাতার পতনের (৪০০০) চারি হাজার বৎসরের পর, সমুদায় মনুষ্য জাতির ত্রাণকর্তা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, আদমের দুর্বিসহ পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে ও স্বজাতি ও বিজাতি সকলকে ত্রাণের পথ দেখাইতে, অবতার হইয়া যখন এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেন, তখন কে না জানে তিনি এক গহ্বরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কালবারি পাহাড়ের এক গহ্বরেই কবরস্থ হন। প্রিয় পাঠক, ত্রিকালজ্ঞ পরমেশ্বরের এইরূপ অনির্বচনীয় বিধান অবলোকনে, তোমার কি মনে হয়? যিনি ত্রিভুবনের সৃষ্টিকর্তা, যাঁহার আজ্ঞায় মাঠে হিম ও বৃষ্টি পড়ে, যিনি আমাদের ত্রাণকর্তা ও স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি যখন এত সামান্য আশ্রয়, এক ক্ষুদ্র, জন-শূন্য পাহাড়ের গহ্বর, প্রিয়তম স্থান বলিয়া গ্রাহ্য করেন; তখন আমাদের অনুকূলে ও সাহায্যার্থে আবির্ভূত ধন্যা মারীয়াও যে এক ক্ষুদ্র গহ্বরে উপস্থিত হইয়া আপন ভক্তকে দর্শন দিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?

আরও, পুরাতন ধর্মশাস্ত্র হইতে আমরা অবগত হই যে এলিয় ভবিষ্যদ্বক্তা হোরেব পাহাড়ের এক গহ্বরে থাকিয়া একদা প্রভু পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করেন ও তথায় ইস্রাএল জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য পরমেশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হন। এলিয়ের মত যুবতী বার্ণাদেত্তা, খ্রীষ্টীয় লোকদের নিকট ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে মধ্যস্থা নিযুক্ত হওয়ায়, এক গহ্বরের মধ্যে স্বর্গের রাণীর দর্শন পাওয়া অবিহিত নহে।

পঞ্চম সর্গ।

প্রিয় পাঠক, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে বার্ণাদেত্তা নিতান্ত দুঃখীর সন্তান। অঙ্গ-রক্ষিণীই তাহার গাত্রের একমাত্র অলঙ্কার ছিল। বার্ণাদেত্তার পিতামাতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে তাহারা আপন কন্যাকে লেখাপড়া শিখায়। কিন্তু এত সামান্য ঘরের কন্যার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বর্গের রাণী যে তাহাকে দর্শন দিলেন তাহা কোন আশ্চর্যের বিষয় নহে। বাস্তবিক মনুষ্যের মত্ হইতে ঈশ্বরের মত্ বহুল পরিমাণে ভিন্ন। ঐহিক লোকদের মধ্যে শুনা যায় যে পৃথিবীতে যাহারা দীন হীন ও দরিদ্র, তাহারা জীয়ন্ত মরা এবং তাহারই সুখী, যাহারা ধনী ও ঐশ্বর্যশালী। কিন্তু, বস্তুতঃ, ঐশ্বর্য ও ধনে এমন কি পদার্থ আছে, যে কারণ জাগতিক লোকে উহাদের জন্য এত দর্প করিয়া বেড়ায়? শাস্ত্রোক্ত পবিত্র ইয়োব একজন ধনী লোক ছিলেন; কিন্তু নশ্বর সুখ সম্পত্তির অসারতা বুঝিয়াই তিনি কি কহিলেন না: "মাতার উদর হইতে আমি উলঙ্গ আসিলাম, ও উলঙ্গ অবস্থাতেই আবার আমি সেখানে ফিরিয়া যাইব।"* পরমেশ্বর ধনী ব্যক্তির গরিমা তুচ্ছ করেন এবং দরিদ্র ও দীনাত্মাকেই ভাল বাসেন। তাঁহার মতে দীন দুঃখীরাই ভাগ্যবান। এই নিমিত্ত তিনি মিথ্যা পার্থিব বিদ্যায় জ্ঞানীদিগকে লজ্জিত করিতে ও ঐহিক বলে বলবান লোকদিগকে পরাস্ত করিতে, দুর্বল ও মূর্খদিগকে স্বকার্য-সাধনে মনোনীত করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরের এইমত ব্যবস্থার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই কুমারী মারীয়া মনের উল্লাসে কহিলেন: "তিনি অহঙ্কারী-

---

*ইয়োব ১।২১ পদ।

যাঁহারা একান্ত অনুরাগী, তাহাদিগকেই তিনি বন্ধু বলিয়া ডাকেন ও স্বীয় অন্তরের গুপ্ত কথা সকল সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত করেন। জগতে সচরাচর দেখা যায় নিজের গুপ্ত বিষয় কেহ অপরিচিত লোককে বলে না, কিন্তু যে যাহার প্রাণের বন্ধু তাহার কাছেই সে প্রাণের কথা সকল প্রকাশ করে।

এজন্য, কুমারী মারীয়ার গুপ্ত কথাত্রয় দ্বারা আমরা অনুমান করি যে তিনি তাহা দ্বারা দুঃখী বার্ণাদেত্তাকে আপন বন্ধুত্ব পাশে বদ্ধ করিলেন। আমাদের প্রভু যীশু খৃষ্ট শূলে বিদ্ধ হইয়া যে শুভ দিনে তাঁহার আপন মাতাকে সমস্ত মনুষ্য জাতির মাতা করিতে প্রসন্ন হইলেন, তদবধি সেই করুণাময়ী কুমারী ঐহিক লোকদের প্রতি অত্যন্ত দয়াময়ী আছেন; কিন্তু বিশেষ রূপে যাঁহারা তাঁহার ভক্ত ও অনুরাগী কেবল, তাঁহাদেরই নিকট সাধ্বী মারীয়া আপন আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করেন। কন্যা-রত্ন বার্ণাদেত্তা যে স্বভাবতঃ পরম মারীয়া-ভক্ত ও নম্রতা, সাধুতা, সহিষ্ণুতা, ধীরতা প্রভৃতি সদ্গুণে বিভূষিতা ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বেই আমাদের পাঠকদিগের গোচরে আনিয়াছি, তখন ঈশ্বরের সাধ্বী জননী তাঁহার এমন পরম ভক্তের প্রতি সুপ্রসন্না হইয়া কেনইবা না তাহাকে আপন বন্ধুত্বে বরণ করিয়া প্রাণসখী বলিয়া সম্বোধন করিয়া ডাকিবেন ও তাহার কাছে গুপ্ত বিষয় অকাতরে ব্যক্ত করিবেন?

"তেহারা সূতা সহজে ছিন্ন হইবে না"ঃ* পবিত্র শাস্ত্রোক্ত এই বচন দ্বারা আমরা নিরূপণ করি যে বার্ণাদেত্তার সহিত ধন্যা মারীয়ার বন্ধুত্ব-পাশ কখন ছিন্ন হইবার নহে; কারণ তিনি কন্যা-রত্নের নিকট তিনটী গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া কি দেখালেন

---

*উপদেশক ৪।১২ পদ।

না যে বার্ণাদেত্তার সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ও ভালবাসা, শাস্ত্রোক্ত ঐ তেহারা স্থতার ন্যায় শক্ত ও অছিন্ন।

অছিন্ন তেথাই স্থতার ন্যায় বার্ণাদেত্তার নিকট স্বর্গের রাণীর গুপ্ত কথাত্রয় দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে দর্শন-দায়িনীর এই প্রসন্নতা কন্যা-রত্নের মঙ্গলার্থে সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ জন সমাজের মধ্যে এক দিকে যেমন সে ধার্মিক ও সাধ্বী নামে পরিচিতা হওয়ায়, সকলেই তাহাকে সম্মান ও তাহার পদ চিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাহা চুম্বন করিত; অপর দিকে, দুষ্টচেতারা তাহাকে ঘৃণা করিতে ও সাধ্যমত তাহার অনিষ্ট করিতে ক্রটি করিত না। বাস্তবিক সেই সুকুমারী যুবতী এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া বড়ই এস্ত হইয়াছিল এবং দুই দিক হইতে দুই যোদ্ধার দল আসিয়া কাহাকে আক্রমণ করিলে যেমন তাহার পরাস্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তেমনি এই অবলা কন্যার অবস্থাও হইয়াছিল। শক্তিমতী মারীয়া পূর্বাহ্নেই তাহা অবগত হইয়া আপন ভক্ত বার্ণাদেত্তাকে এই উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাহাকে তিনটী গুপ্ত বিষয় বলিয়া সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তদবধি বার্ণাদেত্তা না দুষ্টের, না পরাক্রমশালীর ভয় খাইত। দুর্জয় প্রলোভন ও পরীক্ষা সকল প্রবল ঝড়ের ন্যায় বেগে বহিয়া যতই তাহার উপর লাগুক না কেন, দোষ-গ্রাহীগণ নানা কৌশল দ্বারা যতই তাহাকে ফেলিতে চেষ্টা করুক না কেন, ঝড় ও ভয়ঙ্কর তুফানের সময় সমুদ্রের গর্ভস্থ পাহাড় সকল যেমন অচল ও স্থির থাকে, তেমনি সেও স্বর্গের রাণীর মিত্রতা বলে বলবতী হইয়া কেবল যে অচল ও দৃঢ় ছিল তাহা নহে; কিন্তু রবারের গোলা যেমন মাটীর উপর যতই জোরে লাগে, ততই তাহা আরও লাফাইয়া উঠে, তেমনি দুষ্টেরা যতই তাহার উপর উৎপীড়ন, অত্যাচার ও তাড়না বাড়াইতে লাগিল, ততই সেও আরও দৃঢ় ও সাহসিক হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ সর্গ।

আমরা জানি যে লুর্দ-মাতা গহ্বর স্থলে এক ফোয়ারা উৎপন্ন করিয়াছেন। শুষ্ক ভূমি হইতে কেন তিনি এই অদ্ভুত জল বাহির করিলেন, হে পাঠক, তোমাকে তাহার মর্ম বুঝাইবার জন্য আমরা যে ২।১ বিষয় উল্লেখ করিতেছি, তাহা ভক্তির সহিত শুন। সাধু যোহনের পবিত্র সুসমাচারের ৪র্থ অধ্যায়ে খ্রীষ্টের সহিত সমরীয় স্ত্রীলোকের যে কথোপকথন বর্ণিত আছে, তাহাতে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরীয় কৃপাকে সজীব জলের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, সুতরাং ধন্যা মারীয়া ঐশিক কৃপার মাতা হওয়ায়, মাসাবিএলের গহ্বরে তাঁহা দ্বারা একটী জলের ফোয়ারার উৎপত্তি বড়ই যুক্তি সঙ্গত; কেননা এই অলৌকিক চিহ্ন দ্বারা মনুষ্যেরা জানিতে পারে যে সাধ্বী কুমারীর প্রতি ভক্তিতে, তাহারা অসংখ্য কৃপা বারিতে সিক্ত হইবে।

পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী পরম গীত ও হিতোপদেশকের* অনেক পবিত্র উক্তি সকল ধন্যা কুমারী মারীয়ার উক্তি বলিয়া প্রয়োগ করায়, এস্থলে যদি আমরা সেই সকল লুর্দ-মাতার মুখ নির্গত বলিয়া বোধ করি, তাহা হইলে বিশ্বাস হয় কেহ আমাদিগকে দুঃসাহসিক মনে করিবে না : যথা, "আমি এক ঘেরা

---

*Ecclesiasticus=হিতোপদেশক ও Ecclesiastes=উপদেশক। উক্ত হিতোপদেশক নামক পবিত্র গ্রন্থ খানি আমাদের পুরাতন ধর্ম শাস্ত্রে আছে। ভ্রংবিত খৃষ্টীয়ানেরা যাহাকে "ধর্ম পুস্তক" বলে তাহাতে এই সুন্দর পবিত্র গ্রন্থ খানি কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য ইহা না থাকাই সম্ভব; কেননা মারীয়ার প্রতি সম্মান দেখান, তাহাদের মতে মারীয়া পূজা হয়। তবে পবিত্র আত্মার বাক্য লয় করা কত গর্হিত কর্ম তাহা কি তারা জানে না? এই প্রকার গোঁয়াতুর্মির জন্য, পরম গীতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পোনের পদের নিম্ন-লিখিত পদটী ঐ সকল ধর্ম-ভ্রষ্টদিগকেই ঠিক খাটে : যথা, "ছোট ছোট খেঁকশেয়ালী যাহারা দ্রাক্ষা নষ্ট করে।" কারণ ভ্রষ্টগণ খৃষ্টীয় যুগের আরম্ভ হইতেই ঈশ্বরের মণ্ডলী ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

বাগান ও মোহর করা এক ফোয়ারা।”* (পরম গীত ৪র্থ অধ্যায় ১২ পদ) “আমি শক্তিমান জলের এক নদী হইতে নির্গত ক্ষুদ্র স্রোতের ন্যায়। আমি এক নদীর খালের ও ভূস্বর্গ হইতে নির্গত জল প্রণালীর মত। আমি কহিলাম, আমার চারা বাগানে জল দিব, ও আমার ক্ষেত্রের ফলে প্রচুর পরিমাণে জল ছেঁচিয়া দিব ও দেখ! আমার ক্ষুদ্র স্রোত এক বড় নদী হইল, ও আমার নদী সমুদ্রের নিকটে আসিল—তোমরা সকলে যারা আমাকে ইচ্ছা কর, পার হয়ে আমার কাছে এস, ও আমার ফলগুলিতে পূর্ণ হও। যারা আমাকে খায়, তারা আরও ক্ষুধিত হইবে; ও যারা আমাকে পান করে, তারা আরও তৃষিত হইবে।”*

এই সকল সুললিত কথা যেন ধন্যা মারীয়ারই মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল। এই সুন্দর রচনার ভাবার্থ যদি আমরা স্থির চিত্তে ধ্যান করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে ধন্যা কুমারী স্বয়ং আপনাকে এক উৎসের সহিত তুলনা করিয়াছেন, অথচ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার স্বর্গারোহণের পূর্বে যেমন পবিত্র উখারিস্তি স্থাপন করিয়াছিলেন ও অদ্যাবধি প্রত্যেক কাথলিক মন্দিরের ধন্য সংস্কারে স্বয়ং সত্য সত্যই বর্ত্তমান আছেন; তেমনি ইহাও ন্যায়ানুগত যে খৃষ্টের মাতাও আপনার প্রিয়তমা কন্যা বার্ণাদেত্তাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে এমন এক অলৌকিক চিহ্ন রাখিয়া যান, যাহাতে তাঁহার নিজ সাদৃশ্য চিরস্থায়ী ভাবে রহিয়া যায়। এজন্য খৃষ্টীয়ানেরা যেমন পবিত্র সহভাগ লইবার সময় ত্রাণকর্তা যীশু খৃষ্টের যন্ত্রণা ও দুঃখ-ভোগ সকল স্মরণ করে, তেমনি লুর্দ মাতার পবিত্র জল পান করিবার সময়, আমাদেরও উচিত তাঁহার কৃপা, দয়া ও উপকার সকল স্মরণ করা।

---

*হিতোপদেশক, ২৪ অধ্যায়।

অষ্টম সর্গ।

এই ক্ষুদ্র প্রকরণে আমরা পাঠকগণকে বুঝাইব, মাসাবিএলের গহ্বরে মোমের বাতি কেন জ্বালা হইল? সামান্য মোমে এমন কি গুণ আছে যে বিশ্বাসীরা তাহা জ্বালিয়া পরম ভক্তির সহিত কুমারী মারীয়ার নিকট প্রার্থনা করে?

আমরা জানি প্রকৃতিবিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে সকল মৌচাকে তিন প্রকার মধুকর আছে: অর্থাৎ, মধুকর ও মধুকরী ছাড়া, নপুংসক জাতীয় মৌমাছিও তাহাতে থাকে। এই চির সতীত্বের আদর্শ নপুংসক মৌমাছিই মৌচাকের মোম প্রসব করে। সুতরাং এই জাতীয় মৌমাছির দল চির-কুমারী হওয়ায়, ইহাদিগকে ধন্যা কুমারী মারীয়ার প্রতিমূর্তি কহা যায়। কেননা ধন্যা মারীয়া চির-কুমারী হইয়া ও কুমারীত্বের অবস্থায়, আমাদের প্রভুর পবিত্র মনুষ্যত্ব প্রসব করিয়াছিলেন। ফলতঃ, নপুংসক মৌমাছি ঈশ্বরের সাধ্বী জননীর প্রতিরূপ, আর উহা দ্বারা জাত মোম, উপমা সম্বন্ধ মতে, আমাদের দৈব ত্রাণকর্তা যীশুর প্রতিমূর্তি, যেহেতু তিনি এক কুমারীর গর্ভজাত।

আরও আমরা দেখিতে পাই যে জ্বালা মোমের বাতিতে আবার তিন প্রকার গুণ আছে: অর্থাৎ, ১ম। আলো; ২য়। শিখা, যাহা দ্বারা আলো হয়; ও ৩য়। উত্তাপ, যাহা আলোর গুণ। সুতরাং এই তিন দ্রব্যে ঈশ্বরের প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়: অর্থাৎ, ঈশ্বর যেমন এক ও তাঁহাতে তিন ব্যক্তি আছেন: পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, তেমনি মোম বাতিতেও ঈশ্বরের ঐ একত্ব ও তৃত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বিশ্বাস, ভরসা ও প্রেমের নিবেদনের প্রতিরূপও উহা হইতে পাওয়া যায়;

কেননা আলো বিশ্বাসের, শিখা ভরসার ও উত্তাপ ঈশ্বরীয় প্রেমের চিহ্ন। এক্ষণে, হে পাঠক, আমাদের নিতান্ত কর্তব্য যেন আমরা এই তৃগুণের ঢালে বিভূষিত হইয়া, কুমারী মারীয়াকে প্রীত করিবার জন্য পরম ভক্তির সহিত তাঁহার শরণাগত হই।

নবম সর্গ।

লূর্দ মাতার বস্ত্র সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে : যথা, "জানি না কেমন করিয়া এই হৃদয়-মুগ্ধ-কর, অনুপমা দেবীর পরিচ্ছদ বর্ণনা করিব, কারণ পদ্ম ও হিম অপেক্ষাও শুভ্র তাঁহার পরিধান বস্ত্রাদি মনুষ্য-রচিত নহে ; *** তাঁহার কটীদেশে, সুরঞ্জিত জল ধনুকের ন্যায়, এক নীল বর্ণ কোমর বন্ধনী বিরাজিত আছে।" ইহার অর্থ কি?

আমাদের প্রভু যীশু খৃষ্ট একদা তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতে দিতে কহিয়াছিলেন: "স্থল পদ্মিনী দল কেমন বাড়ে মনে কর: তারা খাটে না, না তারা বুনে। কিন্তু আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি, যে শলমনও তার ভরা গৌরবে ইহাদের একটীর ন্যায় সজ্জিত ছিল না।" সাধু মথি, ৬ অ। ২৮ ও ২৯ শের পদ। সমস্ত ফুলের রাণী এই পদ্মিনী অতি শুভ্র হওয়ায়, ইহাকে শুচিতার প্রতিমা কহা যায়। এমন কি রাজ শার্দূল শলমনও গৌরবে তাহা অপেক্ষা হীন ও তত সুন্দর ও কোমল বস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল না। বাস্তবিক, হে পাঠক, আমরা জানি যিনি গৌরবের রাজা ও কুমারীগণের শুচিতা, আমাদের ত্রাণকর্তা সেই যীশু খৃষ্ট উদাহরণ দ্বারা নিজের শুচিতা ব্যক্ত করিবার জন্য বলেন: "আমি উপত্যকার পদ্ম আছি।" (পরম গীত ২।১) ও দম্পতির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পবিত্র জায়া আপন প্রাণেশ্বরের উদ্দেশে বলেন: "আমার প্রিয়তম

শ্বেত আছেন।" (পরম গীত ৫।১০) পবিত্র মণ্ডলীও শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্ন লিখিত পদাবলী সাধ্বী কুমারীর উদ্দেশে কহেন : যথা,

"কাঁটাগুলির মধ্যে কমলিনী যেমন।
আদমের কন্যাদের মধ্যে আমার প্রেয়সী তেমন॥"

ইত্যাদি হেতু বাদে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় কুমারীগণের রাণী ধন্যা মারীয়া কেন শুভ্র বেশে আবির্ভূত হইলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক লুর্দ মাতার কটী দেশে নীল রংয়ের বন্ধনী, পায়ে কাট গোলাপের লতা ও হাতে এক জপ মালা কেন সংলগ্ন ছিল।

এই হেতু বাদে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে সমস্ত আকাশ নীল হওয়ায়, যখন বড় সুন্দর দেখায়, তখন স্বর্গের রাণী, আমাদের জননী, সাধ্বী মারীয়া যে নীল কোমর বন্ধনীতে বিভুষিতা হইবেন, তার আর বিচিত্র কি? তাঁহার চরণদ্বয়ে কাট গোলাপের দুইটী ফুল জড়াইয়া রাখিবার কারণ এই হইতে পারে যে লাল রং যেমন প্রেমাগ্নির চিহ্ন তেমনি ধন্যা মারীয়া এই দুই লাল ফুল দ্বারা আমাদিগকে দেখাইলেন যে তিনি ঈশ্বরীয় প্রেমে ও মাতৃ স্নেহে পরিপূর্ণা। পরিশেষে কর কমলে একটী জপ মালা লইয়া দুধের ফোঁটার ন্যায় উহার এক একটী গুটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া জপ করিতে করিতে তিনি দর্শন দিয়া আমাদিগকে জানাইলেন যে বিশ্বাসী খৃষ্টীয়ানগণের মধ্যে এই বিশেষ সর্বোত্তম আরাধনার বড়ই আবশ্যকতা আছে।

দশম সর্গ।

হে প্রিয় পাঠক, তোমার স্মরণ থাকিতে পারে পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে দর্শন-দায়িনীর রূপ, লাবণ্য ও সৌন্দর্য অনুপমা। তাঁহার সুধাময় মূর্ত্তি সহস্র সহস্র কিরণে বেষ্টিত হইয়া অতুলনীয় শোভা পাইয়াছিল। তাঁহার বিকসিত জ্যোতি দর্শনে চক্ষু ক্ষরিয়া যায় না, বরং উত্তরোত্তর নয়ন-তৃপ্তি-কর বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে সৌন্দর্য সত্যতার কান্তি বৈ আর কিছুই নহে। এই হেতু পরমেশ্বরে সৌন্দর্যের কোন সীমা নাই, কারণ তিনি পূর্ণ সত্যতা ও সত্যতার মূল। সুতরাং যাহারা উপযুক্তরূপে তাঁহার পবিত্রতা ও স্বভাব অনুকরণ করিয়া যতই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহাদের সৌন্দর্যের বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন নির্ম্মল মারীয়ার রূপ ও লাবণ্যের বিষয় কে বর্ণনা করিতে পারে? কেননা তিনি পিতা ঈশ্বরের প্রিয়তমা কন্যা, পুত্র ঈশ্বরের কুমারী মাতা ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের প্রেয়সী এবং স্বর্গের দূতগণের ও পৃথিবীর সাধুগণের রাণী আছেন। ফলতঃ নানা দিক হইতে নদ নদী সকল বহিয়া যেমন সমুদ্রে সম্মিলিত হইয়া যায়, তেমনি পৃথিবীস্থ সমস্ত সৌন্দর্যের সমষ্টি কুমারী মারীয়াতে একত্র হইয়াছে। এই নিমিত্তে তাঁহার অনির্ব্বচনীয় রূপের তুলনা করা দুঃসাধ্য।

উপসংহার।

অসার সংসারে লিপ্ত থাকিয়া যাহারা পার্থিব রূপে ও কামে মত্ত ও স্ব স্ব অভিলাষের তৃপ্তি সাধনেই অনবরত সশব্যস্ত, আমরা, এই উপসংহারে তাহাদিগকে বলি, হে মনুষ্যেরা, এই পৃথিবীতে তোমরা যাত্রী স্বরূপ ভ্রমণ করিতেছ ; জগত তোমাদের চির বাসস্থান নয়। এজন্য ভবিষ্যতে ঐ সকল নশ্বর সুখের অন্বেষণ করিও না ; কারণ ইহ লোকের রূপ সৌন্দর্য বিহীন। পরমেশ্বর ও তাঁহার সাধ্বী জননীকে যদি তোমরা অনুসন্ধান কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্ম সার্থক হইবে ও পরলোকে অনন্ত জীবনের সুখ ভোগ করিবে।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

মন্ত্রী রুলাঁর পত্র, প্রজ্ঞা-চক্ষু শ্রীল লরেন্তর বিচার,
নিস্তার পর্ব্বের সোমবারে সাধ্বী মারীয়ার পুনঃ
দর্শন, মোম বাতি ও চমৎকার দৃশ্য,
বার্ণাদেত্তা ও দর্শকগণ, হেনরি বুস্কে
নামে জনৈক ব্যক্তির সাস্থ্য-লাভ,
শাসনকর্ত্তার সহিত ধর্ম্মগুরুর
বিবাদ ও মামলা, মাসী
মহাশয়ের অবলা
কন্যারত্নকে
বন্দী
করিবার
চেষ্টা, রসায়নিক
লাতুর সোণাকে পিতল
বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্নবান,
কিন্তু পণ্ডিত ফিলহল স্পষ্টাক্ষরে
তাহা খাঁটি দেখান। তস্করস্য কুতো ধর্ম্ম?
জাকোমে সাহেব গহ্বরের সমস্ত জিনিষপত্র ও
আসবাব ক্রোক করিয়া লয়। হাতে হাতে প্রতিফল।

"শত্রুরা যেরূশালেমের সমস্ত বাঞ্ছনীয় দ্রব্যগুলি হস্তগত করিয়াছে।"
পুরাতন শাস্ত্র, বিলাপ পর্ব ১ম অধ্যায় ১০ম পদ।

চক্ষু দ্বয় মুখের উপর আছে বলিয়া উহারা বড় সুন্দর দেখায়; অথচ, চক্ষু দুইটীর শোভাতেই মুখোজ্জ্বল হয়। তদ্রূপ শাসনকর্ত্তা মাসী সাহেবের বশীভূততায় মন্ত্রী রুলাঁর গৌরব বড় বৃদ্ধি হইত; অথচ, মন্ত্রীর সুযশ, সুখ্যাতি

ও প্রশংসায় শাসনকর্তা বড় বল পাইতেন ; কেননা তাঁহাদের পরস্পর এত সদ্ভাব, প্রণয় ও একৈক্য ছিল যে উনিই ইহার চক্ষু ছিলেন।

বার্ মাসী মাসাবিএলের অলৌকিক দর্শন ও আশ্চর্য ক্রিয়ায় ব্যাঘাত দিতে অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কোন মতেই তাঁহার মনস্কামনা সফল না হওয়ায়, অবশেষে যাহা তাঁহার অসাধ্য তাহা মন্ত্রী দ্বারা সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া, তৎ সম্বন্ধে তিনি রাজমন্ত্রীকে দুই খানি পত্র দ্বারা বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন এবং এক্ষণে কি করা বিধেয় তদ্বিষয়ের মন্ত্রণা চাহিয়া পাঠাইলেন।

রুলাঁ তখন ফ্রান্স রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মত ও ভাব ঐহিক লোকদের ন্যায় ছিল ; যাহা না করিলে নয়, তাহাই তিনি করিতেন। এজন্য লুর্দ সহরের অলৌকিক দর্শন ও আশ্চর্য ক্রিয়া সত্য ঘটনা বলিয়া ক্ষণ কাল মাত্রের জন্য স্বীকার করিতে পারিলেন না। লুর্দ হইতে ৩৭৫ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে থাকিয়া তার্ব জেলার শাসনকর্তার কেবল দুই খানি পত্রের লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়াই, মন্ত্রীবর আপনার রায় বাহাল করিলেন ; কোন কথায় কি হয় তাহা একবার তলাইয়া না বুঝে, যাহা তখন তাঁহার মনে হইল তাহাই তিনি লিখিয়া ফেলিলেন। কথায় হাতী পায় আর কথায় হাতীর পায়, এই অতি সামান্য যুক্তিও মন্ত্রীবরের অজ্ঞাত ছিল। তাঁহার পত্র দ্বারা ইষ্ট বা অনিষ্ট হইবে, ইহা তিনি লেশমাত্র বিবেচনা করিলেন না। ২ পত্রের সমস্ত বর্ণনা সত্য কি অসত্য তাহা কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তাড়াতাড়ী মাসী সাহেবকে এই মর্ম্মে প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। আমরা এ স্থলে আমাদের পাঠকদের অবগতির জন্য মন্ত্রীবরের পত্র খানির তর্জ্জমা করিয়া দিলাম। তিনি লিখিলেন :—

মহামহিম শ্রীল শ্রীযুত মাসী সাহেব,

তার্ব অঞ্চলের শাসনকর্তা,

বরাবরেষু।

শাসনকর্তা মহাশয়,

"সহর লুর্দের সন্নিকটস্থ এক গহ্বরে কুমারীর কাল্পনিক দর্শনকে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া যাহা কথিত হয়, তৎ সম্বন্ধে আপনার প্রেরিত ১২ই ও ২৬শে মার্চের ২ খানি পর পর পত্রে স্থূল বিবরণ পাইয়া তাহা তজবিজ করিয়াছি।

আমার মতে এই তামাসা একেবারে দমন করা আবশ্যক; কেননা উহা দ্বারা কাথলিক ধর্মের ক্ষতি হইবে। যেহেতু লোকে যখন দেখিতে পাইবে যে তাহারা এই ব্যাপারে প্রবঞ্চিত হইয়াছে, তখন সত্য ধর্মে তাহাদের যে বিশ্বাস আছে তাহাও নষ্ট হইয়া যাইবে। রাজ-শাসন ও মাণ্ডলীক ক্ষমতার ঐকৈক্যে সম্মতি ব্যতীত সর্ব সাধারণের ব্যবহারের জন্য কোন স্থানে পূজার জন্য দেবালয় নির্মাণ করা আইন বিরুদ্ধ। এই ধার্য অনুসারে অবিলম্বে গহ্বর রুদ্ধ করান আপনার কর্তব্য, যেহেতু উহা এক প্রকার দেবালয়ে মূর্তান্তর করা হইয়াছে। কিন্তু এই আইন হঠাৎ জারী করিলে সম্ভবতঃ গুরুতর আপত্তি উঠিতে পারে। তবে আপাততঃ যুবতী দর্শিকাকে ফের গহ্বরে যাইতে না দেওয়া ও যাহাতে উক্ত স্থলে যাইতে সাধারণ লোকের মন ক্রমে ক্রমে না যায়, এমন উপায় অবলম্বন করাই সৎ যুক্তি। তাহা হইলে দর্শন করিতে যাওয়া ক্রমে ক্রমে বিরল হইয়া আসিবে।

মহাশয়, এই মুহূর্তে আমি ঠিক আদব কায়দার বেশী কিছু বলিয়া পাঠাইতে পারিলাম না। সংক্ষেপে পটুতা, দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞা চালনার উপর এই বিষয় নির্ভর করে, এই সম্বন্ধে আমার তরফ হইতে কোন সোপারিশ বা উপরোধ অনাবশ্যক।

তবে পুরোহিত সম্প্রদায়ের সহিত ঐক্য হইয়া আপনার কার্য করা একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু এই সাবকাশে আর বেশী জোরে আপনাকে লিখিতে পারি না যে তার্বের ধর্মগুরুর সহিত এই সূক্ষ্ম বিষয়ের সরাসর কথাবার্তা করা বড়ই আবশ্যক। তজ্জন্য আমার নামে গুরুবরকে কহিতে আমি আপনাকে ক্ষমতা দিতেছি। তাঁহাকে কহিও যে আমার মতে স্বেচ্ছামত গহ্বরে চলাচল করিবার আর অনুমতি দেওয়া উচিত নয়; ইহাতে পুরোহিত ও ধর্মের বিরুদ্ধে, নূতন আক্রোশ করিবার বাহানা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।"

পারি, ১২ই এপ্রেল সন ১৮৫৮ সাল	(দস্তখত) রুলাঁ **সাধারণ দেব সেবার মন্ত্রী।**

এই পত্র পাইয়া মাসী সাহেব সানন্দে পড়িতে না পড়িতে গুরুকে মন্ত্রীর আদেশ বিদিত করিলেন। শ্রীল লরেন্স সমস্ত তার্ব অঞ্চলের গুরু; মাসী সাহেব সমস্ত তার্ব জেলার শাসনকর্তা। সুতরাং তার্বের আত্মিক শক্তি ও ক্ষণিক শক্তি এই উভয়ের মধ্যে এতাবৎ কাল যে সম্পূর্ণ মিলন ছিল, তাহা এক্ষণে ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। শ্রীল লরেন্স, মন্ত্রী ও শাসনকর্তার কৌশল বুঝিতে পারিয়া লুর্দের ঘটনাগুলির সম্বন্ধে তাঁহার কি ব্যবস্থা দেওয়া কর্তব্য ভাবিতে লাগিলেন। তবে তাঁহার এক দিকে যেমন ক্ষণিক শক্তির গতি রোধ করা আবশ্যক, অপর দিকে তেমনি পরস্পর একতা যাহাতে রক্ষিত হয় সেজন্য উহার রাগ না জন্মান ভাল। এই সকল উৎপাতের মুখে গুরুবর শ্রীল লরেন্স উভয় সঙ্কটের মাঝামাঝি চলিতে স্থির করিলেন। তিনি নিজে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে দর্শন সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ অবগত না হইলে উহার কোন নিষ্পত্তি করিবেন না এবং বিনা

পরীক্ষায় উক্ত দর্শন মন্ত্রী ও শাসনকর্তা কর্তৃক দণ্ডার্হ হইতে দিবেন না। তিনি মনে মনে করিলেন : যখন এবম্বিধ লোক-দিগকে দেখিতেছি যাহাদের ধর্ম ভয় না থাকিলেও আপনাদিগকে ধর্ম-পালকের পরিচয় দিতে চেষ্টা করে, তখন আমার "মেষকে জলে ভিজিতে দেখিয়া নেকড়ে বাঘের কান্না" মনে পড়ে। অবশ্য, আমি নিজে দর্শন স্থলে যাই নাই, কেবল পুরোহিতদের মুখে উহার বিষয় শুনিয়াছি; তাঁরাও নিজে স্বচক্ষে কিছুই দেখেন নাই। তখন কেমন করিয়া আমার উহাতে বিশ্বাস জন্মিতে পারে? মাসাবিএলের গহ্বরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ঈশ্বরের কার্য না শয়তানের কার্য অথবা উহাদের অন্য কোন হেতু আছে, সে বিষয় এখনও আমি ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। এমন অবস্থায় বার্ণাদেত্তাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া অথবা তার হিতাহিত জ্ঞানের বলাৎকার করা কোনমতেই আমার যুক্তিসিদ্ধ নহে। সত্য বটে সে যুবতী কন্যা, কিন্তু যৌবনকাল দেহতেই কেবল জানা যায়, আত্মাতে নহে; কারণ আত্মার বয়স, বৃদ্ধি বা পতন কিছুই নাই। মাসী সাহেবের ক্ষমতা আছে, বিশেষতঃ তাঁর গোঁয়ার্তুমি স্বভাব, এখন আমি যদি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করি, অনুমান হয় নিশ্চয়ই তিনি বালিকার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করিতে পারেন। তখন আমার সহিত তাঁহার যে মিল আছে তাহা আর থাকিবে না; আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ জন্মিলে যার পর নাই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। জ্ঞান-চক্ষু শ্রীল নরেন্দ্র এইরূপ অনেক চিন্তা করিয়া, লোকে যেমন দুষ্ট ও ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের উভয় শিংয়ের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য শিং দুইটীর মধ্য দিয়া লাফাইয়া আসন্ন বিপদের হাত হইতে এড়ায়, তেমনি তিনিও এই উভয় সঙ্কটের সময় নিজের সুমন্ত্রণার স্বরের অনুগত

হইয়া পুরোহিতদের মারফৎ বার্ণাদেত্তাকে এই আদেশ দিলেন: এই অদৃশ্য শক্তি অনিবার্য বেগে তোমাকে যদি না চালায়, তবে তুমি মাসাবিএলের পাহাড়ে যাইও না।

ইত্যবসরে পাস্কা পর্ব উপস্থিত। কৃস্তানদের মধ্যে বহু মাসাবধি যারা পাপ-স্বীকার করে নাই, তারা এক্ষণে কুমারী মারীয়ার সাহায্যে আপন আপন মন ফিরাইতে লাগিল, বিশ্বাসীরা বেদীর পবিত্র মেজ দলে দলে ঘিরিয়া সহভাগ নীতে ব্যস্ত হইল; সুদখোর ও চোরেরা যাহাদের যে কিছু অপহরণ করিয়াছিল, তাহাদের তাহা ফেরত দিতে লাগিল; মাতালেরা মদ খাওয়া ত্যাগ করিল এবং কোন কোন লুচ্চামি রহিত হইল।

ক্রমে মার্চ মাস কাটিয়া গেল; এপ্রেল মাসের সহিত লুর্দ সহরে নব বসন্তের উদয় হইল। সমস্ত প্রকৃতি যেন পুরাতন বেশ ত্যাগ করিয়া নূতন বেশ পরিল, নূতন সৃষ্টির যেন আবির্ভাব হইল। দেহের যেন নূতন জীবন। ক্ষেত্র সকল নানাবিধ শস্যে পূর্ণ। বসন্তের নব সমীরণে গাছ ও লতাগুলির কচি কচি পাতা সকল হেলিতেছে, দুলিতেছে ও খেলিতেছে। কি বনে, কি উপবনে, কি ক্ষেত্রে, কি উদ্যানে, সর্বত্রেই গাছে গাছে, লতায় লতায়, কোথাও বা নূতন নূতন সুশ্রী ও মনোহর পাতা, কোথাও বা কুঁড়ি সকল মুকলিত প্রায়। কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমেরা নব বসন্তের সহিত যেন নূতন স্বর পাইয়া সুলোলিত তানে ও সানন্দে মুহুর্মুহু কুহরিছে। ভ্রমর ও ভ্রমরীরা গুণ গুণ স্বরে ফুলে ফুলে গুঞ্জরিছে। চরাণীতে মেষ শাবকেরা নূতন নূতন ঘাস খাইতে খাইতে সাহ্লাদে ভ্যা ভ্যা করিয়া ডাকিতেছে। প্রকৃতির এই অপূর্ব শোভা দর্শনে বোধ হয় যেন ধরণী নূতন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া অনন্ত দেবের অনন্ত মহিমার কীর্তন করিতেছে।

এমন সময়ে শুভ দিনের শুভ ক্ষণে বার্ণাদেত্তার কোমল হৃদয়ে পূর্বোল্লিখিত অদৃশ্য শক্তির সুমধুর স্বরের প্রতি-ধ্বনি হইতে লাগিল। ইহাতে কন্যা-রত্ন দেব-কন্যার ডাক বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মাসাবিএলের গহ্বরের দিকে যাত্রা করিল। বার্ণাদেত্তা গহ্বরে পঁহুছিয়া প্রণিপাত পূর্বক একটী বড় বাতি জ্বালিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিতে না করিতে, স্বর্গের রাণী উৎকৃষ্ট মহিমা, অতুলনীয় কান্তি ও সৌন্দর্যে বিভূষিতা হইয়া হঠাৎ পূর্বমত তাহার দর্শন পথে আবির্ভূতা হইলেন। যুবতী দেব-কন্যার অনুপমা রূপের ও তেজস্কর প্রেমের আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া ইহলোক একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল। সে তখন একাগ্র চিত্তে স্বর্গের অনন্ত সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। হে সতী সাধ্বী বার্ণাদেত্তা, সার্থক তোমার জন্ম। যুবতী, তুমি ধন্য; যেহেতু যিনি স্বর্গের দ্বার, তিনি তোমার প্রতি সুপ্রসন্না। হে দরিদ্রগণ, তোমরা ধনীর ঐশ্বর্য তুচ্ছ জ্ঞান কর; দুঃখী বার্ণাদেত্তার ন্যায় কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা কর। কারণ পরকালের সুখ চির-স্থায়ী।

অদ্য জনাকীর্ণ গহ্বর স্থলে এক চমৎকার দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। বার্ণাদেত্তা যে বাতি গহ্বরে আনিয়াছিল, তাহা খুব বড় রকমের। সে গহ্বরে পঁহুছিয়া জ্বলন্ত বাতিটী মাটির উপর রাখিয়া, উহার আগা ডান হাতে ধরিয়াছিল। তৎকালে সাধ্বী কুমারীর আবির্ভাবে, পরমানন্দে মুগ্ধ হইয়া কন্যা-রত্ন মূর্চ্ছিত ও প্রেমে উল্লাসিত হইয়া একাগ্র চিত্তে সেই নির্মলা সুন্দরীর দর্শন সুধা পান করিতে করিতে তাহার হাতে বাতির বিষয় সে একেবারে ভুলিয়া যায়। তখন দর্শন-দায়িনীর প্রতি সম্মানের জন্য যেমন সে তাহার হাত তুলিবে, অমনি জ্বলন্ত বাতির শিখা তাঁহার অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া জ্বলিতে লাগিল; কিন্তু কন্যা-

রত্ন দিব্য ধ্যানে এত নিমগ্ন ছিল, যে সে লেশমাত্র সেই শিখার উত্তাপ অনুভব করিল না। তত্রস্থ প্রায় এক শত দর্শকগণ এই চমৎকার দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল ও একে একে বার্ণাদেত্তাকে ঘিরিয়া একচিত্তে তাহা দেখিতে লাগিল। যে কবিরাজ ডুজুসের নাম আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন এক পোয়ার বেশী সময় ঐ আগুণের শিখা বালিকার অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া জ্বলিয়াছিল। অকস্মাৎ বার্ণাদেত্তার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তার চেহারা পূর্বমত হইল। দর্শনের জ্যোতি নিবিয়া গেল। বালিকা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা পাইল। তখন তার হাত দেখা গেল সচরাচর যেমন তাহা থাকে ঠিক তেমনি আছে। কেহই তার হাতে কোন পোড়ার দাগ দেখিতে পাইল না। শিখার তাপে তার হাতে না ফোস্কা পড়িয়াছে, না তাহা ঝলসিয়া গিয়াছে, দেখিয়া উপস্থিত দর্শকগণ বড়ই চমৎকৃত হইয়া বলিয়া উঠিল: "আমরা এ নাগাদ যে যে আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়াছি, তার মধ্যে এই আগুণে হাত না পুড়িবার দৃশ্যটী সকলের চেয়ে অদ্ভুত।" মারীয়ার সদনে বার্ণাদেত্তার মূর্চ্ছা কালে, আগুণের শিখা তার মাংসের প্রতি সম্ভ্রম দেখাইয়াছে। তখন জনতার লোকে "আশ্চর্য২" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। দর্শকদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি এই ব্যাপার নিশ্চয় জানিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া সেই জ্বলন্ত বাতি আপনার হাতে নীয়া বার্ণাদেত্তার হাতের নীচে ধরিল। তৎক্ষণাৎ সে আপনার হাত সরাইয়া নীয়া চেঁচাইয়া উঠিল, কহিল: "উঃ, মহাশয়, আপনি আমাকে পোড়ান যে।"

দর্শন-দায়িনীর এই আবির্ভাবের সমাচার যদিও পূর্বাহ্নে কেহই জ্ঞাত ছিল না, তথাপি উক্ত দিবসের দর্শন কালে প্রায় দশ হাজার যাত্রী গহ্বর স্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। নগর-পতি

সহর লুর্দে ও গহ্বরে ঢুকিবার পথে পথে নিজের কর্মচারীগণকে রাখিয়া সে দিনকার লোক সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে সমস্ত যাত্রীদের মধ্যে ৪৮২২ জন সহর লুর্দ হইতে আর ৪২৩৮ জন অন্যান্য স্থান হইতে গহ্বর তীর্থে আসিয়াছিল।

দিন দিন মাসাবিএলের গহ্বরে অলৌকিক দর্শন ও ঘটনার সম্বন্ধে আন্দোলন বাড়িতে লাগিল। রাজশাসন ও ধর্ম্ম শাসন উভয়েরই কানে ইহার বিষয় উঠিল। এমন কি ফ্রান্স রাজ্যের যিনি প্রধান মন্ত্রী, তাঁহারও ইহা অবিদিত রহিল না। দেশ বিদেশ হইতে কি ধনী, কি নির্ধন, কি ভদ্রলোক, কি ছোটলোক, যে কোন জাতি বা শ্রেণীর লোক হউক না কেন, অথবা যে কোন প্রকার ব্যবসায়ী হউক না কেন, সকলেই বার্ণাদেত্তার সহিত নিয়ত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল। কেহ বা কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া শুদ্ধ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য কন্যা-রত্নের সহিত কথা কহিতে ও পবিত্র গহ্বরে গিয়া হাঁটু পাতিয়া মালা জপিতে গেল; কেহ বা নিজ কৌতূহল তৃপ্তির জন্য শক্ত শক্ত প্রশ্ন দ্বারা বার্ণাদেত্তাকে হারাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কোন রকমে কেহই তার সরল ও নিষ্কপট কথাবার্তায় কোন দোষ ধরিতে পারিল না। যুবতী দর্শিকার সহিত কথোপকথন করিয়া কার এমন সাধ্য হইল না যে বলে সে একটী মিথ্যা কথা বলিয়াছে। প্রত্যুত এই ক্ষুদ্র বালিকা এক অচিন্ত্য ক্ষমতার গুণে তর্ক বিতর্কে সেই সকল আগন্তুকদের অন্তরে বরং সম্ভ্রম জন্মাইয়াছিল; তাহাদের কেহ কখন বালিকার কোন কুৎসা গায়িতে সাহস করে নাই। তাহার অমল সরলতা ও নির্দোষীতার জ্যোতির গুণে কেহই তার কোন কথায় দোষ ধরিয়া তার নিন্দা করিতে সক্ষম হইল না। বোধ হয় এক অদৃশ্য অস্ত্র তাহার সহায় ছিল। দর্শনের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে

বার্ণাদেত্তার চিত্ত তার স্বাভাবিক চিত্ত হইতে উচ্চতর বলিয়া বোধ হইল।

পো সহরের আদালতের দ রাশেকর নামে কৌন্সলী সপরিবারে বার্ণাদেত্তার সহিত একদা সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে তাহার মুখ হইতে বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া যখন শুনিলেন যে দর্শন-দায়িনী তাহার সহিত পিরেণে দেশের পাতওয়া ভাষায় কথা কহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাকে কহিলেন: "বৎসরে, তুমি আমাকে সত্য কথা বলছ না; ঈশ্বর ও সাধ্বী কুমারী পাতওয়া ভাষা না বুঝেন, না তাহা কহেন; তাঁরা ঐ বর্ব্বর ভাষার কিছুই জানেন না।"

শুদ্ধমতি কন্যা ইহার উত্তরে কহিল: "মহাশয়, যদি তাঁরা ইহা না জানেন, তবে আমরা তা কিরূপে জানলাম? আর যদি তাঁরা ইহা না বুঝেন, তবে আমাদিগকে তাহা বুঝিতে কে শক্তি দিলেন?"

এক দিন কোন নাস্তিক তাকে কহিল: "এ কেমন কথা যে সাধ্বী কুমারী তোমাকে ঘাস খেতে বল্লেন? তবে কি তিনি তোমাকে জন্তু মনে করেছিলেন?"

ইহাতে বার্ণাদেত্তা মুচকি হাসিয়া প্রশ্ন কর্ত্তার প্রতি তাকাইয়া বলিল: "আপনি যখন শাক খান, তখন আপনি কি মনে করেন যে আপনিও উহার একজন?"

পূর্ব্বোক্ত রাশেকর সাহেব শৈল রাণীর সৌন্দর্য্যের বিষয় জানিবার জন্য বার্ণাদেত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "এখানে যে সকল রমণী উপস্থিত আছেন, তিনি কি ইহাদের মত এত সুন্দরী ছিলেন?"

কন্যা-রত্ন সেই যুবতী ও বড় রূপবতী উপস্থিত রমণী মণ্ডলের প্রতি চাহিয়া তাচ্ছল্যভাবে কহিল "ওঃ, ইহাঁদের সকলের হইতে তিনি বড় ভিন্ন ছিলেন।"

ধূর্ত্ত লোকে কুট প্রশ্ন দ্বারা কন্যা-রত্নকে হয়রাণ করিতে চেষ্টা করিলে, সে এমন উত্তর দিত যে তাদের মন ভেঙ্গে যেত। কোন সময়ে জনৈক তাকে জিজ্ঞাসা করিল: "পাড়ার পুরোহিত যদি তোমাকে গহ্বরে যেতে একেবারে নিষেধ করেন, তুমি তা হলে কি কর?"

"আমার উচিত তাঁর কথা মানা।"

"কিন্তু তুমি যদি সেই সময়ে দর্শন-দায়িনীর নিকট হইতে সেখানে যেতে হুকুম পাও, তখন তুমি এই উভয় হুকুমের সন্ধি স্থলে কি কর?"

বালিকা অনায়াসে তৎক্ষণাৎ বলিল: "তা হলে, আমি অবিলম্বে পাড়ার পুরোহিতের নিকট গিয়া তাঁর অনুমতি নী।"

দেব জননীর সহিত বার্ণাদেত্তার সাক্ষাতের সময় হইতে তাহার সরলতা ও নিষ্কপটতা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় সহস্র সহস্র যাত্রী-দিগের নিকট এমন বিশদ ভাবে প্রতীয়মান হইত, বোধ হইত যেন সাধ্বী কুমারী আজীবন কাল তাহাকে বালিকা থাকিতে অথবা শৈশবের সরলতায় তাহাকে অনবরত রাখিতে বিশেষ অধিকার দিয়া গিয়াছেন। ভাগ্যবতী বার্ণাদেত্তাও এই মধুমাখা সুন্দর সরলতা হইতে কখন বঞ্চিত হয় নাই। দর্শন সম্বন্ধে তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে, সে কখন কাহার নিকট তৎ সম্বন্ধে কোন কথা পাড়িত না। লেখা পড়ার দিকে তার আদপে মন ছিল না; সাংসারিক বিষয় কর্ম্মে সে উদাসীন ছিল। তাহার অন্তরের ভাব ভেদ করিবার কার ক্ষমতা থাকিলে জানা যাইত বার্ণাদেত্তার অন্তঃকরণ নিয়ত অমর কাননে ভ্রমিত কি না।

কেবল লুর্দ সহরেই যে কঠিন কঠিন রোগ সকল গহ্বরের জলে সদ্য আরোগ্য হইত তাহা নহে; পীড়িত ব্যক্তিরা তথায় যাইতে অক্ষম হইলে সেখান হইতে জল আনাইয়া ব্যবহার

করিবামাত্র তাহাদের অসহ্য যন্ত্রণা সকল হঠাৎ নিবৃত্ত হইয়া যাইত। রাস-পিরেণের অন্তর্গত নে নামক এক গ্রাম আছে; সেখানে হেনরি বুস্কে নামে এক বালক ছিল। তাহার বয়স পোনের বৎসর। ১৮৫৬ সালে তাহার এক ভয়ঙ্কর জ্বর হয়; এই পীড়া হইতে মুক্ত হইতে না হইতে তাহার গলার ডান দিকে এক মস্ত ফোড়া গঠিত হয় ও ক্রমে ক্রমে তাহা এত বাড়িতে থাকে যে তাহার গালের অধোভাগ হইতে বুকের উপর ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও তাহার অস্থি সকল গলিতে আরম্ভ হয়। এই উৎকট রোগের অসহ্য যাতনায় অস্থির হইয়া ঐ বালক মাটির উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া ক্রন্দন করিত। সে দেশের চিকিৎসক সুবারভিল বড় প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। ইনি হেনরির ফোড়া হইবার চার মাসের পর তাহা অস্ত্র করেন; ইহা দ্বারা পুঁজ ও গলিত পদার্থ অনেক পরিমাণে নির্গত হয় বটে, কিন্তু তাহার রোগের কোন উপশম হয় নাই। কেননা তাহার ফোড়া আবার গজাইতে আরম্ভ হয় ও মধ্যে মধ্যে শোষ সকল ফুটিয়া বাহির হয়।

এই অবস্থায় বহুদিবসাবধি যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে এক দিন হেনরি শুনিল যে গহ্বরের জলে অনেকের রোগ সকল সদ্য সদ্যই আরোগ্য হইতেছে। ইহা শুনিয়া তাহার মনে হইল বার্ণাদেত্তাকে যে সাধ্বী কুমারী দর্শন দিয়াছেন, তিনি তাহাকে আরোগ্য করিবেন। বালকের ইচ্ছা পায়ে হাঁটিয়া সে গহ্বর তীর্থে যাত্রা করে; কিন্তু তাহার পিতা মাতা তাহাকে তথায় লইয়া যাইতে অসম্মত হইল। সুতরাং যে সকল প্রতিবাসীরা তখন লুর্দে যাইতেছিল, হেনরি তাহাদের এক জনকে সেই ফোয়ারার খানিক জল আনিতে কহিল। এই জল ১৮৫৮ সালের ২৮শে এপ্রেল তারিখে, সাধু

খুসেকের সহায়তার পর্বদিনে, বুধবারের সন্ধ্যাকালে হেনরি প্রাপ্ত হয়।

রাত প্রায় আটটা। তখন বালক তাহার পিতা মাতা ও ভাই ভগিনীগুলির সহিত একত্রে সাধ্বী কুমারীর নিকট একমনে প্রার্থনা করিয়া বিছানায় শয়ন করিতে গেল। যদিও কবিরাজ সুবারভিল তাহাকে ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করিতে বারম্বার মানা করিয়াছিল; কিন্তু হেনরি বুস্কে সেই ব্যবস্থা কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ও সাধ্বী কুমারী মারীয়ার অসাধারণ ক্ষমতা আছে স্মরণ করিয়া, তাহার ঘায়ে ও শোথের উপর যে সকল নেকড়ার ফালি ও পটী জড়ান ছিল সে সকল স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়া, সেই আনীত গহ্বরের জলে এক খানা নেকড়া ভিজাইয়া আপনার ক্ষত সকল ধৌত করিল এবং উহার খানিক ভক্তির সহিত পান করিয়া নিদ্রা গেল।

সে রাত্রে হেনরি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়।

পর দিবস জাগরিত হইয়া সে দেখিতে পাইল তাহার আশা পূর্ণ হইয়াছে; তাহার সমস্ত যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়াছে; ঘায়ের মুখ সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে; একটী শক্ত দাগ সেওয়ায় তাহার রোগের আর কোন উপসর্গ দেখা গেল না। হেনরি বুস্কে এইরূপে অকস্মাৎ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া ধন্যা মারীয়াকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

যাহা হউক; ইত্যবসরে এক গোরস্থান লইয়া তার্বের শাসনকর্তার সহিত শ্রীল লরেন্তর এক বিবাদ উপস্থিত হয়। এই গোরস্থানটী বহুকালের পুরাতন ও তার্ব সহরের প্রধান মন্দির ও শাসনকর্তা মাসী সাহেবের অট্টালিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই পবিত্র স্থলে উক্ত প্রধান মন্দিরের কত কত পুরোহিত ও রীতিজ্ঞগণ (কানন) শান্তিতে বিশ্রাম

করিতেছেন। জনরবে শুনা যায় যে তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত বংশীয় পরিবারদের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণেরও অনেক কবর তথায় ছিল। তথাপি প্রবল প্রতাপশালী শাসনকর্তা মহাশয় ৺ মৃতদের সেই পবিত্র জায়গায় নিজের সুবিধার জন্য এক আস্তাবল নির্মাণ করিতে স্থির করিলেন। তিনি এই পবিত্র ভূমি করস্থ করিয়া, অতি নির্লজ্জ ভাবে, কবর সকল খুঁড়িয়া আস্তাবলের ভিত্তি স্থাপন করিতে হুকুম দিলেন। তাঁহার হুকুমে অচিরেই আস্তাবলের প্রাচীর সকল প্রস্তুত হইয়া উঠিতে লাগিল। শাসনকর্তার এই অপবিত্র অনুষ্ঠানে ব্যথিত হইয়া শ্রীল লরেন্ত তাঁহাকে বুঝাইয়া কুকার্য হইতে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনি গোয়ার্তুমি বশতঃ ধর্মগুরুর সৎযুক্তির প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই খানেই নিজের ঘোড়াশালা নির্মাণ করিতে লাগি-লেন। কাজে কাজেই তখন শ্রীল লরেন্ত পারির রাজমন্ত্রীর নিকট শাসনকর্তার নামে অভিযোগ করিতে বাধ্য হইলেন। গুরুবর মন্ত্রী রুলাঁকে সরাসর এই বিষয় জানাইয়া উক্ত নিন্দনীয় কার্য বন্ধ করিবার হুকুম পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের কোট বজায় রাখিবার জন্য, শাসনকর্তা এই মামলায় বিস্তর ব্যয় ও শ্রম করিলেন ও মন্ত্রীর সহিত অনেক যুজিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার জয়লাভ হইল না। শাসনকর্তা মামলায় পরাস্ত হইলেন। শ্রীল লরেন্তর জিত হইল। রাজ দরবারে মিছিলের রায় বাহাল হইল: পুরাতন গোরস্থানে নূতন আস্তাবলের প্রাচীর সকল ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিবার হুকুম জারী হইল। সুতরাং আস্তাবল ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। কিন্তু সেই অবধি শাসনকর্তা গুরুবরের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন ও তাঁহার মন কয়লার আগুণের মতন জ্বলিতে লাগিল। ইহার প্রতিফল দিবার জন্য তার্ব-পতি গুরুবরের ছিদ্র অন্বেষণ

করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শয়তান তাঁহার সহায় হইয়া তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির জন্য এক সুযোগ দেখাইয়া দিল।

ফরাশীর আইন মতে, যদ্যপিস্যাৎ দুই জন ভাল চিকিৎসক, এই ব্যক্তি পাগল, বলিয়া একখানি নিদর্শন পত্র দিতেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করিয়া পাগলা গারদে রুদ্ধ করিয়া রাখিবার শাসনকর্তার ক্ষমতা ছিল। ১৮৩৮ সালের ৩০শে জুনের এই আইনের বলে বার্ণাদেত্তাকে কোনমতে গ্রেফ্‌তার করিবার সূত্র পাইয়া শাসনকর্তা মহাশয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না। ইহা দ্বারা তিনি অবিলম্বে অবলা কন্যা-রত্নকে বন্দী করিয়া তার্বে আনিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। যে যে নাস্তিকগণ কুমারী মারীয়ার অলৌকিক দর্শনের ও গহ্বরের অদ্ভুত জল ব্যবহারে সদ্য সুস্থ লোকদের প্রতি বিদ্রূপ করিত তাহাদের মধ্যে দুইজন চিকিৎসক ছিল। মাসী সাহেব ইহাদের হাঁতে বার্ণাদেত্তা পাগলী কি না তজবীজ করিবার ভার দিলেন। চিকিৎসক দ্বয় ইহাতে সম্মত হইয়া অনতিবিলম্বে সুবিরুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীমতী বার্ণাদেত্তাকে নানা প্রকারে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কিছুতেই তাহার মধ্যে কোন পাগলামীর লক্ষণ ধরিতে পারিল না। সরলা বালা বিদ্বান চিকিৎসক দ্বয়ের সমস্ত প্রশ্নগুলির যবাব এমন শান্ত ভাবে ও সুবুদ্ধির সহিত দিতে লাগিল যে তাহারা কোনমতে কন্যা-রত্নের মানসিক অবস্থায় কোন বৈলক্ষণ্য বা খুঁত দেখিতে পাইল না। ইহাতে চিকিৎসকগণ বড়ই পেঁচে পড়িল। তখন তাহারা কিং কর্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিল: আমরা এক্ষণে শাসন-কর্তার মনমত নিদর্শন পত্র কেমন করিয়া লিখিব? যদি আমরা বলি বার্ণাদেত্তা পাগলী, তাহা হইলে স্পষ্টই মিথ্যা কথা বলা হইবে। আবার যদি তাহাকে আমরা নিরোগী বলি, তাহা

হইলেও মাসী সাহেব আমাদের উপর বড় রুষ্ট হইবেন। এই উভয় সঙ্কট স্থলে কি করা উচিৎ, তাহা কিয়ৎক্ষণ উভয়ে পরামর্শ করিয়া, এই নিম্ন-লিখিত মর্ম্মে নিদর্শন পত্র লিখিয়া শাসনকর্তাকে পাঠাইয়া দিলেনঃ মহাশয়, আমরা বার্ণাদেত্তাকে পরীক্ষা করিলাম। সম্ভবতঃ সে প্রলাপ বকে; কিন্তু কোন ক্রমেই আমরা তাহাকে পাগলিনী বলিতে পারি না।

চিকিৎসকদের এরূপ সাক্ষ্য দ্বারা কন্যা-রত্নকে আক্রমণ করিবার কাহার সাধ্য নাই; কিন্তু মাসী সাহেব হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। তিনি ভাবিলেন যাহারা নির্ভীক, তাহাদের পক্ষে সমস্ত সমুদ্রের জল কেবল এক হাত পরিমাণ। এজন্য তিনি বার্ণাদেত্তাকে গ্রেফ্‌তার করিতে ও গহ্বরে যে সমস্ত আসবাব আছে সে সকল ক্রোক করিতে হুকুম দিলেন।

হায়, হায়, শাসনকর্তা! সাবধান হও। এই কি তোমার ধর্ম্মে মতি? মাটীর ঘোড়ায় কি নদী পার হওয়া যায়? তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি কি ঈশ্বরের বুদ্ধির সহিত সমতুল্য হইবে? যোনাকী পোকার আলো কি কখন সূর্য্যের আলোর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে? হরিণ কি বাঘের কাছে জয়লাভ করিতে পারে? উইয়ের ঢিপি কি কখন হিমালয় পর্বতের সমান হইতে পারে? এই নিমিত্তে বলি শাসনকর্তা মহাশয় হে, সাবধান হও। এ যে দেখছি মোশা মারিতে কামান পাতা।

যাহা হউক, শাসনকর্তার হুকুম হাঁসিল করিবার ভার লুর্দ সহরের নগর-পতি ও থানা সমূহের অধ্যক্ষের উপর পড়িল। যিনি বার্ণাদেত্তাকে গ্রেফ্‌তার করিবেন, তিনি নগর-পতি লাকাদে সাহেব। যে ব্যক্তি গহ্বরের আসবাব সকল ক্রোক করিবেন, তিনি সেই জাকোমে, সহর লুর্দের থানাগুলির কর্তা। পাঠক,

আসুন, আমরা দেখি এই দুই জন কীর্তিমান ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি স্ব স্ব কার্য কিরূপে নির্বাহ করেন। কীর্তির্যস্য সজীবতি।

শাসনকর্তার হুকুম পাইবামাত্র লাকাদে সাহেব কেঁচো খুড়িতে না সাপ বাহির হয় ভাবিতে ভাবিতে মনের সন্দেহে বড় ত্রস্ত হইলেন। তিনি মনে মনে করিলেন: আমি যদি আমার মনিবের আজ্ঞা এখন পালন করি, তাহা হইলে ঈশ্বর আমাকে দণ্ড দিবেন; আবার যদি আমি শাসনকর্তার হুকুম না বজায় রাখি, তাহা হইলে তিনি আমার উপর বড়ই রুষ্ট হইবেন। এখন আমি না এগুতে পারি, না পেছুতে পারি। কি করিব? সত্য বটে সহরে শান্তি রক্ষার জন্য শাসনকর্তা এক দল রূপ সওয়ার মজুদ রাখিবেন; কিন্তু কে জানে আমার কার্যকালীন নগর বাসীরা কি ধারায় চলিবে। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া নগর-পতি প্রথমে লুর্দের প্রধান পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করা বিধেয় স্থির করিলেন। এজন্য, পাছে একা ভেকা হন, তিনি বিচার-পতি দুতুর সাহেবকে সঙ্গে লইয়া পিতা প্যারামালের সদনে গেলেন। তাঁহারা উভয়ে পুরোহিতবরকে শাসনকর্তার অভিসন্ধি জ্ঞাপন করিলে, পিতৃবর মর্মাহত ও উৎকুণ্ঠিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন: সাধ্বী কুমারীর দোহাই! বালিকা নির্দোষী। তাহাকে বৃথা কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। যখন চিকিৎসকগণ তাহাকে পাগলিনী বলিতে সাহস করেন নাই, তখন বারঁ মাসী সাহেব কোন সাহসে তাহাকে গ্রেফতার করিতে হুকুম জারী করেন?

দুতুর মহাশয় কহিলেন: "ইহা আইন মত।"

পিতা প্যারামাল কহিলেন: "ইহা বেআইনী। আমি সহর লুর্দের পালক, এজন্য প্রত্যেককে, বিশেষতঃ দুর্বলদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আমি বাধ্য। যিনি শিশুকে রক্ষা করেন, তিনি

তাহার পিতা। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি বার্ণাদেত্তাকে বাঁচাইতে হইবে; নচেৎ পুরোহিত নামে কলঙ্ক রটিবে। অতএব, যাও, ও শাসনকর্ত্তাকে বল গিয়া যে তাঁহার বরকন্দাজেরা কন্যার বাড়ীর দরজার চৌকাটের উপরে আমাকে দেখিতে পাইবে। তাহারা আগে আমার শরীর না মাড়াইলে, কখন বালিকার এক গাছি চুলও ছুঁইতে পারিবে না।" ইহা বলিয়া পুরোহিত মহাশয় কেদারা হইতে ক্রোধভরে দাঁড়াইলেন। তিনি আপন পালের ক্ষুদ্রতম প্রাণীর জন্য মরিতে প্রস্তুত হইলেন। শরীর পতন কি মন্ত্রের সাধন ইহাই তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বাস্তবিক পিতা প্যারামালের এইরূপ বীরত্ব দেখিয়া সুসমাচারোক্ত উত্তম পালকের উপমার বিষয় মনে হয়। অবশ্য আমরা জানি উত্তম পালক আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খৃষ্ট। কিন্তু নিঃসন্দেহই কেবল কাথলিক পুরোহিতগণই আজ অবধি সেই উত্তম পালকের চাক্ষুষ আদর্শ। বাস্তবিক ইঁহারাই কেবল খৃষ্টের জীবন অনুকরণ করেন। ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ এই বীর পিতা প্যারামালে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কথায় অবাক হইয়া, লাকাদে সাহেব আপন সঙ্গীর সহিত সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাটীতে আসিয়া নগর-পতি পুরোহিতবরের সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তৎসমুদায় শাসনকর্ত্তাকে লিখিলেন, আরও জানাইলেন যে এখন বার্ণাদেত্তাকে গ্রেফ্‌তার করিতে গেলে সহরময় বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এজন্য আমি কোনমতে এ কাজে হাত দিতে পারি না। আপনি যদি আমাকে তাহা করিতে জেদ করেন, তাহা হইলে আমি কর্ম্মে যবাব দিব।

ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ? নগর-পতির পত্র পাঠ করিয়া শাসনকর্ত্তা মাসী সাহেব আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। ইতিপূর্ব্বে গোরস্থান লইয়া তিনি একবার গুরুবর কর্ত্তৃক অপমানিত

হইয়াছেন; সুতরাং এবার তাঁহার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার মুখপাতেই প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়াতে আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। পুরোহিতবরের ধমকে ও তিরস্কারে ভীত হইয়া আপাততঃ তিনি তদ্বিষয়ে নীরব রহিলেন।

কিন্তু গাধা কি মানে বাধা? যে কোন কাজ হউক না কেন, মাসী সাহেব একবার যাহাতে হস্তক্ষেপ করেন, সহজে তিনি তাহা হইতে কখন নিরস্ত হন না। যেমন তিনি দেখিলেন পূর্ব্বোক্ত উপায় দ্বারা বার্ণাদেত্তাকে কোন ক্রমেই ধরা গেল না, অমনি গহ্বরের ব্যাপার বন্ধ করিবার জন্য অন্য এক উপায় অবলম্বন করিলেন। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় "নরক স্থিত দুরাত্মাগণ পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকারে মনুষ্যদিগের উচ্ছেদ সাধনে" কিরূপে উদ্যোগী হইয়াছে। হে পাঠক, দেখ কেমন ক্ষমতাশালী লোকেরা একত্রিত হইয়া শঠতা দ্বারাই হউক বা বল দ্বারাই হউক যীশু খৃষ্টের নিষ্কলঙ্ক পত্নী যে পবিত্র মণ্ডলী তাহার উচ্ছেদ ও খৃষ্টীয়ানদিগের হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে ধর্ম্ম লতা উৎপাঠানার্থে নিপুণ ষড়যন্ত্র করিতেছে।

কোন কোন দেশের স্থান বিশেষে এমন স্বাভাবিক জল আছে, যে তাহা দ্বারা লোকের বায়ু-রোগ, পক্ষাঘাত ইত্যাদি সুস্থ হইয়া যায়। এই প্রকার গুণকর জলকে খনিজ জল বলা যায়; কেননা উহা হইতে সোণা, রূপা, প্রভৃতি ধাতু নির্গত হয়। রাসয়নিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে এই প্রকার জলের মধ্যে হয় লৌহ, না হয় গন্ধক, কিম্বা ফটকিরি অথবা অন্য কোন ধাতু আছে; এজন্য ইহা ব্যবহার করিলে, অনেক রোগ স্বভাবতঃ আরাম হইতে পারে। সুতরাং বুদ্ধিমান মাসী সাহেব ঠাওরালেন যে যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন মাসাবিএলের গহ্বর হইতে যে জল বাহির হইতেছে, তাহাতে রোগ-নাশক এমন ধাতু

আছে যদ্দ্বারা রোগীরা সুস্থ হয়, তাহা হইলে তিনি লোকদিগকে সহজে বুঝাইতে পারিবেন যে ঐ ফোঁয়ারার জল অদ্ভুত নয়, কেননা উহা খনিজ জল মাত্র। তখন সাধারণের সমক্ষে লুর্দ গহ্বরের ব্যাপার হাস্যাস্পদ হইবে। দিগগজ শাসনকর্তার মনে এইরূপ ধারণা হওয়ায়, তিনি স্বমতাবলম্বী লাতুর নামে এক ধাতু-বাদীকে ডাকাইয়া কহিলেন: দেখুন, মহাশয়; মাসাবিএলের গহ্বরের জল পরীক্ষা করিয়া আমাকে বলুন তাহাতে এমন কোন খনিজ দ্রব্য আছে কি যাহা দ্বারা রোগীরা সুস্থ হইতে পারে। ইতিপূর্বে এই লাতুর মহাশয় ধন্যা মারীয়ার অলৌকিক দর্শনের বিষয় শুনিয়া অনেক ঠাট্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে এই সুযোগ পাইয়া তিনি বড়ই খুসী হইলেন।

তিনি অবিলম্বেই গহ্বর হইতে নির্গত সেই জলে কি কি পদার্থ আছে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রসায়ন বিদ্যায় তাঁহার ভালরূপ ব্যুৎপত্তি না থাকাতে হউক অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক, চিকিৎসক লাতুর পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে সেই জলের মধ্যে এমন সকল পদার্থ আছে যাহার গুণে অনেকানেক রোগ ভাল হইতে পারে। মে মাসের ৬ই তারিখের পত্রে, তিনি নগর-পতিকে পরীক্ষার ফল জ্ঞাত করিয়া স্বমত প্রকাশ করিলেন, লিখিলেন এই জলে রোগ আরোগ্য করিবার যে বিশেষ শক্তি আছে তাহা রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে উক্ত জলের মধ্যগত পদার্থের গুণে বেশ টের পাওয়া যায়; আমার বোধ হয় লোকে ইহাকে অত্র এলাকার মধ্যে আরোগ্যকারী খনিজ জলের ভাণ্ডার বলিয়া গণ্য করিতে বিলম্ব করিবে না। রাজশাসন কর্তৃক নিযুক্ত এমন গুণবান চিকিৎসকের দ্বারা উক্ত প্রকার পরীক্ষার ফল শুনিতে না শুনিতে, শাসনকর্তা ও লুর্দের

নাস্তিকদের কতই যে আনন্দ হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু নূনের ভাঁড়ে যেমন আপনাপনি নোনা ধরিয়া তাহা জীর্ণ ও নষ্ট হয়, তেমনি কপটীরাও আপনাপনি ধ্বংশ হয়। বাস্তবিক যৎকালে রাসয়নিক লাতুর সোণাকে পিতল বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্নবান ও তাঁহার এই আবিষ্কারে লুর্দের দুরাত্মারা ও তার্বের শাসনকর্তা বড়ই আনন্দিত হইলেন, তৎকালে অন্যান্য ধাতুজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাঁহারা পূর্বে ঐ গহ্বরের জল পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কোন অসাধারণ দ্রব্য দেখিতে পান নাই তাঁহারা এক্ষণে চিকিৎসক লাতুরের পরীক্ষায় ভুল আছে অর্থাৎ সোণা পিতল নয়, খাঁটি বলিয়া প্রমাণ দিয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তখন নগর-পতি লাকাদে ও তাঁহার অনুসঙ্গীগণ গহ্বরের জল সম্বন্ধে কলহ নিষ্পত্তির জন্য, ফ্রান্সের মধ্যে যিনি রসায়ন বিদ্যায় সুপ্রসিদ্ধ সেই পণ্ডিত ফিলৃহল্ সাহেবের কাছে উহার এক বোতল জল পাঠাইয়া দিলেন ও লিখিলেন যেন তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া অত্র লুর্দ সহরের সরকারী দপ্তরে এতালা পেষ করেন।

রসায়ন বিদ্যার নিয়ম অনুসারে পণ্ডিতবর ফিলৃহল্ সেই জল উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লাতুরের মতে যে ভ্রম ছিল তাহা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিলেন। জলের পরীক্ষার তাৎপর্য নগর-পতিকে জানাইয়া, তিনি এই মর্মে তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন: মহাশয়, আপনি যে জলের নমুনা আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমি অতি যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। আমি নিশ্চয় জানি যে এই জল পাহাড় হইতে নির্গত পরিষ্কার জলের মতন; ইহাতে এমন কোন দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় না যাহাতে রোগ সকল আরোগ্য করিবার গুণ আছে। আপাততঃ রসায়ন বিদ্যার যত দূর ক্ষমতা আছে তাহা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না কেমন করিয়া ইহার ব্যবহারে

রোগ সকল সদ্য সুস্থ হইয়াছে। ইহা সেবন করিবার কোন আপত্তি নাই।

কাজে কাজেই শাসনকর্ত্তা ও নাস্তিকদের মুখ তখন বন্ধ হইয়া গেল; তাহারা ভগ্ন মনোরথ হইয়া বড় লজ্জিত হইল। রসায়ন বিদ্যা দ্বারা স্পষ্টই জানা গেল যে গহ্বরের জলে কোন ধাতু বা গুণকারক দ্রব্য নাই অর্থাৎ পণ্ডিত ফিল্‌হল্‌ সোণা খাঁটি তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণ করিলেন।

যাহা হউক। আমাদের পাঠকগণ জানেন যে জাকোমে সাহেব লূর্দ সহরের থানা গুলির কর্ত্তা। ইনি শাসনকর্ত্তার হুকুম মতে মাসাবিএলের গহ্বরে কুমারী মারীয়ার সম্মানার্থে অর্পিত সোণা, মুদ্রা, অলঙ্কার আদি বহুমূল্য যে সমস্ত বস্তু ও আসবাব ছিল সেই সকল ক্রোক করিতে গেলেন। শীঘ্রই এই সম্বাদ সহরময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল; সর্বত্রে বড়ই হুলস্থুল ব্যাপার উপস্থিত হইল। লূর্দ বাসীরা এই ভয়ঙ্কর দেবস্ব অপহরণের কথায় স্তম্ভিত হইয়া ক্রোধভরে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল: ধন্যা কুমারী আমাদের মধ্যে আসিতে প্রসন্ন হওয়ায় ও আশ্চর্য ক্রিয়া করায় কি এইমত সম্মানিত হইবেন? যাহা যাহা ঈশ্বরকে অর্পিত হইয়াছে সেই সকল দেবত্বর কি রাজ সরকারের ক্রোক করা সম্ভব? যে স্থলে ঈশ্বর বিরাজমান আছেন, সেখানে লুট কি সহিতে পারা যায়? পরমেশ্বর ইহার প্রতিফল দিবেন। হায়! হায়! কি অন্যায় বিচার! এইরূপে ক্রমে ক্রমে সহরবাসীদের রাগ বাড়িতে লাগিল ও তাহারা রাজ শাসনের এই অহিতকর হুকুমের প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইল। এই ব্যাপার শুনিয়া সহরের পুরোহিতগণ ত্বরায় জনতার মধ্যে উপস্থিত হইয়া সৎপরামর্শ দ্বারা তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কাঁড়িতে যাঁহারা কর্ম করেন, সচরাচর ও সর্বত্রেই তাঁহাদের দোষের মেলা ভার। লুর্দ সহরের মধ্যে জাকোমে সাহেব একজন ক্ষুদ্র নবাব। স্বার্থ লাভের জন্য তিনি দিকবিদিক শূন্য হন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হউক বা আপন প্রতিবাসীদের বিরুদ্ধে হউক, কোন কাজ করিতে তিনি হটেন না। শাসনকর্তা মাসী সাহেবের অন্যায় হুকুম শুনিয়া, সহরবাসীরা কতই আক্ষেপ করিতে লাগিল ও রাগে প্রজ্জ্বলিত হইল, তথাপি তিনি কোনমতে সেই অপকার্য সাধন করিতে নিরস্ত হইলেন না। মনিবের আদেশ, এজন্য যে কোন উপায় দ্বারা তাহা হাঁসিল করিতে হইবে: মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার। জাকোমে সাহেব বেশ জানিতেন যে গহ্বর স্থলে এত বহুবিধ সামগ্রী আছে যে সেই সকল হাতে হাতে বা মুটে করিয়া আনা যাইবে না; সুতরাং তিনি গাড়ীওলাদের নিকট গিয়া এক খানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিতে গেলেন। কিন্তু গাড়ীগুলির মালিক তাঁহার দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ক্রোধ ভরে কহিল: "এমন কোন কাজের জন্য আমার ঘোড়াগুলিকে ভাড়া দিব না।"

ইহাতে জাকোমে কহিলেন: "কিন্তু তোমার ঘোড়ার ভাড়া দিলে, তুমি, না, বলিতে পার না।"

"এমন কাজের জন্য আমি ঘোড়াগুলি রাখি নাই; যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য ইহাদের রাখা হইয়াছে। আমি ঘোড়া ভাড়া দিতে রাজী নহি, আপনার ইচ্ছা হয় আমার নামে শমন পাঠাবেন।"

গাড়ীর মালিকের এইরূপ উত্তরে থানাধ্যক্ষ যেমন ফিরিবেন, অমনি তথাকার লোকে হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে হাত তালি দিয়া সেই গাড়ীওলাকে কহিল: "সাবাস, সাবাস,

ভাল মোর ধন রে, বেশ বলেছ। বাহ্‌বা! বাহ্‌বা!” তত্রস্থ জনতার ঠাট্টা, হাসি ও গজগজানি শুনিয়া জাকোমে সাহেবের লজ্জা ও কষ্টের আর সীমা রহিল না। তিনি সত্বরেই অন্যত্রে আর এক গাড়ীওলার নিকট গিয়া এক খানি গাড়ী ভাড়া নীতে চাহিলেন; কিন্তু যেখানে তিনি যান, সেখানেই ঐ এক যবাব: না বৈ কেহ হাঁ বলে না। থানাধ্যক্ষ এইরূপে এক খানি গাড়ীর জন্য রাস্তায় রাস্তায় অনেক ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে এক গাড়ীওলীর নিকট উপস্থিত হন এবং তাহাকে ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা ভাড়া দিতে স্বীকার পাওয়ায়, সেই স্ত্রীলোক ভীত হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হয়।

ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রার কথা শুনিবামাত্র সেখানকার লোকে সেই গাড়ীওলীর প্রতি হেয়জ্ঞান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল: রে অর্বাচীন, পামর, দুষ্ট য়িহুদাস যেমন ত্রিশ রোপ্য মুদ্রার জন্য আমাদের প্রভু যীশু খৃষ্টকে শত্রুদের হাতে দিয়াছিল, তুইও কি তেমনি? নিশ্চয়ই ঈশ্বর তোকে ইহার প্রতিফল দিবেন। তুই কি জানিস না যে অন্যায় লোভে পাপ হয় ও পাপেই মৃত্যু? জনতার এই প্রকার ভর্ৎসনা শুনিয়া, জাকোমে সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা আরও লজ্জিত হইলেন এবং গাড়ী প্রস্তুত হইবামাত্র আপন বরকন্দাজদিগকে তাড়াতাড়ী মাসাবিএলের গহ্বরে তাহা চালাইতে হুকুম দিলেন। নগরবাসীরাও দলে দলে তাহাদের পেছনে পেছনে গেল।

মাসাবিএলের গহ্বর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গাড়ী থামিল। পবিত্র গহ্বরের মধ্যে অনেক মোম বাতি জ্বলিতেছে দেখিয়া জাকোমের সর্ব্বাঙ্গ শিহরীয়া উঠিল বটে; তথাপি কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই এই দুর্ম্মতিগ্রস্ত পাষণ্ড আপন হৃদয়কে পাষাণ করিয়া গহ্বরে ঢুকিয়া তত্রস্থ সমস্ত দান সামগ্রী অপহরণ করিতে

কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনি গহ্বরের সম্মুখে যে বেড়া ছিল তাহা ডিঙ্গিয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন। তখন বোধ হইল যেন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। বরকন্দাজেরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল; পশ্চাৎগামী নগর বাসীরা তাঁহার প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল। থানাধ্যক্ষ প্রথমে গুহাস্থিত হাজার২ সোণা রূপার মুদ্রা ও তামার পয়সা যত কিছু ছিল সমস্ত গুণিয়া রাশীকৃত করিলেন। তৎপরে তিনি বাতি ও দীপগুলি নিবাইয়া দিয়া তুলিয়া লইলেন ও গহ্বরের মধ্য হইতে জপ মালা, ফুলের মালা ও তোড়া, ধর্ম্ম-ছবি, ক্রুশ, হার, কুমারীর মূর্ত্তি, মণি মুক্ত, ঝাড়, সামাদান, সতরঞ্চ আদি যত কিছু বহুমূল্য দ্রব্য ছিল সমস্তই একে একে সাৎ করিয়া বরকন্দাজদিগের মারফত গাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছামত ত্বরায় এই কাজ শেষ হইতেছে না দেখিয়া, তিনি গহ্বর স্থলে উপস্থিত এক বালককে কহিলেন: “এই, দেখ, এই ছবিখানা গাড়ীতে রাখিয়া এস।” সেই বালক যেমন তাহা নেবার জন্য হাত বাড়াইল, অমনি আর এক বালক তাহাকে ডাকিয়া কহিল: “দুর লক্ষীছাড়া, তুই করিস কি? ও ছুঁস না। ঈশ্বর তোকে দণ্ড দিবেন।” সঙ্গীর এই তিরস্কারে ভীত হইয়া সেই বালক তথা হইতে প্রস্থান করিল।

সমস্ত সামগ্রী গাড়ীজাত হইলে পর, জাকোমে মহাশয় গহ্বরের সম্মুখে বেড়ার গরাদি সকল সরাইতে গেলেন; কিন্তু নিজের সঙ্গে কুড়ালী না থাকায়, তিনি নিকট-বর্ত্তী করাতীর কারখানা হইতে একখানি কুড়ালী আনিতে এক জনকে পাঠাইলে, তাহারা তাহাকে কুড়ালী দিল না। অনতি দূরে অপর এক ব্যক্তি কাজ করিতেছিল, তাহার নিকট হইতে কুড়ালী চাহায়, সে ভয়ে তাহা দিতে অস্বীকার

করিবার সাহস করিল না। জাকোমে মহাশয় তাহার নিকট হইতে কুড়ালী পাইয়া স্বহস্তে সেই বেড়া কাটিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিলেন। সহরের মধ্যে যিনি একজন বড় কর্মচারী ও হাকিম, তাঁহাকে এই প্রকার নীচ কাজ করিতে দেখিয়া, উপস্থিত জনতার আর সহ্য হইল না; তাহারা ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিয়া জাকোমেকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বোধ হইল যেন নিমেষের মধ্যে তাহারা হাকিম প্রবরকে গাভ নদীর গর্ভে বিলীন করিতে প্রস্তুত আছে। ইতিমধ্যে লোকেরা পরস্পর চোক চাওয়া চায়ি করিতে২ এক ভয়ানক কোলাহল করিয়া উঠিল। তাহাতে থানাধ্যক্ষ মহা সশঙ্কিত ও ম্লান হইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জনতার প্রতি তাকাইয়া কহিল: "হে বন্ধুগণ, আমি যা করি, তা আমার নিজের ইচ্ছায় নয়; এমন কাজ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি, সেজন্য আমি বড়ই দুঃখিত আছি। আমি কেবল শাসনকর্তার হুকুম পালন করিতেছি। তাহাতে আমার যতই কেন লোক-শান হউক না, আমার উপরওলার আজ্ঞার বশীভূত হইতেই হইবে; ইহাতে আমার দোষ নাই, না আমি দায়ী আছি।"

জাকোমে সাহেব প্রাণের দায়ে এইরূপ মনের ভাব প্রকাশ করিলে ভাগ্যক্রমে উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে কেহ কেহ চিৎকার করিয়া উঠিল, কহিল; "চুপ কর, চুপ কর, ক্ষান্ত হও, বল প্রকাশ করিও না—সমস্ত ঈশ্বরের হাতে।" ইহাতে বিশ্বাসীরা ক্রোধ সম্বরণ করিয়া নিস্তব্ধ হইল; সেই সাবকাশে থানাধ্যক্ষ জাকোমেও, ভাগ্য বলে এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম ভাবিয়া অবিলম্বে গহ্বর হইতে গাড়ী সমেত সহরে প্রস্থান করিলেন ও নির্বিঘ্নে তথায় পঁহুছিলেন।

যে স্ত্রীলোক ত্রিশ রৌপ্য মুদ্রা লইয়া, গহ্বর হইতে পবিত্র দান সামগ্রী আনিতে আপনার গাড়ী ঘোড়া থানার লোককে

ভাড়া দিয়াছিল, পর দিন, কি কারণে জানি না, থড় গাদার উপর থেকে নীচে পড়িয়া তাহার পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে সে বহুদিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত কষ্ট পায়। আর যে কাঠুরীয়া গহ্বরের বেড়া ভাঙ্গিবার জন্য জাকোমে সাহেবকে আপনার কুড়ালী ধার দিয়াছিল, পর দিন সেও যেমন একখানি কড়ী উঠাইতেছিল, অমনি তাহা অকস্মাৎ তাহার দুই পায়ের উপরে সজোরে পড়িবামাত্র, পা দুখানি একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। এই দুই ভীষণ ঘটনা দেখিয়া সাধারণ লোকে বিবেচনা করিল যে পরমেশ্বর হাতে হাতে তাহাদের দুর্ম্মতির প্রতিফল দিয়াছেন। এই ব্যাপার লইয়া সহরময় অনেক তোলাপাড়া হইতে লাগিল।

ইতি ষষ্ঠ কাণ্ড সমাপ্ত।

সপ্তম কাণ্ড।

কাথারিণা লাতাপি ও মারীয়া লানু দমিঙ্গর ফোয়ারার
জলে সদ্য সুস্থলাভ। শাসনকর্তার হুকুমে গহ্বরে
যাওয়া একেবারে বন্ধ করা হয়। শ্রীমতী বার্ণা-
দেত্তার প্রথম সহভাগ। সাধ্বী মারীয়ার শেষ
দর্শন। যোহন মারীয়া তাম্বুর্ণে ও মারীয়া
মাসো বর্দনাভ। ধর্ম্মগুরু দেসালিনি
ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়-
নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসেন। আগুণ দেখিলে
হাতী ও বাঘ যে ত্রাস
পায় তাহা কি না
বাস্তবিক
ঘটিল।

"চৌক পাথর দিয়া তিনি আমার পথ সকল রুদ্ধ করিয়াছেন।"

বিলাপ পর্ব ৩য় অধ্যায় ৯ম পদ।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান; তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহার ইচ্ছায়, নিমেষের মধ্যে, এই সসাগরা ধরা বিলুপ্ত হইতে পারে। কি সাগর, কি উপসাগর, কি বড়২ হ্রদ, কি নদী, মুহূর্ত্তের মধ্যে, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে।

না অধার্ম্মিকদের কুমন্ত্রণা, না নাস্তিকদের দুর্মতি, না অবিশ্বাসী পেগানদের দুষ্টমি কখন লেশমাত্র ঈশ্বরের গতির প্রতিরোধ করিতে পারে। কেননা ঈশ্বরের বলের সহিত মনুষ্যের বলের কখন তুলনা হয় না। পরমেশ্বরের কার্যে ব্যাঘাত দিতে সে সাধ্যমত যতই কেন চেষ্টা করুক না, তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কখন কিছু ঘটিবেক না। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, নিশ্চয়ই তাহা ঘটে। সেই জন্য যাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বর ভক্ত, তাঁহারা দিন রাত ঈশ্বরের নিকট বলিয়া থাকেন "*Fiat voluntas tua*": তোমার ইচ্ছা পালিতা হউক। কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন না করিয়া তাহার বিপরীত কার্য করিতে চেষ্টা করে, তাহাদের মনস্কামনা কি কখন সিদ্ধ হয়? রাজমন্ত্রী রুলাঁ ও তার্ব জেলার শাসনকর্ত্তা সাধ্বী কুমারীর অলৌকিক দর্শনে ও পবিত্র গহ্বর-যাত্রায় ব্যাঘাত দিতে কত চেষ্টা ও কৌশল জাল বিস্তার করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা কৃতকার্য হইলেন না, তাঁহাদের সমুদায় শ্রম বিফলে গেল। মাসাবিএলের গহ্বরের ঘটনা সকল সত্য হইতে পারে কি না, এই বিষয় লইয়া যৎকালে নাস্তিকেরা ও ধার্ম্মিকেরা তর্ক বিতর্ক করিতেছিল, তৎকালে সাধ্বী কুমারীর আজ্ঞায় শুষ্ক পাথর হইতে উদ্ভব ফোয়ারার জল কল কল স্বরে বহিতে বহিতে হুড় হুড় করিয়া গাভ নদীতে পড়িতেছিল। শুধু তা নয়, কিন্তু পাহাড় হইতে উৎপন্ন সেই জলের গুণে নানা প্রকার আশ্চর্য ক্রিয়া ঘটিতে লাগিল ও অনেকে এই নূতন জলে নূতন জীবন পাইয়া পরম সুখী হইল।

লুর্দ থেকে প্রায় দেড় কি দুই ক্রোশ দূরে লুবাইয়াক নামে এক গ্রামে কাথারিণা লাতাপি নাম্নী কোন স্ত্রীলোক ছিল। সে নিজে কাজ করিয়া খাইত। আঠার মাস গত হইল কর্ম্মাক্ষম হইয়া পড়ায়, তাহার অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। ১৮৫৬ সালের

অক্টোবর মাসে, কাথারিণা ফল পাড়িবার জন্য এক বড় গাছের উপর চড়িয়া যেমন উহার ডাল নাড়িতেছিল, অমনি তাহার গায়ের ভার, সামলাতে না পারায় গাছের তলায় সজোরে পড়িয়া গিয়া তাহার ডান হাত মুচড়াইয়া যায়। অবিলম্বেই এক নিপুণ চিকিৎসক আসিয়া তাহার হাতের শিরগুলি ঠিক করিবার জন্য তেল দিয়া অনেক রগড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কোনমতে কাথারিণার সমস্ত হাত সম্পূর্ণরূপে ভাল করিতে পারিলেন না। তাহার বাহুর ক্ষীণতা ও তিনটী আঙ্গুলের জড়তা আর ঘুচিল না; সুতরাং কাথারিণা না বুনিতে, না সেলাই করিতে, না মাকু চালাইতে, না ঘর কন্নার কোন কাজে হাত দিতে পারিত। যে যোগ্য চিকিৎসক বহু কাল অবধি তাহার রোগের চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনিও তাহাকে এলে দিলেন, কহিলেন: "তোমার হাত সারিবার নয়।" গরিবের একমাত্র উপায় মজুরি, ইহা ছাড়া তাহার রোজগারের আর কোন পথ নাই। তখন চিকিৎসকের এই প্রকার রায় শুনিয়া, কাথারিণা জন্মের মত অকর্ম্মণ্য হইলাম, ভাবিতে ভাবিতে দুঃখ সাগরে মগ্ন হইল। এই অবস্থায় প্রায় কুড়ি মাসের পর, লুর্দের দর্শন ঘটনার সময় এক রাত্রে অকস্মাৎ সে ঘুম থেকে জাগিয়া উঠে ও তাহার অন্তরাত্মায় শুনিতে পায় কে যেন তাহাকে অনিবার্য বেগে কহিতেছে: "গহ্বরে যাও! গহ্বরে যাও! ও তুমি সুস্থ হইবে।" তখন রাত ৩ টা। কাথারিণা এইরূপ দৈব বাণী শুনিবামাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার দুই ছেলেকে সঙ্গে আসিতে বলিয়া স্বামির কাছে গেল ও তাহাকে কহিল: "কাজের জন্য থাকিও, আমি গহ্বরে যাচ্চি।"

স্বামি কহিল: "এই গর্ভাবস্থায় এমন করা অসম্ভব; এখান হইতে লুর্দে যাতায়াতে পাকা ৪॥০ ক্রোশ পড়িবে।"

স্ত্রী কহিল: "সব সম্ভব। আমি সুস্থ হতে যাচ্ছি।"

স্বামি স্ত্রীকে অনেক বুঝাইতে লাগিল, কহিল: পিপাসার সময় মরিচীকা ভ্রমে পথিক যেমন জল পান করিতে গিয়া হতাশ হয়, তেমনি স্বপ্নেও যাহা দেখা যায়, তাহা করিতে গেলে সর্ব্বে ব্যর্থ হয়। দেখ, তুমি এখন পূর্ণ গর্ভবতী, এমন সময়ে কি এত রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া ভাল?

কিন্তু কাথারিণা তাহার স্বামির কোন আপত্তিই শুনিল না। সে কহিল, আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা স্বপ্ন নয়। সত্য সত্যই আমি শুনিয়াছি। আর আমার গর্ভের বিষয় তুমি কিছুমাত্র ভাবিও না; আমি গহ্বরে সুস্থ হইয়া সত্বর ঘরে ফিরিয়া আসিব। ইহা বলিয়া কাথারিণা দুই ছেলেকে আপনার সঙ্গে লইয়া লুবাইয়াক গ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া প্রত্যুষেই পবিত্র গহ্বরে পঁহুছিল। মাসাবিএলের পাহাড়ে পঁহুছিয়া, কাথারিণা দুই ছেলের সহিত গহ্বরের সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া কিছু ক্ষণ প্রার্থনা করিয়া, ফোয়ারার কাছে গেল ও উহার মধ্যে আস্তে আস্তে আপনার ক্ষত হাত ডুবাইল। এবং তৎক্ষণাৎ তাহার বাঁকা ও জড় আঙ্গুল তিনটী সোজা হইয়া গেল ও পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যকরী হইল। ইহাতে তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ হাঁটু পাতিয়া মারীয়াকে ও ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ দিল ও বহুকালের পর আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া জোড় হাতে প্রার্থনা করিতে লাগিল। কাথারিণা এই অবস্থায় আছে, এমন সময়ে হঠাৎ তাহার ভয়ঙ্কর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। তখন সে চমকিয়া উঠিল, দেখিল লুর্দে ফিরিয়া যাইবারও সময় নাই; তা ছাড়া মেলা যাত্রীরা তার চার দিক ঘিরিয়া আছে, এস্থলে প্রসব হওয়া কি লজ্জার বিষয়ই না হইবে।

কিন্তু এই ত্রাস বহুক্ষণ রয় নাই। প্রকৃতি যাঁহার বশীভূত, কাথারিণা সেই সর্ব মঙ্গলা কুমারীর পানে তাকাইয়া সরল ভাবে কহিলেন: "হে সু মাতা, এই মাত্র আপনি আমার জন্য এত মহৎ কৃপা পাইলেন, আমাকে এখন বাঁচাও যেন সমস্ত লোকের সামনে আমি খালাস না হই ও আমার গর্ভের সন্তান জন্মিবার পূর্বে অন্ততঃ আমি ঘরে পঁহুছিতে পারি এমন কর।" এই প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতে, কাথারিণার অসহ্য প্রসব বেদনা একেবারে নিবৃত্ত হইয়া গেল ও তাহার অন্তরাত্মায় সে শুনিতে পাইল, কে যেন তাহাকে বলিতেছে: "স্থির হও। বিশ্বাসের সহিত বিদায় হও; বিনা কোন ব্যাঘাতে তুমি ফেরত যাইবে।"

তখন কাথারিণা ছেলে দুইটীকে কহিল: "চল, আমরা ঘরে যাই।" তাহারা তিন জনে লুবাইয়াক গ্রামের দিকে যাত্রা করিল ও নির্বিঘ্নে ঘরে পঁহুছিবামাত্র, কাথারিণার আবার প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। এক পোয়া ঘণ্টার পর, তাহার এক পুত্র জন্মিল।

নে সহরের নিকটবর্তী বর্দের নামক গ্রামে মারীয়া লানু দমিঙ্গ নাম্নী আশী বৎসরের এক বিধবা বুড়ি বাস করিতেন। তিন বৎসরাবধি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার বাম পাশ এমন বিকলাঙ্গ হইয়া যায় যে কাহার সাহায্য বিনা তাঁহার না উঠিবার, না এক পা চলিবার শক্তি ছিল এবং দেহের দৌর্বল্য বশতঃ তিনি আদপে কোন কাজ করিতে পারিতেন না। চিকিৎসক পুমিরু এই বিষম রোগের হাত হইতে বিধবাকে মুক্ত করিবার জন্য কত ঔষধ প্রয়োগ করিলেন, তাঁহার যন্ত্রণা লাঘব করিবার নিমিত্ত কত ব্যবস্থা দিলেন; কিন্তু চিকিৎসকের সমস্ত শ্রম ভস্মে ঘি ঢালা হইল। বুড়ির রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক বরং দিন

দিন তাঁহা বাড়িতে লাগিল। চিকিৎসার বলে মারীয়া লানুর পীড়া আরাম হইবে না দেখিয়া, কবিরাজ পুমিরু তাঁহাকে দেখিতে আসা বন্ধ করিলেন। তথাপি রোগী কি সুস্থ হইবার আশা কখন ত্যাগ করে? মারীয়া লানু যখন দেখিলেন এই কঠিন পীড়ার হাত হইতে মুক্তি লাভ করা মানুষিক চিকিৎসার সাধ্যাতীত, তখন যিনি অগতির গতি, রোগীদিগের স্বাস্থ্য ও আদি পাপ বিনা গর্ভজাত, সেই স্বর্গের রাণীর প্রতি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ফিরিলেন। মাসাবিএল পাহাড়ের গহ্বরে কুমারী মারীয়ার অলৌকিক দর্শনের বৃত্তান্ত শুনিয়া বিধবা লানু এক জনকে তথাকার অদ্ভুত ফোয়ারার খানিক জল আনিতে পাঠাইলেন।

লুর্দের পবিত্র জল লইয়া আসিলে, তিনি দুই জন ব্যক্তিকে ডাকিয়া কহিলেন: "আমাকে বিছানা থেকে উঠাও ও সোজা করিয়া ধর, আমি দাঁড়াই। আমার পোষাক আন ও আমাকে পরাইয়া দাও।" ব্যক্তিদ্বয় সেইমত করিলে, মারীয়া লানু আপনার হাতে লুর্দ মাতার পবিত্র জল লইয়া প্রথমে উহাতে আঙ্গুল বুড়াইয়া নিজের গায়ের উপর ক্রুশের দাগ কাটিলেন, পরে মুখের কাছে জলের গেলাস আনিয়া আস্তে আস্তে পান করিতে লাগিলেন। তখন হঠাৎ তাঁহার মুখ পাঙ্গাস বর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার পাঙ্গাস মুখ দেখিয়া, যাহারা তাঁহাকে ধরিয়াছিল তাহারা পাছে তিনি মূর্চ্ছা গিয়া পড়িয়া যান, সেজন্য তাঁহাকে আরও জোরে ধরিয়া রহিল; কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে সঙ্গী দুই জনার ভয়ের কারণ দূরীভূত হইল। বিধবা লানু মনের উল্লাসে তাহা-দিগকে কহিলেন: "আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে শীঘ্র ছেড়ে দাও। আমি সুস্থ হয়েছি।" তথাপি সঙ্গী দুই জনা তাঁহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিল না; পাছে তিনি পড়িয়া যান এই আশঙ্কায় তাহারা আলগোচে ধরিবার জন্য তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া

রহিল। কিন্তু মারীয়া লানু তীরের ন্যায় তাহাদের কাছ থেকে ছুটিয়া গেলেন ও নির্ভয়ে বেড়াইতে লাগিলেন। বিধবা লানুর সদ্য আরোগ্য স্বচক্ষে দেখিয়াও কোন ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মিল না যে তিনি বাস্তবিক সুস্থ হইয়াছেন; এজন্য ইনি বুড়ির হাতে এক গাছা ছড়ি দিয়া তাহাতে ভর দিতে কহিলেন। লানু ছড়ি গাছটার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিলেন ও এক দমকে তাহা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। এই সদ্য আরোগ্যের পরে, কয়েক জন লোকে, একদা, মারীয়া লানু যথার্থই সুস্থ হইয়াছেন কি না জানিবার জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে তাহাদের সামনে বেড়াইতে কহেন। ইহাতে তিনি কহিলেন: "মহাশয়গণ, বেড়াও কেন, আমি দৌড়িতে পারি।" এই সকল কথা বলাও যা, আর অমনি তাঁহাদের সাক্ষাতে করাও তা।

গ্রামের চতুষ্পার্শবর্তী লোকে আশী বৎসরের বুড়িকে গহ্বরের পবিত্র জলে চির-রোগ হইতে সুস্থ হইতে ও যুবতীর ন্যায় তাঁহাকে বাড়ীতে ও মাঠে অনায়াসে কাজ করিতে দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য হইয়া ঈশ্বরের ও ধন্যা মাতা মারীয়ার কতই ধন্যবাদ করিল। যে মান্যবর চিকিৎসক বিধবা লানুকে দেখিতেন, তিনি তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া নিজে স্বাক্ষর করিয়া স্বীকার করিলেন যে এই আরোগ্য "ঈশ্বরের ক্ষমতার চাক্ষুষ ও সাক্ষাৎ ফল।"

সুতরাং গহ্বর যাত্রার বিরুদ্ধে দুরাত্মাদের ককানি কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র সার হইল। বরং তাহাদের চিৎকার শুনিয়া যাহারা পূর্বে গহ্বর ব্যাপার, এই এক হুজুক, মনে করিত, তাহারা এক্ষণে মনোযোগ দিয়া তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যে অস্ত্র দ্বারা দুরাত্মাগণ সাধারণ লোকের মনে অলৌকিক দর্শন বিষয়ে অবিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিল, তাহাই

তাহাদের সমস্ত দুরাশা নির্মূল করিয়া ফেলিল। মাসাবিএল গহ্বরেই হউক বা অন্যত্রেই হউক, সামান্য জলের গুণে যতই উক্ত প্রকার সদ্য আরোগ্য ও অন্যান্য সদৃশ ব্যাপার ঘটিতে লাগিল, ততই স্রোতের ন্যায় রোগী ও যাত্রীদের সংখ্যা গহ্বরে দিন দিন এত বাড়িয়া উঠিল যে গহ্বরের সত্য কাহিনী পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় সর্ব সমক্ষে দীপ্ত হইয়া, বাষ্পের মতন সর্বত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রতিদিন, গহ্বর স্থলে, ভোর বেলা হইতে রাত্র দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সংখ্যাতিরিক্ত যাত্রীদলের এত যাতায়াত, তথাপি সেখানে কোন সময়ে তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয় নাই। অগণন যাত্রীগণ সারবন্দী হইয়া সেই নিস্তব্ধ শৈল গহ্বরে এমন আসিত, অবিরল ধারায় হাঁটু পাতিয়া শৈল তলে এমন নীরবে প্রার্থনা ও ধ্যান করিত ও খানিক পবিত্র জল পানান্ত সাধ্বী কুমারীর গুণ কীর্তন করিয়া, পাছে তাহাদের পরে উপস্থিত দর্শকদের কোন ব্যাঘাত জন্মে বা সেখানে স্থানাভাব হয়, এজন্য অনতিবিলম্বে এমন বাহির হইয়া যাইত, যে শত্রুরা তাহাদের উপর আস্ফালন করিতে বা তাহাদিগকে আইনের জালে ফেলিতে কোন ছিদ্র পাইত না। স্বর্গের রাণীর প্রতি ভালবাসায় ও আগ্রহে উত্তপ্ত হইয়া, কাথলিক আচার অনুযায়ী, বিশ্বাসীরা পূর্বমত গহ্বরে জপের মালা, ফুলের মালা ও তোড়া, বাতি, সোণা ও রূপার মুদ্রা অজস্র ভাবে যতই অর্পণ করে, ততই জাকোমে হুজুর ও তাঁহার কর্মচারীগণ সময়ে সময়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সমুদায় পবিত্র দর্শনী ও দান সামগ্রী লুটপাট করে। তথাপি ধার্মিকগণ হাকিমের এই প্রকার অবিচার ও মতিচ্ছন্ন দেখিয়াও ধৈর্যভাবে তাহা সহ্য করিয়া আবার নূতন নূতন দান সামগ্রী গহ্বরে আনিয়া দেয়।

গহ্বর যাত্রীদের এইরূপ চাল চলন ও বেআদবির কথা শুনিয়া তার্বের শাসনকর্তা মাসী সাহেব অত্যন্ত কুপিত হইলেন ও তাঁহার মনে মনে যে কুমতলব ছিল তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য অহোরহো নূতন নূতন উপায় খাটাইতে লাগিলেন। হয় কেবলমাত্র ও শুদ্ধ দবদবা ও তাড়না দ্বারা গহ্বর যাত্রা বন্ধ করা, না হয় যাত্রীদিগকে ইচ্ছামত গহ্বরে আসিতে দেওয়া এই দুইয়ের এক উপায় তিনি অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার যখন বিশ্বাস জন্মিয়াছে গহ্বর জলে খনিজ দ্রব্য আছে তখন কিরূপে তিনি দুঃখী রোগী ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকদিগকে সেই নির্মল জলের ব্যবহারে সুস্থ হইতে অনুমতি দেন? রে অন্ধ মাসী! তোকে ধিক! তোর জন্ম কেন অন্ধকার পূর্ণ পেগান রাজ্যে হয় নাই? যাহাই হউক, মানুষ ধনী হউক বা গরিব হউক, বিশ্বাসী হউক বা নাস্তিক হউক, সৎ হউক বা দুষ্ট হউক, যে প্রকৃতির লোক হউক না কেন, তাহার সাধ্য বা শক্তি কি, যে সে সর্ব্বব্যাপী ও সর্বান্তর্যামী ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কোন কায করে? বাস্তবিক এস্থলে স্নেহময়ী জননী মারীয়ার পদার্পণে দুষ্টদের শত্রুতা দেখিয়া সেই শাস্ত্রীয় মধুর বচন আমাদের মনে পড়ে: যথা, "আমি তোতে ও নারীতে, এবং তোর বীজে ও তাহার বীজে শত্রুতা জন্মাইয়া দিব: ইনি তোর মস্তক চূর্ণ করিবে।" নরকের কুলাঙ্গার ও ভ্রষ্ট দূতগণ কি মারীয়ার প্রতি এতাদৃশ সম্মান দেখান কখন সহিতে পারে? ভাগ্যক্রমে এই সময়ে শাসনকর্ত্তার মস্তিষ্কে এক বড় চতুর ভাবের উদয় হইল। ফরাশী দেশে, রুস বা তুর্কির আইন মত, কাহাকে স্বেচ্ছামত গ্রেফতার করা বা অবিচারে শাস্তি দেওয়া বিধি নয়; এখানে পদে পদে আইন দেখান আবশ্যক। এক্ষণে মাসী সাহেব গহ্বর কাণ্ড বন্ধ করিবার জন্য নানা রূপ ভাবিতে

ভাবিতে তাহার মনে হইল মাসাবিএল পাহাড়ের গহ্বর স্থল সহর কুলের অন্তর্গত, সুতরাং আইন মত লুর্দের নগরপতি সেই স্থলের প্রকৃত মালিক। আইনের বলে ইনি ভোগ দখলী কোন সম্পত্তির সত্ত্বাধিকারীর ন্যায় গহ্বরে কাহার যাতায়াত বন্ধ করিতে পারেন। এজন্য কোন হেতু নির্দেশ করিতেও তিনি বাধ্য নন। শাসনকর্তার এই কঠোর ব্যবস্থায় কেহ কোন দোষ ধরিতে পারেন না; অথচ ইহার লঙ্ঘনে যে কোন ব্যক্তিকে ন্যায় মত শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। এই ধার্য্য মতে, পর দিন, তিনি লুর্দের নগরপতিকে এই মর্ম্মে পত্র দ্বারা হুকুম পাঠাইলেন:—

সহর লুর্দের নগর-পতি,

প্রতিআগে,

ধর্ম্মের মঙ্গলার্থে,—গহ্বরের জঘন্য কাণ্ড রহিত করিতে,—স্থানীয় সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে,—গহ্বরের জলে খনিজ দ্রব্য থাকা বোধে,—খনিজ জল সকল রাজার খাস সম্পত্তি হওয়ায়—হুকুম দেওয়া যায় যে সহর তলির অন্তর্গত মাসাবিএল পাহাড়ে যাইবার পথ বেড়া দিয়া ঘিরিবে ও পূর্ব্বোক্ত ফোয়ারার জল ব্যবহার করিতে কাহাকেও দিবে না ও সাইন বোর্টে এই সকল কথা লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দিবে: এই সম্পত্তির উপর প্রবেশ নিষেধ। এই হাল হুকুম যে অমান্য করিবে তাহাকে আইন মত দণ্ড পাইতে হইবে। সহর লুর্দের থানা গুলির বড় কর্ত্তা, দারোগা, চৌকীদার ও সহর কুলের উপরওয়ালার উপর এই হুকুম জারী ও হাঁসিল করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল।

তাং ৮ই জুন, ১৮৫৮ সাল

ও. মাসী
জেলা তার্বের শাসনকর্ত্তা।

ইহা ছাড়া শাসনকর্তার হুকুম ঢোল পিটিয়া সহরময় বাহাল করা হইল। এমন সংবাদ শুনিয়া দুষ্টের দল আনন্দ ভরে হাত তালি দিতে লাগিল; কিন্তু সৎ লোকে মর্ম্মাহত হইয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "কি অবিচার! অসভ্য ও বর্বর জাতিরাও পীড়িত লোকদের প্রতি দয়া প্রকাশ করে; কিন্তু যে ফ্রান্স দেশ সভ্যতার জন্য এত শ্লাঘা করে, সেইখানকার রাজ-শাসন কি না রোগীদের প্রতি দয়া করা দূরে থাকুক, তাহাদের উপর সর্বতোভাবে অত্যাচার করিতেছেন।" বিশ্বাসীরা কেবল এই রূপ বলিয়া যে ক্ষান্ত হইল তাহা নহে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই শাসনকর্তার আদেশ অমান্য করিয়া গহ্বর পথের বেড়া ভাঙ্গিতে লাগিল, কেহ কেহ বেড়ার উপর মই লাগাইয়া উহার অপর পারে গেল। সহরের হাকিমও দণ্ড বিধির আইন মতে এই সকল অপরাধীদিগকে জরিমানা করিতে লাগিলেন। অগত্যা বিশ্বাসীদের দল পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল ও বড়ই উত্তেজিত হইল।

ইতিমধ্যে শ্রীমতী বার্ণাদেত্তাও ধর্ম-সার বা খৃষ্টীয় ধর্মের প্রশ্নোত্তর নামক বইখানি ভালরূপে শিখিয়া ও কয়েক দিন পূর্ব হইতে ঈশ্বরে গাঢ় ভক্তি ও একাগ্র চিত্তে জপ, তপ, ধ্যান ও প্রার্থনা করিয়া প্রথম সহভাগ লইতে প্রস্তুত হইল। খৃষ্টের শরীর ও রক্ত হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহাতে সম্মিলিত হওয়া অপেক্ষা মহিমার বিষয় আর কি হইতে পারে ভাবিতে ভাবিতে সে ভক্তিরসে গদগদ হইয়া অপার আনন্দের স্রোতে সাঁতার কাটিতে লাগিল। বার্ণাদেত্তার শান্তিময় হৃদয়ে পবিত্রতার সুগন্ধে মোহিত হইয়া হয়ত প্রভু যীশু খৃষ্টও আপন মাতৃ-প্রেমের পাত্রির সহিত মিলিত হইতে সমেচ্ছুক হইয়াছিলেন। জুন মাসের ৩ রা তারিখে, খৃষ্টের শরীরের পর্ব দিনে, মিসা-বলির

শুভক্ষণে, সরলতা, সুশীলতা ও নির্দোষীতার দর্পণ, মারীয়া-ভক্ত কন্যা-রত্ন ত্রাণকর্তা যীশু খৃষ্টে প্রগাঢ় বিশ্বাস, জ্বলন্ত ভরসা ও উত্তপ্ত প্রেম রূপ তিনটী বহুমূল্য বস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন আভরণ বা বেশ ভূষায় সুসজ্জিত না হইয়া, সামান্য পোষাক পরিয়া ও শুচিতার হার গলে দিয়া, প্রীতি পূর্ণ অন্তরে ঈশ্বরীয় প্রেমামৃত আহার করিল। বোধ হয় আমাদের প্রভু যীশু খৃষ্টও নবীনা যুবতীর বিমল মানস সরোবরে সানন্দে ডুবিতে ডুবিতে পরম প্রীত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে জুন মাস কাটিয়া গেল; জুলাই মাসের আধাআধি উপস্থিত। গ্রীষ্মকালে এদেশের রাজপুরুষ ও ধনী লোকদের বিশ্রাম স্থান যেমন হিমালয়ের পাহাড়গুলি, ইউরোপের মধ্যে পিরেণে পাহাড়গুলিও তেমনি। পারি, লণ্ডন, রোম, বার্লিন প্রভৃতি রাজধানীর মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণ দৈনিক কার্যে ক্লান্ত হইয়া এই সময়ে পিরেণে পাহাড়ে বিহার করিতে আসিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও রাজ্যের রাজমন্ত্রী, মহাসভার প্রভু ও সভ্যগণ, বড় বড় সওদাগরগণ, রাজদূতগণ, মণ্ডলীর নেতাগণ, হাকিম, লেখক ও বক্তাগণ পাহাড়ের শীতল ও পরিষ্কার বাতাস সেবন করিয়া সবল হইবার জন্য, ইউরোপের চারি দিক হইতে, এই সকল নির্জন পিরেণে পাহাড় গুলিতে বৎসরে বৎসরে এক এক বার এই সময়ে ভ্রমণ করিয়া স্ব স্ব শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর করেন। কি বিশ্বাসী, কি অবিশ্বাসী, কি আস্তিক, কি নাস্তিক, কি জ্ঞানী, কি অপ্রকৃত পণ্ডিত, সকল মতের ও রীতির লোক সকল এই পাহাড় বিহারী সমাজের মধ্যে আছেন। বিধাতার অপূর্ব বিধানে এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যক্তি-গণের সমক্ষেই তাঁহা কৃত অলৌকিক দর্শন ব্যাপার ঘটিল। তবে শ্রীধাম বৈথলেহমে যেমন আমাদের প্রভু যীশু খৃষ্ট আপন

জন্ম-রাত্রে সেই দীন, দরিদ্র, নিরাশ্রয়, নম্র ও ক্ষুদ্র রাখালদের প্রথমে দর্শন দিয়া পরে জ্ঞানী রাজাগণের সাক্ষাৎ হইয়াছিলেন, তেমনি মাসাবিএল গহ্বরেও প্রথমে দীন হীন, রোগী ও ক্ষুদ্র প্রাণী ও পাহাড়ীয়াদের সমক্ষে আপন কার্য দেখাইয়া, জগতের মধ্যে যাঁহারা ধনী, মানী, গুণী ও বুদ্ধিমান তাঁহাদিগকে উহার সাক্ষী হইতে দিলেন।

আজ জুলাই মাসের ১৬ই। কার্মেল পাহাড়ের গিন্নির পর্ব। আজ সুকুমারী বার্ণাদেত্তা, বহুকালের পর, আপন হৃদয় মন্দিরে পূর্বমত সেই অদৃশ্য শক্তির সুমধুর স্বরের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল। এবার সেই অদৃশ্য শক্তি তাহাকে মাসাবিএল পাহাড়ের গহ্বরের দিকে না চালাইয়া, গাভ নদীর অপর পারে যেখানে বিশ্বাসীরা থানার লোকের উপদ্রবের ভয়ে প্রার্থনা করিতে ছিল, সেই খানে লইয়া গেল। সায়ংকাল, ৮ টার সময়। তখন কন্যা-রত্ন বার্ণাদেত্তা গাভ নদীর ডান ধারে গিয়া হাঁটু পাতিয়া মালা জপিতে না জপিতে, সর্বাঙ্গ সুন্দরী ও আলোময়ী যীশু খৃষ্টের শ্রীমাতা পূর্বমত সেই গহ্বরের মধ্যে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন ও তাহাকে দর্শন দিলেন। কন্যা-রত্ন, বহুদিনের পর, অনুপমা, সুধাময়ী, সেই নির্মলা ও নিষ্কলঙ্কা কুমারীকে দেখিয়া অপরিমেয় সুখ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে, মৌমাছি যেমন নিবিষ্ট চিত্তে ফুল হইতে মধু আহরণ করে, তেমনি সেও অপরূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সুধামৃত পান করিতে লাগিল। খানিক ক্ষণ পরে স্বর্গের রাণী কন্যা-রত্নের পানে চাহিয়া মুচকি হাসিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন তিনি সেই অবলা কন্যাকে উৎসাহ দিয়া কহিলেন: যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সেই সকল ভালর জন্যই। পরে তিনি, "প্রিয়ে, এ জন্মের মতন আমি বিদায় হই," এই কথা গুলির ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বালিকার দিকে মাথা

নোয়াইলেন ও কোন কথা না বলিয়া অন্তর্হিত হইয়া স্বর্গের অনন্ত ধামে চলিয়া গেলেন। ম'সাবিএল গহ্বরে ইহাই সাধ্বী কুমারীর অষ্টাদশ ও শেষ অলৌকিক দর্শন; আর তিনি বার্ণাদেত্তার সম্মুখে আবির্ভূত হন নাই।

দিবাকর পূর্ব দিক হইতে উঠিয়া, পৃথিবীর উপর, প্রায় বার ঘণ্টা কাল, কিরণ ও আলো বিকীর্ণ করিয়া অস্তাগত হইলেও যেমন তদ্দত্ত উত্তাপ ও রক্তিমা কিছুক্ষণ রহিয়া যায়; তেমনি ধন্যা কুমারী মাসাবিএল পাহাড়ের গহ্বরে আঠার বার আবির্ভূত হইয়া এত দিব্য রশ্মি ও অলৌকিক জ্যোতিঃ বিস্তীর্ণ করিয়া স্বর্গের অনন্ত ধামে অন্তর্হিত আছেন যে অদ্যাপিও সেই অস্তাগত দিব্য দর্শনের অপূর্ব মহিমা ও প্রভা, কেবল লুর্দের গহ্বরে বা তার্বাঞ্চলে নহে কিন্তু পৃথিবীর চতুষ্কোণে, বিস্তৃত হইয়া সমুদায় বিশ্বাসীদের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে। বাস্তবিক, কেবল বার্ণা-দেত্তাই, লয়লার সুসন্তানের ন্যায়, স্বর্গের অমৃত আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া ও জগতের অতুল সুখৈশ্বর্য হেয়জ্ঞান করিয়া, যিনি স্বর্গের দ্বার সেই কুমারী মারীয়ার চির অদর্শনের শোকে বিহ্বল হইয়া বলিতে পারিত: "Quam sordet tellus dum cœlum intueor,"* অর্থাৎ, স্বর্গের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, জগত কেমন ময়লা বোধ হয়।

জের এলাকার অন্তর্গত সাঁন্ত বুস্তএঁ সহরে যোহন মারীয়া তাম্বুর্ণে নামে কোন বালক ক্ষীণাঙ্গ রোগে কয়েক মাস ভুগিতে ভুগিতে জরজরিত হইয়া পড়ে। তাহার ডান পায়ের দারুণ যাতনায় কব্জীর মাংসপেশী মোচড়াইয়া গেল ও পাখানি কদর্যভাবে বাঁকিয়া রহিল। অবিরত পায়ের যন্ত্রণায় অস্থির হওয়ায় বালকের ক্ষুধা নিদ্রা বন্ধ হইল ও দিন দিন সে আরও দুর্বল হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার পিতা মাতা, তাহার

---

* লয়লার সাধু ইগ্নেৰ।

আরোগ্যের জন্য, স্থানীয় চিকিৎসককে ডাকিয়া কত ঔষধ ও ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিল; কিন্তু কিছুতে তাহাদের প্রিয়তম সন্তানের রোগের কোন উপশম হইল না। না খনিজ জলের ব্যবহারে, না উহাতে স্নান দ্বারা তাম্বুর্ণের কোন উপকার দর্শিল। পুত্রের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তাহার পিতা মাতা কায় মন চিত্তে কত যত্ন, শ্রম ও শুশ্রূষা দ্বারা রীতিমত তাহার চিকিৎসা করাইতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিল না; কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাহাদের সমস্ত উদ্যম ও খরচপত্র, মরুভূমিতে জল সেচনের ন্যায়, ব্যর্থ হইল। অগত্যা, ছার ঔষধের বলে, সন্তানের সুস্থ লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া, বালকের পিতা মাতা এই সময়ে মাসাবিএল পাহাড়ে দয়াময়ী জননীর অলৌকিক আবির্ভাব ইতিহাস শুনিয়া তাঁহার প্রতি ফিরিল। ১৮৫৮ সালের ২৩শে সেপ্তেম্বর তারিখে যোহনের মাতা যোহনকে নীয়া গাড়ীতে করিয়া লুর্দে যাত্রা করিল। সাঁন্ত যুস্তএঁ হইতে সহর লুর্দ প্রায় পোনের ক্রোশ পথ। কিন্তু পারমাত্মিক বিশ্বাসের এমনি শক্তি যে জননী সেই অদ্ভুত জলের গুণে সম্পূর্ণ আস্থা রাখিয়া লুর্দে পঁহুছিয়া ও মাসাবিএলের পবিত্র গহ্বরে গিয়া আপন পীড়িত পুত্রকে ফোয়ারার জলে স্নান করাইল ও সাগ্রহে, যিনি রোগীদের স্বাস্থ্য, সেই ধন্যা কুমারীর কাছে প্রার্থনা করিতে না করিতে, হঠাৎ দেখিতে পাইল তাহার যোহন চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় প্রফুল্ল বদনে এক দৃষ্টিতে আকাশ পানে চাহিয়া আছে ও তাহার মুখ মণ্ডল এক অপূর্ব আলোতে জ্যোতির্ময় হইয়াছে। সন্তানের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া জননী জিজ্ঞাসিল: "বৎস রে, তোমার হয়েছে কি?" যোহন বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মাতাকে কহিল: "আমি ঈশ্বর ও সাধ্বী কুমারীকে দেখছি।" পুত্রের মুখ হইতে এই কথাগুলি শুনিবামাত্র, পদ্ম পত্রের বারি বিন্দুর ন্যায় জননীর

চিত্ত চঞ্চলিত হইল ও আহ্লাদে তাহার বুক উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ইত্যবসরে যোহনের সংজ্ঞা হইল।

তখন সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল: "মা, আমি আরাম হয়েছি। আমার আর কোন যাতনা নাই; আমি এখন বেশ চলিতে পারিব।"

বাস্তবিক যোহন সুস্থ লাভ করিল ও পায়ে হাঁটিয়া সহর লুর্দে গেল। এই সদ্য আরোগ্যর সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাতনা, ক্ষীণতা, অরুচি ও অনিদ্রাও আর কিছুমাত্র রহিল না; সহরে পঁহুছিয়া যোহন পরিতোস পূর্ব্বক আহার করিল ও সেই দিন সমস্ত রাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। পর দিন, প্রাতঃকালে, যোহনের মাতা ও যোহন পবিত্র গহ্বর দর্শনান্তে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিবার জন্য সহর লুর্দের কোঁন পুরোহিতকে একটী মিসা বলিতে প্রার্থনা করিয়া প্রফুল্ল অন্তরে সেখান থেকে স্বদেশে প্রস্থান করিল। এবার তাহারা সমস্ত পথ পায়ে হাঁটিয়া গেল। সহর যুস্তএঁর কাছাকাছি হইবামাত্র, দূর হইতে বালক যোহন, তাহার পিতাকে পথের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, তাহার মাতার হাত ছাড়িয়া দিয়া পিতার কাছে দৌড়িয়া গেল ও ঝাঁপ দিয়া তাঁহার কোলে উঠিয়া কহিল: "বাবা, সাধ্বী কুমারী আমায় ভাল করেছেন।" লুর্দ যাত্রীরা যে পথ দিয়া ফেরত আসিত সেই পথে প্রাণসম পুত্র ও প্রাণ সখা স্ত্রীর দর্শন লাভের আশায় প্রায়ই যোহনের পিতা অপেক্ষা করিতে২ মনে মনে ভাবিতেন: কি আমার সন্তানের রোগ সুস্থ হইল, না সে মারা গেল; কি যে হইল তাহার কোন খবরও পাইলাম না। এইরূপ মনের অবস্থায় তিনি আপনার প্রিয়তম সন্তানকে হঠাৎ তাঁহার কাছে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া পরম বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে প্রস্তরবৎ স্তম্ভীত হইয়া

রহিলেন। সন্তানের মুখ হইতে কুশল বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার কর্ণ কুহর সুশীতল হইল ও তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন: "হে পরমেশ্বর, তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছ। এজন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। হে সাধ্বী মারীয়া, তোমার অনুগ্রহে আমি চির-বাধিত হইলাম।" পরে তিনি পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন ও তিন জনে একত্রে বাড়ীতে পঁহুছিয়া পাড়া প্রতিবাসীদের মধ্যে যাহারা যোহন মারীয়া তাম্বুর্ণেকে দেখিতে আসিল তাহাদের নিকট যোহনের পিতামাতা আমাদের লুর্দ মাতার অপার কৃপার বিষয় বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

যুস্তঁএ সহরেই যে কেবল এই প্রকার অপূর্ব কাহিনীর ঢেউ উঠিল তাহা নহে; অন্যত্রেও করুণাময়ী সাধ্বী কুমারীর উৎকৃষ্ট মহিমা ও অনুগ্রহের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া গেল। আরাস সহরে শ্রীমতী মারীয়া মাসো বর্দনাভ নাম্নী এক তপস্বিনী* ছিলেন। তিনি দীর্ঘ কালাবধি নানাবিধ রোগে ভুগিতে ভুগিতে, অবশেষে, তাঁহার হাত ও পা বাঁকিয়া এমন অবশ হইয়া যায়, যে আর না কোন কায করিতে, না স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিতেন; সুতরাং এই ভগিনী বড়ই অসুখে কালাতিপাত করিতেন। একদা তিনি সহর তার্বে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, আরাসে ফেরত যাইবার সময়, পথে সহর লুর্দ পাইয়া, মাসাবিএলের গহ্বর দর্শনের উত্তম সুযোগ, তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হওয়ায় তথায় থামিলেন ও গহ্বর দর্শনে গেলেন।

---

* ইংলিষ ভাষায় তপস্বিনীকে নন্ (nun) কহে। কাথলিকেরা সচরাচর এই তপস্বিনীদিগকে ভগিনী বলিয়া ডাকেন। যেখানে তপস্বিনীরা থাকেন তাহার নাম মঠ: ইংলিষ ভাষায় কনভেণ্ট (convent)। এই দেশের ছিটেন কৃস্তানরা আমাদের তপস্বিনী ও মঠের উপর বড় চটা; কিন্তু ধনী ও ভাল হিন্দুরা আপনাদের কন্যাগণকে সুশিক্ষার্থে তথায় পাঠাইয়া থাকেন।

মাসাবিএলের গহ্বরে পঁহুছিয়া, ভগিনী মাসো ফোয়ারার পবিত্র জলে আপনার হাত ডুবাইতে না ডুবাইতে, তৎক্ষণাৎ তাহা সুস্থ হইয়া গেল। ইহাতে বড়ই বিস্ময়াবিষ্ট ও আহ্লাদিত হইয়া, সেই তপস্বিনী পরম ভক্তির সহিত প্রার্থনা করিতে করিতে আপনার পায়েও সেই জল লাগাইলেন; পায়েও সেই জল মলিতে না মলিতে তৎক্ষণাৎ তাহা সরল ও সহজ শরীরের মতন হইয়া গেল ও পায়ের শির গুলি স্ব স্ব স্থানে সরিয়া যাওয়ায় তিনি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় চলিবার শক্তি পাইলেন।

ভগিনী মাসো এই আশাতীত ফল লাভে অনুগ্রহিত হইয়া প্রাণের সহিত ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে গহ্বর হইতে সহরের দিকে পায়ে হাঁটিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন এক কৃষক কন্যা পথের ধারে একটী মস্ত কাঠের বোঝা নাবাইয়া রোদে ও বোঝার ভারে ক্লান্ত হইয়া, একখানা পাথরের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে; ইহা দেখিবামাত্র মারীয়া মাসো তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: "ওলো কন্যা, তোমার বোঝা আমাকে বহিতে দাও; যেহেতু এই মাত্র ঈশ্বর আমার প্রতি এক মহা আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, ও আমাকে আরোগ্য করিয়া আমার বোঝা তুলে নীয়েছেন." ও বলিতে বলিতে সেই সদ্য রোগ মুক্ত তপস্বিনী কৃষক কন্যার কাঠের বোঝা তুলিয়া আপনার মাথায় রাখিয়া সহরে ঢুকিলেন। "ঈশ্বর যাহা তোমাকে অমনি দেন, তাহা অন্যকে অমনি দাও," আমাদের পবিত্র শাস্ত্রের এই বচন। সেই অবধি ভগিনী মারীয়া মাসো বর্দনাভ উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করিলেন।

দিন দিন এইরূপ আশ্চর্য আশ্চর্য ক্রিয়া দ্বারা পবিত্র গহ্বর সংক্রান্ত অলৌকিক বিষয়ের রব, স্রোতের ন্যায়, দেশে দেশে, সহরে সহরে, গাঁয়ে গাঁয়ে, পথে পথে ও যেখানে সেখানে এত

বেগে প্রচারিত হইয়া পড়িল যে নাস্তিক দলের খবরের কাগজ ওয়ালারা যে সকল গূঢ় কথা ঢাকিতে বা মিথ্যা ভাবে রটাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তৎসমুদায় সাধারণের সমক্ষে স্বচ্ছ কাচের ন্যায় ঝক ঝক করিতে লাগিল; কাজে কাজেই অনন্যোপায় হইয়া অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা ও রটনা তাহাদিগকে বন্ধ করিতে হইল। কিন্তু সূক্ষ্ম দর্শী বিশ্বাসীগণ এই দুর্মতিগ্রস্ত শত্রুদেরই বাক বিতণ্ডায় সত্য কথা অবগত হইয়া ইতালি, জর্মনি প্রভৃতি বহু দূরস্থ দেশ বিদেশ হইতে গহ্বরের পবিত্র জল পাইবার জন্য সহর লুর্দে পত্র লিখিতে লাগিল। কুমারী মারীয়ার প্রতি এতাদৃশ ভক্তি দর্শনে সজ্জনদের কতই আমোদ; কিন্তু দুষ্টেরা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল।

সর্বগত্যন্ত গর্হিতং। না সাধারণ দেব সেবায় মন্ত্রী রুলা, না লুর্দের মেজষ্টর সাহেব জাকোমে, না ইহাঁর গুণধর চেলারা যাত্রীদের গহ্বরে যাতায়াতে বাধা দিতে ও অপরাধীদিগকে ধরিয়া শাস্তি দেওয়াইতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিল। যাঁহার হাতে সমস্ত তার্ব জেলার শাসন ভার, সেই বার মাসী যদিও জ্ঞাত ছিলেন যে রাসায়নিক পণ্ডিত ফিল্‌হল্‌ ফোয়ারার জলে কোন খনিজ দ্রব্য দেখিতে পান নাই এবং শ্রীপাঠ তার্বের গুরুবর্গ মাসাবিএল গহ্বরের অলৌকিক দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়াও তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই তথাপি তিনি একরাজের ন্যায় আপন প্রজাদের উপর দৌরাত্ম্য করিতে নিরস্ত হইলেন না। গুরুবর, যাত্রীদল, সহজ বুদ্ধি বা আশ্চর্য ক্রিয়া বা ঈশ্বর নিজে এক দিকে, আর হুজুর মাসী অপর দিকে। "Etiamsi omnes, ego non": অর্থাৎ, যদ্যপি সকলে, তবু আমি না।

ইত্যবসরে সহর অসের প্রধান গুরুবর শ্রীল দেসালিনি লুর্দের তীর্থ দর্শনে আসেন। এই শুভ তীর্থ যাত্রার সুযোগে, তিনি

মাসাবিএল গহ্বরে অলৌকিক দর্শনের অবিকল বৃত্তান্ত, ফোয়ারার জলে চির-রোগীদের সদ্য আরোগ্য, দুঃখী বার্ণাদেত্তার সুবিমল চরিত্র, মন্ত্রী রুলাঁ ও তাঁহার অনুগত মাসী সাহেবের কার্য প্রণালী ও গহ্বর যাত্রীদের উপর উৎপীড়ন প্রভৃতি বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অবগত হইয়া বুঝিতে পরিলেন যে মাসাবিএল পাহাড়ের দর্শন ব্যাপার ঈশ্বরীয় কার্য এবং মন্ত্রী ও শাসনকর্তা যে এ বিষয়ে ব্যাঘাৎ দিতেছেন তাহা অন্যায়। সুতরাং এই অযথা অত্যাচারের প্রতিবিধান করা কার্য হওয়ায় তিনি নিজে সরাসর ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নকে এ সম্বন্ধে জ্ঞাপন করিতে গেলেন।

সে সময়ে সম্রাট নেপোলিয়ন-ওয় বিয়ারিস সহরে ছিলেন। ওস্ সহরের প্রধান গুরুবর তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আপন অনুচরকে হুকুম দিলেন: তাঁর কৃপাকে বৈঠক খানায় বসাও। পরে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া গুরুবরের যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্বক কহিলেন: প্রভু, ভবদীয় কৃপার শুভাগমনে আজ আমি বড়ই চরিতার্থ হইলাম; আমার সৌভাগ্য ক্রমে আপনার কৃপার দর্শন পাইলাম। ধর্ম-পরায়ণ গুরুবর শ্রীল দেসালিনি সম্রাটের কুশল বার্তা জিজ্ঞাসিয়া, কথান্তরে নিজ মনোগত ভাবের আভাস দিয়া মাসাবিএল গহ্বরের আগা গোড়া বিস্তারিত বৃত্তান্ত নৃপতিকে জানাইলেন।

সম্রাট নেপোলিয়ন-ওয় স্বভাবতঃই বড় অল্প-ভাষী ছিলেন ও কাহার সহিত কথার কচাল করিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁর মনের ভাব কেবল কার্য দ্বারা জানা যাইত, কথা দ্বারা বড় প্রকাশ পাইত না। তিনি প্রস্তর মূর্তিবৎ হইয়া গুরুবরের মুখ হইতে মাসাবিএল গহ্বরে বার্ণাদেত্তার অলৌকিক দর্শনের

সমস্ত বিস্তারিত আদ্যন্ত বিবরণ, রাজমন্ত্রী, শাসনকর্ত্তা ও তাঁর কর্মকর্তাদের ভয়ঙ্কর অত্যাচার কাণ্ড এক মনে শুনিতে শুনিতে বুঝিলেন যে প্রজাদের উপর অন্যায় অত্যাচারে রাজ ক্ষমতার দুর্ণাম জন্মিয়াছে; ইহাতে সম্রাটের চোক দুইটী যেন নলপাইয়া উঠিল। তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আপনার কাঁধ কোঁকড়াইলেন। তাহাতে স্পষ্টই জানা গেল তিনি উক্ত রাজকর্ম-চারীদের উপর বড় চটিয়াছেন। গুরুবর শ্রীল দেসালিনির সমস্ত কথা সমাপ্ত হইলে পর, সম্রাট আসন হইতে উঠিয়া ও "প্রভু, আমি এ বিষয়ের প্রতিকার করিব," বলিয়া সম্মান পূর্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন। গুরুবরের প্রস্থান মাত্র, সম্রাট এক টুকরা কাগজে কিছু লিখিয়া সজোরে ঘণ্টা বাজাইলেন, কহিলেন:

"এইটী তার-ঘরে নীয়ে যাও।"

সেই দিনে শাসনকর্তা মাসী সাহেব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে পদার্থ-বিদ পণ্ডিতদের মত সত্য, অর্থাৎ, পৃথিবীর এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত সুবিস্তৃত লৌহময় তারের যে তড়িত কণা দ্বারা খবর যায় আর মেঘের যে বিদ্যুত হইতে বাজ পড়ে তাহা একই পদার্থ। বস্তুতঃ তিনি সম্রাট নেপো-লিয়নের নিকট হইতে উক্ত তারের খবর পাইয়া তাহা পড়িতে না পড়িতে: "হায়, বিধাতঃ," বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, যেন বিনা মেঘে তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত হইল ও সর্বাঙ্গ কাঁপিতে কাঁপিতে আসনে পড়িয়া গেলেন। কারণ সম্রাটের এই তারের খবরে তার্বের শাসনকর্তার উপর এই হুকুম ছিল যেন তিনি খাড়া খাড়া গহ্বরের বেড়াগুলা ভাঙ্গিয়া ফেলেন ও লোকদের নির্বিঘ্নে গহ্বরে যাতায়াত করিতে দেন। সর্বমত্যন্ত গর্হিতং।

সম্রাটের এই হুকুম হাঁসিল করিতে শাসনকর্তা মাসী সাহেব কয়েক দিন গড়িমসি করিলেন ও তাঁহার রায় রহিত করিবার

জন্য মন্ত্রী রুলাঁকে ধরিলেন বটে; কিন্তু কোন মতেই সম্রাটের হুকুমের কিছুমাত্র নড়চড় হইল না। কথায় বলে, হাকিম ফেরে, তবু হুকুম ফেরে না। তখন শাসনকর্তা মহাশয়ের হুঁশ হইল; তিনি ভাবিলেন, এখন হয় আমার দর্প খর্ব হয়, না হয় আমার হাকিমি পদটী যায়। এই উভয় সঙ্কট স্থলে কোনটী করা উচিত এ বিষয় অনেক ক্ষণ ভেবে চিন্তে পরিণামে তাঁর মনে হইল: মান বড় না ধন বড়? ইহাতে তাঁর মতে ধনই বড় হওয়ায়, তিনি আপনার মানে জলাঞ্জলি দিয়া নিজের মোটা বেতনটী বজায় রাখিবার জন্য মাথা হেঁট করিয়া সম্রাটের হুকুম জারী করিতে জাকোমেকে পত্র পাঠাইলেন।

পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ যে আগে হয় তাহা এই শাসনকর্তা মাসী সাহেবের উদাহরণে বেশ বুঝা যায়। ক্রোধ, লোভ ও অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া তিনি নির্দোষী ও সরলা বালা বার্ণাদেত্তার ও অন্যান্য বিশ্বাসীদের কি কষ্ট না দিলেন! কিন্তু কাঠের বিড়ালে কি কখন ইন্দুর ধরে? শাসনকর্তার কি সাধ্য স্বর্গের সহিত যুদ্ধ করা? অমন লক্ষ লক্ষ হাকিম এক ফুয়ে কোথায় উড়ে যায়? যিনি সমস্ত তার্ব জেলার হর্তা কর্তা, যাঁর হুকুমে নিরীহ বিশ্বাসীদের ধর্ম-পালনে কত বিঘ্ন জন্মিল, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁর এক্ষণে কি অপমান না হইল! অবিশ্বাস ও পাপের চারা নিপাত করিতে যিনি স্বর্গ হইতে এই পৃথিবীতে পদার্পণ করিলেন, হে ভ্রান্ত শাসনকর্তা! তুমি কি সাহসে তাঁর গতি রোধ করিতে যাও?

যাহা হউক, ৪ঠা অক্তবর তারিখে, সম্রাটের নামে, শাসনকর্তা মাসী সাহেবের, গহ্বর-পথের বেড়া সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চূড়ান্ত হুকুম লুর্দ সহরের থানাধ্যক্ষ জাকোমের নিকট পঁহুছিলে, তাঁর আর বিস্ময় ও দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি মনে মনে

কহিলেন : "আমার যিনি উপরওলা, তাঁহারই যখন এত অপমান হইল, তখন, ক্ষুদ্র প্রাণী যে আমি, আমার যে ততোধিক অপমান হইবে, তার আর বিচিত্র কি আছে? কেননা অন্ধ অন্ধের পথ দর্শক হইলে, উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়। মাঝে থেকে আমি এবার গেলাম; কিন্তু আমার কান্নায় আর কি ফল : ইহা কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। আমার যেমন কর্ম তেমনি ফল। কথায় বলে, সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে নরক গমন। সাধারণ লোকের কাছে এ অপ্রতিভ রাখবার কি ঠাঁই আছে?" এইরূপে বিলাপ করিয়া জাকোমে সাহেব নিজেকে অনেক ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু পেটের নিমিত্ত নিজের চাকরী বজায় রাখিবার জন্য, মোটা বেতন-ভোগী শ্রীযুত জাকোমেও অপমানের ডালি মাথায় নীরা শাসনকর্তার হুকুম পালন করিতে গেলেন। পেটে খেলে, পিঠে সয়।

জাকোমে সাহেব শরেজমিনে আসিবার পর্বেই, কোন গতিকে সহর বাসীদের মধ্যে বিয়ারিস সহরের হুকুম কানাঘুষা হইতে থাকে; তাহাতে পাপাত্মারা লজ্জায় অধোবদন হয়, কিন্তু ধার্মিকদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহারা বাতি, ধূপ, দীপ, জপ-মালা, ফুলের মালা হাতে করিয়া দলে দলে গহ্বরের দিকে যাত্রা করিল ও যাইতে২ দেখিতে পাইল থানাধ্যক্ষও অনেক বরকন্দাজকে সঙ্গে লইয়া গহ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পরে তিনি নিকটবর্তী হইলে, বিশ্বাসীরা তাঁর প্রতি কত উপহাস, ঠাট্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সাগর গর্ভস্থ পাহাড়ে যতই কেন ঢেউ আসিয়া পড়ুক না, তথাপি উহা যেমন অচল থাকে, তেমনি তিনিও জনতার বিদ্রূপে অস্থির না হইয়া গহ্বর স্থলে গিয়া পঁহুছিলেন ও এক খণ্ড পাথরের উপর দাঁড়াইয়া : "কাছে এস আমি কিছু বলিতে চাহি," ইঙ্গিত দ্বারা এই ভাব উপস্থিত

লোকদিগকে জানাইলে সকলেই এক মনে তাঁর বক্তৃতা শুনিতে আসিল। শ্রীযুত জাকোমে কহিলেন: "হে আমার বন্ধুগণ, সহর-কুল* যে বেড়া দিবার হুকুম পাইয়াছিল তাহা এখন ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে; বলা বাহুল্য যে গহ্বর পথ বন্ধ করার সম্বন্ধে আমি বড় দুঃখিত ছিলাম। আপনাদের ধর্মকর্মে এই ব্যাঘাতে আমাকে যেমন শোক লাগিয়াছিল, তেমন অপর কাহাকে কি লাগিয়াছে? বন্ধুগণ, আমিও স্বধর্মে আছি ও আপনাদের মত আমারও ভক্তি আছে। কিন্তু যে অধীন কর্মকারী, তাহাকে সেপাইয়ের মত, যত বড় নিষ্ঠুর কাজ হউক না কেন, করিতেই হয়; আমারও সে ভিন্ন আর কোন উপায় ছিল না। সুতরাং আমাকে বড় সাহেবের হুকুমের বশীভূত হইয়া চলিতে হইয়াছিল। এজন্য আমি এ বিষয়ে দায়ী নহি। তবে হে বন্ধুগণ, আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে আপনাদের সুন্দর চাল চলন, সসম্ভ্রমে রাজকীয় আদেশ পালন ও অচল ধর্মপরায়ণতা দেখিয়া আমার উপরওয়ালাকে আমি জানাই ও আপনাদের হইয়া অনেক যুজি। আমি কহিলাম: "লোকদের কোন দোষ নাই, তবে কেন তাহাদিগকে গহ্বরে প্রার্থনা ও ফোয়ারার জল পান করিতে না দেওয়া হয়?" এইরূপে, বন্ধুগণ, হুকুম রদ হইয়াছে; এইরূপেই শাসনকর্তা মহাশয় ও আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর কোন মতে এই সকল বেড়াগুলা রাখা হইবে না। এই বেড়া দেওয়াতে আপনারা যত বিরক্ত না হন, তার চেয়ে বেশী আমি হই।"

হে ভদ্র পাঠক, প্রবল প্রতাপশালী শাসনকর্তার মানের খর্বতার বিষয় ও থানাধ্যক্ষের এই সকল চাটু বাক্য শুনিয়া, আপনি বুঝিতেই পারেন আগুণ,—সম্রাটের তারের হুকুম, দেখিলে হাতী,—মূর্তিমান মাসী সাহেব, ও বাঘ,—কীর্তিমান হাকিম

* Municipality, মিউনিসিপালিটী।

জাকোমে কেমন ত্রাস পায়! যাহাই হউক, সাহেব প্রবর শ্রীযুত জাকোমের এই অসাধারণ বক্তৃতায় সকলেই অবাক হইয়া গেল। জনতার মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল; কিন্তু ছোকরার দল ফুষফাষ করিতে করিতে হাসিয়া উঠিল। ইহাতে ভগ্ন মনোরথ হইয়া, তিনি বরকন্দাজদিগকে বেড়া সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। অবিলম্বে সেই সকল ভূমিসাৎ হইয়া গেল। আজ গহ্বরের পথ গুলি জনাকীর্ণ; মাসাবিএল পাহাড়ে অসংখ্য লোকে হাঁটু পাতিয়া কুমারী মারীয়ার স্তবগুলি গায়িতে লাগিল:

Sancta Maria,	ora pro nobis.	সাধ্বী কুমারী,	আমাদের জন্য প্রার্থনা কর —
Virgo potens,		শক্তিমতী কুমারী,	
Virgo clemens,		করুণাময়ী কুমারী,	
Regina sine labe originali concepta,		আদি পাপ বিনা গর্ভজাত রাণী,	

অষ্টম কাণ্ড।

সম্রাট, মন্ত্রী ও শাসনকর্তা,—যেমন কর্ম তেমনি ফল,—ধর্মের
কল বাতাসে নড়ে,—গহ্বরের পবিত্র জলে, মৃতপ্রায়
শ্রীমত্যা মাদলিনী রিজানার অমোঘ আরোগ্য
ও মর্ত্ত দে সাম্নে মহাশয়ের কন্যার
অত্যাশ্চর্য চক্ষু-লাভ,—অনুসন্ধান
সমিতির মীমাংসা : অলৌ-
কিক দর্শন, দৈব কার্য,—
তৎসম্বন্ধে গুরুবর
শ্রীল লরেন্তর
পালক পত্র
প্রচার।
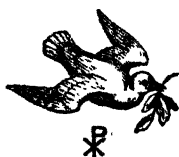
"কারণ যেমন ধূল বাতাসে উড়ে যায় ও পাতলা ফেণা ঝড়ে ছড়িয়ে পড়ে: এবং ধূঁয়া যেমন বাতাসে ছড়িয়ে যায়, দুষ্টদের ভরসা তেমনি।"

পুরাতন শাস্ত্রের জ্ঞান-কাণ্ড,* ৫ম পর্ব, ১৫র পদ।

অনন্ত ঈশ্বর, সমস্ত পৃথিবী তোমার গৌরবে পরিপূর্ণ। ও স্বর্গ তোমার মহিমা ধারণ করিতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য ও তারাগণ, আলো ও অন্ধকার, বিদ্যুৎ ও মেঘ সকল, যুগে যুগে তোমার প্রশংসা ও ধন্যবাদ করে। তোমাকে,

---

* পুরাতন শাস্ত্রের এই জ্ঞান কাণ্ড (The Book of wisdom) নামক গ্রন্থ খানিতে উনিশটী পর্ব আছে। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কাথলিকগণ যে গ্রন্থ খানি ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাক্য

হে অনন্ত পিতা, সমস্ত দূতগণ, স্বর্গ ও শক্তিগণ, চেরূবীম ও সেরাফীম নিরন্তর ডাকিয়া গায়: পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, প্রভু সেনাগণের ঈশ্বর। হে ঈশ্বর, তুমি যখন যাহা করিতে ইচ্ছা কর, তখনি তাহা হয়। ক্ষুদ্র মনুষ্যের কি সাধ্য তাহাতে ব্যাঘাত জন্মায়? চাকা ঘুরিলে, যেমন উহার উপর ভাগ নীচে নামে ও নীচের ভাগ উপরে উঠে; তেমনি মন্ত্রী, শাসনকর্তা ও থানাধ্যক্ষ এই তিন ব্যক্তির মান খর্ব হইয়া পড়িল ও বার্ণাদেত্তার যশ, খ্যাতি ও কীর্তি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিল।

সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র, এই তিন পদার্থের মধ্যে যেমন পরস্পর সম্বন্ধ আছে, সম্রাট নেপোলিয়ন, মন্ত্রী রুলাঁ ও শাসনকর্তা মাসী ত্রয়ের মধ্যেও তেমনি সম্বন্ধ ছিল; বস্তুতঃ, সূর্য তেজোময়; কিন্তু পৃথিবী ও চন্দ্র নিস্তেজ পদার্থ; সুতরাং ইহারা উভয়েই যেমন সূর্যের আলো দ্বারা দীপ্তিমান হয়, তেমনি ফ্রান্স দেশের রাজ-লক্ষ্মী ও রাজ-দণ্ড সম্রাটের হাতে ন্যস্ত থাকায়, মন্ত্রী ও শাসনকর্তা ইহাঁরা উভয়ে স্বতঃ ক্ষমতা বিহীন হইলেও বাদশাহ কর্তৃক শাসন-ভার পাওয়ায় ক্ষমতাবান ও

বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন, তাহা ছিটেন বা পতিত মহাশয়গণ তাঁহাদের "ইব্রীয় ও গ্রীক ভাষা হইতে ভাষান্তরীকৃত 'ধর্ম পুস্তক' হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। তবে জাগ, হে পতিত ভাইগণ, এই ঘোর অন্ধতায় ও অজ্ঞানতায় আর থাকিও না, উঠ, চল ও সুলোলিত কাথলিক প্রণালী পড়। ঐ দেখ, কাথলিক মণ্ডলীর সম্বন্ধে পৃথিবীর সমস্ত জাতিরা কি বলিতেছে: "এবং শেষের দিনে প্রভুর বাড়ীর পাহাড়, পাহাড়ের মাথার উপরে প্রস্তুত হবে, ও ছোট ছোট পাহাড়গুলির চেয়ে উঁচু হবে, ও সমস্ত জাতি তার পানে বহিয়া আসিবে।

"এবং অনেক লোকে যাইতে যাইতে বলিবে: এস, আমরাও প্রভুর পাহাড়ে, ও যাকুবের ঈশ্বরের বাড়ীতে যাই, এবং তিনি আমাদিগকে তাঁর রাস্তা শিখাবেন, ও আমরা তাঁর পথগুলিতে বেড়াব; কারণ সিওন থেকে ব্যবস্থা, ও যেরুশালেম থেকে প্রভুর বাক্য নির্গত হবে।"

ঈশায়াহ ২।২,৩

তাঁহার সভায় শোভাময় হন। অপিচ গগণ মণ্ডলে যৎকালে তেজোময় সূর্য আপন কিরণ প্রভা সগৌরবে বিস্তার করিয়া ঘুরিতে থাকে, তৎকালে পৃথিবী যেমন তাহাকে প্রদক্ষিণ করে, আর চন্দ্র প্রহরীর ন্যায় পৃথিবীর যেন সেবা করিতে করিতে ইহাকে বেষ্টন করে; তেমনি মন্ত্রী রুলাঁ বাদশাহ নেপোলিয়নকে প্রদক্ষিণ করেন, আর শাসনকর্তা মহাশয় মন্ত্রীর সেবা করিয়া থাকেন। এতাবৎ কাল এই ব্যক্তি ত্রয় একৈক্যে ও বেশ মনের মিলে ছিলেন বটে; কিন্তু লুর্দের ব্যাপার লইয়া তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য জন্মিল।

গ্রহণ কালে যেমন পৃথিবী ও চন্দ্র, সূর্যের অদর্শনে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়; তেমনি মন্ত্রী রুলাঁ ও শাসনকর্তা মাসী, সম্রাটের কৃপা-কটাক্ষ পাত হইতে বঞ্চিত হইয়া, অপযশ, অখ্যাতি, ও দুর্গতির ভাগী হইলেন। তখন থানাধ্যক্ষ জাকোমের যে অপমান ও দুর্দশার একশেষ হইবে তার আর বিচিত্র কি। অদ্যাবধি এই তিন জনে কেমন সুখী ছিলেন। জগতে তাঁদের ন্যায় ভাগ্যবান কি কেহ ছিলেন? কিন্তু সহর লুর্দের অলৌকিক দর্শনে ব্যাঘাৎ দিতে চেষ্টা করায় তাঁহারা সেই সুখ ও সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইলেন ও হাতে হাতেই স্ব স্ব পাপের শাস্তি পাইলেন। যেমন বাঁশে বাঁশে ঘষাঘষি হইলে ঝাড়ে আগুণ লাগে ও সমস্ত বাঁশগুলি পুড়িয়া যায় তেমনি এই তিন ব্যক্তি পরস্পর দোষের ভাগী হওয়ায় একই দশায় নিপতিত হইলেন। প্রথমে, যিনি তার্ব জেলার শাসনকর্তা, সেই বারঁ মাসী অন্যত্রে বদলী হইয়া গেলেন; পরে শাসনকর্তার সঙ্গে এক যোগে যিনি বড় বাহাদুরী পাইয়াছিলেন, তাঁর সেই বাহন শ্রীযুত জাকোমেও স্থানান্তরে প্রেরিত হইলেন। অবশেষে মন্ত্রী রুলাঁ ফ্রান্স রাজ্যের সাধারণ দেব সেবার মন্ত্রীত্ব পদ হইতে চ্যুত হইয়া অন্য পদে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়ে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ নিঃসহায় ও দুঃখী সুবিরুর কন্যা বার্ণাদেত্তাতেই পাওয়া যায়। যেমন সোণা যত আগুণে গলান যায়, ততই শুদ্ধ ও উজ্জ্বল হয়; যেমন চন্দন যত পাথরে ঘসা যায়, ততই তাহা হইতে সুগন্ধ বাহির হয়; তেমনি কন্যা-রত্ন বার্ণাদেত্তা দুষ্ট লোকদের কুচক্রে ও ষড়যন্ত্রে ভাজা ভাজা ও মর্ম্মান্তিক ব্যথা, কষ্ট ও ক্লেশ পাইলেও শীঘ্রই তাহার যশ, খ্যাতি ও সচ্চরিত্রের কোমল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। কারণ শ্রীপাঠ তার্বের গুরুবর শ্রীল লরেন্স আপন পালের জন্য এই সময়ে এক খানি পালক পত্র প্রচার করিয়া প্রমাণ করিলেন যে মাসাবিএল গহ্বরের দর্শন, অলৌকিক ও দৈব কার্য বৈ আর কিছুই নয়। ইতি মধ্যে, হে প্রিয় পাঠক, কিছু ক্ষণের জন্য চল আমরা দুই আশ্চর্য ক্রিয়ার বিষয় শুনি; তৎপরে গুরুবরের পত্রের মর্ম পাঠ করিব।

যে গ্রাম থেকে হেনরি বুস্কে গহ্বরের পবিত্র জলে সদ্যঃ আরোগ্য লাভ করে, সেই নে নামক গ্রামে ৬২ বাষট্টী বৎসরের এক বিধবা বুড়ি বাস করিতেন। তাঁর নাম মাদালিনী রিজান বিবি। এখন তাঁর নিদান কাল উপস্থিত। ১৮৩২ সালে বিবি রিজান ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। অনেক কষ্টে শ্রেষ্ঠে তিনি সে যাত্রা ভালয় ভালয় রক্ষা পান বটে; কিন্তু সেই অবধি তাঁর দেহ-মন্দির সমস্ত রোগের আধার স্বরূপ হইয়া উঠে। ওলাউঠাতেই তাঁর পক্ষাঘাত হয়। পক্ষাঘাতেই তাঁর বাম অঙ্গ হীন হইয়া যায়; সুতরাং, তদবধি উঠিতে, বসিতে, দাঁড়াইতে, শুইতে, বিবি রিজানার ক্লেশের আর সীমা ছিল না। চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর ধরিয়া তিনি শয্যাগত আছেন। দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইলে বিবি ঘরের দেওয়াল ধরে ধরে উঠিতেন ও কখন কখন নেংচে নেংচে চলিয়া বেড়াইতেন। যদিও তাঁর বাড়ী মন্দিরের খুব

কাছে, তথাপি কাহার সাহায্য বিনা তিনি সেখানে মিসা শুনিতে যাইতে পারিতেন না। মন্দিরে কেহ তাঁকে না ধরিলে, তিনি বসিতে বা হাঁটু পাতিতে পারিতেন না। ইহার উপর তাঁর আবার রক্তের বমি হইত। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়, কখন কখন বিবি রিজানার দেহ শিহরিয়া উঠিত ও তাঁর সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিত। রাত্রিকালে তাঁর ভালরূপে নিদ্রা হইত না। কোন ভারি দ্রব্য আহার করিলে, তাহা হজমও হইত না। শুদ্ধ সুপ, কাফি ও জল খাইয়া তিনি এত কাল বাঁচিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁকে অসহ্য যন্ত্রণা ভুগিতে হইত। বিশেষতঃ শতের কি আঠার মাস হইতে দিন দিন তাঁর অবস্থা বড়ই মন্দ হইয়া আসিতেছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তাঁর চলৎ শক্তি রহিত ও স্পর্শেন্দ্রিয় অবশ। এমন কি লোকে তাঁকে ধরে কেদারা থেকে বিছানায় শুয়াইতে গেলে বিবি রিজান তাদের কহিতেন: "আমার হাত পা কোথা আছে?" এই বিষম রোগের অশেষ যাতনায় অস্থির ও জীবনে হতাশ হইয়া তিনি চিৎকার করিয়া বলিতেন: "হায়, হায়, ইহলোকের যাত্রার কি শেষ হইবে না। হে দয়াময় যীশু, আমার প্রতি মুখ তুলে চাও, আমাকে উদ্ধার কর। সাধ্বী মারীয়া, আমার জন্য প্রার্থনা কর। অন্তিম কালে তুমি আমার সহায় হও।" এইরূপে বুড়ি বিবি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অনেক বিলাপ করিতেন। আজ অবধি না তাঁর ব্যারাম সারিল, না প্রাণ বাহির হইল। তৈলাভাবে যেমন দীপটী মিট মিট করে, তেমনি তাঁরও জীবন প্রদীপটী নিব নিব হইল। কেননা গত কয় মাস ধরিয়া তাঁর ব্যারাম যেমন বাড়া-বাড়ী, শরীরের যাতনাও পূর্বাপেক্ষা তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে বাম দিকের পক্ষাঘাত ডান পায়ে আসিল,

শরীর ফুলিয়া উঠিল ও হাড় গোড় ভাঙ্গা দ অক্ষরের মতন তার সর্বাঙ্গ এমন কুঁকড়াইয়া গেল যে তাঁকে খালি এক পাশে শুইয়া থাকিতে হইল। একে পাকস্থলীতে কামড়ানী ও পেটের দাহ, তার উপর বিবি রিজানার পায়ে এমনি টাটানি হইয়াছিল যে তাঁর মনে হইত যেন দুই পায়ে কেবল চোঁচ ফুটিতেছে। এক পাশ হইয়া বহু কালাবধি শয্যাগত থাকায়, তাঁর পিঠময় ফোড়া হইল, গা ফাটিতে লাগিল, শোষ ফুটিল, ও ঘাগুলি থেকে পচা পুঁজ বাহির হইয়া বড় দুর্গন্ধ ছুটিল। কঠিন ব্যারাম। এ যাত্রা তিনি রক্ষা পান না বা। একে তাঁর অনিদ্রা, অরুচি ও বেহজমি, তার উপর দেহ অশাড়, ইন্দ্রিয় অবশ ও শরীরের বেদনা আন্তরিক ও বাহ্যিক। যে কেহ তাঁর সেই অবস্থা দেখিত, সে অমনি শিহরিয়া উঠিত ও বিবির জন্য কত সমবেদনা জানাইত। এস্থলে আমাদের বলা বাহুল্য যে বিবি রিজানাকে সুস্থ করিবার জন্যে কবিরাজেরা যে সকল উদ্যম, শ্রম, যত্ন, ঔষধ ও ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সে সকলই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুতরাং তাঁরা মাথা নাড়িয়া একে একে বিধবা বুড়িকে এলে দিলেন, কহিলেন: এই রোগ ভাল করা আমাদের দুঃসাধ্য।

বিবি রিজান মাদালিনীর দুইটী সন্তান ছিল: এক কন্যা ও এক পুত্র। লুবিনা তাঁর কন্যার নাম, তাঁর পুত্রের নাম রোমা রিজান। মিস লুবিনা আপনার বৃদ্ধ মাতার কাছেই ছিলেন ও প্রাণপণে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন। লুবিনার সহোদর রোমা বর্দ সহরে এক হৌসওয়ালার দপ্তরে কর্ম্ম করিতেন। এজন্য মিস লুবিনা মাতার অন্তিম কাল উপস্থিত ভাবিয়া আপনার প্রিয়তম ভাইকে, মা মর মর, পত্র পাঠ মাত্র বাটী আসিও, এক চিঠিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। রোমা

আপন ভগিনীর পত্র পাইবামাত্র ক্ষণেক বিলম্ব না করিয়া বর্দ হইতে যাত্রা করিলেন; কিন্তু ইনি বাটীতে পঁহুছিয়া ২।১ দিন থাকিতে না থাকিতে হৌসওয়ালার দপ্তরে কাজের এমন ঝঞ্চাট পড়িল যে, তিনি রোমা সাহেবকে ঝটপট ফিরিয়া আসিতে, তারে খবর পাঠাইলেন; অগত্যা তাঁহাকে নিষ্ঠুর কর্মানুরোধে, মৃতপ্রায় জননীর মৃত্যু-শয্যা ত্যাগ করিয়া নিজের কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে হইল। সুতরাং তিনি স্নেহময়ী জননীকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁর আশীর্ব্বাদ নীয়া, ইহ জীবনে মাতার সহিত এই শেষ দেখা মনে করিয়া বিদায় হইলেন।

পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী আমাদের মাতা। এজন্য তিনি আপন সন্তানদের পরলোকে যাত্রা কালে তাহাদের সান্ত্বনা ও সাস্থ্যের জন্য পবিত্র তৈল দ্বারা মৃতপ্রায় রোগীদিগকে সস্নেহে মালিশ করেন ও ইহলোকে বা পরলোকে আত্মার মঙ্গলার্থে মন্ত্র পাঠ করেন; অবশেষে স্বর্গের পবিত্র যেরূশালেমে নিরাপদে যাত্রার জন্য পবিত্র পাথেয় দিয়া তাহাদের সবল করেন। বিবি রিজানও আপনার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া পুরোহিতকে ডাকাইয়া অন্তলেপন সংস্কার নীলেন। একে অসহ্য যাতনা, তার উপর দীর্ঘ কাল স্থায়ী শ্বাস, ইহাতে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বারম্বার চিৎকার করিয়া কহিলেন "হে আমার ঈশ্বর, আমাকে ভুলিও না। প্রভু, আমাকে হয় সুস্থ হইতে, না হয় মরিতে দাও। তথাপি, হে ঈশ্বর, আমার ইচ্ছা নয়; কিন্তু তোমার ইচ্ছা পালিতা হউক।" ক্রুশের ভগিনীগণ নামে এক দল তপস্বিনী ইগনে থাকিতেন। সেই তপস্বিনী দলের যিনি বড় মাতা, তিনি বিবি রিজানার সহোদরা ভগিনী। এজন্য তিনি সেই আশ্রমস্থ ভগিনীগণকে কুমারী মারীয়ার নিকট হয় নিজের শীঘ্র আরোগ্য, না

হয় মৃত্যুর উদ্দেশ্যে এক নব-রাত্র* করিতে ও তাঁহার শক্তিময় সাহায্য চাহিতে অনুনয় করিলেন। আর এই সময়ে পাম্প্লার নেসান বিবি লুর্দের তীর্থে যাইতেছেন শুনিয়া, তাঁহাকেও রোগীর ইচ্ছা অনুসারে গহ্বর থেকে খানিক পবিত্র জল আনিতে উপরোধ করা হইল; তিনিও তাহা আনিতে অঙ্গীকার করিয়া গেলেন।

আজ অক্টোবর মাসের ১৬ই, শনিবার। বিবি রিজানার অন্তিম কাল উপস্থিত। তাঁহার মুখ হইতে অনবরত রক্ত উঠিতেছে। মরিবার সময় যে সকল উপসর্গ হয়, সেই সকল তাঁহাতে এখন দেখা দিয়াছে। ধাত† ছেড়ে গেছে, চোকে ঘোলা পড়েছে। সামান্য কথা কহিবারও আর শক্তি নাই। কেবল মাঝে মাঝে অস্ফুট স্বরে: হে ঈশ্বর, প্রসন্ন হও, বলিতেছেন। যে কবিরাজ তাঁহার চিকিৎসা করিতেন, তিনি আজ দেখিয়া যাইবার সময় রোগীর সন্নিহিত ব্যক্তিদের সকলকে বলিয়া গেলেন: আজ রাত্রে, না হয় কাল সকালে বোধ হয় ঈশ্বর এঁর ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। মিস লুবিনা মাতার ভাবী মৃত্যু সংবাদ কবিরাজের মুখে জ্ঞাত হইয়া শোকে অধীরা ও বড়ই কাতর হইলেন। কাল স্বরূপ রাত্র আসিল। সমস্ত সে গ্রাম নিঃশব্দ হইল। যে সকল প্রতিবাসীগণ বিবি রিজানাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা একে একে আপনার আপনার ঘরে চলিয়া গেল। কেবল লুবিনা শোকের ছবি স্বরূপ স্নেহময়ী জননীর মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছে। মৃতপ্রায় জননী অস্ফুট স্বরে একবার আপনার কন্যাকে ডাকিলেন; মিস লুবিনা আপনার চোকের জল মুছিয়া তৎক্ষণাৎ মাতার কাছে গিয়া তাঁহার হাত দুইটী আপনার হাতে জড়াইয়া বলিল; "কেন, মা?" জননী মরিতে মরিতে বলিলেন: "ধনমণি আমার, আমাদের প্রতি-

---

* নয় দিনের নির্দ্দিষ্ট ভক্তি, ভজন পূজন ও প্রার্থনা। Novena. † সংস্কৃত ধাতু।

বাসী নেসান বিবির কাছে যাও, এত ক্ষণে বোধ হয় তিনি লুর্দ্ থেকে ফিরিয়া আসিয়াছেন; এক গেলাস গহ্বরের জল তাঁর কাছ থেকে চেয়ে আন। এই জল আমাকে সুস্থ করিবে। সাধ্বী কুমারী তাহা ইচ্ছা করেন।" মিস লুবিনা মাতার এইরূপ মানসিক ভাবে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন: "প্রিয় মা আমার, এখন রাত দুকুর। আপনাকে একলা রেখে আমি যেতে পারি না। নেসান বিবির বাড়ীতে সকলেই শুয়েছেন। কিন্তু, কাল* ভোরে, ফর্সা হইতে না হইতে তাঁর কাছে যাব।" "তবে, আমরা সবুর করিব।"

সেই অবধি রোগী নীরব হইলেন। কিন্তু সেই কাল রাত আর পোহায় না। সেই পাঁচ ঘণ্টা তাঁহাদের মনে হইল যেন পাঁচ দিন। প্রভাত হইবামাত্র মন্দিরের ঘণ্টাগুলি মহানন্দে টুং টুাং,—টং টং,—ঢং ঢং,—টিং টিং, ধ্বনিতে বাজিয়া উঠিল। পর ক্ষণেই গম্ভীর শব্দে ভূকাল্ প্রার্থনার ঘণ্টা বাজিবামাত্র, বিশ্বাসীরা ভক্তিপূর্ব্বক কুমারী মারীয়ার নিকট দূত সম্বাদ বলিল। লুবিনাও দৌড়িয়া নেসান বিবির বাড়ীতে গিয়া এক বোতল লুর্দের জল আনিয়া তাহার মাতাকে দিয়া কহিল: "এই, খাও মা, সাধ্বী কুমারী আপনাকে সান্ত্বনা করিতে প্রসন্ন হউন।" তখন বিবি রিজান সেই বোতলের খানিক জল পান করিলেন। জল পান করিবামাত্র সেই মৃতপ্রায় রোগী সু স্বরে বলিয়া উঠিলেন: "বাছা রে আমার, এ যে আমি জীবন পান করিলাম। এই জলে জীবন আছে। ইহাতে আমার মুখ হাত ও সমস্ত শরীর ধুইয়া দাও, ধুইয়া দাও।" প্রিয়তমা জননীর এই প্রকার কথায় চমৎকৃত হইয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে এক খানা

* রাত বারটা থেকে রাত বারটা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় এক দিন হয়।

শাদা নেকড়া সেই অপূর্ব্ব জলে ভিজাইয়া মাতার মুখ ধুইয়া দিল। তখন সেই প্রাচীনা রোগী জোরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন: "আমার বোধ হইতেছে, আমি আরাম হইয়াছি!" "আমি আরাম হইয়াছি।" পরে রোগীর যেখানে যেখানে ফুল ছিল ও পক্ষাঘাতে অঙ্গহীন হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে জল দিতে না দিতে, লুবিনা আহ্লাদ, ভয় ও বিস্ময়ে দেখিতে পাইল, মাতার শরীরের ফুল সকল কমিতে কমিতে অন্তর্হিত হইয়া মিশাইয়া গেল এবং তিনি যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া লুবিনা কিছু ক্ষণ চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন, এমন সময়ে জননী তাহাকে কহিলেন: "সন্তান রে আমার, আমার বোধ হইতেছে, যেন আমার সমস্ত গা থেকে আগুণ ছুটিতেছে।" এই গাত্র দাহ ক্ষণকাল মাত্র ছিল বটে, কিন্তু দৈব ইচ্ছার বলে এত কালের রোগ কোন আন্তরিক প্রণালী দ্বারা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া গেল। সেই পবিত্র জলের ব্যবহারে, মুহূর্ত্তের মধ্যে, বিবি রিজানার অশাড় দেহ সবল হইয়া উঠিল। প্রফুল্ল অন্তরে সেই বৃদ্ধা বিধবা কহিলেন: "আমি আরাম হইয়াছি, একেবারে আরাম হইয়াছি, সাধ্বী কুমারী কেমন উত্তম, কেমন শক্তিময়ী তিনি, লুবিনা, বাছাধন রে আমার, আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খেতে দাও।" লুবিনা মাতার কথায় আড়ষ্ট হইয়া তোতো করিতে করিতে কহিলেন: "কি খাবে, মা, কাফি কি দুধ এনে দোবো?" যে ব্যক্তি আজ ২৪ বৎসর এক রকম অনাহারী আছেন; এ পর্য্যন্ত যাঁহার পেটে কোন গুরুপাকের দ্রব্য পড়ে নাই, তাঁহার কি এখন সামান্য কাফি বা দুধেতে পেট ভরে? তিনি কন্যাকে কহিলেন: "ওরে আমার সন্তান, মাংস ও রুটী খাইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।" সে সময়ে ঘরে কিছু ঠাণ্ডা

মাংস প্রস্তুত ছিল; লুবিনা তাহাই মাতাকে আনিয়া দিল। বৃদ্ধা জননী প্রচুর পরিমাণে আহার ও পান করিয়া কন্যাকে কহিলেন: "এখন আমি একবার দাঁড়াব।" ইহা শুনিয়া লুবিনা থমকে দাঁড়াইল, কহিল: "না, মা, তা কোন মতে সম্ভব নয়;" কিন্তু জননী তাহার কথা মানিলেন না। তিনি কন্যাকে কহিলেন: "তুমি ভয় খাইও না। আমার পোষাক আনিয়া দাও। আমি বেশ আরাম হইয়াছি।" কি করে, মাতার একান্ত জেদ দেখিয়া লুবিনা পার্শ্বের ঘরে গিয়া আলমারী খুলিয়া মাতার বহুকালের তোলা পোষাক বাহির করিয়া যেমন ফিরিয়া আসিয়া ঘরের চৌকাটে পা দিয়াছে, অমনি চীৎকার করিয়া উঠিল ও তাহার হাত থেকে পোষাকটী মেজের উপর পড়িয়া গেল। লুবিনা অবাক ও স্পন্দহীন। তাহার মুখে আর কথা সরিতেছে না। সে প্রস্তরময় মূর্ত্তির ন্যায় এক দৃষ্টে তাহার মাতাকে দেখিতে লাগিল। মড়াকে সজীব হইতে দেখিলে লোকের মনে যেমন ভয়ঙ্কর আতঙ্ক হয় তেমনি তাহার মৃতপ্রায় জননীকে একা বিছানা থেকে উঠিয়া ঘরের মেজের উপর সাধ্বী কুমারীর মূর্ত্তির সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিতে ও মৃতে জীবন আসিয়াছে দেখিয়া লুবিনা আর লুবিনাতে ছিল না। তখন জননী প্রার্থনা সমাপ্ত করিয়া ও আপন কন্যার এই বিকলাঙ্গ অবস্থা দেখিয়া মেজের উপর হইতে আপন পোষাকটী তুলিয়া নীয়া তৎক্ষণাৎ পরিলেন এবং পুনরায় সেই পবিত্র প্রতিমার সামনে হাঁটু পাতিয়া ঐশ্বরিক ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

আজ রবিবার। সকাল বেলা। মিসার সময়। মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতেরা মিসা বলিতেছেন। সে গ্রামের বিশ্বাসীরা পরিপাটী রূপে দলে দলে মন্দিরে মিসা শুনিতে যাইতেছে। যাহারা পয়লা মিসা শুনে, তাহারা তখন ঘরে ফিরিয়া

আসিতেছে। মন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে ঘণ্টার সুস্বরে, ছোট ছোট বালক বালিকাদের বলকর প্রার্থনার রবে ও ক্রুশের সহিত সম্মিলিত সহভাগীদের অপার আনন্দে নে বাসীরা অনন্ত ঈশ্বরের কৃপায় পবিত্র রবিবার শুদ্ধ ভাবে কাটাইতেছে। বেলা তখন ৭টা। গির্জা থেকে যাইবার পথের ধারেই লুবিনাদের বাড়ী। প্রথম মিসার লোকেরা পথ থেকে হঠাৎ লুবিনার চীৎকার শুনিতে পাইয়া মনে করিল: "তবে বুঝি, এইমাত্র রিজান বিবি মারা গেলেন।" লুবিনা তরুণ বয়স্কা ও বাড়ীতে একা; সুতরাং পাড়া প্রতিবাসী ও তাহার বন্ধুগণ তাহার মাতৃ বিয়োগ জনিত শোকাবেগ নিবারণ করিতে ও প্রবোধ বাক্য দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে ত্বরায় বিবি রিজানার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত এই সকল দর্শকদের মধ্যে দুই জন পবিত্র ক্রুশের ভগিনী ছিলেন। ইহাঁরা লুবিনাকে বড়ই ব্যাকুল ও ঘরের দরজায় ঠেশ দিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিলেন: "আহা, বাছা, তোমার মা মারা গেলেন। কিন্তু তুমি আবার তাঁহাকে স্বর্গে দেখিতে পাইবে।" তখনও লুবিনার মুখে ভাল কথা সরিতেছে না; সে গদ গদ ধ্বনিতে ভগিনীদের কথার যবাব দিয়া কহিল: "আমার মা ফের বেঁচে উঠেছেন।" বালিকার এইরূপ উত্তর শুনিয়া ভগিনীরা মনে মনে করিলেন: "লুবিনা এলো-মেলো বকিতেছে।" কিন্তু লুবিনা যাহা কহিয়াছে তাহা বাস্তবিক। দর্শকগণের সেরূপ মনের ভাব শীঘ্রই তিরোহিত হইল। তাঁহারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র স্বচক্ষে দেখিতে পাইলেন সেই বৃদ্ধা নারী বিছানা থেকে উঠিয়া কুমারী মারীয়ার প্রতিমার সামনে হাঁটু পাতিয়া প্রার্থনা করিতেছেন; ও পরে দাঁড়াইয়া আগত দর্শকদের কহিলেন; "আমি আরাম হইয়াছি। আসুন আমরা সকলে হাঁটু পাতিয়া সাধ্বী কুমারীর ধন্যবাদ করি"

যেমন ক্ষণকের মধ্যে বিজলীর ছটা দেশময় ব্যাপ্ত হয়, তেমনি এই অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনার কাহিনী তৎক্ষণাৎ গাঁময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ঘরে ঘরে, পথে পথে, দোকানে দোকানে, বাজারে বাজারে, আশ্রমে আশ্রমে ও মঠে মঠে, ব্যক্তিমাত্রেই এই অশ্রুত পূর্ব ও অদ্ভুত আরোগ্যের কথা তোলা-পাড়া করিতে লাগিল। সে দিন লুবিনাদের বাড়ী একেবারে লোকে লোকারণ্য। যে এই দৈব আরোগ্যের বিষয় শুনিতেছে, সেই অমনি রিজান বিবিকে স্বচক্ষে দেখিতে ও তাঁহার মুখ থেকে সবিস্তারিত বিবরণ শুনিতে আসিতেছে। যে চিকিৎসক মহাশয় গত রাত্রেতেই রোগীর মৃত্যু হওয়া সম্ভব জ্ঞান করিয়া উপস্থিত লোকদের বলিয়া গিয়াছিলেন, আজ তিনি এই অসাধারণ আরোগ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা পারমার্থিক ও দৈব ক্ষমতার কার্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গেলেন। নে গ্রামে যে পুরোহিত মহাশয় ছিলেন, তিনি অবিলম্বে বর্দ সহরে রোমা সাহেবকে এক পত্র দ্বারা তাঁহার বাটীর কুশল বার্তা ও মাতা ঠাকুরাণীর অলৌকিক আরোগ্যের সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন। রোমা সাহেবের হাতে নিজের বাড়ীর চিঠি খানি আসিতে না আসিতে, মাতৃ বিয়োগের সংবাদ আসিয়াছে, এই ভাব তাঁর মনে উদয় হইল। কিন্তু পত্র খানি খুলিবামাত্র তিনি গোড়াতেই এই সকল কথা দেখিতে পাইলেন: "Deo gratias! Alleluia!" অর্থাৎ, "ঈশ্বরের ধন্যবাদ, হাল্লেলুয়া!" "হাঁ, প্রিয় বন্ধু, উল্লাসিত হও, তোমার মা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সাধ্বী কুমারী তাঁহাকে অলৌকিক ভাবে পুনর্জীবিত করিয়াছেন।" বাটীর এই আশাতীত শুভ সংবাদ পাইবামাত্র, রোমা তৎক্ষণাৎ নে গ্রামে চলিয়া গেলেন ও গাড়ী থেকে নামিতে না নামিতে দেখিতে পাইলেন কোন স্ত্রী লোক তাঁর কাছে দৌড়িয়া আসিতেছেন। ইনিই তাঁর মা।

প্রিয় পাঠক, চল এক্ষণে আমরা একবার তার্তাস গ্রামে যাই ও লুর্দ মাতা কর্তৃক আর এক অলৌকিক ঘটনার বিবরণ ভক্তি পূর্বক শুনি।

১৮৪৩ সালের এপ্রেল মাস। বার্ণাদেত্তার জন্ম গ্রহণের পূর্বে, সুতরাং লুর্দের অলৌকিক দর্শনের অনেক কাল আগে তার্তাসে এক মহান সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিষম বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। প্রায় এক বৎসর গত হইল, মওঁ দে সাম্নে মহাশয় শ্রীমতী আদেল দে সাংওঁর পাণি গ্রহণ করিয়া সদানন্দে ও মনের সুখে সবে নূতন জীবনের পথে পদার্পণ করিয়াছেন ও জীবন নদীর মধ্য দিয়া সাধের তরণি খানি ভাসাইয়া পরম সুখে বহিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে তাহা মহা তরঙ্গে পড়িয়া ডুব ডুব হইল। অকস্মাৎ মওঁ দে সাম্নের ভবনে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। প্রিয়তমা ভার্যার গর্ভ সঞ্চারে আত্মীয়, জ্ঞাতি, বন্ধু স্বজনের অন্তরে যেমন পরম হর্ষের উদয় হইয়াছিল, তেমনি প্রসুতির প্রসব কালে প্রমাদ বিপদের আশঙ্কায় সকলেই শোক সাগরে মগ্ন হইল। যেহেতু সুচিকিৎসকগণ তাঁহার প্রসব কালের পূর্ব লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া কহিয়াছিলেন: গর্ভজাত সন্তানের ও মাতারও বা প্রাণ বিয়োগ ঘটে। চিকিৎসকদের এই প্রকার মত শুনিয়া তাঁহার স্বামী ভয়ে ও শোকে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, যিনি দুঃখী লোকদের শান্তিদায়িনী সেই কুমারী মারীয়াকে অচলা ভক্তির সহিত সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "হে প্রেমময়ী মাতা, অনুগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রী ও সন্তানের জীবন ভিক্ষা দিউন।" ঘন ঘটাচ্ছন্ন মেঘ রাশি বাতাসে উড়াইয়া দিলে যেমন সুনীল আকাশে শান্তিময় লক্ষণ নয়ন গোচর হয়, তেমনি তাঁহার এই প্রার্থনা শেষ হইবামাত্র প্রেয়সীর প্রসব কালের পূর্ব লক্ষণে

যে ত্রাস জন্মিয়াছিল তাহা অপসারিত হইয়া গেল এবং ক্রমে ক্রমে সু লক্ষণের আভাস দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। যে সাংসারিক সুখের ভরা মৃত্যুর অতল গর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছিল তাহাতে এক্ষণে জীবনের সঞ্চার হইল। কুমারী মারীয়ার আশীর্বাদে বিবি দে সাম্নের জীবন রজ্জু এবার ছিন্ন হইয়া গেল না; পরন্তু মওঁ দে সাম্নে মহাশয় এক নবজাত কন্যার অমৃত মুখ দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন। দম্পতি দ্বয় কুমারী মারীয়ার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইলেন ও প্রাণের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। "আপনার কন্যার নাম কি রাখিবেন?" কেহ যদি তাঁহাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তাঁহারা বলিতেন: "তার নাম মারীয়া হইবে।"

কৃষ্টীয়ান রীতি অনুসারে, দুই তিন দিন পরে, পবিত্র বাপ্তিস্ম* দ্বারা শিশু সন্তানকে ধৌত ও কুমারী মারীয়ার নামে তাহার নামকরণ করা হইল; এবং কন্যার পিতা মাতা এই মানসিক করিলেন যে তিন বৎসর কাল তাঁহাদের কন্যা মারীয়া, কুমারী মারীয়ার ন্যায়, কেবল শাদা রংয়ের পোষাক পরিবে। এইরূপে তাঁহারা অতি যত্নের সহিত তাঁহাদের আদরের মেয়েকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে মারীয়া ডাগর হইয়া উঠিল ও দশ বৎসরে পা দিল। সন্তানকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া

---

* যে সংস্কার দ্বারা আমরা কৃষ্টীয়ান হইয়া ঈশ্বরের সন্তান ও মণ্ডলীর অঙ্গ হই তাহাকে বাপ্তিস্ম বলে।" ধর্মসার।

গৃক ভাষায় বাপ্তিস্ম শব্দের অর্থ: অবগাহন বা পবিত্র স্নান।

কৃষ্ট বলেন: জল ও পবিত্র আত্মা হইতে পুনর্জাত না হইলে, কেহ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। যোহন ৩।৫।

কিন্তু হিন্দুরা তামাসা ছলে হিন্দু কৃষ্টীয়ানদিগকে বলিয়া থাকেন: "কি হে অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছ?" "তোমাকে কলমা পড়িয়েছে?" "তোমার মাথায় জল দিয়েছে?"

ও পবিত্র ধর্মে দৃঢ় করা পিতা মাতার বড় কর্তব্য কর্ম ; এজন্য তাঁহারা প্রাণাধিক কন্যাকে বর্দ সহরে পবিত্র হৃদয়ের তপস্বিনী-দের পাঠশালায় লইয়া গিয়া ভর্তি করাইয়া দিলেন।

শুক্ল পক্ষের শশি-কাল যেমন অল্পে অল্পে বাড়িতে বাড়িতে পৌর্ণমাসীতে পদার্পণ করে, তেমনি বালিকা মারীয়া মর্ত্ত রূপে, গুণে, বিদ্যায় ও পুণ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে২ ষোল বৎসর পার হইল। ইনি ষোড়শ বর্ষীয়া ও পরম রূপবতী যুবতী, পিতা মাতার মনরঞ্জক ও নয়ন তারা। কিন্তু কথায় যেমন বলে "দুঃখানি চ সুখানি চ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে জগত," দে সাম্নে সাহেবেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। সন ১৮৫৮ সালের জানুয়ারি মাসের আরম্ভেই, অকস্মাৎ এই যুবতীর দুই চোকে এক প্রকার রোগ জন্মিল ও ক্রমে ক্রমে তাহাতে এত ঝাপসা ঠেকিতে লাগিল যে তাহার সমস্ত অধ্যয়ন বন্ধ হইয়া গেল। চিকিৎসকগণ চোক দুইটী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে চোকের এই পীড়া বড় কঠিন, একটী চোক একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও অপর চোকের অবস্থা বড়ই খারাপ। ঠাণ্ডা বাতাসের দরুণ এইরূপ রোগ জন্মায় নাই। এই রোগের নাম আমরোজিস। কবিরাজদের এই মত শুনিয়া মঠের প্রধান তপস্বিনী ব্যাকুলিত চিত্তে যুবতীর পিতা মাতাকে তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ লিখিতে বাধ্য হইলেন।

কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিলে যেমন তাহা জ্বলিতে থাকে, তেমনি দে সাম্নে সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী এই দুঃসংবাদ পাইয়া এত ব্যথিত হইলেন ও ছটফট করিতে লাগিলেন যে তাহা বর্ণনা করা বাক্যাতীত। তাঁহারা অনতিবিলম্বে বর্দ সহরে গিয়া কন্যাকে মঠ থেকে নিজ বাড়ীতে আনিলেন এবং চক্ষু-রোগের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকদের দ্বারা তাঁহাকে দেখাইতে লাগিলেন।

চিকিৎসা বিদ্যার যত দূর সাধ্য, চক্ষু রোগের যত প্রকার ঔষধ ও ব্যবস্থা আছে, সন্তানের স্বাস্থ্য লাভের জন্য পিতামাতা যাহা কিছু করিতে পারেন, তৎ সমুদায় অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না; প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কন্যার রোগ কোন মতেই আরাম হইল না। পিতামাতার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল। কন্যার দুই চোক অন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ইহাতে মারীয়া দুঃখ সাগরে ভাসিতে লাগিল। অগত্যা দে সাস্নে সাহেব ও তাঁহার মেম আপন কন্যাকে পারি সহরে লইয়া গিয়া উত্তমরূপে চিকিৎসা করাইতে স্থির করিলেন। যে সময়ে তাঁহারা সহরে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে "মেসেঞ্জর কাথলিকুই"* নামক বর্দ সহরের এক খানি ক্ষুদ্র খবরের কাগজ তাঁহাদের বাড়ীতে পঁহুছিল। এই কাগজেই পবিত্র গহ্বরের জল ব্যবহার দ্বারা কেমন করিয়া নে গ্রামের বিধবা রিজান বিবির উৎকট ব্যারাম অদ্ভুতরূপে আরোগ্য হয় তাহার বিবরণ ও তত্রত্য পুরোহিতের পূর্বোক্ত পত্র খানি ছাপান হইয়াছিল। কাঠফাটা রোদের সময় শ্রান্ত, ক্লান্ত ও তৃষার্ত্ত পথিক শীতল জল পান করিতে পাইলে যেমন সজীব ও সবল হয়, তেমনি এই খবরের কাগজে লুর্দ মাতার আশীর্বাদে অলৌকিক আরোগ্যের কথা পড়িয়া সন্তানের শোকে শোকাতুর ও ধার্মিক দে সাস্নে সাহেবের ধড়ে পুনরায় জীবনের সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কুমারী মারীয়ার দিকে ফিরিলেন ও আপন স্ত্রী ও কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন: ওগো স্ত্রী, কন্যা লো আমার, চল, শীঘ্র চল, আমরা লুর্দ মাতার আশ্রয় নী। সহর লুর্দে যখন ধন্যা কুমারীর আবির্ভাব হইয়াছে, তখন স্পষ্টই দেখা যাচ্চে যে তাঁহার অদ্ভুত আরোগ্য করিবার অভিসন্ধি

* Messager Catholique.

আছে। এই সময়ে সেখানকার পুরোহিতের নিকট গহ্বরের এক বোতল পবিত্র জল আছে শুনিয়া দে সাম্নে সাহেব নির্ম্মল কুমারীতে অটল বিশ্বাস রাখিয়া সস্ত্রীক, কন্যা ও কন্যার বন্ধু বান্ধব ও সঙ্গীদের সহিত অবিলম্বে লুর্দ মাতার সম্মানার্থে এক নব রাত্রের পালুনী আরম্ভ করিলেন।

সেই দিন রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে দৃষ্টি বিহীন মারীয়া লুর্দ মাতার জলে খানিক রেশমী কাপড় ভিজাইয়া ও দুই চোকের উপর দিয়া মাথায় বাঁধিয়া শুইতে গেল; এবং দৈব কৃপার বলে অলৌকিক আরোগ্য তাহার অদৃষ্টে ঘটিবে কি না মনে মনে অনেক তোলাপাড়া করিতে করিতে অতি কষ্টে নিদ্রা গেল। পর দিন প্রত্যুষে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবা-মাত্র, কৌতূহলী হইয়া, তাহার নজর সহজ শরীরের মতন হইয়াছে কি না পরপ করিবার জন্য যেমন সে চোকের পটী খুলিয়া ঘরময় চাহিয়া দেখিতে গেল, অমনি সুপ্রভাতের স্নিগ্ধ আলোয় তাহার ঘরের খাট, বিছানা, মেজ, কেদারা ও অন্যান্য সমস্ত আসবাব স্ফটিকের ন্যায় তাহার নয়ন গোচর হইতে লাগিল। ইহাতে সে খুব চীৎকার করিয়া উঠিল ও আপনার ছোট বোনকে জাগাইয়া কহিল: "মার্থা, মার্থা, আমি দেখছি, আমি দেখছি, আমি আরাম হয়েছি।" ইহা শুনিবা-মাত্র মার্থা আপনার বিছানা থেকে উঠিয়া তাড়াতাড়ী তাহার দিদির কাছে গিয়া চকিত প্রায় হইয়া দেখে তাহার চোকের তারা দুইটী বাস্তবিক সহজ অবস্থায় আসিয়াছে ও তাহাতে জ্যোতিঃ ও তেজের আবির্ভাব জন্মিয়াছে। সহোদরার রোগের এই সুরাহা দেখিয়া মার্থার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে বাবাকে ডাকে, মাকে ডাকে; কিন্তু মারীয়া তাহাকে ইসারা দ্বারা চুপ করাইয়া কহিল; "থাম, থাম, আগে জানুতে

চাই আমি পড়তে পারি কি না। আমাকে এক খানা বই এনে দাও।"

মার্থা দিদির কথা মত ঘরের মেজ থেকে এক খানা বই লইয়া কহিল: "এই নাও।" মারীয়া বই খানি খুলিয়া তৎক্ষণাৎ অনায়াসে ও অক্লেশে যেমন সকলে পড়ে ঠিক সেই মত পড়িতে লাগিল। তাহার চোকের রোগ, সাধ্বী কুমারীর অনুগ্রহে, সমূলে, একেবারে ও সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। তখন মার্থা আর ক্ষণেক বিলম্ব না করিয়া পিতা মাতার কাছে দৌড়িয়া গিয়া কহিল: "শীগ্‌গির আসুন ২, আমার দিদির চোক ভাল হয়েছে।" মার্থার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহারা তাড়াতাড়ী মারীয়াকে যেমন দেখিতে আসিল অমনি মারীয়া চেঁচাইয়া তাঁহাদিগকে কহিল: "বাবা, মা, আমার চোক ভাল হয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি।" প্রিয়তমা কন্যার মুখে এই সকল মধুর বাণী শুনিবামাত্র পিতা মাতার হৃদয়ে যে কি অনির্বচনীয় আনন্দ সঞ্চার হইল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, তাঁহারা এই আশ্চর্য ঘটনায় চমৎকৃত হইয়া কতই আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং ভক্তি পূর্ণ অন্তঃকরণে মায়ে ঝিয়ে ও বাপে হাঁটু পাতিয়া প্রাণের সহিত ঈশ্বরের ও সাধ্বী কুমারীর অনেক ধন্যবাদ করিলেন। এ স্থলে আমাদের বলা বাহুল্য যে শ্রীমতী মারীয়া মও´ তাহার এই অদ্ভুত আরোগ্যের কিছু ক্ষণ পরে আপন পিতা মাতার সহিত অলৌকিক দর্শনের গহ্বরে আমাদের লুর্দ মাতাকে ধন্যবাদ দিতে গেল।

তদনন্তর আরও দুই বৎসর কাল বর্দ সহরে মঠের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও আপন পাঠ শেষ করিয়া, এই যুবতী ও রূপবতী কন্যা দেভিলফর্ত্ত সাহেবের পাণি গৃহীতা হইয়া তিনটী পুত্র

সন্তান প্রাপ্ত হয়। তাহার সন্তানেরা পদ্মের ন্যায় সুন্দর সুন্দর চোকের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল।

পশ্চিম দিক থেকে চিকুর হানিলে যেমন নিমেষের মধ্যে চতুর্দ্দিক আলোকময় হয়, তেমনি আমাদের লুর্দ মাতার শক্তিতে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার ঘটিল তৎসমুদায় দেশে দেশে, সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাহাতে ঈশ্বরের অতুল গৌরব ধ্বনি ও সাধ্বী কুমারীর জয় জয় ধ্বনি পৃথিবীর চারি কোণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে গুরুবর শ্রীল লরেন্স কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও নিয়োজিত অনুসন্ধান সমিতির এতেলা প্রস্তুত হইল। এই সমিতি ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বড় বড় কবিরাজ, বিখ্যাত চিকিৎসক, মহা মহা পণ্ডিত, সুবিদ্বান ও বহুদর্শী শাস্ত্রীগণ ছিলেন। প্রজ্ঞা চক্ষু গুরুবর শ্রীল লরেন্স ইহাঁদের হাতেই মাসাবিএল পাহাড়ের গহ্বরে অলৌকিক দর্শনের সত্যাসত্য নিরূপণের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যক্তিগণ, গুরুবরের আদেশ মতে, সহর লুর্দে আসিয়া প্রথমে বালিকা বার্ণাদেত্তার যবানবন্দী নীয়া তাহার দৈহিক গুণাগুণ ও মানসিক অবস্থার হাবভাব যথাযথ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখেন ও তৎপরে শরেজমীনে মাসাবিএল পাহাড়ের গহ্বর স্থলে গিয়া পাতি পাতি করিয়া, তদন্ত করেন ও অনেক সাক্ষীগণকে তলপ করিয়া অবগত হন ইতিপূর্ব্বে উক্ত গহ্বর স্থলে কখন কোন ফোয়ারা ছিল কি না ও এই ফোয়ারার উৎপত্তি কিরূপে হইল, ফোয়ারা কৃত্রিম না অকৃত্রিম, ইহার হাল অবস্থা কি, ফোয়ারার জলে কোন দ্রব্যগুণ আছে না তাহা স্বাভাবিক জলের মতন। ধর্ম্ম সমিতির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রখর শক্তি দ্বারা এই সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তজবীজ করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে পর,

পবিত্র গহ্বরের অদ্ভুত জলের ব্যবহারে যাহাদের রোগ সকল সদ্যঃ আরোগ্য হইয়াছিল, সমিতির সভ্যগণ সেই সকল রোগ মুক্ত লোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া তাহাদের মুখে যাহা যাহা শুনিলেন তৎসমুদায় এজাহার অবিকল লিখিয়া রাখেন। যে যে কবিরাজ সেই সকল রোগীদের চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের নাম ধাম লইয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠান হয়, ও রোগীর কি ব্যারাম ছিল, রোগের লক্ষণ কিরূপ ছিল, কি ঔষধ ও কিরূপ ব্যবস্থা তাহাকে দেওয়া হয়, কখন, কোথায় ও কেমন করিয়া তাহার রোগ আরাম হয়, রোগীর সুস্থলাভের সাক্ষী কে কে, প্রভৃতি সন্ধান তাঁহাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়। সোণা ওজন করিবার নিক্তিতে যেমন এক তিল কমবেশী জানা ও ধরা যায়, তেমনি অনুসন্ধান সমিতির সূক্ষ্ম বিচারে যে যে বিষয়ে তিলার্দ্ধ মাত্র সন্দেহ জন্মে অমনি তাহা তৎক্ষণাৎ অগ্রাহ্য করা হয়। ইহাঁদের নিষ্পত্তি ঠিক কাঁটার ওজনের তুল্য। গহ্বরের পবিত্র জলের ব্যবহারে বিস্তর রোগী আশ্চর্য ভাবে সুস্থ হয় বটে, কিন্তু ধর্ম সমিতির সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ১৬ ষোলটী মাত্র অকাট্য বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়। এই ষোলটী অর্থাৎ লুর্দ সহরের সেই বুরিএত, বুগ্‌ভর ও ক্রোয়াজিনের শিশু সন্তান যুস্তিন, বনিতা ক্রোজাৎ, যোয়ান্না ক্রাসেস, বেনেদিক্তা কাজো, ব্লেজা সুপাঁ, নে গ্রামের হেনরি বুস্কে, লুবাইয়াকের কাথারিণা লাতাপি, বর্দের গ্রামের বিধবা মারীয়া লানু দমিঙ্গ, সাঁন্ত যুস্তএঁ সহরের যোহন মারীয়া তাম্বুর্ণে, নে গ্রামের বিধবা রিজান বিবি, তার্তাস সহরের শ্রীমতী মারীয়া মও দে সাম্নে প্রভৃতির সদ্যঃ আরোগ্যগুলি এত দূর স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও নিঃসন্দেহ যে কেহই তাহা অলৌকিক ও দৈব ক্ষমতার অদ্ভুত কার্য বলিতে কোনমতে অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তখন অনুসন্ধান সমিতির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি,

নানাবিধ সাক্ষীর গাওয়া ও যবানবন্দী, সমস্ত এজাহারের আসল দলিল পত্র, অলৌকিক দর্শনের বৃত্তান্ত, সমিতি-ভুক্ত সভ্যগণের মন্তব্য ও তাহাতে প্রত্যেকের দস্তখত ইত্যাদি কাগজ পত্র একত্রে বাঁধিয়া মোড়কের উপর শীল মোহর করিয়া শ্রীপাঠ তার্বের গুরুবর শ্রীল লরেন্তর সন্নিধানে পেষ করা হইল।

সুধীর, বিচক্ষণ, সূক্ষ্ম-দর্শী ও জ্ঞান-চক্ষু শ্রীল লরেন্ত অনুসন্ধান সমিতির এত্তেলা মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িয়া এমন দুরূহ ও গুরুতর বিষয়ে আপনার রায় গম্ভীর ভাবে বাহাল করিবার পূর্ব্বে, সেই সকল অলৌকিক সদ্যঃ আরোগ্যর আরও কোন বেশী প্রমাণ পাইবার প্রত্যাশায় কিছু কাল বিলম্ব করিলেন ও দুর্ব্বল মনুষ্যের যে বিষয় অকাট্যভাবে হাঁসিল করা অসাধ্য তাহা পরমেশ্বরের কৃপার সাহায্যে সহজে সিদ্ধ হয় জানিয়া এই গুরুতর বিষয় সম্যকরূপে বুঝিবার শক্তি পাইবার জন্য তিনি একান্ত মনে, ও পরম প্রীতির সহিত ঈশ্বরের নিকট ধ্যান, তপ ও উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া অনুসন্ধান সমিতির এত্তেলা পঁহুছিবার পরও তিন বৎসর গত হইল; তথাপিও শ্রীল গুরুবর আর এক সমাজ ধার্য করিয়া পুনরায় দর্শন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হুকুম জারী করিলেন। দ্বিতীয়বার এই গঠিত সমাজের সুবিজ্ঞ সভ্যগণ, গুরুবরের আদেশ মত, আবার পূর্ব্বের ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ষোলটী আশ্চর্য সদ্যঃ আরোগ্যর একটীতে লেশমাত্র কোন দোষ ধরিতে পারিলেন না। মাসাবিএল পাহাড়ের গহ্বরে স্বর্গের রাণীর অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ উপর্য্যুপরি প্রচুর প্রমাণ পাইলে পর, শ্রীপাঠ তার্বের গুরুবর শ্রীল লরেন্ত সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষে এই মত বিচার ও নিষ্পত্তি জাহির করিলেন: যথা,

তার্বের গুরুবরের পালক পত্র।

লুর্দের গহ্বরে অলৌকিক দর্শনের নিষ্পত্তি।

বার্ত্রান্দ সেভের লরেন্ত, দৈব অনুগ্রহে ও পবিত্র প্রৈরিতিক শ্রীপাঠের দয়ায়, তার্বের গুরু, ও রোমের ধর্ম্ম সিংহাসনের সহকারী, আমাদের ধর্ম্মাধিবাসের অধীনস্থ পুরোহিত ও বিশ্বাসীদের উপর প্রভু যীশু খ্রীষ্টে স্বাস্থ্য ও আশীর্ব্বাদ বর্ত্তুক।

হে আমাদের চির প্রিয় ভাইগণ, স্বর্গের সহিত পৃথিবীর যে অদ্ভুত মিল ও যোগ আছে, তাহা মানব জাতির প্রতি যুগেই লক্ষিত হয়। সৃষ্টির আরম্ভে আমাদের আদি পিতা মাতা, আজ্ঞা-ভঙ্গের দোষে পতিত হইলে, প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। বস্তুতঃ সকলেই অবগত আছেন যে এই সত্য যুগের পর তিনি কুলপতি ও ভবিষ্যদ্বক্তাগণের সহিত কথোপকথন করিতে প্রসন্ন হইলেন। আরও ইস্রাএলের সন্তানগণের সমক্ষে দৈব আবির্ভাবের বিষয়, পুরাতন শাস্ত্রের স্থানে স্থানে, অনেক উল্লেখ আছে। মুসার নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ঐশ্বরিক দর্শন ক্ষান্ত হওয়া দূরে থাকুক; বরং কৃপার নিয়মের অধীনে আরও ভারি ভারি আশ্চর্য জনক ব্যাপার বারম্বার হওয়া দরকার। বাস্তবিক মণ্ডলীর শৈশব অবস্থার আদিম কাল থেকেই ঘোর রক্তাক্ত তাড়নার সময়, যীশু খ্রীষ্ট বা তাঁহার দূতগণ বিশ্বাসীদের

নিকট ভবিষ্যৎ বিষয় সকল কখন কখন ব্যক্ত করিতে, কখন বা বন্দীশালা থেকে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে, কখন কখন বা তাহাদের রণে জয়ী হইবার শক্তি দিতে, আবির্ভূত হইলেন। কোন অভিজ্ঞ লেখক বলেন যে, জগতের প্রবল প্রতাপশালীগণ স্ব স্ব ক্ষমতার সমস্ত উদ্যমের এক যোগে, ভবের উদ্ধারার্থে ব্যপ্ত-প্রায় শাস্ত্রীয় প্রণালী, মুকুলে টিপিয়া নষ্ট করিতে দাঁড়াইলে, পরমেশ্বর এইরূপে সেই সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মস্বীকারকদের বিশ্বাস সতেজ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রথম যুগেই যে কেবল এই সকল অলৌকিক আবির্ভাব আবদ্ধ ছিল, তাহা নয়; কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা জানা যায় যে সত্য ধর্ম্মের উন্নতি ও বিশ্বাসীদের মনশুদ্ধির জন্য যুগে যুগেই এইরূপ দৈব অনুগ্রহের মহিমা প্রকাশ হইয়া আসিতেছে।

এই সকল দিব্য দর্শনগুলির মধ্যে ধন্যা কুমারীর দর্শনই সর্বাপেক্ষা প্রধান ও বহু-সংখ্যক। ইহার সাক্ষ্য পৃথিবীর সর্বত্রে

ঈশ্বরের মাতার উদ্দেশ্যে শত শত মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে দেখিতে পাওয়া যায় ও এই সকল কীর্ত্তির অধিকাংশ যে স্বর্গের রাণীর আবির্ভাবের মূল ও চির স্মরণী তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। উচ্চতমের ধন্যবাদ! আমরাও তাঁহার অবিশ্রান্ত দানের অসীম ভাণ্ডার হইতে এক বর পাইবার পাত্র হইয়াছি। ঐহিক মনা লোকেরা এই বিষয়টী নিতান্ত অপদার্থ মনে করিলেও, তাঁহার আজ্ঞায়, শ্রীশ্রীমারীয়ার গৌরবার্থে, তার্বের ধর্ম্মাধিবাসে এক নব তীর্থ স্থল স্থাপিত হইতে চলিল। পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদের এই ধর্ম্মাধিবাসের এলাকায় অধুনা এক অলৌকিক দর্শন ঘটিয়াছে। বাস্তবিক, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, সহর লুর্দের সন্নিকট মাসাবিএল পাহাড়ের এক গহ্বরে, নির্ম্মল গর্ভধারণ সাধ্বী মারীয়া, চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা বালিকা বার্ণাদেত্তা সুবিরুর সাক্ষাতে আবির্ভাব হইতে প্রসন্ন হইয়াছিলেন। এই বালিকা লুর্দে জন্ম গ্রহণ করে ও ইহার পিতা মাতা বড়ই দুঃখী।

(পালক পত্রের এই স্থানে গুরুবর পূর্ব্বোক্ত অলৌকিক দর্শনের ইতিহাস, নির্ম্মল গর্ভধারণ শ্রীমতী বার্ণাদেত্তার সাক্ষাতে যাহা যাহা বলেন, গহ্বর স্থলে অদ্ভুত ফোয়ারার উৎপত্তি ও সেই ফোয়ারার জলে নানা স্থানের রোগীদের সদ্যঃ আরোগ্য-বৃত্তান্ত, সমস্ত বর্ণনা করেন। আমাদের পাঠক বৃন্দ ইতিপূর্ব্বেই সেই সমুদায় বিষয় জ্ঞাত থাকায়, আমরা এখানে তাহা বাদ দিলাম। তৎপরে শ্রীল লরেন্স কহেন:)

"এই সকল হেতু বাদে :

" আমাদের মাননীয় ভ্রাতৃবর্গ, শাস্ত্র-মর্য্যাদাভিজ্ঞগণ, বিধি-দর্শকগণ ও প্রধান দেবালয়ের শাস্ত্র-দর্শীদের সহিত আলাপনান্তর.

"ঈশ্বরের পবিত্র নাম আহ্বান পূর্ব্বক: আমরা নীচের লিখিত মত ধার্য করি যে:

" লুর্দের গহ্বরে দৈব আবির্ভাবের আলোচনা করিবার সমিতি যে অনুকূল এতেলা ও প্রমাণ পাঠান তাহা বিবেচনা করিয়া:

"উক্ত গহ্বরের জল ব্যবহারে অসংখ্য আরোগ্যর বিষয়ে যে চিকিৎসকদের লিখিত সাক্ষ্য তাহা বিবেচনা করিয়া:

" মাসাবিএল পাহাড়ের গহ্বরে অদ্ভুত ঘটনা সকল স্বভাবতঃই পারমার্থিক সুতরাং

উহাদের হেতুও যে নিসন্দেহরূপে পারমার্থিক তাহা বিবেচনা করিয়া:

"এই ঘটনা দৈব বৈ আর কিছুই হইতে পারে না, কেননা এক দিকে যেমন পাপীদের মন পরিবর্তন হইতে দেখা গেল, অপর দিকে তেমনি সদ্যঃ আশ্চর্য আরোগ্য সকল যে ঘটিল তাহা স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধ ও করুণাময় বিশ্ব-পতির সহায়তা বিনা কখন হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া :

"দৈব আবির্ভাবের আরম্ভ হইতে, গহ্বরে বিশ্বাসীদের অগণন জনতা ও স্বইচ্ছায় যাতায়াত এবং তাহাদের উদ্দেশ্য ও মানসিক, বর যাচ্ঞা করা, অথবা দত্ত ও লব্ধ বরের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া মাত্র, শেষে, বিবেচনা করিয়া :

"আমাদের মাননীয় শাস্ত্র-দর্শী, অত্র ধর্মাধিবাসের এলাকাধীন পুরোহিত ও যজমানদের ও অনেকানেক পুণ্যাত্মাদের আইন সঙ্গত ও জরুরী নিবেদনে ও মাণ্ডলীক ক্ষমতার দ্বারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি শুনিবার প্রতীক্ষাকারীদের মনস্তুষ্টির জন্যে ;

"আরও আমাদের অনেক সহযোগী গুরুবর ও অন্যত্রের অনেকানেক মহা মহা যশস্বী ও মহোদয় ব্যক্তিবর্গের মনস্কামনা পরিতৃপ্তি করিতে ইচ্ছুক হইয়া;

"পবিত্র আত্মার আলো, ও পরম সাধ্বী কুমারীর সাহায্য আহ্বান করণান্তর:

"আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি ও নীচে এই সিদ্ধান্ত করিতেছি:

১ম সন্ধি। আমাদের নিষ্পত্তি এই যে সহর লুর্দের সন্নিকট মাসাবিএলের গহ্বরে, সন ১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১১ই তারিখে, এবং দফায় দফায় আর আঠার বার, ঈশ্বরের মাতা, নির্ম্মলা মারীয়া বাস্তবিক বার্ণাদেত্তা সুবিরুকে দর্শন দিয়াছেন। এই দিব্য দর্শন সর্ব্বাংশে সত্য ও খ্রীষ্টীয়ানেরা তাহাতে সম্পূর্ণ আস্থা রাখিতে পারে।

যিনি সার্ব্বত্রিক মণ্ডলী শাসন করিবার ভারপ্রস্ত, আমরা নম্রতা পূর্ব্বক সেই সর্ব্ব প্রধান মহাগুরুর সমীপে আমাদের নিষ্পত্তি পাঠাই।

২য়। অত্র ধর্ম্মাধিবাসের অধীনস্থ সকলকে আমাদের লুর্দ মাতার আরাধনা করিবার ক্ষমতা দি; কিন্তু আমাদের বিনা সম্মতিতে এতদ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিরূপিত প্রার্থনা, বা কোন সঙ্গীত বা ভক্তিরস পূর্ণ কোন গ্রন্থ রচনা আমরা নিষেধ করিতেছি।

৩য়। গহ্বরের পুণ্য-ভূমি তার্বের গুরুদের দেবস্বত্ব সম্পত্তি হওয়ায়, আমরা, দর্শন-দায়িনী কর্তৃক কয়েকবার ব্যক্ত, সাধ্বী কুমারীর ইচ্ছা মোতাবেক, সেই স্থলে এক দেবালয় নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করি।

আমাদের নিজ হাতে দস্তখত ও মোহর করিয়া ও আমাদের সহকারীর মোহর সম্বলীত, সহর তার্বে দেওয়া গেল, ইতি তাং ১৮ই জানুয়ারি, ১৮৬২ সাল, রোমে সাধু পিতরের কেদারার পর্ব।

(হুকুম মতে)
ফুর্কাদ
শাস্ত্র-দর্শী সহকারী।

✠ বার্ত্রান্দ সেভের,
শ্রীপাঠ তার্বের গুরুবর।

আমাদের লুর্দ মাতার অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে শ্রীপাঠ তার্বের গুরুবরের এইরূপ সিদ্ধান্ত ও নিষ্পত্তি সর্বত্রে বাহাল হইতে দেখিয়া তত্রস্থ ধার্মিক ও পুণ্যাত্মাদের যেমন আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল তেমনি অধার্মিক ও দুষ্টদের যে কত মনোকষ্ট হইল তাহা বলা যায় না।

নবম কাণ্ড।

লাসের মহাশয়ের অন্ধতা আরোগ্যের উপাখ্যান,— আমাদের
লুর্দ মাতার প্রতি পবিত্র পাপার ভক্তি ও বিশ্বাস,—
পাহাড়ের উপর আমাদের লুর্দের কর্তৃর নামে পিতা
প্যারামাল এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিবার
আয়োজন ও আরম্ভ করেন,— মহা
সমারোহে ও উৎসবে গহ্বরের প্রতিষ্ঠা
সমাপন,— বালক জুলির
বাকরোধ আরামের কথা-
প্রসঙ্গ,— আমাদের
লুর্দের কর্তৃর
অভিষেক।

"লিবান থেকে এস, প্রেয়সী রে আমার, এস লিবান থেকে এস: তোমাকে অমনের চূড়া থেকে, শনির ও হর্মনের চূড়া থেকে, সিংহদের গহ্বর থেকে, চিতে বাঘদের পর্বত থেকে, মুকুট পরান যাইবে।"

পুরাতন শাস্ত্রের পরম গীত, ৪র্থ পর্ব, ৮ম পদ।

লাসের নামে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আছেন। ইনি ফ্রান্সের রাজধানী পারিতে বাস করেন। তাঁহার বয়স অনূ্যন ৫০ পঞ্চাশ বৎসর। লাসের মহাশয়ের আজন্ম কাল প্রখর ও চমৎকার দর্শন শক্তি ছিল, এমনি কি বহু দূরবর্তী কোন বস্তু তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন ও ছাপার খুব ছোট ছোট হরফও পড়িতে পারিতেন। এতাবৎ-

কাল চক্ষু-রোগ যে কি তাহা তিনি লেশমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না। ১৮৬২ সালের জুন মাস থেকে, কেন যে জানি না, তাঁহার দুই চোকে ঝাপসা ঠেকিতে আরম্ভ হয় ও ক্রমে ক্রমে কমজোর বোধ হয়। ইহাতে লাসের সাহেব চক্ষু-রোগের খ্যাত-নামা দুই জন চিকিৎসককে ডাকাইয়া কিরূপে তাঁহার পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হইতে পারে এই সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া, উপশমের জন্যে, নানা প্রকার ঔষধ ও ব্যবস্থা নীতে লাগিলেন। কিন্তু সেই চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার রোগের শান্তি হওয়া দূরে থাকুক; বরং আরও তাঁহার চক্ষু-রোগ বাড়িয়া উঠিল ও তাঁহার নজর এত খাট ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল যে তাঁহাকে একেবারে লেখা পড়া বন্ধ করিয়া নীল রংঙের চসমা পরিয়া কেবল বসিয়া থাকিতে হইল। এই অবস্থায় তিন মাস কাটিয়া যায়। সেপ্তেম্বর মাস উপস্থিত। এই সময়ে তাঁহার বাহ্যিক রোগের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার এত মনের অসুখ হইতে লাগিল যে তাহা বলিবার নয়। তাঁহার পক্ষে জগত যেন বিষময় বিপদ জাল বেষ্টিত দুঃখের আকর ও সংসার অগ্নিকুণ্ড মরুভূমি বিশেষ বোধ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্স রাজ্যের দলপতির আজকাল যিনি মন্ত্রী হইয়াছেন ও লাসের সাহেবের বহুকালের বিশেষ বন্ধু ফ্রেসিনে সাহেব, মিত্রের এইরূপ দুর্দশা শুনিতে পাইয়া সস্ত্রীক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহাঁরা উভয়েই প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী ও ইতিপূর্বে লুর্দ সহরে গিয়া গহ্বরের পবিত্র জলের ব্যবহার দ্বারা রোগীদের সদ্য আরোগ্যের অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া বন্ধু লাসের সাহেবকে তাহা ব্যবহার করিতে পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু এইরূপ উপায়ে সিদ্ধিলাভ হইলে নিয়ত ধর্ম-চর্যায় ও পুণ্যতায় কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইবার ভয়ে তিনি উক্ত পরামর্শ মত

কার্য করিতে সাহস করেন নাই। এক্ষণে রাজমন্ত্রী সস্ত্রীক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন: মহাশয়, আপনার চোক কেমন আছে? এক্ষণে কি কিছু আরাম বোধ হইতেছে? লাসের সাহেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন: না মিত্রগণ, চোকের অবস্থা আমার একই রকম আছে, নজর দিন দিন খাট হইয়া আসিতেছে, আশা হয় না যে আমার চোক ফের আরাম হইবে; কোন দিন হয়ত আমি একবারে অন্ধ হইয়া যাইব।

মন্ত্রী কহিলেন: বন্ধু, তবে আপনি আমার কথা রাখেন না কেন? কেননা আমার মনে লাগিতেছে, যদি আপনি সেই লুর্দ গহ্বরের জল ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আপনার রোগ আরাম হইতে পারে।

পণ্ডিতবর লাসের বন্ধুর এইরূপ পরামর্শে আশ্চর্য হইয়া উত্তর দিলেন: বা, আপনার কথা রাখিব কি? আমি খুলেই বলছি যে এই সকল জলে ও দৈব দর্শনে আমার বড় বিশ্বাস নাই। হইতে পারে তাহা সম্ভব, কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিতে আমার কিছু মাত্র মন যায় না।

ইহাতে মন্ত্রীবর কহিলেন: কিন্তু আপনার কোন গুরুতর আপত্তি নাই, কেননা আপনার ধর্ম অনুসারে এই সকল বিষয়ে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। তবে কেন একবার সেই জল পরীক্ষা করেন না? জল আনাইবার খরচা এমন কিছু বেশী নয়। আর আমি জানি সেই জলে আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না, কেননা উহা স্বাভাবিক জল মাত্র; বিশেষতঃ আপনি যখন আশ্চর্য ক্রিয়ায় বিশ্বাস করেন ও আপনাকে কাথলিক বলিয়া সকলের কাছে পরিচয় দেন, তখন একজন প্রটেষ্টাণ্টের মুখে কুমারী মারীয়ার আশ্রয় নেবার কথায় আপনি কি আশ্চর্য হন না? পূর্বাহ্ণেই আমি জানাইতেছি যে যদি সেই জলে

আপনার ব্যারাম ভাল হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা জানিব যে কাথলিক ধর্ম সত্যধর্ম।

বারম্বার তাঁহাদের এইরূপ উপরোধে পরাস্ত হইয়া অবশেষে লাসের সাহেব কহিলেন: তবে আমার মনের কথা বলি শুনুন। আপনারা মনে করিবেন না যে আমি অবিশ্বাসী; হইতে পারে কখন কখন আমার ভুলচুক হয়। বস্তুতঃ, যদ্যপি সেই জলে আমার সদ্য আরোগ্য হয়, তাহা হইলে আমাকে সংসারের মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া যাবজ্জীবন ধর্মনিষ্ঠায় ও পারমার্থিক পথের পথিক হইয়া চলিতে হইবেক ও পরমেশ্বরের কাছে আমি চির দিন ঋণী থাকিব। যদি ঈশ্বর আমাকে আরোগ্য করেন, কিসে আমি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিব? কবিরাজের চিকিৎসায় যদি আমার রোগ ভাল হয়, অর্থের বিনিময়ে আমি তাহার উপকার শুধিতে পারিব। যেহেতু কবিরাজের দর্শনী দেওয়া অতি সামান্য কথা; কিন্তু পুণ্য-পথে অবস্থিতি করা বড়ই কঠিন, তাই আমি লুর্দ মাতার জল প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করি না, কি জানি পাছে আমি তাহাতে আরাম হইয়া যাই। বন্ধুর এইরূপ মনের ভাব শুনিয়া ফ্রেসিনে সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী হাসিতে লাগিলেন। পরে মন্ত্রীবর কহিলেন: সেকি! মহাশয়, আপনি কি বলেন? আপনার এ কেমন সৎযুক্তি? কবিরাজের হাতেও যদ্যপি আপনি সুস্থ হন তত্রাপি তাহা দৈব দান বলিয়া আপনাকে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে ও সৎ পথের পথিক হইয়া চলিতে হইবেক; সুতরাং আপনি দোকর ঋণে বদ্ধ হইবেন: প্রথম, কবিরাজের বেতন, দ্বিতীয়, দৈব অনুগ্রহে আপনার আরোগ্য লাভ। না, না, বন্ধু, আমাদের কথায় তকরার করা উচিত নয়। বৃথা কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই; গহ্বরের জল

ব্যবহার করিতে সম্মত হউন। আমি আপনার মুহুরি হইয়া পত্র লিখিতেছি। আপনি কেবল তাহাতে দস্তখত করিবেন।

তখন লাসের সাহেবের মুখে আর কথা সরিল না। তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মন্ত্রীবরকে বলিলেন: "আচ্ছা, তাহাই হউক, আমি সম্মত আছি: মহাশয়, লুর্দ সহরের পুরোহিতকে জল পাঠাইতে চিঠি লিখুন।"

ইহা শুনিয়া ফ্রেসিনে সাহেব লেশমাত্র বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ মেজের উপর বন্ধুর জবানী পত্র সায় করিয়া তাঁহাকে দস্তখত করাইলেন ও সন্ধ্যার মধ্যেই পত্রখানি ডাকে পাঠাইয়া দিলেন।

পর দিন মন্ত্রীবর লাসের সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন: প্রিয় বন্ধ আমার, তবে এই জল যখন ব্যবহার করিতে যাইতেছেন, তখন গম্ভীর ভাবে ও রীতিমতে আপনার চলা কর্তব্য, নচেৎ আমাদের সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হইবে। অতএব পাপ স্বীকারে যান ও আপনার আত্মাকে দৈব কৃপার পাত্র হইবার যোগ্য করুন।

প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী বন্ধুর এই প্রকার সৎপরামর্শে বড়ই চমৎকৃত হইয়া গ্রন্থকার লাসের কহিলেন: "জানি না আপনি কেমন ধারা ছিটেন যে একজন কাথলিককে তাহার ধর্মাচার ও রীতি পালন করিতে শিক্ষা দেন।" সে যাহা হউক, ইহার পর, প্রায় আট দিনের মধ্যে, গহ্বরের পবিত্র জল সহর লুর্দ থেকে তাঁহার কাছে পঁহুছিলে, তিনি মনে মনে ভাবিলেন: বন্ধুর কথাই শিরোধার্য্য; অচিরাৎ পাপ স্বীকারে যাইয়া আমার আত্মাকে শুদ্ধ করা যুক্তিসিদ্ধ: মনে মনে এইরূপে চিন্তিয়া পুরোহিতের বাড়ীতে গেলেন; কিন্তু, সেখানে, তাঁহার আগে অনেক লোক উপস্থিত হইয়া পাপ স্বীকারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া,

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘরের মধ্যে পবিত্র জলের কৌটা নীয়া একাগ্র চিত্তে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কহিলেন: হে আমার ঈশ্বর, আমি মহা পাপী, তুমি যে দ্রব্য আশীর্বাদ করিয়াছ, তাহা ছুঁয়িবারও আমি যোগ্য নহি। হে প্রভু যীশু, আমার পাপ সকল মার্জনা কর। হে স্বর্গের মাতা, তুমি অন্ধের চোক ও কালার কান, আমাকে আশীর্বাদ কর। এইরূপে প্রার্থনা করিয়া, তিনি কৌটা হাতে করিলেন, দেখিলেন শিরনামার উপরে লেখা আছে "Eau naturelle," অর্থাৎ, স্বাভাবিক জল; পরে পরম ভক্তির সহিত কৌটা খুলিয়া পবিত্র জলের বোতল বাহির করিলেন ও একটী বাটীতে খানিক জল ঢালিয়া তোয়ালে দ্বারা আপনার দুই চোকে মাখাইতে লাগিলেন।

পবিত্র জল তাঁহার চোকে দিবামাত্র, লাসের সাহেব তৎক্ষণাৎ সুস্থলাভ করিলেন ও চকিত অন্তরে প্রার্থনা করিতে করিতে আপনার চোকে ও কপালে আরও জল মাখাইতে লাগিলেন। তিনি সুস্থ হইয়াছেন, বুঝিয়াও এমন গুরুতর ব্যাপারে অচিরাৎ বিশ্বাস করিতে ও চোক মিলাইয়া চাহিতে তাঁহার কোন মতেই সাহস হইল না। পাঁচ দণ্ডের পর, ক্রমে ক্রমে, তাঁহার চোকে অনেক স্বস্তি হইতেছে অনুভব করিয়া হরিষ অন্তরে ইদিক উদিক চাহিতে চাহিতে কৌটার মধ্যস্থ অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাইবামাত্র একমনে ও অক্লেশে কমবেশ একশত পাতা পড়িয়া ফেলিলেন। সে দিন অক্তবার মাসের ১০ তারিখ। ৫৷৷০ সাড়ে পাঁচটা। পারি সহরে তখন প্রায় রাত্র হইয়াছে। লাসের সাহেব ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পুরোহিত মহাশয়ের নিকট গিয়া পাপ স্বীকার করিলেন ও ঈশ্বরের মহা অনুগ্রহের বিষয় তাঁহাকে জানাইলেন। পুরোহিত মহাশয়ের আদেশ মতে, পর দিন, প্রাতঃকালে, বহু

আয়াস-লব্ধ বর প্রাপ্তে অতিশয় সুখী হইয়া তিনি মন্দিরে গেলেন ও ঈশ্বরের ভূরি ভূরি ধন্যবাদ করিয়া পবিত্র সহভাগ নীলেন। আমাদের লুর্দ মাতার গহ্বরের পবিত্র জলের ব্যবহারে তাঁহার চক্ষু-রোগ আরোগ্য হইবার বহু কাল পরে, লাসের সাহেব একদা লিখিয়াছেন: "আমার অলৌকিক আরোগ্যের পর সাত বৎসর হইল। কি রাতে, কি দিনে, যতই কেন পড়ি না বা খাটি না, তিলার্দ্ধমাত্রও আমার চোকে যাতনা বোধ হয় না। আমার নজর বেশ চলে। হে ঈশ্বর, প্রসন্ন হইয়া আমাকে এমন অনুগ্রহ কর, যেন আমি তোমার সেবা ছাড়া অন্য কোন কাজে রত না হই।" দেব-জননী সাধ্বী মারীয়ার চরণে প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ হইয়া, তদবধি তিনি বারম্বার মাসাবিএল পাহাড়ের গহ্বর-তীর্থে যাইতেন এবং তাঁহার সদ্য আরোগ্যের যৎকিঞ্চিৎ ধন্যবাদ স্বরূপ, নির্ম্মল গর্ভধারণ, মহামহী মারীয়ার উদ্দেশ্যে লুর্দ গহ্বরের আদ্যোপান্ত ইতিহাস *Notre Dame de Lourdes* নামক এক খানি অতি সুন্দর ও শুদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া চির স্মরণীয় হইয়াছেন। শ্রীপাঠ রোমের মহাগুরু লাসের সাহেবের এই মনোহর গ্রন্থ খানি পড়িয়া, ১৮৬৯ সালের ৪ঠা সেপ্তেম্বর তারিখে একখানি মধুরময় অনুমোদন পত্র পাঠাইয়া তাঁহাকে আপনার সুপ্রিয় পুত্র হেনরি লাসের বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই হৃদয়-মুগ্ধ-কর গ্রন্থ পড়িয়া অনেকানেক পাপীরা স্ব স্ব কদাচার ও কুপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া সদাচার ও পুণ্যের পথে আসিয়াছে। ভরসা করি আমাদের দেশীয় মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টেন ভাইগণ এই অসামান্যা সাধ্বী কুমারীর মধ্যস্থতায় ও অনুগ্রহে, স্বকীয় ভ্রমজাল ও অন্ধতা জ্ঞাত হন ও প্রিয় কাথলিক ভাই, ভগিনী ও বন্ধুগণ স্ব স্ব বিপদ আপদে বা সুখ দুঃখে সেই শক্তিমতী আমাদের লুর্দ মাতার গহ্বরে অবিরল আশ্রয় লন।

ইত্যবসরে শ্রীপাঠ তার্বের গুরুবর মাসাবিএল গহ্বরে অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে যে পালক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীপাঠ রোমে পঁহুছিলে, পবিত্র কাথলিক মণ্ডলীর নেতা ও মহাগুরু আমাদের পাপা পড়িবামাত্র আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে ২ মনের উল্লাসে ও আহ্লাদে পুলকিত হইলেন। গহ্বরের অলৌকিক দর্শনে তাঁহার আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। পবিত্র পাপার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল যে স্বর্গের রাণী বাস্তবিক বার্ণাদেত্তার সাক্ষাতে আবির্ভাব হইয়াছেন; তদবধি তিনি আমাদের লুর্দ মাতার অবিশ্রান্ত গুণ কীর্ত্তনে ক্ষান্ত রহিলেন না ও কয়েক বৎসর পরে মাসাবিএল গহ্বরে শ্রীশ্রীমারীয়ার মূর্ত্তি স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলে রত্নালঙ্কৃত এক বহুমূল্য সোণার মুকুট তথায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

অপর দিকে, গুরুবর শ্রীল লরেন্তর পালক পত্র পৃথিবীময় প্রচার হইতে না হইতে, শৈল গহ্বরে স্বর্গের রাণীর পদার্পণ ও তদুপরে তাঁহার এক মন্দির নির্মাণ করিবার বাসনা শুনিয়া, কি ধনী, কি নির্ধন, কি রাজা, কি প্রজা সকলেই সানন্দে ও ভক্তিপূর্বক রাশি রাশি অর্থ, লুর্দের প্রধান পুরোহিতের নামে, পাঠাইতে লাগিল। নির্মল গর্ভধারণ, কুমারী মারীয়ার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, পাহাড়ের উপর মন্দির নির্মাণার্থে, বিশ্বাসীদের অবিশ্রান্ত দান ও সাহায্য পাইয়া গুরুবর শ্রীল লরেন্ত মন্দিরের কর্মারম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। অমনি, মৌমাছিরা যেমন ঝাঁকে ২ মিলিয়া চাক সকল প্রস্তুত করে, কর্মকারীদের ভিন্ন ভিন্ন দল, হুকুম পাইবামাত্র, পালে পালে মন্দির প্রস্তুত করিতে পিতা প্যারামালের নিকট আসিতে লাগিল। এ দিকে পাথর কাটার দল দাঁড়াইল, ও দিকে কাঠুরে ও করাতীর দল; এক পার্শ্বে ইটগড়ার দল, অপর পার্শ্বে চূণরির
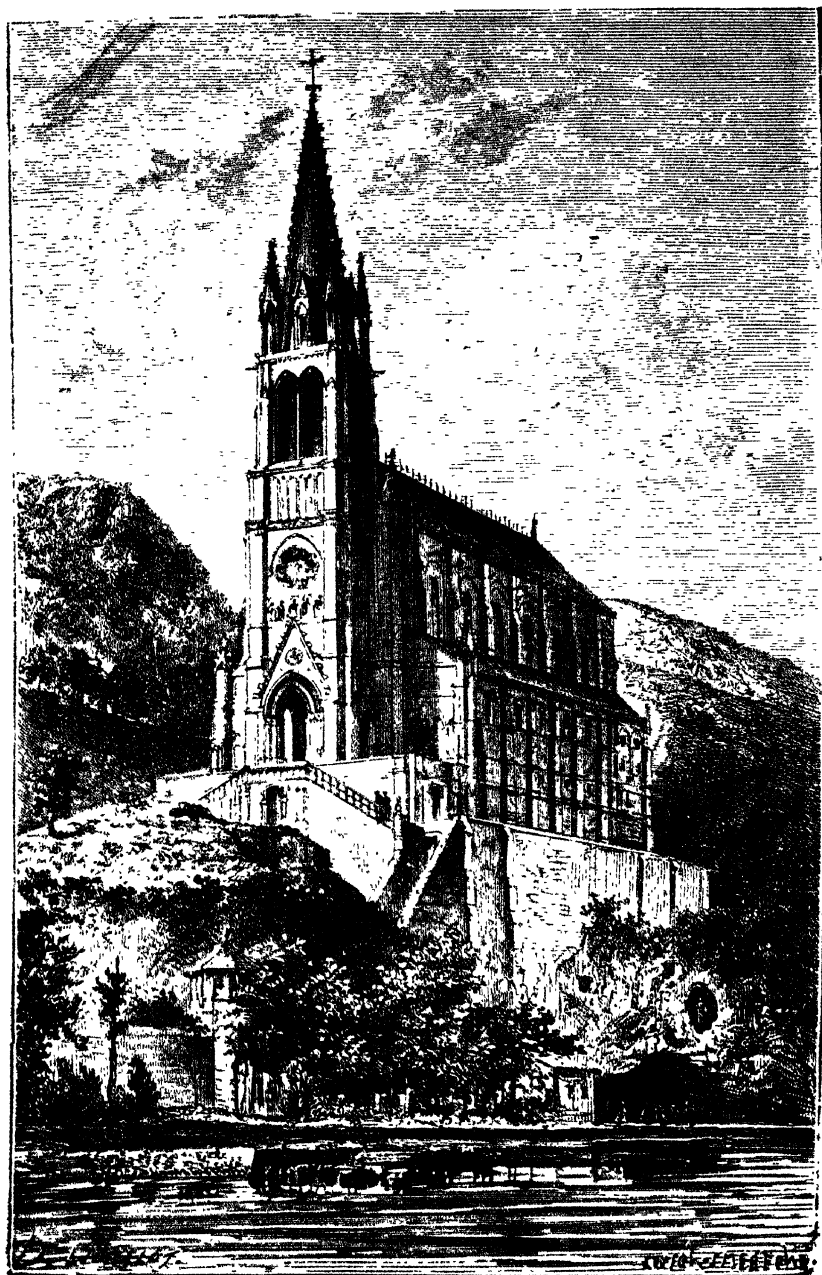
আমাদের লুর্দ মাতার মন্দির।

দল; এখানে রাজমিস্ত্রীর দল, ওখানে কামারের দল; ভাল ভাল কারীকর ও শিল্পীরা উপস্থিত। যে, যে কাজে বেশ পোক্ত, তাহাকে সেই কাজে লাগান হইল।

একদা মন্দির নির্মাণ করিবার প্রধান শিল্প-কারক গহ্বরের উপর মন্দির তৈয়ার করিবার নক্সা আঁকিয়া পিতা প্যারামালের সম্মুখে ধরিতে না ধরিতে পুরোহিত মহাশয় তাহা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া গাভ নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে স্তব্ধ হইয়া শিল্প-কারক তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন: কল্লেন কি, পিতা, নক্সা খানি আঁকিতে আমার অনেক পরিশ্রম হইয়াছিল যে।

পুরোহিত মহাশয় কহিলেন: আপনি কি মনে করেন আমার ঈশ্বরের মাতার নামে মন্দির এমন জঘন্য হইবে? ছি! ছি! কি লজ্জার বিষয়। এই অলৌকিক ঘটনা স্থলে, মাসাবিএল পাহাড়ের চূড়ার উপরে যত খানি স্থান পাওয়া যাইবে ও আপনার কল্পনায় যত দূর চমৎকার মন্দির হইতে পারে, তাহাই জানিবেন ওখানে নির্মিত হইবে।

ইহা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই বলিয়া উঠিলেন: "কিন্তু পিতা প্যারামাল, আপনার বাসনা পূর্ণ হইতে গেলে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে।" ইহাতে পুরোহিত মহাশয় উত্তর দিলেন: শুষ্ক পাথর থেকে যিনি জলের ফোয়ারা উৎপন্ন করিয়াছেন, তিনি খৃষ্টীয়ানদের মন থেকে সোণার ফোয়ারাও বাহির করিতে পারেন। খরচের জন্য কিছু ভাবনা নাই। স্বর্গের রাণীর যেমন মহিমা, তদনুযায়ী তাঁহার মন্দির করিতে হইবে।

পিতা প্যারামালের এবম্বিধ প্রগল্‌ভ আদেশ অনুসারে, শত শত কুলী মজুর লাগিয়া পর্বতের শিখর দেশ সমতল ও তদুপরে সারি সারি গাছ বসাইয়া গহ্বর স্থল সুসজ্জিত করিল। সহর

লূর্দ হইতে গহ্বর পর্যন্ত এক রাজপথ প্রস্তুত হইল। অনন্তর বিশ্বাসীরা রাশি রাশি সোণা রূপার দ্রব্যাদি আনিয়া পবিত্র গহ্বর সাজাইতে লাগিল। গহ্বরের সম্মুখ স্থল, বিশ্বাসীদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হওয়ায় পুরোহিতবর অন্য এক দিকে প্রশস্ত খাল খনন ও গাভ নদীর জল তাহাতে প্রবেশ করাইয়া গহ্বরের সম্মুখস্থ নদীর গাবা ভরাইয়া ফেলিলেন। এই সমস্ত আয়োজনের পর কুমারী মারীয়ার নূতন মন্দিরের ভিত্তি কার্য আরম্ভ করা হইল।

১৮৬৪ সাল, ৪ঠা এপ্রেল। আজ মাসাবিএল পাহাড়ের গহ্বরের উপরে মহামহী কুমারীর মারবেল মূর্তি স্থাপনার মহা উৎসব। আজ সহর ও গহ্বর স্থল লোকে লোকারণ্য। শ্রীপাঠ তার্ব হইতে গুরুবর শ্রীল লরেন্স, নানা দেশ দেশান্তর হইতে প্রায় ৫০০ শত পুরোহিত ও সংখ্যাতিরিক্ত যাত্রী দল লূর্দ সহরে উপস্থিত। সহর আনন্দময়। এখানে বাদ্য-করের দল তালে তালে বাজাইতে ২ দর্শকদের মন হরণ করিতেছে, ওখানে জয়ঢাকের রবে কান ঝালাপালা হইয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে আমোদ আহ্লাদের কলরব ও কুমারীর মহিমার বিষয়ে সঙ্গীত-স্বর বোধ হয় যেন আকাশ ভেদ করিয়া স্বর্গের অনন্ত ধামে পঁহুছিতেছে। পূর্বাহ্নেই বাসিন্দেরা সহর হইতে গহ্বর পর্যন্ত যাত্রা পথের ধারে ২ লতা পাতা জড়ান খুটি, তবকে তবকে গাছের থাম ও সারি সারি ফুলের ছড়ি ও মালা বসাইয়া, স্থানে স্থানে স্বর্গের রাণীর মূর্তি-পতকা পুঁতিয়াছে ও সোনালীর কাজ করা বহুমূল্য নিশান ও বস্ত্রাদি উড়াইয়াছে। মাঝে মাঝে রাশীকৃত ফুলের চাঁদনি রাস্তার মোড়ে মোড়ে শোভা পাইতেছে। সূর্যোদয় হইবামাত্র মন্দিরে মন্দিরে, মঠে মঠে, ধর্মশালায় ধর্মশালায় ও তার্ব জেলার প্রত্যেক গ্রামের দেবালয়ে দেবালয়ে, স্বর্গের সুসংবাদ মর্তবাসীদের জানাইবার জন্যে, সমস্ত ঘণ্টাগুলি

ঢং ঢং,—টং টং,—রং রং,—করিয়া গম্ভীর ভাবে বাজিয়া উঠিল ও দুম দাম করিয়া ঘন ঘন তোপ পড়িতে লাগিল। সে দিন ফরাসী রাজ্যের ক্ষুদ্র সহর লুর্দে যেমন বহুল ধুমধাম, বৃহৎ জাঁক জমক ও ঘোর ঘটা, তেমন ধারা ব্যাপার কেহ কখন না দেখিয়াছে, না শুনিয়াছে। বোধ হয় যেন স্বর্গের খানিক অংশ মর্ত্তে বিরাজ করিতেছে ও স্বর্গবাসীরা মর্ত্তে নামিয়া অদৃশ্য ভাবে তাহাদের রাণীর উৎসবে যোগ দিয়াছেন। সহরময় কেবল হৈ হৈ, রৈ রৈ শব্দ। সড়কে সড়কে ও পথে পথে এত লোক জমিয়াছে যে রাজপথে চলা দুষ্কর। ইতিমধ্যে উৎসব-যাত্রার সময় উপস্থিত হইল; তখন লুর্দ সহরের প্রধান মন্দির হইতে দুই দুই জন করিয়া সারি সারি বাহির হইতে লাগিল। প্রথমে বাদ্যকরের দল: ইহারা সুন্দর সুন্দর গত্ সকল মধুর তানে বাজাইতে২ দর্শক বৃন্দকে মোহিত করিয়া চলিয়াছে; পেছনে রণ সজ্জায় সজ্জিত ফৌজের দল ঝম ঝম, গম গম করিয়া সজোরে যাইতেছে। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে লুর্দ সহরের সামাজিক দল সকল ও নিকটাঞ্চলের সহর-কুলের সভাসদগণ স্ব স্ব চিহ্নিত নিশান ধরিয়া চলিয়াছে। পেছনে মারীয়ার সন্তানদের মজলিস শাদা শাদা পোষাক পরিয়া পথ আলো করিয়া চলিয়াছে; ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে নেভেরপুরের তপস্বীরা, পুণ্য-গৃহের ভগিনীরা, সাধু যুসেফের সন্ন্যাসিনীরা এবং মুনি, ভাই, সন্ন্যাসী ও আশ্রমীরা দলে২ হাতে হাতে জ্বালা বাতি ধরিয়া, স্বর্গের দূত-সম, নীরবে ও গম্ভীর ভাবে মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়াছে। ইহাদের পরে পঞ্চাশ কি ষাট হাজার খৃষ্টীয়ানেরা একত্রে মিলিয়া কুমারীর যশ গৌরব গায়িতে গায়িতে, ও পুষ্পময় পথ দিয়া দুসারি, পবিত্র গহ্বরের উপর সাধ্বী মারীয়ার মন্দির প্রতিষ্ঠার বিধি দর্শনে, একাগ্র-চিত্তে ধ্যান করিতে২ চলিয়াছে।

সর্বশেষে শ্রীপাঠ তার্বের গুরুবর শ্রীল লরেন্ত, শাস্ত্র-দর্শী ও সহযোগীদের সহিত, চার শত পুরোহিতগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এক হাতে ধর্ম-দণ্ড নীয়া অপর হাতে বিশ্বাসীদের আশীর্বাদ করিতে করিতে আস্তে আস্তে সুশোভিত সামিয়ানার ছায়ায় ছায়ায় যাইতেছেন। তাঁহার অঙ্গে মণিময় রেশমী পিতাম্বর বস্ত্র ও মাথায় হীর-মুক্ত মণ্ডিত কাঞ্চনময় মুকুট, রাজাধিরাজ স্বর্গের অমর রাজের অতুলনীয় মহিমার পরিচারকের সাক্ষ্য দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পারিষদ দল তাত-তুল্য পুরোহিতেরাও, আপন আপন পদ মর্যাদার তারতম্য অনুসারে, দুগ্ধ-ফেন-সন্নিভ বা কনক-শোভিত সুরঞ্জিত পোষাকে সুসজ্জিত হইয়া, সৎগুণময় ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা, অচিন্তনীয় গৌরব ও অপার করুণার বিষয় ধ্যান করিতে ২ ও তারাময়ী শ্রীকুমারীর ধন্যবাদ করিতে করিতে চলিয়াছেন।

এই অশ্রুতপূর্ব অগণন জন স্রোতের তরঙ্গ, এই ভুবন বিখ্যাত মহা উৎসব-যাত্রার যাত্রীরা সহর হইতে পবিত্র গহ্বরে যাইতে যাইতে মারীয়ার প্রতি ভক্তিরসে ও ঈশ্বর-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, মধ্যে মধ্যে, এক স্বরে, এক মনে ও এক ধ্যানে এমন জোরে গান গায়িতেছে যে তাহাদের রব, নানা বিধ বাদ্যের ধ্বনি, মৃদঙ্গের ঘন ঘন নিনাদ, কামানের আওয়াজ ও গাভ নদীর কল্ কল্ শব্দের সম্মিলনে যেন বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিতেছে ও স্বর্গ হইতে অনিবার কৃপা-বারি পতিত হইয়া ভূতলের সেইখানকার অনুর্বরা হৃদয়-ক্ষেত্র সকল সিক্ত করিতেছে। বাস্তবিক, এই অবিশ্বাস পূর্ণ সংসারে, কেবল কাথলিক মণ্ডলীই অসীম পরমেশ্বরের প্রকৃত মহিমা, গৌরব ও যশ কীর্ত্তি অদ্যাবধি ঠিক বজায় রাখিয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বর্ণনা করিতেছি তখন নব বসন্তের উদয় হইয়াছে। বিবাহ কালে যেমন কুমারী বতী

আপন প্রাণ-কান্তের শুভ-দৃষ্টি-পাতে চির-সুখী হইবার জন্য সামান্য বস্ত্র ছাড়িয়া সুকোমল, মনোহর ও সুরঞ্জিত বস্ত্রাভরণে সজ্জিত হয় ও সুগন্ধময় পুষ্প মালা পরে, তেমনি নব বসন্ত ঋতুর সমাগমে ধরণী যেন পুরাতন পোষাক ছাড়িয়া মহীপতির গৌরবার্থে বসন্ত রঙ্গের মিহি সূতার বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দেহের নব রূপ লাবণ্যের জ্যোতিঃ সর্বত্রে বিকীর্ণ করিয়াছে। তাহাতে আকাশে যেন নূতন বাতাস ও মানুষের মনে যেন নূতন আহ্লাদ জন্মিয়াছে ও বসুন্ধরা যেন নূতন অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া হাস্যময় হইয়াছে। কি গহন কাননে, কি অরণ্য বিজন বনে, কি প্রান্তরে কি শস্যক্ষেত্রে, কি পাহাড়ে কি উপত্যকায়, কি উদ্যানে কি সরোবরে, কি বনে কি উপবনে, সর্বত্রেই প্রকৃতির মধুময় হাসি। এই হাসি হাসি কোমলতায় প্রাণীমাত্রেরই মন স্নিগ্ধ হইতেছে। কোথাও ললিত কুসুম উদ্যানে ঋতুরাজ বসন্তের মন্দ মন্দ সমীরণ সেবনে যুবক যুবতী অতুল সুখ অনুভব করিতেছে; কোথাও বা বিরলে বিরলে, দম্পতীরা তরুতলে বসিয়া নদীর নির্মল জল, আকাশের নব প্রভা, তারাবলীর নব জ্যোতিঃ, সুধাংশুর নব কান্তি হেরিয়া অপার আনন্দ নীরে ভাসমান হইতেছে। এদিকে মধুকর মধুকরীরা গুন্ গুন্ স্বরে, অবিরল ধারে ফুলে ফুলে গিয়া মধু আহরণ করিতেছে; ওদিকে কবিরা প্রকৃতির নব সৌন্দর্য দর্শনে পুলকিত হইয়া পাঠকদের অন্তরে বিমল শুচিতা, বিশুদ্ধ পবিত্রতা, আহ্লাদ, করুণা, খেদ, ভক্তি, সাহস, শান্তি, প্রভৃতি নানা প্রকার সুরসের উদ্দীপন করিবার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতেছে। বাগানে বাগানে প্রস্ফুটিত ফুলের সুগন্ধে, গাছে গাছে পাখীদের সুস্বরে, পাহাড়ে পাহাড়ে উৎসের কল কল ধ্বনিতে পথিকের মন মুগ্ধ হইতেছে।

এমন সময়ে, মধুকালের মধুর ক্ষণে, আমাদের মধুময়ী কুমারীর মন্দির প্রতিষ্ঠা দর্শনার্থে, স্রোতের ন্যায় তীর্থ যাত্রীরা, রাজপথে মহা ধুমধাম সহ মাসাবিএল গহ্বরে সারি সারি যাইতে যাইতে তাঁহার উদ্দেশ্যে এমন উচ্চৈঃস্বরে গান গায়িতেছে, যে চতুর্দিকে উহার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রভাতে সূর্যের কিরণ-মালা রমণীদের অলঙ্কারে, উৎসব-যাত্রা স্থিত সৈনিক পুরুষদের অস্ত্র শস্ত্রে, পুরোহিতদের পীত বস্ত্রে, গুরুবরের হীরক মণ্ডিত মুকুটে ও পিরেণে পাহাড়ের হিমে প্রতিভাত হওয়ায় এমন মনোহর লাবণ্য ছটা বিকীর্ণ হইতেছে যে তাহা দর্শনে নয়ন তৃপ্ত হয় ও হৃদয় আনন্দ-সাগরে ভাসে। আহা! কি অপরূপ সৌন্দর্য! কি মনোহর দৃশ্য! প্রিয় পাঠক, আমরা সেই মনোলোভা হৃদয়-মুগ্ধ-কর অক্ষত কুমারীর মহোৎসব কীর্তি কিরূপে পাতি পাতি করিয়া বর্ণিতে পারি? না, তাহাকে পার্থিব উৎসব না বলিয়া বরং স্বর্গের মহিমার আবির্ভাব স্বরূপ বলিলে চলে।

এইরূপে অগণন জনস্রোত গহ্বর স্থলে ও গাভ নদীর চড়ার উপর বরাবর সমাগত হইলে, গুরুবর শ্রীল লরেন্স গহ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাত্রীদের সম্বোধন পূর্বক, সাধ্বী কুমারীর অলৌকিক আবির্ভাব সম্বন্ধে অতি বাক-পটুতার সহিত চমৎকার উপদেশ দিলেন ও তৎপরে আমাদের লুর্দের কর্তৃর মারবেল পাথরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দর্শনের গহ্বরে স্থাপন করিলে, সকলেই সানন্দে হাত তালি দিতে লাগিল। বিধিমতে প্রতিষ্ঠা ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে তিনি ঊর্দ্ধ নয়নে হাত তুলিয়া উপস্থিত সকলকে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

দৈব ইচ্ছামতে, সেই মহা উৎসবের দিন, প্রধান পুরোহিত পিতা প্যারামাল ও কন্যা-রত্ন বার্ণাদেত্তা উভয়েই অসুস্থ থাকায়

প্রতিষ্ঠার সমারোহে যোগ দিতে পারেন নাই। উৎসবে উপস্থিত হইলে তাঁহারা যে আনন্দ স্রোতে প্লাবিত হইতেন তাহা ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের জন্য তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলেন।

অতঃপর বর্দ সহরে আমাদের লুর্দ মাতার গহ্বরের পবিত্র জল ব্যবহারে এক অতি আশ্চার্য ক্রিয়া ঘটে। এই সহরে রজর লাকাসাঁই নামে এক ব্যক্তি ছিলেন; তিনি পরমিটে* চাকরী করিতেন। তাঁহার দুইটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠের নাম জুল। অদ্ভুত ঘটনা কালে জুলের বয়স তের বৎসর। দশ বৎসর বয়স অবধি জুল খুব বলিষ্ঠ ও হৃষ্ট পুষ্ট ছিল, কখন তাহাকে কোন রোগে ধরে নাই। কিন্তু কে না জানে সংসার দুঃখের আকর ও অসারের অসার; যেমন দিন গেলে রাত্র আসে ও রাত্র গেলে দিন আসে, তেমনি ইহ সংসারে সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ আছেই আছে। ইহার দৃষ্টান্ত বালক জুলের জীবনে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

সন ১৮৬৫ সাল। জানুয়ারি মাসের ২৫শে তারিখে, সন্ধ্যার ভোজন কালে লাকাসাঁই সাহেব যেমন সপরিবারে খাইতে বসিবেন অমনি সহসা বালক জুলের হাসি হাসি মুখ খানি আরক্তিম ও শুষ্ক হইয়া গেল, তাহার গলায় কি যেন বাঁধ বাঁধ ঠেকিতে লাগিল সুতরাং খানিক সুরুয়া ছাড়া আর কোন খাদ্য সে গিলিতে পারিল না। প্রিয়তম সন্তানের অকস্মাৎ এই বিপরীত ভাব দর্শনে বড়ই ত্রস্ত হইয়া জননী তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন: "জুল, তোমার কি হইয়াছে?" পুত্র আপনার গলায় হাত দিয়া জননীকে কহিল: "মা, এখানে আমার কি এক রকম বেদনা বোধ হইতেছে।" ইহা শুনিয়া স্নেহময়ী জননীর প্রাণ

---

* যেখানে জাহাজের মালের কর আদায় হয় তাহাকে পরমিট বলে।
ইংরেজী শব্দ Permit. custom house.

ধড়ফড় করিতে লাগিল ও পিতার মন কতই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পর দিন পুত্রের গলার বেদনা একভাবে আছে দেখিয়া জুলের পিতা সুবিখ্যাত কবিরাজ নোগেস সাহেবকে ডাকাইয়া পুত্রকে দেখাইলেন।

চিকিৎসক মহাশয় জুলের গলা ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া লাকাসাঁই সাহেবকে কহিলেন: মহাশয়, আমি দেখিতেছি আপনার পুত্রের এক উৎকট রোগের সূত্রপাত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। সত্বর ইহা আরাম হইতে পারে। তবে আমাদের উচিত এই বেলা সাবধান হওয়া। এই বলিয়া তিনি ঔষধের এক ব্যবস্থা পত্র দিয়া ও ফের আসিব বলিয়া চলিয়া গেলেন। সিশি সিশি কত২ ঔষধ তাহাকে দেওয়া হইল, নোগেস, রোকেস প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ডাক্তরিমতে চূড়ান্ত চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই জুলের ব্যারাম সারিল না। এইমাত্র দেখা গেল সে ভাল আছে ও যাতনা কম বোধ হইতেছে, আবার ক্ষণেক পরেই একেবারে বাড়াবাড়ী। এইমতে ক্রমান্বয় তিন মাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

তৎপরে মে মাসের এক দিন বাগানে খেলিতে খেলিতে হঠাৎ জুল অসাধারণ বেগে ঘুরিতে ফিরিতে ও দৌড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া জুলের পিতা যে কত দূর মর্মাহত ও শোকান্বিত হইলেন তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি পুত্রকে ধরিয়া থামাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে কোন মতেই স্থির থাকিতে পারিল না, পিতাকে কহিল: বাবা, আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না, আমাকে দৌড়িতেই হইবে, তা আমার ভাল লাগুক বা না লাগুক; ইহা বলিয়া আবার ঘুরিতে২ দৌড়িতে লাগিল। তিনি পুনরায় জুলকে সজোরে

ধরিয়া আপনার হাঁটুর উপর বসাইলেন, তখন দেখিলেন জুলের সর্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, তাহার হাত পা ভয়ঙ্কর খেঁচিতেছে ও মুখ বাঁকিয়া গিয়াছে, সস্নেহে পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন: বাছা জুল রে আমার, কর কি? ক্ষান্ত হও বাবা, থাম, জুল, থাম। কিন্তু জুল আরও থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; তখন লাকাসাঁই সাহেব স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে পুত্রের এক উৎকট রোগ জন্মিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কবিরাজকে ডাকিয়া পুত্রকে দেখাইলেন। কবিরাজ জুলের সেই অবস্থা দেখিয়া তাহার রোগের বিষয়ে যে সন্দেহ ছিল, তাহা দূর হইল, এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে বালকের দড়কা* রোগ জন্মিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় তৎক্ষণাৎ জুলের জন্য এক কড়া ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া শীঘ্র খাওয়াইতে আদেশ করিলেন; কিন্তু রোগের ধমকে জুলের এমন দাঁত কপাটী লাগিয়াছে যে তাহাকে ঔষধ খাওয়ান বড়ই দুষ্কর। অগত্যা অস্ত্র দ্বারা বালকের দাঁত ছাড়াইয়া তাহার গলার মধ্যে ঔষধ ঢালিয়া দিতে হইল। চিকিৎসকেরা জুলের রোগ বিচক্ষণ ভাবে নির্ণয় করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানতঃ যত দূর ভাল হইতে পারে এমন ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তথাপি জুল কোনমতে আরাম হইল না। না লুসনের স্নান, না হিমাঞ্চলের বায়ু সেবন, না সমুদ্র তীরের হাওয়া, না প্রসিদ্ধ২ চিকিৎসকদের সুব্যবস্থা ও ঔষধ জুলের পক্ষে ফলদায়ক হইল। তাহার পিতার যৎকিঞ্চিৎ পুঁজি ছিল সে সমস্তই প্রিয়তম সন্তানের কোনমতে প্রাণ রক্ষার্থে নিঃস্বশিত হইয়া গেল। ক্রমান্বয় দুই বৎসর কাল কাটিয়া গেল, পিতা মাতার যত দূর সাধ্য সন্তানের রোগের চিকিৎসা করাইতে তাঁহারা কিছু মাত্র ত্রুটী

---

* ইহাকে সাধু ভিতুসের নাচ কহে। St. Vitus's dance.

করিলেন না; তথাপি জুলের রোগ কিছুতেই দূর হইল না। চিকিৎসার বলেই হউক বা স্বভাবতঃ হউক, শাস্তির মধ্যে, তাহার হাত পায়ের খেঁচুনি বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু তাহার গলার রোগ কমা দূরে থাকুক বরং এই দুই বৎসরের মধ্যে এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে ক্রমে ক্রমে নলীর মুখ সরু হইতে২ তাহা বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সুতরাং জুলকে কিছু কিছু সুরুয়া কষ্টে শ্রেষ্ঠে খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল। পড়া-শুনা, অবশ্য একবারে বন্ধ হওয়ায় তাহার মনো দুঃখের আর সীমা রহিল না। অনাহারে জুলের দেহ জীর্ণ শীর্ণ। সমস্ত শরীর ফ্যাকাসে, দেহে রক্ত আছে বলিয়া বোধ হয় না। সর্বাঙ্গের হাড় গুলি জীর জীর করিতেছে। অতিরিক্ত দুর্বল। পিতা মাতার ধারণা জুল আর বেশী দিন বাঁচিবে না, শীঘ্রই মৃত্যুর করাল গ্রাসে পড়িবে, ঐহিক সুখের প্রতিমা, প্রাণসম সন্তানের বিরহ চিন্তার বিনয়ে মগ্ন হইয়া তাঁহারা যে কি অসুখে ও মনোদুঃখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইত্যবসরে, একদা, বর্দ সহরের বাড়ীতে, সহর লুর্দের অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে এক খানি চটি বই দৈবাৎ জুলের হাতে পড়িবা মাত্র সে সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতে করিতে বড়ই বিস্মিত হইল ও পাঠান্তে তাহার জননীকে গিয়া কহিল: "মা, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে সাধ্বী কুমারী আমাকে সুস্থ করিবেন। দেখুন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখা আছে অনেকানেক লোকে তাঁহার অনুগ্রহে কেমন আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থ খানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে আমিও তাঁহার সাহায্যে সুস্থ হইব। মা, আপনি কি আমাকে লুর্দে নীয়া যাইবেন? সেখানে গেলে, নিশ্চয়ই আমি আরোগ্য হইব। কি বলেন, মা?" প্রাণসম সন্তানের মুখে এবম্বিধ মধুর বাণী

শুনিয়া বিবি লাকাসাঁইয়ের মন গলিয়া গেল বটে; কিন্তু জুল ছেলে মানুষ, তাহার কথা কোন কাজের নয়, কেবল আবদার মাত্র ভাবিয়া তিনি কহিলেন: "কেন বাছা আমার, তোমার লুর্দে যাইবার আবার বাধা কি আছে? আচ্ছা, তাহাই হইবে।" ছেলেকে থামাইবার জন্য মুখে কেবল বলাই সার কিন্তু তিনি আর তাহা মনে রাখিলেন না, পরক্ষণই সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

ইহার পর, দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস কাটিয়া গেল; জুল কত ঔষধ সেবন করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার রোগের কোন প্রতিকার হইল না। বরং ক্রমে ক্রমে তাহার রোগ বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে ও আন্তরিক জ্বালায় সে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে। ক্ষীণ কায়, পাঙাস মুখ, চোক দুইটী যেন কোঠরে ঢুকিয়া গিয়াছে, চেহারা বড়ই বিশ্রী হইয়াছে, তাহার মুখের আদল যাহারা পূর্ব্বে দেখিয়াছিল এখন আর তাহাকে চিনিতে পারে না। সন্তানের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পিতা মাতার প্রাণে যেন অনবরত শেল বিঁধিতে লাগিল ও তাঁহাদের দুঃখ, ক্লেশ ও কষ্টের আর সীমা রহিল না। "জুল এ যাত্রা আর রক্ষা পাইল না," ইহাই কেবল তাঁহাদের বীজ মন্ত্র হইয়াছে। তাঁহাদের বাড়ীতে যে আসে, তাহার কাছেই প্রাণ প্রতিমা ও প্রিয়তম সন্তানের আসন্ন মৃত্যুর বিষয় পাড়িয়া শোক করেন। কিন্তু জুলের আন্তরিক ধারণা তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোন মতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। মাতা শোকে জর জর ও পিতাঠাকুর নিরাশ ও নিরবধি ম্লান হইয়া দিনাতিপাত করিতেছেন দেখিয়া জুল পুনরায় আপন স্নেহময়ী জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "মা, আপনি দেখিতেছেন কোন চিকিৎসকই আমাকে আরাম করিতে পারিতেছে না। সাধ্বী

কুমারী আমাকে সুস্থ করিবেন। আমাকে লুর্দের গহ্বরে পাঠাইয়া দিউন। আপনি দেখিবেন আমি সুস্থ হইব। আমার নিশ্চয় ধারণা হইয়াছে।" এবার বিবি লাকাসাঁই ছেলের কথা ঠেলিলেন না। তিনি জুলের মনের আকাঙ্ক্ষা প্রাণেশ্বরের কর্ণগোচর করিলেন। তাহাতে লাকাসাঁই সাহেব কহিলেন: "সন্তান যাহা বলিতেছে তাহাই সত্য। তাহার কথায় দ্বিধা করা যুক্তি সিদ্ধ নয়। দেব-মাতার সাহায্য বিনা তাহার জীবন রক্ষার আর কোন উপায় নাই। অতএব আজই লুর্দ তীর্থে যাত্রা করিবার আয়োজন কর।" ইহাতে গৃহিণী সম্মত হইলে, তাঁহারা তীর্থ যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সন ১৮৬৮ সাল। ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ই তারিখ। শীত কাল। লাকাসাঁই সাহেব জুলকে সঙ্গে করিয়া বর্দ সহর হইতে রেল পথে লুর্দে যাত্রা করিলেন। যাত্রা-পথে নিয়তই জুলের সহাস্য বদন ও প্রফুল্ল মন। আমি সেখানে সুস্থ হইব, তাহার এই বিশ্বাস অপ্রতিহত। যাইতে২ মহুর্মুহু সে পিতার মুখ পানে তাকাইয়া অতি ক্ষীণ স্বরে বলিত: বাবা, আমার রোগ ও সমস্ত যাতনা মাসাবিএলে তিরোহিত হইবে। বহু দিন হইতে আমার মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে। এক্ষণেও আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি দেখিবেন আমি সুস্থ হইব। সাধ্বী কুমারী আমাকে আরাম করিবেন। অনেকে সুস্থ হইয়াছে, তবে আমি কেন না হই?" সন্তানের এইরূপ মধুর বচনে আশ্বাসিত হইয়া, সন্তানের ভাবী মৃত্যুর চিন্তায় লাকাসাঁই সাহেবের যে শান্তি লতা বিশুষ্ক প্রায় ও মর মর হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে আশা সমীরণে পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়া মৃদু মন্দ দুলিয়া উঠিল। তাঁহার দুই চক্ষে আনন্দাশ্রুর ঝারা বিগলিত হইতে লাগিল। মাসাবিএলের গহ্বরে পঁহুছিয়া তাঁহারা

মন্দিরে মিসা আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া জানুপাত পূর্বক গাঢ় ভক্তির সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মিসার শেষে, পুরোহিত ঠাকুর আপন ইচ্ছায় তাহাদের কাছে আসিয়া জুলকে কহিলেন: "হে বালক, তুমি কি সাধ্বী কুমারীর চরণে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহ।"

জুল কহিল: "হাঁ, পিতা।"

অমনি পুরোহিত মহাশয় ধর্ম রীতি অনুসারে পুত্রের উপর মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে আশীর্বাদ ও সাধ্বী কুমারীর হাতে সমর্পণ করিলেন।

অতঃপর পিতা পুত্র উভয়ে গহ্বরে নামিয়া গেলে, জুল ধন্যা কুমারীর মূর্তির সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া যোড় হস্তে সাগ্রহে প্রার্থনা করিয়া সহাস্য বদনে ও প্রফুল্ল মনে ফোয়ারা থেকে পবিত্র জল লইয়া আপনার গলা ও ছাতি ধুয়িল এবং গেলাসে করিয়া সেই পবিত্র জল কয়েক গণ্ডুষ পান করিল। তৎকালে লাকাসাঁই সাহেব গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। যদিও এই চিন্তা সহস্র বৃশ্চিক রূপে তাঁহাকে দংশাইতেছিল; তথাপি তিনি আপন মনের সংশয় গোপন রাখিয়া সন্তানের পানে চাহিয়া রহিলেন ও কিয়ৎ ক্ষণ পরে একখানি বিসকুট বাহির করিয়া জুলকে দিলেন, কহিলেন: "বৎস, এখন খাইতে চেষ্টা কর," বলিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইলেন। জুল অমনি পিতার হাত থেকে বিসকুট লইয়া অক্লেশে খাইয়া ফেলিল। কিন্তু পিতার এমন সাহস হইল না যে তিনি মুখ তুলিয়া দেখেন যে জুল খাইতেছে; তাঁহার অন্তঃকরণে তখন কেমন একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল। মুহূর্তের মধ্যে সন্তানের হয় জীবন, না হয় মৃত্যু ধার্য হইবে: খাইলে—জীবন; নহিলে—মৃত্যু: হয় সদ্যঃ আরোগ্য, না হয় নিশ্চিত মৃত্যু, সন্দিগ্ধ মনে এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণেকের মধ্যে যেন

তাঁহার শ্বাস ধরিল। যাহা হউক, তাঁহার এই শ্বাস বেশী ক্ষণ তিষ্ঠায় নাই। অবিলম্বেই জুল মনের উল্লাসে ও ধীরে ধীরে বলিল: "বাবা, আমি গিলিতে পারি, আমি খাইতে পারি, আমি নিশ্চয় জানিতাম, আমার বিশ্বাস ছিল যে আমার রোগ আরোগ্য হইবে।" পুত্রের এই কথা শুনিবামাত্র পিতার অন্তরে যেন তুফান বহিয়া গেল, বামনে পূর্ণিমার চাঁদখানি যেন হাতে ধরিল। অকুল পাথার, কাণ্ডারী যেন এক খানি ডোঙ্গায় পার হইয়া আসিল। কবর-মুখী পুত্র পুনর্জ্জীবিত হইল। তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন বাস্তবিক জুল অনায়াসে খাইতেছে ও গিলিতেছে। মৃতবৎ সন্তানকে অকস্মাৎ সজীব দেখিয়া স্নেহময় পিতার অন্তরে যে কি আনন্দের স্রোত বহে, তাহা লিখিয়া কি প্রকাশ করা যায়? এত বৎসরের রোগ, মুহূর্ত্তের মধ্যে, সামান্য জল প্রয়োগে একেবারে অন্তর্হিত হইল দেখিয়া লাকাসাঁই সাহেব যে কত খুশী ও সুখী হইলেন তাহা কি লিখিয়া শেষ করা যায়। এবম্বিধ অত্যাশ্চর্য ঘটনা ও দৈব প্রসাদ আত্মীয় স্বজন কেহ শুনিতে বা দেখিতে না পাওয়ায় লাকাসাঁই সাহেব উদ্বিগ্ন আছেন; এমন সময়ে মিসার শেষে, যিনি জুলকে কুমারী মারীয়ার শ্রীচরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই পুরোহিতের কথা তাঁহার মনে পড়িল। মনে পড়িবামাত্র তিনি তাঁহার নিকট গিয়া বালকের অলৌকিক ভাবে সদ্যঃ আরোগ্যের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং তাহার পর আপন ভার্যারে তারযোগে এই শুভ ও লোমহর্ষক সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। এই তড়িত বার্তায় কেবল একটী মাত্র কথা ছিল: "সুস্থ"। এই আরোগ্যের পর জুলের মুখখানি মৃদু মৃদু হাসিতে ভরা, শরীর যন্ত্রণা বিহীন ও মন আহ্লাদে আটখানা। অতি সুখী হইয়া সে বারম্বার তাহার পিতাকে কহিতে লাগিল, "দেখুন বাবা,

কুমারী মারীয়া বৈ আর কেহই আমাকে আরোগ্য করিতে পারিলেন না। কেমন আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম ত।”

অনন্তর হোটেলে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া জুল পুনরায় গহ্বরে গেল ও হৃদয়ের সহিত কুমারী মারীয়াকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া পিতার সহিত বাড়ীতে প্রস্থান করিল। পিতা পুত্রে বাড়ীতে পঁহুছিবামাত্র মণি হারা ফণীর ন্যায় যে জননী ঘরে বাহিরে, বাছারে বাছারে করিয়া আপন অঞ্চলের নিধিকে ক্রোড়ে লইবার জন্য একান্ত কাতর ও উচাটন হইয়াছিলেন তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি প্রিয়তম পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। সন্তানের প্রতি মাতা যত আয়িত্তি, যত্ন, শ্রম, ও স্নেহ করেন, তত আর কে করিতে পারে। ২ বৎসর উনিশ দিন ক্রমান্বয় সন্তানের ভয়ঙ্কর ও উৎকট পীড়ায় যে জননী জর জর, বিশ্বাসের বলে ও স্বর্গের ঔষধে তাহার পুত্রের আরোগ্য দেখিয়া তিনি কত সুখী না হইলেন।

কোথায় নাস্তিক বিদ্বানগণ, কোথায় অপ্রকৃত পণ্ডিতগণ! কোথায় তাঁহারা, যাঁহাদিগকে ঐহিক লোকে বিদ্যার জাহাজ, সমাজের অলঙ্কার, রাজনীতির নেতা ও রাজ্যের সুমন্ত্রী বলেন, কোথায় সেই বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীগণ যাঁহারা সত্য বিশ্বাসকে উন্মাদ ও নৈতিক ধারণার ফল বলিয়া উপহাস করেন। প্রভুগণ, আপনারা একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন স্বর্গের দ্বার বন্ধ নয় কিন্তু সমস্ত জাতির জন্য মুক্ত আছে। জুলের পিতার নাম, ঠিকানা, দেশ ও আরোগ্যের বিস্তারিত বিবরণ ও তারিখ সমস্তই দেওয়া আছে। এই বিষয়ে যদি কাহার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তিনি নিজে ডাকযোগে পত্র দ্বারা সরাসর তদন্ত করিতে পারেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, আমাদের কথিত এই অলৌকিক ঘটনা, জাল

না বাস্তবিক, যে কেহ হয়, অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে ভাল বিষয় কখন বেশী দিন ছাপা থাকে না; নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদের লুর্দ মাতার যেমন সাপক্ষ দল আছে, তেমনি বিপক্ষ দলেরও কিছু কমী নাই। ফরাসী রাজ সরকার স্বয়ং এবং বৃহৎ বৃহৎ নাস্তিকগণ অনবরত লুর্দ ব্যাপার আক্রমণ করিতে ও সমূলে বিনষ্ট করিতে কিছুমাত্র কসুর করে নাই। কিন্তু স্বর্গের দ্বারের প্রতাপ বলে এবং অসংখ্য২ অলৌকিক ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষ্যের মুখে, সেই সকল প্রবল শত্রু দলের বিষম লম্প ঝম্প ও ককানি নিস্তব্ধ হইয়াছে। পৃথিবীর চারিদিকে, বিশেষতঃ এই হিন্দুস্থানে, আজকাল, সংবাদ পত্রে ও মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজে, আমাদের লুর্দ মাতার কৃপাতে ভূরি ভূরি অলৌকিক আরোগ্যের বিষয়, প্রণালী পূর্ব্বক ও অবিরল ধারে, প্রকাশিত হইতেছে। তথাপি আমাদের হিন্দু ভাইগণ দেখিয়াও দেখিতেছেন না এবং শুনিয়াও শুনিতেছেন না। তাঁহারা, কোন ব্যবসায়ে খুব মোনফা আছে, কোথায় ব্যবসায় করিলে বেশ পসার হয়, জাতি হারাইয়া, একবার বিলাতে গিয়া বারিষ্টার হইতে পারিলে, ধনোপার্জ্জন বিলক্ষণ হইতে পারে, সিবিল সার্বিস পাস দিলে মোটা বেতনের মেজষ্টর হইতে পারা যায়, এক যোগে জাতীয় সমিতির প্ররোচনায় বিজেতা বৃটিশ রাজের নিকট হইতে আত্ম-শাসন ভার লাভ হইতে পারে, প্রভৃতি নানা ঐহিক বিষয়ে খরতর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রচুর প্রয়োগ করেন; কিন্তু পরকাল, অনন্ত জীবন, ও সত্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা ভুলেও একবার ভাবেন না কি তাঁহারা যে পথের পথিক আছেন, তাহা সত্য না মিথ্যা, পরমেশ্বরের মনোনীত কি না। জানি না কত কাল এই হতভাগ্য বঙ্গে

এইরূপ অন্ধকার থাকিবে, কত দিনে বঙ্গের সমস্ত সন্তানেরা একস্বরে ও এক মনে আমাদের লুর্দ মাতার গুণ কীর্তন করিবে।

এই দেশে দেখা যায় হিন্দুরা মনস্কামনা সিদ্ধি বা রোগ ও পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সত্য নারায়ণের সিন্নি দেন, সা ফরিদের মালা পরেন, কাজি মোনশার কাছে মানৎ করেন, গোচনা পান করেন, বুকে হাঁটিয়া তাড়কেশ্বরে হত্যা দেন। ভরসা করি আমাদের স্বদেশীয় বন্ধুগণ এই ইতিহাস পাঠ করিয়া কুমারী মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও তাঁহার কাছে মানৎ করিবেন। নিশ্চয়ই সেই অসামান্যা নারী, স্বর্গের রাণী, বঙ্গীয় সন্তানদের উপর মুক্তহস্তে তাহার কৃপাবারি বর্ষণ করিবেন।

ভ্রমণে ক্লান্ত হওয়ায়, সেই দিবস, জুল অনতিবিলম্বেই নিদ্রায় অবিভূত হইল। পর দিন প্রাতঃকালে বালক জুল গাত্রোত্থান পূর্বক পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় হাসি হাসি মুখে উত্তম রূপে আহার করিল। সন্তানের নিখুত আরোগ্য দর্শনে পিতা মাতার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না;—তাঁহারা আহ্লাদ সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। এ পর্যন্ত জুলের পিতার ধর্মের প্রতি যে অবহেলা ছিল, তাহা সন্তানের এই অলৌকিক আরোগ্য দর্শনে দূরীভূত হইল। তদবধি লাকাসাঁই সাহেব ধর্ম পথে পদার্পণ করিলেন। এইরূপে আমাদের ভুবন বিখ্যাত লুর্দ মাতার অনুগ্রহে মৃতবৎ পুত্রের জীবন এবং পিতার শুষ্ক প্রায় বিশ্বাস সতেজ হইল! বাস্তবিক আমরা সাহস পূর্বক পৃথিবীর এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্যন্ত ঘোষণা করিতে পারি যে কুমারী মারীয়া জীবিত লোকদের মাতা। কেননা তাঁহার অনুগ্রহে জুল নশ্বর এবং জুলের পিতা অনন্ত জীবনের পথিক্ হইল।

উল্লিখিত অলৌকিক ঘটনার বিষয় আমরা এক্ষণে যে বর্ণনা করিলাম, তাদৃশ আশ্চর্য আশ্চর্য ব্যাপার, সেই ফোয়ারার

জলের গুণে, আরও কত কত স্থানে যে ঘটিতে লাগিল তাহা গণনা করা দুরূহ। স্রোতের মুখে বাধা দিলে, যেমন জলের তেজ বৃদ্ধি পায়, তেমনি পাপাত্মারা লুর্দের দৈব কার্যে প্রতিবন্ধক দিতে যতই উদ্যোগী হইল, ততই অসাধ্য সাধ্য পরমেশ্বর দিন দিন সসাগরা ধরার স্বর্গীয় রাণীর সমুদায় প্রজাবর্গকে জানাইলেন যে মাসাবিএল গহ্বরে যে দর্শন দায়িনীর আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি কুমারী মারীয়া ব্যতীত আর কেহ নন এবং যাহারা তাঁহার শরণাগত ও ভক্ত তাহারা অনেক কৃপা প্রাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং স্বল্প কালের মধ্যেই, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে কত কত অন্ধ, বোবা, বধির, কুব্জ, ও অকর্মণ্য বা কর্মাক্ষম লোকে লুর্দের পবিত্র তীর্থ পর্যটনে ব্রতী হইয়া, সুস্থ হইতে, গহ্বরে আসিতে লাগিল; এবং যাহারা তত্র স্থলে যাইতে অসমর্থ বা অপারক, তাহারা স্ব স্ব দেশ হইতে, মাসাবিএল গহ্বরের জল আনাইয়া ভক্তি সহকারে ব্যবহার করিয়া উৎকট উৎকট পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইল। এইরূপে আমাদের লুর্দের কর্ত্তৃর পবিত্র নাম সর্বত্রেই বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সূর্য স্বীয় কিরণ জাল পৃথিবীময় বিকীর্ণ করিয়া যেমন সমুদায় প্রাণীর উপকার দর্শায়, তেমনি আমাদের কৃপাময়ী শ্রীকুমারীর এই নব কীর্ত্তি দিগ্‌দেশে ব্যাপৃত হওয়ায় পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির স্বর্গ হইতে উপকার লাভের সূত্র-পাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ, হে পাঠক, বলুন দেখি, জগতে এমন কোন জাতি আছে, যে আমাদের লুর্দ মাতার অমৃতময় পবিত্র নাম জ্ঞাত নহে? ভূমণ্ডলস্থ অপার সাগর গর্ভে এমন কোন দ্বীপ আছে, যেখানকার বাসিন্দেরা লুর্দ বারির অদ্ভুত প্রতাপ অনভিজ্ঞ? কোথায় এমন অসভ্য জাতি আছে, যাহাদের দেশে আমাদের লুর্দ মাতার কোন মন্দির

স্থাপিত হয় নাই? এই ভারতবর্ষ (ইণ্ডিয়া) কি আমাদের স্বর্গের রাণীর ঈদৃশ অতুল ঐশ্বর্য্যান্বিত জয় পতাকা দিকে দিকে উড্ডীয়মান করে নাই? হাঁ, এই মহা প্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তে সহর পণ্ডিচেরির নিকটবর্ত্তী বিল্লিনূর নামক গ্রামে, ত্রাঙ্কবাড় ও কারিকল নামক স্থানে, হিন্দুস্থানের অন্তর্গত সহর চন্দননগর ও কলিকাতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, সহর লুর্দের মাসাবিএলের পবিত্র তীর্থ সদৃশ কত কত মন্দির ও আমাদের লুর্দ মাতার মূর্ত্তি সহ শৈল গহ্বর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল পবিত্র স্থলে, আমাদের খৃষ্টীয়ান ভাইলোকদের ত কথাই নাই, কিন্তু হিন্দু, মুসলমান আদি নানা ধর্ম্মের ও বর্ণের লোকে রোগ, বিপদ, আপদ, অসহ্য দুঃখ ও তাড়না গ্রস্ত হইয়া, স্রোতের ন্যায় আসিয়া, সাধ্বী মারীয়ার আশ্রয় গ্রহণ করে ও মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করে। প্রিয় পাঠক, ঈদৃশ ব্যাপার কি কখন আপনারা শুনিয়াছেন?

সে যাহা হউক। এক্ষণে চলুন আমাদের লুর্দের কর্ত্রীর অভিষেক দর্শন করি। পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে পবিত্র মণ্ডলীর মস্তক, আমাদের মহাগুরু, রোমের পাপা নবম পিউস, আমাদের লুর্দ মাতার মারবেল প্রতিমার জন্য এক রত্ন মুণ্ডিত স্বর্ণময় রাজমুকুট প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীপাঠ তার্ব্বের গুরুবর, মহামহিম শ্রীল লরেন্ত, সেই মুকুট বরণের জন্য, দিন স্থির করিবামাত্র, রাণীর মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য, অগণনীয় যাত্রীগণ ফ্রান্স, এস্পেন, ইতালী, জর্ম্মনি, অস্ত্রিয়া, রুস, গ্রেট ব্রটেন প্রভৃতি দেশ দেশান্তর হইতে পবিত্র তীর্থ মাসাবিএলের গহ্বরে শুভাগমন করিতে লাগিল।

এই প্রকাণ্ড মহোৎসব উপলক্ষে লুর্দ বাসীরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, স্বর্গের রাণীর মর্যাদা অনুসারে, উপযুক্ত রূপে সহর

সুসজ্জিত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিল না। নগরের সদর রাস্তা ও গহ্বর পথের স্থানে স্থানে মনোরম পুষ্প মঞ্চ, সুন্দর২ নিকুঞ্জবন, চৌমাথায় চৌমাথায় লতা মণ্ডপ, লতা জড়ান খুটী ও দুসারি বরাবর লতা পাতার মালা, এবং মধ্যে মধ্যে পুষ্প-হার, ফুলের তোড়া ও রেশমী চাদর সেই সকলে বাঁধা। সহরের প্রত্যেক অট্টালিকার ছাত হইতে নীচে পর্যন্ত নানা রঙ্গের বহুমূল্য বস্ত্রাদি উড্ডীয়মান ও ইহাদের গবাক্ষে গবাক্ষে আমাদের লুর্দ মাতার ছবির ধ্বজা টাঙ্গান। আর সহরের এক প্রান্ত হইতে গহ্বর পর্যন্ত সমস্ত পথে কিংখাপ, ভেলভেঠ ও জরীর মূল্যবান ধ্বজা, পতাকা, নানা বিধ ছবি ও মূর্তি দ্বারা সজ্জিত। পরিশেষে গহ্বরের উপরে যে নূতন দেবালয় স্থাপিত করা হইয়াছিল তাহাও সহর বাসীরা উত্তম রূপে সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

এইরূপে সহর বাসীদের বহু পরিশ্রম, যত্ন ও ব্যয়ে সেই মহোৎসবের নির্দিষ্ট দিন জুলাই মাসের ৩ রা তারিখের মধ্যে সহর, মন্দির, পথ ও ঘর সুসজ্জিত হইল। অবশ্য, তৎপূর্ব হইতে, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, বড় বড় লোক, দুঃখীরা, গুরু, পুরোহিত, তপস্বী, তপস্বিনী, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী, খাতক, মহাজন, প্রভুগণ ও তাহাদের দাসগণ, ব্যবসায়ী ও সওদাগরগণ প্রভৃতি নানা বিধ শ্রেণীর যাত্রীগণ পালে পালে, ঝাঁকে ঝাঁকে, দলে দলে অবিরত লুর্দ সহরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। নির্দিষ্ট দিনে সূর্য স্বর্গের রাণীর এই মহোৎসব দর্শন লালসায় পূর্বাপেক্ষা অধিকতর তেজে উদয় হইয়া নগরে নগরে, দুর্গে দুর্গে, পর্বতে পর্বতে, অরণ্যে অরণ্যে, নদীতে নদীতে, বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায়, শস্যে শস্যে, আপন স্নিগ্ধকর কিরণ জাল বিস্তার করিয়া যেন

মৃদু মন্দ হাসিতে হাসিতে সমাগত যাত্রীগণের মন পুলকিত করিতে লাগিল। দেখিতে২ মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত; অমনি উৎসবের জয় ঢাক বাজিয়া উঠিল ও কিল্লা হইতে তোপ পড়িতে লাগিল। তৎসঙ্গে সহরস্থ সমস্ত মন্দিরের ঘণ্টাগুলি এক কালে আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন সহর ও পল্লী বাসীরা ও বিদেশীয় অসংখ্য যাত্রীগণ লুর্দ সহরের প্রধান মন্দির হইতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মহা সমারোহে পবিত্র গহ্বরে যাত্রা করিল। হে পাঠক, এই অনুপম দৃশ্য লিখিয়া কি কেহ বর্ণনা করিতে পারে? আমাদের ইচ্ছা হয় তুলি দ্বারা তাহা পটে রচনা করি; কেননা কথা দ্বারা তাহা বর্ণিতে আমরা সক্ষম নয়। যেহেতু ইহার তুলনা করিবার উপযুক্ত পদার্থ আমরা দেখিতে পাই না।

বাস্তবিক এই অপূর্ব সমারোহ ব্যাপার সন্দর্শনে, মনুষ্যের নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হয় এবং অবিশ্বাসী জনের ধর্মে মতির সঞ্চার হয়। কেননা এই মহা উৎসব যাত্রার সর্বাগ্রে, স্বাভাবিক শুচিতার আদর্শ, বালক বালিকারা শুভ্র বস্ত্রে পরিহিত হইয়া, ও ফুলের ঝারি হাতে করিয়া যাত্রা পথে পুষ্প বৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়াছে এবং ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে তপস্যার মহিমায় বেষ্টিত তপস্বীরা ও সতীত্ব রত্নে অলঙ্কৃতা ও নানা রঙ্গের সজ্জায় শোভিত ভিন্ন ভিন্ন মঠের তপস্বিনীরা যাইতেছেন। পশ্চাতে দিব্য জ্যোতিতে দীপ্ত প্রায় ১১ হাজার পুরোহিতগণ, ভিন্ন ভিন্ন দলে, হাতে হাতে জ্বালা বাতি ধরিয়া অবনত মস্তকে ও গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে চলিতেছেন; তৎপরে সৎগুণে ও পুণ্যে ভূষিত ৩৫ জন গুরু (বিশপ) ও গুরুবরগণ এবং পবিত্র মণ্ডলীর এক জন কার্ডিনাল, নিখিল-পতির ধ্যানে মগ্ন হইয়া, পদ সঞ্চরণ করিতেছেন। তাঁহাদের অঙ্গ সুবর্ণ

খচিত বস্ত্র দ্বারা ভূষিত, মস্তকে বহুমূল্য রত্নময় কিরীট* ও করপুটে ধর্ম্ম দণ্ড আছে। সর্ব্ব শেষে পুণ্য ও সৎগুণের আধার মহাগুরু নবম পিউসের প্রতিনিধি, স্বীয় পরিজন বেষ্টিত হইয়া, স্বর্গীয় দূত সম, স্বর্ণ খচিত রেশমী রাজ ছত্রের ছায়ায় ছায়ায় মন্দ মন্দ চলিতেছেন। ইহাঁর পশ্চাতে পৃথিবীর চতুষ্কোণ হইতে সমাগত প্রায় এক লক্ষ খৃষ্টীয়ান শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সেই মহোৎসবে যোগ দিয়াছে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজভুক্ত হইলেও সকলেই এক মনে, এক স্বরে, স্বর্গের রাণী, নির্ম্মল কুমারীর গুণ কীর্ত্তন ও প্রশংসা করিতে করিতে চলিতেছে। পথের দুই ধারে বরাবর যে সকল মালা ও স্তম্ভ পোঁতা ছিল তাহা যেন যাত্রীদের পথ দর্শক স্বরূপ হইয়া গহ্বর স্থান দেখাইয়া দিতেছে। ধ্বজা, পতাকা ও নিশান গুলি মৃদু মন্দ সমীরণে আন্দোলিত হইয়া এমন উড়িতেছে বোধ হয় যেন দূরবর্তী যাত্রীগণকে উৎসব যাত্রার মহা নিমন্ত্রণে আহ্বান করিতেছে। রাস্তার ধারে ধারে, মধ্যে মধ্যে, যে সকল ধূপ পাত্র ছিল তাহা হইতে সুগন্ধময় ধোঁয়া উত্থিত হইয়া যাত্রীদের হৃদয় দেব-ভক্তি-রসে পূর্ণ করিতেছিল।

উৎসব যাত্রা ও সমুদায় দর্শক বৃন্দ গহ্বর স্থলে উপস্থিত হইলে, শ্রীপাঠ রোমের মহাগুরু যে মুকুট পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিনিধি হস্তদ্বয়ে ধরিয়া আমাদের লুর্দ মাতার মস্তকে পরাইয়া দিলেন। তৎসময়ে বসুন্ধরা যেন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল, স্বর্গীয় দূতেরা উল্লাসিত হইল এবং দর্শকেরা সুখার্ণবে প্লাবিত হইয়া করতালি দিল। তৎ সঙ্গে ২ গভীর শব্দে কামান পড়িতে লাগিল, ঘণ্টা ও বাদ্য প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল।

*A Tiara.

তখন এই অসীম জনাকীর্ণের লোকে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে, কেহ বলিল: "জগতে ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমাদের বয়সে এমন অসাধারণ দৃশ্য কখন নয়ন গোচর করি নাই।" কেহ কেহ কহিল: "ইচ্ছা হয় সহস্রাক্ষি দ্বারা এই দিব্য মহিমার কীর্তি কলাপ দর্শন করি," কোন কোন ব্যক্তি বলিল: "পৃথিবীতে যখন এমন মধুর সঙ্গীত শুনিতেছি, তখন না জানি স্বর্গের দূতেরা কি মুগ্ধকর গীত গান করে।" অপরাপর লোকে বলিল: "আহা মরি মরি কি অপরূপ কীর্তি ও বিচিত্র মহিমা। না জানি স্বর্গ ধামে কি অপার আনন্দ ও অপরূপ রূপ আছে! আমরা এক্ষণে যদি মরিতে পাই, তাহাতে ক্ষতি নাই।" অনেকেই নিস্তব্ধ ভাবে হাঁ করিয়া এক দৃষ্টে সেই অনুপম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছিল। বাস্তবিক বোধ হয় যেন সেই দিন লুর্দ সহর পৃথিবীর হৃদয় ভাবে সজীব হইয়া একাগ্র চিত্তে পরমেশ্বরের পূজা করিতেছিল।

অনন্তর এব্রঁ ও পোয়তিএ সহরের গুরুদ্বয় একে একে ধন্যা কুমারীর মহিমার বিষয়ে কথা প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই প্রখর বাক্ পটুতার সহিত সতী মাতা কুমারীর শুচিতা ও তাঁহার নির্মল গর্ভধারণের গূঢ় মর্ম এমন পরিষ্কার ও সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, যে সভাস্থিত লোকেরা হর্ষিত চিত্তে ও প্রফুল্ল মনে অনর্গল আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

সেই দিন, সন্ধ্যা কালে, সূর্য অস্তাচলে গমন করিলে, দিক মণ্ডল অন্ধকারে সমাছন্ন ও আকাশ মণ্ডলে নক্ষত্র সকল একে২ বাহির হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়া ফুলের সৌরভ হরণ করিয়া অমৃত বর্ষণের ন্যায় চতুর্দিক সুগন্ধে আমোদিত করিয়া তুলিল। এমন সময়ে লুর্দ বাসীরা স্বর্গের

রাণীর সম্মানার্থে সহর ময় আলো জ্বালিতে আরম্ভ করিল! সহরের সমস্ত চৌমাথায়, রাস্তায় ও গলিতে২ যত বাড়ী ছিল উহাদের দ্বারে২ ও সম্মুখের প্রাচীরে প্রাচীরে লাল, নীল, শাদা ও সবুজ ফুঁক শিশি সাজাইয়া প্রজ্বলিত করিল; ইহাতে সমস্ত সহর আলোময় ও অন্ধকার রাত্রি যেন দিনের ন্যায় বোধ হইল। অপরাপর লোকে পর্বতের শিখরে শিখরে রাশীকৃত শুষ্ক লতা পাতা জ্বালিতে ও পবিত্র গহ্বর স্থলে আতশ ও নানা বাজী পোড়াইতে থাকায় সহর, দুর্গ, ক্ষেত্র, কানন ও পর্বত আদি সকল স্থান প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং আলোর প্রভা গাভ নদী, ঝরণা, নির্ঝর, সরোবর প্রভৃতি জলরাশিতে পতিত হওয়ায় যেন লক্ষ লক্ষ হীরক খণ্ডের ন্যায় দীপ্তিমান হইল।

সাগর বক্ষে যেমন ঢেউগুলি উঠে ও পড়ে, নাচে ও খেলে, তেমনি তীর্থযাত্রীরাও উৎসবের আলোয় পুলকিত হইয়া দলে দলে রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, পথে পথে, আসিতেছে, যাইতেছে, দৌড়িতেছে ও খেলিতেছে। তখন তাহাদের অন্তঃকরণে যে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতেছে তাহা বলা সম্ভব নয়। কেহবা মনে করিতেছে, যেন পৃথিবীর এই নূতন সৃষ্টি, ও নূতন মহিমা; কেহবা জানুপাত পূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে; অনেকে গহ্বর স্থলে, গাভ নদীর উভয় তটে, মাসাবিএল পাহাড়ের শিখরে ও উপত্যকা প্রভৃতি স্থানে দাঁড়াইয়া ভক্তি পূর্ণ হৃদয়ে ধন্যা মারীয়ার স্তব ও গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। কেহ কেহবা

হে নির্ম্মল কুমারী,
হে স্বর্গের রাণী,
হে কমল বদনী,
হে রূপময়ী কুমারী,

জয়! জয় তব ধনী।
হে দুর্বলের বল,
হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,
হে অসুখীর সুখ,
হে দীন হীনের ধন,
সাহায্য করুন।
বিপদে আপদে
দুঃখে ও শোকে
আমাদিগকে রক্ষা করুন।

এইরূপ যশ গান গায়িতে গায়িতে অপার আনন্দ ভোগ করিতেছে।

দশম কাণ্ড।

বার্ণাদেত্তার সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি,—ও নেভার সহরস্থ তপস্বিনীদের পবিত্র মঠে প্রবেশ। তাহার তপস্যা, পুণ্য ও ধার্ম্মিকতার যশ-সৌরভ ও চির কুমারীত্বের অনন্তব্রতে ব্রতী হওন,—জীবনে নানা রোগ ও যাতনা ভোগ,—সুখে পরলোক যাত্রা,—বার্ণাদেত্তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া অতি সমারোহে সমাপন। গহ্বরের জলে কয়েকটী সদ্যঃ আরোগ্যের উপাখ্যান,—মুসলমান ও হিন্দুদের প্রতি সৎ পরামর্শ। ইতি

"আমার প্রাণ প্রভুর গৃহের জন্য বড় স্পৃহা করে ও মূর্চ্ছা যায়, আমার হৃদয় ও আমার মাংস জীবিত ঈশ্বরে আনন্দ করিয়াছে।

যেহেতু চটক নিজের এক বাড়ী এবং ঘুঘু ছানা রাখিবার আপনার এক বাসা পাইয়াছে।

তোমার বেদী সকল, হে সেনাগণের প্রভু, আমার রাজা ও আমার ঈশ্বর।"

৮৩ গীত ৩।৪ পদ।

হে ঈশ্বর, যুগে যুগে তোমার ধন্যবাদ হউক। তুমি নিত্য স্থায়ী প্রভু। তুমি নত জনকে উন্নত কর ও বলবানকে অবনত কর। তুমি অহঙ্কারীর দর্প খর্ব্ব কর ও দীন জনের প্রতি সদয় হও। যে ক্ষুধার্ত্ত, তুমি তাহাকে উত্তম দ্রব্যে পূর্ণ কর ও ধনবানকে রিক্ত হস্তে বিদায়

দাও। হে চন্দ্র ও সূর্য, অগ্নি ও উত্তাপ, হে বরফ ও হিম, হে নিশা ও দিন, হে আলো ও অন্ধকার, হে বিদ্যুৎ ও মেঘ, হে পর্বত ও শৈল, যুগে যুগে প্রভুর ধন্যবাদ কর। কোথায় লুর্দ বাসী দুঃখী সুবিরুর কন্যা বার্ণাদেত্তা, আর কোথায় স্বর্গের রাণী, ঈশ্বরের জননী, কুমারী মারীয়া। যাঁহার দর্শনে অমর দূতগণ পুলকিত হয় ও সমস্ত সাধুবা আনন্দ করে, জগত বাসীরা যাঁহাকে ধন্যা ধন্যা বলিয়া পুরুষে পুরুষে গান করে, যিনি স্বর্গের দ্বার ও কৃপার মাতা, ন্যায়ের দর্পণ ও জ্ঞানের আসন, অক্ষত মাতা ও শক্তিমতী কুমারী, তিনি,—সেই অসাধারণ ভক্তির পাত্রী, নিগূঢ় গোলাপ ও গজ দন্তের দুর্গ, মর্তে আবির্ভূত হইয়া কোন সুন্দরী রাজ-কন্যাকে দর্শন না দিয়া এক সামান্য দুঃখীর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই জগতে কোথায় এমন রাণী আছেন, যিনি স্বীয় দরিদ্র প্রজার প্রতি এত সুপ্রসন্না। কে এমন রাজাই বা আছেন যিনি আপন প্রজাদের জন্য এত হিতাকাঙ্ক্ষী। স্বর্গের রাণীর গৌরব, মহিমা, মহত্ব, ক্ষমতা ও অতুল ঐশ্বর্য; আর বার্ণাদেত্তার দরিদ্রতা, দৈন্য দশা, অজ্ঞতা ও মলিন বস্ত্র মনে মনে তুলনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে স্বর্গের ব্যবহার ও চলন পার্থিব গতির ন্যায় নহে। সেই অসামান্যা রাণী স্বর্গ হইতে আঠার বার মর্তে নামিয়া এই দীন কন্যা বার্ণাদেত্তার নিকট কেবল আবির্ভূত হইলেন এবং প্রথম শতাব্দীতে যেমন আমাদের প্রভু যীশু খৃস্ত পৃথিবীময় খৃস্তীয়ান ধর্ম প্রচারের জন্য সামান্য ও দরিদ্র বারজন মৎস্যধরকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তেমনি এই ঊনবিংশ শতাব্দিতে কুমারী মারীয়া ক্ষুদ্র প্রাণী বার্ণাদেত্তাকে একমাত্র উপলক্ষ্য করিয়া, সদোপদেশ দ্বারা, বিপথগামী লোকদিগকে মতিভ্রম ও উৎসন্ন যাইবার পথ হইতে

রক্ষা করিতে এবং সমস্ত মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্য প্রচলিত ঘোর পাষণ্ডতা ও অবিশ্বাসের চারা উৎপাটন করিতে আপন আপন পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও মালা জপ আদেশ করিলেন। জীবনান্ত পর্যন্ত বার্ণাদেত্তা এই স্বর্গীয় আদেশের চাক্ষুষ আদর্শ ছিল। স্বর্গীয় রাণীর দর্শনাবধি মৃত্যু পর্যন্ত তাহার ধর্ম্মপরায়ণতা, সৎক্রিয়া, পুণ্য, ধার্মিকতা এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে গেলে আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তকে স্থান হইবে না বলিয়া কেবল প্রধান প্রধান কয়েকটা বিষয় আমরা লিখিব।

অন্ধকারের সময় পৃথিবীস্থ সমস্ত স্বাভাবিক বস্তুগুলি প্রকৃত রূপে না দেখাইয়া যেমন কল্পিত আকারে দেখায়, কিন্তু সূর্যের আলো দ্বারা যে বস্তু যেমন সেই বস্তু ঠিক তেমনি দেখায়; তদ্রূপ দিব্য অলৌকিক আবির্ভাবের পূর্বে, বার্ণাদেত্তা সাংসারিক সুখ, পার্থিব ধন, মান, যশ ও বল প্রভৃতি সমস্ত ঐহিক বিষয় কল্পিত আকারে যেমন সুখময় মনে করিয়াছিল, এক্ষণে প্রভাময়ী সাধ্বী মারীয়ার অলৌকিক আবির্ভাব দ্বারা সে বুঝিতে পারিল যে জগৎ অন্ধকারময় মরু ভূমি সদৃশ, আর লোকে যাহা সংসার ধর্ম ও সুখ, অর্থ-বল, পার্থিব যশ, মান, প্রেম ও কাম বলে সেই সকলে প্রকৃত মঙ্গলের লেশমাত্র নাই: সর্ব্বৈব মিথ্যা ও ভান। সাগর গর্ভে যেমন নানা প্রকার হিংস্রক জীব, যেমন হাঙ্গর, কুম্ভীর ও তিমি প্রভৃতির বাস আছে; তেমনি এই ধরার উপরে জন সমাজে কপটতা, দুষ্প্রবৃত্তি, নিমকহারামি, লোভ, হিংসা ও ক্রোধ আছে। সেই জন্য সংসারের প্রতি যে কিছু স্বাভাবিক মায়া মমতা পূর্বে তাহার ছিল তাহা দিব্য দর্শনের সাহায্যে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিল এবং সাংসারিক সুখে জন্মের

মত্তন জলাঞ্জলি দিয়া দান, ধ্যান, তপস্যা, পুণ্য, প্রার্থনা, ও উপবাস দ্বারা পুণ্যাশ্রমে জীবন যাপন করিতে মনস্থ করিল।

বার্ণাদেত্তার এই প্রকার ঔদাসীন্যের কথা শুনিয়া, হে পাঠক, হয়ত, তুমি মনে করিবে সেই সব কোন কাজের কথা নয়। বার্ণাদেত্তা কোন ধনী কি মানীর কন্যা ছিল না; বরং তাহার পিতা মাতা বড় দুঃখী লোক ছিল। তবে সাংসারিক সুখের কামনা তাহার কেন হইবে? মুটে কি মাথার বিড়ে ফেলিয়া রাজমুকুট পরিতে চায়? গোবরে পোকা কি চাঁদের গায়ে উড়িয়া বসিতে চাহে? তখন দুঃখী বার্ণাদেত্তা যে সংসার বিষ্টা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

সে কি? পাঠক! তুমি এমন আগড়ম বাগড়ম কেন বকিতেছ? সংসারের প্রেম সাগরে হাবু ডুবু খাইতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমি, তুমি, তিনি, ইনি, উনি, ধনী, নির্ধন, সজ্জন, দুর্জ্জন, পুরুষ বা স্ত্রীলোক, সকলেই সাংসারিক সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত সমস্ত। যে দিকে যাই, যাহাকে পাই, সংসার শৃঙ্খলে বদ্ধ লোক ভিন্ন অপর কাহাকে প্রায় দেখিতে পাই না। ধনী জনের যেমন ধন পিপাসার শান্তি হইতেছে না; তেমনি দরিদ্র জন অহরহ নিজের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য বিব্রত; তাহারা মরীচিকা মুগ্ধ পিপাসিত হরিণের ন্যায়, একাগ্র মনে অর্থের অন্বেষণে এই পৃথিবীর মরুতে ছুটাছুটী করিতেছে। বার্ণাদেত্তা দরিদ্র লোকের কন্যা, সত্য বটে; তথাপি শুচিতা, সরলতা, ধার্মিকতা, দয়া ও নিষ্ঠা ইত্যাদি সৎগুণে অলঙ্কৃতা হওয়ায় সকলেই ভূয়ো ভূয়ো তাহার সুখ্যাতি ও প্রশংসা করিত। অথচ বনের পাখী যেমন বনে বাস করে, তেমনি সেও সামান্য ঘরে বাস করিত ও সামান্য বস্ত্র পরিত। তথাপি চন্দ্রমা যেমন ঘোর কাল মেঘে সমাচ্ছন্ন হইলেও স্বীয় জ্যোতিঃ

বিস্তার করে, তেমনি বার্ণাদেত্তা মলিন ও ছিন্ন বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইলেও, তাহার বিশুদ্ধ হৃদয়ের রূপ লাবণ্য তাহার বদন কমলে বিকশিত হইত। অতএব, হে পাঠক, অবলা কন্যা বার্ণাদেত্তা সংসারের অসারতা প্রকৃত রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা হইতে বিদায় লইতে চাহে বলিয়া, তুমি পরিহাস করিও না; বরং মনে করিও যে তাহার উদ্দেশ্য উদার নিঃস্বার্থ ও গৌরবময়।

যাহা হউক, এক দিন বার্ণাদেত্তা পিতা প্যারামালের নিকট গিয়া আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। পুরোহিতবর কন্যা রত্নের সাদা সিদা ধরণ ও সরল মন দেখিয়া নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন বটে; কিন্তু পদার্থ সোণা কি পিত্তল, সাচ্চা কি গিল্টী জানিবার জন্য যেমন স্বর্ণকার তাহা কষ্টীক পাথরে ঘষিয়া পরীক্ষা করে, তেমনি পুরোহিতবরও স্বীয় অন্তরের ভাব গোপন করিয়া, বার্ণাদেত্তার মনস্থ ঈশ্বরীয় কি স্বাভাবিক নিরূপণ করিবার জন্য গাঁইগুঁই করিতে লাগিলেন। পুরোহিতবরের এবম্বিধ আচরণে বার্ণাদেত্তার যে কত দুঃখের উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত। তথাচ তাঁহার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া, তিনি আপন পিত্রালয়ে ক্রমান্বয় ছয় বৎসর কাল অবস্থিতি করিলেন এবং সংসার যাত্রায় যত দূর সম্ভব, ত্যাগ স্বীকার, সহিষ্ণুতা শুচিতা, নম্রতা, উপবাস, ইন্দ্রিয়-দমন ও ধ্যান ইত্যাদি পুণ্য সঞ্চয়ে নিয়ত যত্ন করিতেন। সুতরাং উচ্চ পর্বতের শিখর হইতে যেমন কোন দ্রব্য পতিত হইলে, তাহা যতই ভূতলের সন্নিকট হয় ততই তাহার বেগ বৃদ্ধি পায়, তেমনি বার্ণাদেত্তার সংসার যাত্রায় যতই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, ততই তাহার আশ্রমে প্রবেশের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ইত্যবসরে পূর্ব অলৌকিক দর্শন ও শ্রীকুমারী মারীয়ার সুধাময় বচন তাঁহার স্মৃতি পথারূঢ় হওয়ায়, পুণ্যবতী কন্যার হৃদয় সরোবর উথলিয়া উঠিল ও বিরহ চিন্তায় আকুল হইল। এবম্বিধ অবস্থায় স্বীয় দুঃখানল নির্বাণ করিবার জন্য, বার্ণাদেত্তা করোযোড়ে ও এক মনে স্বর্গের রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন: হে নির্মল মাতঃ, এই বিরহ যাতনা আর সহ্য হয় না। আপনার অদর্শনে আমার প্রাণ বড়ই উচাটন হইতেছে। দয়াময়ী, আপনি কোথায় গেলেন? কোথায় লুকাইলেন? প্রাণেশ্বরী, আপনি আমার হৃদয় আকাশে শশী কলার ন্যায় বিচরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। আর কি সেই সুখ শশীর উদয় হইবে না? উঃ, আপনা বিহনে আমি আর থাকিতে পারিতেছি না; লতা ভ্রষ্ট পুষ্প যেমন, বারি বিহনে ভূমি যেমন, তেমনি আমার হৃদয়, আপনার বিচ্ছেদে, বিশুষ্ক ও বিদীর্ণ হইতেছে। হে কুমারীর মুক্ত, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। সংসারে আমার সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে; অতএব ইহা হইতে আমাকে মুক্ত করুন। আপনি যে কার্যের জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমি সমাপন করিয়াছি। এক্ষণে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া তপস্বিনীর ব্রতে দীক্ষিত হইতে চাহি।" এইরূপে স্বর্গীয় মাতার সন্নিধানে আপন মর্ম বেদনা জানাইয়া বার্ণাদেত্তা অশ্রু বারি বিসর্জন করিতেন এবং পরমেশ্বর যেমন ব্যবস্থা করেন তৎপ্রতিপালনে প্রস্তুত থাকিতেন। কেননা স্বর্গ ও পৃথিবীর রাণীর শ্রীচরণ অন্বেষণে যে পা ক্লান্ত, তাহা কি আর কোন মনুষ্যের অন্বেষণে সরিতে চাহে? নির্মল কুমারীর প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে করিতে যে হাত একেবারে অবশ, তাহা কি আর কোন সাংসারিক কার্যে রত হইতে সমর্থ হয়? চমৎকারিণী রাণীর শ্রীমুখের মধুময়

বাণী যে কর্ণ কুহরে বারম্বার প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কি আর জন সমাজের কথা বার্তা ও গান বাদ্য শুনিয়া পরিতৃপ্ত হয়? আমাদের জীবন তারার অপরূপ রূপ ও অপরিসীম লাবণ্য হেরিয়া, যে নয়ন তারা বিমুগ্ধ হইয়াছে, তাহা কি আর পার্থিব সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দর্শনে সুশীতল হয়? নিগূঢ় গোলাপের পবিত্র শরীরের সৌরভ যে নাসিকা আঘ্রাণ করিয়াছে, তাহা কি আর পার্থিব সৌগন্ধ প্রিয় হয়? যাঁহার বিচ্ছেদে কন্যা-রত্ন জীবিত মৃত বোধ করেন, সসাগরা ধরার সমুদায় সুখৈশ্বর্য এককালে ভুঞ্জিলেও, তাঁহার মন কি আর পরিতৃপ্ত হয়? তখন অচ্ছিন্ন তেহারা সূতারূপ গুপ্ত কথা ত্রয় দ্বারা স্বর্গের রাণীর সহিত বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ বার্ণাদেত্তার প্রাণ নশ্বর সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিহার করিয়া যে মোক্ষ পদ লোভের স্পৃহা করিবে, তাহার বিচিত্র কি?

ঈশ্বর পরম দয়ালু। যে কেহ তাঁহাতে নির্ভর করে, তিনি কখন তাহাকে অতিরিক্ত দুঃখ সহ্য করিতে দেন না, বরং প্রসন্ন হইয়া তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন। বার্ণাদেত্তার হৃদয় ক্ষেত্রে আশা-বীজ যে ঈশ্বর কর্তৃক রোপিত তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন এক-কালে ডাল, পালা, গুড়ী, ফল ও ফুল সহ গাছ জন্মে না; কিন্তু প্রথমে তাহা মুকুলিত, পরে অঙ্কুরিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে বায়ু, উত্তাপ ও জল সেচন দ্বারা তাহা হইতে ফেকুড়ি, পাতা, ফুল ও ফল ধরে; তেমনি দৈব নিয়মের স্বাভাবিক গতি অনুসারে কন্যা-রত্ন বার্ণাদেত্তাও, ইচ্ছার উদয় হইতে না হইতে, মঠে প্রবেশ ও তপস্বিনীর বেশ ধারণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু বীজ যেমন প্রথমে মুকুলিত, পরে অঙ্কুরিত হয়, তেমনি তাঁহার অন্তঃকরণে প্রথমে সংসার ও জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল, তৎপরে সেই অসারের অসার এই ভ্রান্তিময় সংসার

ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ

হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এবং পরমেশ্বরের পবিত্র বিধান অনুসারে, নিরূপিত কাল উপস্থিত হইলে, বায়ু, উত্তাপ ও জল সেচন দ্বারা বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে যেমন পাতা, শাখা, ফুল ও ফল উৎপন্ন হয়, তেমনি ঈশ্বরের কৃপা বারি, ও কুমারী মারীয়ার দর্শনের উত্তাপ ও বাণী দ্বারা বার্ণাদেত্তার মনস্থ সুদৃঢ় ও তেজস্কর হইলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবার উপক্রম হইল।

ফ্রান্স দেশে নেভর নামক এক সহর আছে। সেই সহরে তপস্বিনীদের এক মঠ আছে। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে খৃস্টীয়ান ধর্মের বীজ-মন্ত্র ও বিদ্যার মূল শিক্ষা দেওয়া এবং নানা বিধ ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করাই তাঁহাদের সর্ব প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য এই তপস্বিনী-দলের নাম: খৃস্টীয়ান শিক্ষা দান ও দাতব্য চিকিৎসার ভগিনী*।

মথি লিখিত সুসমাচারের ঊনবিংশ পর্বের ঊনত্রিশের পদে লিখিত আছে; যথা, আমার নামের জন্য যে কেহ আপনার ঘর বাড়ী, বা ভাই, বা ভগিনী, বা পিতা, বা মাতা, বা স্বদেশ ত্যাগ করে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। আরও ধর্ম শাস্ত্রে কথিত আছে যে দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি দয়া প্রদর্শন ও পীড়িত লোকের তত্ত্বাবধারণ ও শুশ্রূষা করণ যেন ঈশ্বরের প্রতি করা হয়। লোকেও বলে: "উন্নত হইবে যদি নত হও আগে, দুঃখের

---

* ইংরেজীতে সিষ্টার (sister or nun) বলে। যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া দরিদ্রতা, সতীত্ব ও বশ্যতায় ব্রত নীয়া পুণ্যাশ্রমে থাকেন তাঁহাদিগকে ভগিনী বলে। এই দেশে "গরিবদের ক্ষুদ্র ভগিনী" (the little sisters of the poor) নামে এক তপস্বিনী-দল আছে। ইঁহারা অন্ধ, খঞ্জ, অবয়ব হীন,, বৃদ্ধ, কর্মাক্ষম জনকে বিনামূল্যে আশ্রয় দেন ও প্রতিপালন করেন বলিয়া সর্ব বিদিত।

শৃঙ্খল পর সুখ অনুরাগে।” কন্যা-রত্ন বার্ণাদেত্তা এই সকল কথার গূঢ়ার্থ জ্ঞাত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত তপস্বিনীদের পুণ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে মানস করেন। তথাপি পিপাসিত পথিক জল রাশি ভ্রমে কখন না কখন মরীচিকার প্রতি ধাবমান হইয়া যেমন দিশা হারা হয়, তেমনি তিনিও, পাছে শয়তানের জালে প্রতারিত হন, সেজন্য ঈশ্বরের কৃপা পাইবার জন্য সাগ্রহে অনেক প্রার্থনা করিতেন এবং ধর্ম্ম স্বীকারকের কাছে মনের গুপ্ত কথা জানাইয়া সৎ পরামর্শ জিজ্ঞাসিতেন।

অনন্তর যখন তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার ব্রত ধারণ ও তপস্যাচরণ পরমেশ্বরের মনোনীত, তখন মহা আনন্দে ঐহিকের সুখ ও সাংসারিক জীবনে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া সন ১৮৬৬ সালের জুলাই মাসের ৮ই তারিখে পূর্ব্বোক্ত মঠে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়দ্দিনের মধ্যেই তপস্বিনী বেশ পরিধান করিবার অনুমতি পাইলেন। সন ১৮৬৭ সালের ৩০ শে অক্তোবর তারিখে ব্রতত্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহার নাম মারীয়া বর্ণাদ হইল।

বার্ত্রেস গ্রামে যে কন্যা মেষ পাল চরাইত, গাভ নদীর চড়ায় যে কাঠ কুড়াইয়া বেড়াইত, যাহার পিতা সুবিরু এক কলে কাজ করিত, সেই বার্ণাদেত্তা সুবিরু স্বর্গীয় সুখের অন্বেষণে আজ তপস্বিনী। কেননা ইহলোকে আসল জ্ঞানী কে? যে পরমেশ্বরের ইচ্ছামত চলে এবং তাহার নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। সেই বাস্তবিক প্রজ্ঞাবতী, যে সমুদায় পার্থিব বিষয় সকল বিষ্ঠা মনে করে। সেই মহৎ ব্যক্তি যে আপনাকে ক্ষুদ্র দেখে। কি সম্রাট, কি রাজা, কি রাণী স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া স্বরাজ্যের ও ভিন্ন ভিন্ন উপনিবেশের লক্ষ লক্ষ প্রজাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া যে সুনির্ম্মল সুখ ও

শান্তি উপভোগ করিতে পায় না তাহা তপস্বিনীরা নিভৃত কুটীরে ও মঠে পরম সুখে সম্ভোগ করেন। তজ্জন্য শিশুমতি, পুণ্যবতী ও সরলা বালা বার্ণাদেত্তা সেই এদন উদ্যান রূপ মঠে, শান্তি নিকেতনে সেই অঙ্গীকৃত স্বর্গীয় সুখের আশায় প্রবেশ করিলেন। এখন হইতে আমরা তাঁহাকে ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ বলিয়া সম্বোধন করিব, কেননা পুণ্যাশ্রমে তিনি এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ যে কেবল তপস্বিনীর বেশ ধারণ ও ব্রত পালন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন তাহা নহে, বরং পূর্বাপেক্ষা আরও সাগ্রহে ও নিবিষ্ট চিত্তে শুচিতা, সরলতা, নম্রতা ও বশ্যতার উচ্চ সোপানে পঁহুছিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং নিজের দোষাগুণ যাহা কিছু ছিল সেই সমস্ত দমন বা উৎপাটনে বিশেষ রূপে যত্নবতী হইলেন। এইরূপে পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে হইতে যদি তিনি অসতর্ক ভাবে কখন কোন দোষে পতিত হইতেন তাহাতে হতাশ না হইয়া নম্রতা পূর্বক আপনাকে সম্বোধন পূর্বক কহিতেন: মারীয়া বর্ণাদ, তুমি তো এবার ধরা পড়িয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে ইহার শোধ নেওয়া উচিত, বলিয়া তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেন যে আর আমি কখন এমন দোষ করিব না। তাঁহার স্বাভাবিক দুর্বলতা বা অজ্ঞানতা বশতঃ যদি তিনি কোন দোষ করিতেন, তাহা দ্বারা আরও সতর্ক ও নম্র হইতে শিক্ষা করিতেন।

গুরুজনের ক্ষমতা ঈশ্বর হইতে বর্তে অবগত থাকায় তিনি তাঁহাদের সম্পূর্ণ রূপে এমন আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং পুণ্যাশ্রমের নিয়ম সকল এমন সযত্নে পালন করিতেন, যে মঠের সকলেই তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। চাকার হাল বড় খাট হয় বটে, কিন্তু তাহার অভাবে যেমন গাড়ী চলিতে

পারে না তেমনি পুণ্যাশ্রমের নিয়ম গুলি যতই কেন লঘু ও সামান্য হউক না কেন, আশ্রমীগণ যদ্যপি সেই সকল আনুপূর্ব্বিক প্রতিপালন না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সিদ্ধ হইবার আশা সমূলে বিনষ্ট হয়।

অহঙ্কার যেমন সমুদায় পাপের মূল তেমনি নম্রতা সমুদায় সৎগুণের আধার। কষ্টিক পাথরের ন্যায় ইহা ব্যক্তি বিশেষের ধর্মানুরাগ ও সাধুতা পরীক্ষা করে। খৃস্ত বলেন: "আমা বিনা তোমরা কিছুই করিতে পারিবে না।" "আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি ধীর ও নম্র হৃদয়ী হই।" "আমেন, আমেন, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি যদি তোমরা পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্ষুদ্র শিশুদের ন্যায় না হও, তোমরা কোন মতে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" আরও সাধু পৌল বলেন; প্রভু যীশু আপনাকে শূন্য করিয়া এক দাসের বেশ ধরিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত, হাঁ ক্রুশের মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন যেন কেহ আপনাকে না ভুলায়। যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে জ্ঞানী মনে করে, তাহা হইলে সে মূর্খ হউক; যেহেতু ইহলোকের যে জ্ঞান তাহা ঈশ্বরের নিকট মূর্খতা এবং ইহলোকে যাহা মূর্খতা দেখায় তদ্দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞানীদিগকে লজ্জিত করেন।" ভক্তিশীলা ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ এই সকল ধর্ম সূত্র অবগত থাকায় তিনি আপনাকে তৃণবৎ এবং অন্যান্য সমস্ত তপস্বিনীগণকে আপনাপেক্ষা ধার্মিক জানিয়া তাঁহাদের চাল চলন, গতি মতি ও পুণ্যাচরণ আদর্শ স্বরূপ অনুকরণ করিতেন। লোকে যেমন দর্পণে আপন মুখের ময়লা দেখিলে তাহা পরিষ্কার করে, তেমনি তিনি মঠের অপরাপর ভগিনীদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্মের ত্রুটি অথবা তাঁহাদের কোন দোষ দেখিতে পাইলে, সর্ব্বাগ্রে আপনাপনি

সাবধান হইতেন এবং আপনাকে শুদ্ধ করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। স্বর্গের রাণীর দর্শনে সৌভাগ্যবতী বলিয়া পাছে কেহ তাঁহার প্রশংসা করে বা তাঁহাকে পুণ্যবতী বলে সেই ভয়ে তিনি অলৌকিক আবির্ভাবের সম্বন্ধে কোন কথা কাহার নিকট কোন মতে স্বইচ্ছায় পাড়িতেন না। তবে গুরু-মাতা তাঁহাকে আদেশ করিলে, কাজে কাজেই মাসাবিএলের গহ্বরে দিব্য দর্শনের বৃত্তান্ত সরল ভাবে তাঁহাকে বর্ণনা করিতে হইত। এইরূপে ভগিনী বর্ণাদ আপন গুণ ও ধর্ম পরায়ণতা যতই লুকাইতে প্রয়াস পাইতেন, ততই চাঁপা ফুল ঢাকিয়া রাখিলে যেমন তাহার সৌগন্ধ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তেমনি তাঁহার যশ সৌরভ দেশময় প্রকাশিত হইয়া পড়িত।

ধর্ম পরায়ণা ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ নেভর সহরের মঠে প্রবেশ করিলে পর, প্রায়ই কি ধর্মাধ্যক্ষ, কি রাজপুত্র, কি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। কিন্তু হরিণ যেমন ব্যাধের ভয়ে পলাইয়া অরণ্যের নিভৃত স্থানে গিয়া লুকায়, তেমনি তিনিও, কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, ত্বরায় এক নিভৃত স্থানে গিয়া লুকাইতেন। একদা নেভর সহরের প্রধান গুরুবর (আর্চ বিশপ) স্বয়ং সুপ্রসিদ্ধ কোন এক পুরোহিত সহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। অন্তরাল হইতে এই সংবাদ শুনিবা মাত্র ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ কোথায় গিয়া যে লুকাইলেন কেহ আর তাহার সন্ধান পাইল না। মঠের যেখানে সেখানে তাঁহার থাকা সম্ভব, সেখানে সেখানে গিয়া, তাঁহার নাম ধরিয়া, সঙ্গীগণ তাঁহাকে কত ডাকিলেন, কিছুতেই কোন শাড়া পাইলেন না। তখন, ভগিনী কোথায় গেলেন, কোথায় গেলেন, খোজ খোজ, মঠে এই এক রব উঠিল এবং হুল স্থুল ব্যাপার পড়িয়া গেল। অবশেষে

যেখানে২ তাঁহার থাকা অসম্ভব, সেই২ স্থানে খুজিতে খুজিতে কোন এক ভগিনী তাঁহাকে বোবার ন্যায় নিস্তব্ধ আছেন দেখিয়া কহিলেন: "ভগিনী, উঠ, আমরা তোমাকে কত খুজিতেছি, মঠময় কত ডাকিতেছি, কিছুতেই তোমার কোন শাড়া পাওয়া গেল না। কেমন, তোমার জন্য আমাদের আর্চ বিশপ আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন! এস, ভগিনী, শীঘ্র এস।" ইহা শুনিয়া ভগিনী মারীয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন: "হা বিধাতঃ, আমি কত কষ্ট পাইতেছি। আমার সহিত সাক্ষাতে তাঁহাদের কি ফল হইবে? জিজ্ঞাসি সকল ভগিনীদের চেয়ে আমি কি অদ্ভুত প্রাণী? আমি এক সামান্য পুত্তলিকা যাহাকে সাধ্বী মারীয়া নাচাইলেন। ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যে যতই করুক না কেন, বুলবুলি কি রাজহংস হইতে পারে?" তখন সঙ্গী তাঁহাকে কহিলেন; "যাহা হউক, সখি, গুরুমাতার আদেশ, এক্ষণে শীঘ্র চল।" বশ্যতা-প্রিয় ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ তাঁহার কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রধান গুরুবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

অন্য এক সময়ে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রধান গুরুবরের অনুমতি লইয়া ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইহা শুনিয়া তিনি আপন সঙ্গীকে কহিলেন: কেমন, সখি, সহরে মেলা হইলে, লোকে যেমন বনমানুষ ও অন্য২ অদ্ভুত জন্তু দেখিতে আসে তেমনি যেন আমাকেও এক আশ্চর্য জীব মনে করিয়া তাহারা দেখিতে আসিতেছে। এই কথা বলিয়া তিনি গুরুমাতার আদেশ মতে বৈঠক খানায় গিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

নম্রতা, প্রসন্নতা, কোমলতা ও সরলতা মাখা ভগিনীকে সমস্ত লোকে যেন দুষ্প্রাপ্য গজ-মুক্তার ন্যায় জ্ঞান করিত।

বিশেষতঃ ছোট ছোট বালক বালিকারা তাঁহার এত অনুগত ছিল যে তাহারা তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে চাহিত না। শিশু সন্তানেরা তাঁহাকে এমন ভাল বাসিত, যে মারীয়া বর্ণাদের নাম শুনিবামাত্র তাহাদের সমস্ত কান্না বা আবদার থামিয়া যাইত।

এই মঠের সন্নিকট শিশুদের জন্য এক পাঠশালা ছিল। ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ যখন তখন সেখানে যাইতেন। কিন্তু ভগিনীর সতত এমনি প্রসন্ন ভাব ও কোমল মূর্ত্তি, যে শিশুরা যখন তাঁহার দর্শন পাইত, তখনি প্রফুল্ল চিত্তে, মা আসিয়াছেন, মা আসিয়াছেন, বলিয়া আপনাপন পড়া শুনা, খাওয়া দাওয়া, খেলা ধূলা ও কান্না কাটি রাখিয়া হাসি হাসি মুখে হাত ধরাধরি করিয়া ভগিনীকে ঘেরিয়া তাঁহার যশ-গান গায়িত, নাচিত ও কর-তালি দিত; কেহ কেহ তাঁহার কোলে উঠিত, আবার কেহ কেহ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিত। সুতরাং তিনি তাহাদের প্রত্যেককে কোলে করিয়া মুখ চুম্বন করিতে বা তাহাদের গাত্রে হাত বুলাইয়া বিদায় দিতে বাধ্য হইতেন।

একদা পুণ্যবতী ভগিনী পীড়িতা হইয়া মঠের এক কুটীরে শয্যাগত আছেন ও মালা জপিতেছেন, এমন সময়ে অপরিচিতা কোন এক ক্ষুদ্র বালিকা কোথা হইতে অকস্মাৎ ঘরের মধ্যে আসিয়া যেমন ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের সুকোমল বদন দেখিতে পাইল অমনি সে তাঁহাকে স্বর্গীয় দূত সম মনে করিয়া, নিস্পন্দ হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার মন মোহিনী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে২ যোড় হস্তে তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। তখন ভগিনী মুচকি হাসিয়া সুস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "বৎস, তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?" সবিস্ময়ে বিহ্বল সেই ক্ষুদ্র বালিকা ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া তাঁহার উত্তর দিতে উদ্যত

হইল; কিন্তু মুখের কথা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। তাহা আর সরিল না। পরে সে কিঞ্চিৎ সাহস পূর্বক মধুর স্বরে কহিল: "ঠাকুরাণী, মাসাবিএলের গহ্বরে আপনি কি স্বর্গীয় রাণীর দর্শন পাইয়াছিলেন?" ক্ষুদ্র বালিকার এবম্বিধ প্রশ্ন শুনিয়া ভগিনীর হৃদয় প্রেম-ভরে নাচিয়া উঠিল এবং সজল নয়নে মৃদু মধুর বচনে সেই বালিকাকে কহিলেন: "হাঁ, কন্যা, গহ্বরে ধন্যা কুমারীকে যে স্বচক্ষুতে দেখিয়াছে, সেই আমি বৈ আর কেহ নয়।" তাঁহার এই উত্তরে ক্ষুদ্র বালিকা আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে ভগিনীর প্রতি স্থির ভাবে তাকাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিল: "তবে, ঠাকুরাণী, আমাকে বলুন দেখি সাধ্বী মারীয়া কি খুব রূপসী?" ইহাতে ভগিনী বর্ণাদ সেই বালিকার প্রতি সস্নেহে চাহিয়া বলিলেন: "হাঁ, তিনি অসীম রূপে সুন্দরী। জগতে তেমন রূপবতী কেহ নাই। তখন তাঁহার সৌন্দর্য কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? যদি কেহ একবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন করে, তাহা হইলে কবে আবার তাঁহার দর্শন পাইব এই প্রত্যাশায় এক দিন যেন তাহার পক্ষে এক বৎসর বলিয়া বোধ হয়।" ভগিনী বর্ণাদের এই সকল কথা শুনিয়া বালিকা বড়ই চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইল এবং ক্ষণেক মৌনী থাকিয়া বলিল: "ভগিনী, আপনি বড় সৌভাগ্যবতী। এক্ষণে আমি আপনার নিকট হইতে বিদায় হই। কিন্তু অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমার জন্য ও আমার মাতার জন্য প্রার্থনা করিবেন। ভুলিবেন না।" তৎপরে কর যোড়ে নমস্কার করিয়া সেই ক্ষুদ্র বালিকা পুণ্যবতী ভগিনীর নিকট হইতে প্রস্থান করিল।

সুহৃদ পাঠক মহাশয়, আপনার স্মরণ থাকিতে পারে মাসাবিএলের গহ্বরে কুমারী মারীয়া পাপীদের জন্য প্রার্থনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে ভগিনী মারীয়া

বর্ণাদ প্রতি দিন, যথাসাধ্য, পাপীদের জন্য প্রার্থনা, মালা জপ, নানাবিধ পুণ্য ও ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেন। সাবকাশ পাইলেই, বিশেষরূপে, তাহাদের জন্য তিনি মালা জপিতেন। একদা কতকগুলি ভগিনীদের সহিত কথোপকথন করিতে২ কোন এক ভগিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "আচ্ছা, ভগিনী বর্ণাদ, বল দেখি যে সকল প্রেতাত্মা শুচ্যগ্নিতে* আছে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুণ্য কি না? খুলিয়া বল এই বিষয়ে তোমার কি মত?" ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ করুণাময় স্বরে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া কহিলেন: "হাঁ, ভগিনী, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য বটে। তবুও যদ্যপি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে প্রেতাত্মারা, আজ হউক বা কাল হউক, এক দিন না এক দিন শুচ্যগ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বর্গে যাইবেই যাইবে। কিন্তু দুর্মতিগ্রস্ত পাপীদের সেইরূপ সুরাহার প্রত্যাশা নাই। এজন্য পাপীদের জন্য প্রার্থনা করা আমার মতে সর্বাপেক্ষা উত্তম বোধ হয়।"

পথ দর্শক বিনা, রন্ধ্রাবলী পূর্ণ পর্বত মার্গে চলিলে যেমন অন্ধ ব্যক্তি গর্তে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারায়, তেমনি ইহলোকে পাপীরা সংসারের মায়ায় ও মোহ জালে বদ্ধ হইয়া, বৃথা ও অসার পার্থিব ঐশ্বর্যে মাতে, পরকাল আদপে মানে না, "নরক, স্বর্গ," ছেলেদের জুজুর মতন, দুইটা প্রাচীন কথা মাত্র মনে করে, অগত্যা ক্রমে ক্রমে আমোদ প্রমোদে লিপ্ত ও ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হইয়া রাশি রাশি পাপাচারে মগ্ন ও অবশেষে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। দীপের আলোকে আমোদিত পতঙ্গেরা যেমন উহার চতুষ্পার্শ্বে উড়িয়া২ শেষে সেই দীপ শিখায় পতিত ও দগ্ধ হয়, তেমনি পাপীরাও হিতাহিত জ্ঞান

* Purgatorium.

শূন্য হইয়া কুরীতি, কদাচার ও পাপাচারে ডুবিয়া আপন শরীর ও আত্মা সহ নরকের অগ্নিতে পতিত ও বিনষ্ট হয়। হায়! হায়! কি আক্ষেপের বিষয় যে খৃস্তীয়ানদেরও মধ্য হইতে কত কত এই উৎসন্ন যাইবার পথের পথিক হয়। তখন মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি মিথ্যা ধর্মাবলম্বীদের দুর্দশা ও দুরবস্থার কথা কি বলিব? কেননা তাহারা যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন বাপ্তিস্ম * পায় না; যখন বড় হয়, তখন আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খৃস্তের নাম পর্যন্ত জানে না; যখন অনেক পাপ করে, তখন সেই সেই পাপের ক্ষমা পাইবার যো নাই। সুতরাং তাহারা কি বিষম বিপদগ্রস্ত হয়! বায়ুর প্রবল বেগে যেমন গাছের শুষ্ক পাতা সকল ঝর ঝর করিয়া শাখা চ্যুত হয়, তেমনি পাপীরাও প্রতি দিন উৎসন্নের পথে উপনীত হয়।

জগতের উপদেশে আর প্রভু যীশু খৃস্তের উপদেশে অনেক প্রভেদ আছে। জগত বলে: যাহারা ধনী, মানী, জ্ঞানী; ও যাহারা ইন্দ্রিয়ের লীলা খেলায়, আমোদ প্রমোদে, ও সুখ স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করে, জগত সংসারে তাহারাই যেন হর্তা কর্তা এবং তাহাদেরই জীবন সার্থক। কিন্তু যাহারা নীচ কর্ম করে ও যাহাদের ধন কড়ির সংস্থান নাই, তাহারা যতই কেন ধার্মিক হউক না, জন সমাজে তাহাদিগকে তুচ্ছ ও তৃণ জ্ঞান করে। যেমন কথায় বলে: যার কড়ি নাই, তার মুখে ছাই। ঐহিক লোকের এই ভ্রমময় ধারণার বিরুদ্ধে প্রভু যীশু খৃস্ত বলেন: "দীনাত্মা লোকেরা ধন্য; কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদের অধিকার। শোকার্ত লোকেরা ধন্য; কারণ তাহারা

---

* গৃক ভাষায় বাপ্তিস্ম শব্দের অর্থ অবগাহন বা পবিত্র স্নান। যে সংস্কার দ্বারা আমরা খৃস্তীয়ান হইয়া ঈশ্বরের সন্তান ও মণ্ডলীর অঙ্গ হই, তাহাকে বাপ্তিস্ম বলে।

সান্ত্বনা পাইবে। ন্যায়ের নিমিত্ত ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত লোকেরা ধন্য : কারণ তাহারা তৃপ্ত হইবে। ধন্য তোমরা যখন লোকে তোমাদিগকে ঘৃণা ও তাড়না করিবে ; কেননা তোমাদের জন্য স্বর্গে প্রচুর পুরস্কার আছে।" আরও আমাদের ত্রাণকর্ত্তা বলেন : ইহলোকে যাহারা ধনী ও হাসি তামাসায় দিন কাটায়, পরলোকে তাহারা সন্তাপের পাত্র হইয়া শোক ও বিলাপ করিবে। ইহকালে যাহারা পরিতৃপ্ত আছে, পরকালে তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হইবে। যে কেহ আপনাকে উন্নত করে, তাহাকে নত করা যাইবে ; কিন্তু যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে উন্নত করা যাইবেক।

প্রভু যীশু খৃস্তের এই উপদেশ কেমন সুন্দর, কেমন পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ! যেহেতু শীলের উপর ঘর্ষণ বিনা যেমন চন্দনের সৌগন্ধ নির্গত হয় না, শাণ না দিলে যেমন হীরার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায় না ; তেমনি ইহলোকে দুঃখে ও কষ্টে না পড়িলে, মনুষ্যের পুণ্যাবলী সমুজ্জ্বল হইতে পারে না। বস্তুতঃ দৈব নিয়োগে প্রতি চালিত সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ যত কিছু মনুষ্য-জীবনে ঘটে, তৎসমুদয়ই অচির-স্থায়ী ; ঘূর্ণমান চাকার ন্যায়, পরমেশ্বর প্রত্যেককে সুখের পর দুঃখ এবং বিপদের পর সম্পদ প্রেরণ করেন। যে যতই পারমাত্মিক পথের পথিক হইতে চেষ্টা করে, পরমেশ্বর ততই তাহাকে নানা প্রকার দুঃখ, ক্লেশ, ব্যথা ও পীড়া দ্বারা পরীক্ষা করেন। এতদ্দ্বারা অগ্নি সংযোগে যেমন স্বর্ণ, তেমনি মনুষ্যের মন, বিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত হয়। ইহার আদর্শ ধর্ম্ম পরায়ণা ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাস্তবিক, পরমেশ্বরের কৃপায় ও দৈব নিয়োগে, তিনি স্বর্গের রাণীর দর্শন পাইতে এবং সেই প্রেমময় মাতার সহিত

কথোপকথন করিতে যোগ্য হওয়ায়, মনে হয় ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ সাধারণ ব্যক্তিদের অপেক্ষা কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া সর্বোত্তম পুণ্যের অনুসারী হন। পরমেশ্বর তাঁহাকে এই উন্নত পদে তুলিতে নিরূপিত করিয়া নানা বিধ পরীক্ষায় ফেলিতে প্রসন্ন হইলেন। আরও আমরা তাঁহার জীবন বৃত্তান্তে দেখিতে পাই যে তিনি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা ছিলেন না; বরং তাঁহার পিতা মাতা দীন দরিদ্র, গ্রাসাচ্ছাদনে অসমর্থ, সামান্য কুটীরে বসবাস করিতেন। তাঁহার জন্ম গ্রহণের পর, তাঁহার জননী পীড়িতা ও আপন কন্যা,—আমাদের দুর্লভ ভগিনী মারীয়া বর্ণাদকে—স্তন পান করাইতে অক্ষম হওয়ায় স্থানান্তরে এক ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে তাঁহার লালন পালনের ভার দিতে বাধ্য হন। ইহাতে তরু ভ্রষ্ট যেমন লতার দুর্দশা হয়, তেমনি স্নেহময়ী জননীর যত্ন হইতে বঞ্চিত সেই সুলক্ষণা কন্যা কত ক্লেশ না পাইলেন। গর্ভধারিণী জননীর বিচ্ছেদে স্বভাবতঃই সন্তানেরা কত কাতর ও কাহিল হয়, তখন জনক জননী উভয়েরই আরিত্তি, যত্ন, স্নেহ ও মমতা হইতে বঞ্চিত এবং পরের কাছে ও ঘরে পালিত এই স্বর্গের রাণীর মনোনীত পাত্রীকে শৈশব অবস্থাতেই কি যাতনা ও কষ্ট সহ্য করিতে হইল। আমরা জানি বার্ণাদেত্তা ডাগর হইলে বার্ত্রেস গ্রামের সেই ধাত্রীর সদনে তাহাকে কিরূপ কঠিন কর্ম করিতে হইত; মাঠে মাঠে, পাহাড়ে পাহাড়ে, উপত্যকায় উপত্যকায় ধাত্রীর মেষ পাল চরাইবার সময় না জানি বার্ণাদেত্তার কত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পাইত, কত দিন হয়ত রোদে রোদে, বরফে বরফে বেড়াইতে হইত; কি উত্তাপ কি শীত, কি বৃষ্টি, সকল সময়েই তাঁহাকে মাঠে কালাতিপাত করিতে হইত। তখন তাঁহার যে কি মর্ম বেদনা, ক্লেশ, কষ্ট ও

যাতনা হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে; কথায় বলে: মায়ের ছেলে রায়ে বর্ত্তায়। কিন্তু আমাদের সুলোচনা বার্ণাদেত্তা সেই স্বাভাবিক সুখ হইতেও বঞ্চিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শৈশব অবস্থা হইতেই ইহ জীবনের যে অশেষ জ্বালা, যন্ত্রণা ও মন কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা তিনি জানেন এবং অন্তর্যামী পরমেশ্বর বলিতে পারেন। যাহা হউক এই অশেষ দুর্গতির কারণ, অল্প বয়সেই, মৃগ-নয়না আমাদের চন্দ্রাননীর বদন-কমল মলিন ও তাঁহার হাঁপানি রোগের প্রথম সূত্রপাত হইল এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই রোগও প্রবল হইতে লাগিল।

এমন দুরবস্থা-কালে বার্ণাদেত্তা কি করিলেন? গ্রীষ্ম কালে যেমন পিপীলিকা বর্ষা কালের সম্বল,—আহার, ভূগর্ভে সংগ্রহ করিয়া রাখে, তেমনি তিনিও যৌবন কালে যে সকল দুঃখ, ক্লেশ, পীড়া ও জীবন বিড়ম্বনার নানা বিধ জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিলেন সেই সমস্ত ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের জন্য অতি নম্রতা ভাবে গ্রহণ করিয়া চরম কালের সম্বল,—পুণ্য, সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। ধাত্রীর সদন হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সে যখন তিনি আপন পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসেন, তখন লেখা পড়ার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না; এবং তাঁহার অঙ্গের ভূষণ একমাত্র অঙ্গ রক্ষিণী* ছাড়া আর কিছুই ছিল না; এমন কি দিনের মধ্যে দুই বেলা আহার অবধি সর্বদা জুটিত না। না ধাত্রীর আলয়ে, না নিজ পিত্রালয়ে, কোন খানেই সুখ সূর্য্যের উদয়ে তাঁহার হৃদয়

* ইংরেজী ভাষায় Scapular বলে। কুমারী মারীয়া দত্ত এক প্রকার বস্ত্র প্রত্যেক কাথলিককে গলায় ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। নির্দিষ্ট ভক্তির সহিত এই অঙ্গ-রক্ষিণী পরিয়া মরিলে, মৃত ব্যক্তির আত্মা নরক-গামী হয় না এবং মৃত্যুর পর প্রথম শনিবারেই শুচাগ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া স্বর্গে যায়।

আকাশ সমুজ্জ্বল করিল। তথাপি সদাই তাঁহার হাসি হাসি মুখ, বিনয়াবনত নয়ন, উদার ও অমায়িক স্বভাব; কেমন সদ্গুণান্বিতা, সতত মিষ্ট ভাষী ও সদালাপী ছিলেন।

অনন্তর দৈব কৃপার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া বার্ণাদেত্তা,—এক্ষণে ভগিনী বর্ণাদ,—পার্থিব সুখ, যশ, মান, এই সকল বিষ্টা মনে করিয়া যখন পরিত্যাগ ও মঠে প্রবেশ করিলেন, তখনও তাঁহার ক্লেশের বন্ধনী হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দূরে থাকুক, বরং পূর্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

পবিত্র মঠে কালাতিপাত করিবার সময়, একদা পুণ্যবতী ভগিনী বড়ই পীড়িতা হইয়া অসহ্য যন্ত্রণায় ছট ফট করিতেছেন এবং এপাশ ওপাশ করিয়া অস্থির হইতেছেন দেখিয়া শীয়রে অবস্থিত কোন এক ভগিনী তাঁহাকে কহিলেন: "ভগিনী, তুমি এত যন্ত্রণা পাইতেছ; তবে ইহার লাঘবের জন্য কেন না কোন প্রতিকার কর ?" ইহাতে ভগিনী বর্ণাদ উপশমের কি উপায় আছে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন: "আদি পাপ বিনা গর্ভজাত রাণী তোমার প্রতি যখন এত সুপ্রসন্না, তখন তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর না কেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমার সমস্ত যন্ত্রণা নিমেষ মধ্যে নিবারণ হইতে পারে।" ইহা শুনিবামাত্র পুণ্যবতী ভগিনীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। দুঃখী জনের সৌভাগ্য-লব্ধ মণি কেহ অপহরণ করিতে আসিলে যেমন সে সশঙ্কিত হয়, তেমনি তাঁহার কথায় ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ স্বকীয় সঞ্চিত পুণ্য ফল হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় ও ভয়ে জড়সড় হইয়া কানে অঙ্গুলি দিয়া তাঁহাকে চুপ করিতে অনুরোধ করিলেন। ঘৃত প্রয়োগে যেমন অগ্নির তেজ প্রবল হয়, তেমনি সেই ভগিনীর কথিত সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহার পীড়ার নিদারুণ যন্ত্রণায় ভগিনী বর্ণাদ আরও

অস্থির হইলেন। অগ্নি সংযোগ বিনা যেমন কোন কোন রোগ সুস্থ হয় না, তেমনি ক্লেশ ও দুঃখাগ্নিতে পড়িয়া না জ্বলিলে আমাদের আত্মা, কাম, লোভ, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা রূপ নানা বিধ ব্যাধি হইতে কদাচ মুক্ত হয় না। সেজন্য আমাদের উচিত সর্বতোভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা মত চলা। কেননা জীবিত অবস্থায় যিনি স্বর্গ দর্শন করিয়া মর্তে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সেই সাধু-বর প্রেরিত পৌল বলেন: "আপাততঃ যে লঘুতর ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহা দ্বারা আমার অনন্ত কাল স্থায়ী প্রতাপের আধিক্য সাধন করে।" বিরহ বেদনা, বিচ্ছেদ জ্বালা, বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক দ্বারা যাহার প্রেম ও ভালবাসা মার্জিত হয় নাই, তাহার সেই প্রেম ও ভালবাসা প্রকৃত নয়। কেননা যন্ত্রণা ভোগের জ্বালায় প্রেম অঙ্কুরিত হয়। ফলতঃ লোকে যতই পরীক্ষায় পড়ে, ততই ঈশ্বরের প্রতি সত্য প্রেম, তাহার বাড়ে। কিন্তু পীড়িত অবস্থায় ভগিনী বর্ণাদের শারীরিক যাতনা হেতু যত কষ্ট বোধ না হইল, তাঁহার দুর্বলতা বশতঃ পুণ্য শালার কোন সাহায্য করিতে সমর্থ না হওয়ায় তাঁহার তত দুঃখ বোধ হইল।

সন ১৮৭৮ সালের ২২শে সেপ্তম্বর তারিখে, ধন্যা মারীয়ার সপ্ত শোকের পর্ব দিনে, ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ সন্ন্যাস ধর্মের স্বেচ্ছাধীন দরিদ্রতা, চির সতীত্ব ও সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহতার শেষ ব্রত ধারণ করেন।

এস্থলে শাস্ত্রীয় শ্রুতি হইতে সন্ন্যাস ধর্মের এই তিন মহা ব্রতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা বিধেয় বোধ হয়।

সন্ন্যাস জীবন, তিন খণ্ড মূল প্রস্তরের উপর স্থাপিত অতি উচ্চ ও সুদৃঢ় অট্টালিকার ন্যায়। কাম, লোভ ও অহঙ্কার যে তিন অসৎ বৃত্তির ভয়ঙ্কর বিষে পৃথিবীর নর নারীগণ জর্জ্জরিত

তাহার বিপরীত তিন পুণ্য,—চির-সতীত্ব, স্বেচ্ছাধীন দরিদ্রতা ও সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহতা সন্ন্যাস জীবনের তিন খানি মূল প্রস্তর। এজন্য যদবধি আমরা পূর্ব্বোক্ত দুর্দ্দমনীয় রিপুত্রয়, সুসমাচারোক্ত পরামর্শত্রয়ের অভ্যাস দ্বারা, না সংযত করি, তদবধি আমাদের না বিশ্রাম করিবার যো আছে, না পরমাচর্য যীশু খৃষ্টের প্রকৃত রূপে পশ্চাদ্গামী হইবার আশা আছে। এজন্য যাঁহারা খৃষ্টের প্রকৃত শিষ্য হইতে মানস করেন, তাঁহাদের কর্তব্য চির-সতীত্ব, স্বেচ্ছাধীন দরিদ্রতা ও সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহতা এই তিন মহা পুণ্যের অভ্যাস দ্বারা, কাম-তৃষ্ণা, লোভ ও ধন-গর্ব এই তিন প্রধান রিপু খর্ব করা। কেননা যাঁহারা এই তিন আত্ম-শুদ্ধির ব্রত গ্রহণ করিয়া না পালন করেন, তাঁহারা কোন মতেই প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে পারেন না।

প্রথমতঃ, চির-সতীত্ব ব্রত * কি? পরমেশ্বরের প্রতি প্রেমের উদ্দেশে, কামাগ্নির চিন্তা, ইচ্ছা ও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া, আজীবন কাল, ধর্ম-মার্গে চলিবার প্রতিজ্ঞা করা। যিনি এই ব্রতে ব্রতী হন, তিনি আত্ম-সংযম রূপ খড়্গ দ্বারা কামানল, বিলাস ভোগেচ্ছা দমন করিয়া জীতেন্দ্রিয় হন এবং আপন মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও শরীর পরমেশ্বরে উৎসর্গ করেন।

সম্পূর্ণ সতীত্বের উচ্চতম পদ চির কুমারীত্ব। আমাদের প্রভু যীশু খৃষ্টের আগমনের পূর্বে জগতে এবম্বিধ পুণ্য-প্রদ ব্রত-পালন প্রায় ছিল না। পুরাকালে এলিয়, এলিয়জর, দানিএল, যেরমিয় প্রভৃতি কতকগুলি বিখ্যাত মহাত্মাগণ ঐহিক বিষয়াভিলাষে অবিবাহিত রহিলেন বটে, কিন্তু চির-কুমারীত্বের ব্রতে তাঁহারা ব্রতী ছিলেন কি না, তাহার কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মানব-কুলকে শয়তানের দাসত্ব

* In Sanskrit কুমার ব্রত=A vow of eternal chastity. See M. Williams Dict.

হইতে মুক্ত করিতে পুত্র ঈশ্বর যখন মনুষ্য অবতার হন, তদবধি খৃষ্টীয় সমাজের পুণ্য-ক্ষেত্রে এই চির-কুমারীত্ব-ব্রতের লতা অঙ্কুরিত হইতে, বস্তুতঃ, আরম্ভ হয়। সমুদায় নর নারীদের মধ্যে কুমারী মারীয়াই যে প্রথমে এই পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হন, তাহা নিশ্চয়। উর্বরা জমীতে একটী বীজ রোপণ করিলে, যেমন প্রচুর শস্য জন্মায়, তেমনি নির্মলা কুমারীর এই ব্রত ধারণাবধি পবিত্র মণ্ডলীর পুণ্য-ক্ষেত্রে চির-কুমারীত্ব-ব্রতের এই লতাঙ্কুর প্রস্ফুটিত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে।

ধর্ম-জীবনের পক্ষে এই নূতন নীতি কত দূর উৎকৃষ্ট, তাহা আমাদের ত্রাণকর্তা স্বয়ং আপন বাক্য ও কার্য, আচার ও ব্যবহার দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক, তিনি যে নিজে অক্ষত ও অস্পৃষ্টা কুমারী মারীয়ার উদরে গর্ভস্থ হইয়া আপনাকে চির-কুমারীত্ব-ব্রত-প্রিয় দেখাইলেন, শুদ্ধ তাহা নহে; তিনি যে নিজে কেবল চির-কুমারীত্বের ব্রত ধারণ ও পালন করিয়া, আন্তরিক ও বাহ্যিক জীবন, অতুলনীয় ও অনির্বচনীয় পুণ্যতায়, পবিত্রতায় ও শুচিতায় অতিবাহিত করিলেন, শুদ্ধ তাহা নহে; কিন্তু য়িহুদীদের সমাজে তাঁহার আগমন বার্তা সর্বত্রে ঘোষণা করিতে যিনি মনোনীত হন, সেই উচ্চতমের ভবিষ্যদ্বক্তা ও অগ্রগামী মহা পুরুষ যোহন বাপ্তিস্মক, আজীবন, চির-কুমারীত্বের কঠোর ব্রত পালন করেন এবং প্রভুর শিষ্যদের মধ্যে যিনি তাঁহার বিশেষ প্রিয়-পাত্র ছিলেন ও মৃত্যু-কালে যাহার করে তিনি আপন জননীর ভারার্পণ করেন, সেই সাধু প্রেরিত যোহনও যে চির-কুমারীত্ব-ব্রত ধারী ছিলেন, তাহা কাহার অবিদিত নাই।

আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খৃস্ত, পুণ্যাবলীর এই পরম অমূল্য নিধি, পূর্ণ সতীত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, তাহা এক্ষণে

আমাদের আলোচনা করা উচিত। একদা তিনি শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলেন: ইন্দ্রিয়-সুখ ত্যাগ করিয়া যাহারা অবিবাহিত থাকে, তাহারা স্বর্গে ঈশ্বরের দূতগণের সদৃশ। সাধু মথির ২২শের পর্ব, ৩০শের পদ। ইতি ভাবার্থ। আর এক দিন, আমাদের প্রভুকে বিবাহের অছিন্ন বন্ধনীর সম্বন্ধীয় কঠিন ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়া তাঁহার শিষ্যেরা ভীত হইয়া তাঁহাকে বলে: যদি আপন স্ত্রীর সহিত পুরুষের এমন সম্বন্ধ হয়, তবে বিবাহ না করাই ভাল। তদুত্তরে তিনি তাহাদিগকে কহেন: যাহাদিগকে ইহা দেওয়া হইয়াছে তাহারা ছাড়া এই কথা সকলে বুঝে না। কেননা কোন কোন নপুংসক* আছে, যাহারা জন্মাবধি খোজা হয়: আর কোন কোন নপুংসক আছে, যাহাদিগকে মনুষ্য দ্বারা ক্লীব† করা হইয়াছে: এবং আর কতক নপুংসক আছে, যাহারা স্বর্গ রাজ্যের প্রতীক্ষায় আপনাপনি নিজেকে খোজা করিয়াছে। যাহার বুঝিবার শক্তি আছে, সে ইহা বুঝুক। আরও প্রভু বলেন: আমার নামের জন্য যে কেহ আপনার ঘর বাড়ী, বা ভাই, বা ভগিনী, বা পিতা, বা মাতা, বা স্বদেশ ত্যাগ করে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। সাধু মথি লিখিত সুসমাচারের ১৯শ পর্ব, ১১, ১২ ও ২৯ শের পদাবলী।

প্রভু যীশু খৃষ্টের যেমন উপদেশ, সাধু পৌলেরও তেমনি। কুমারীদের সম্বন্ধে সাধুবর পৌল এইমত সৎপরামর্শ দেন: আমি ইচ্ছা করি যেন সমস্ত মনুষ্য যেমন আমি (অবিবাহিত) আছি, তেমনি থাকে। যে ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত সহবাস করে,

* সহজ ভাষায় ইহাকে হিজড়ে বা খোজা বলে।

† ক্লীব (ক্লীব-লিঙ্গ) ইবুয় ভাষায় Cailltean = খোজা।

সে সাংসারিক বিষয়ে ও আপন গৃহিণীর প্রিয়-পাত্র হইতে চিন্তিত হয়। আর যে অনূঢ়া বা কুমারী, সে আপন শরীর ও মন এই উভয়ে পবিত্র হইবার জন্য প্রভুর বিষয়ে চিন্তা করে। + + + ফলতঃ, যে ব্যক্তি আপন কন্যার বিবাহ দেয়, সে ভাল করে: এবং যে আপন কন্যার বিবাহ না দেয় সে আরও ভাল করে। করিন্থ বাসীদের প্রতি ১ম লিপি ৭ম পর্ব, ৭, ৩৩ ও ৩৪শের পদাবলী।

এই সকল প্রাতঃস্মরণীয় অত্যুত্তম জ্ঞান ভাণ্ডারের পরম সুলোলিত পদাবলীর আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে পূর্ণ সতীত্ব রত্নের সৌন্দর্য অনুপম। অমূল্য মরকত, মণি ও রত্নাদির মধ্যে যেমন হীরার উজ্জ্বলতা অতুলনীয়, তেমনি ধর্ম্ম জীবনে দরিদ্রতা, আজ্ঞাবহতা আদি পুণ্যাবলীর মধ্যে চির-সতীত্ব ব্রত উপমা রহিত। রিপু ও কাম-নাশক আত্ম-নিবেদনের এই ব্রত অবলম্বনে শরীর যুক্ত মনুষ্য নিঃশরীর স্বর্গীয় দূতগণের সমতুল্য পদে উপনীত হয়। এবং কার্য্যে ও মনে যাহারা সম্পূর্ণ রূপে সতী, তাহাদের যশ কস্মিন কালে যে লোপ পাইবে তাহা আমাদের এমন বোধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ,—স্বেচ্ছাধীন দরিদ্রতার ব্রত কি? ইহাই ধর্ম্ম-জীবনের দ্বিতীয় মূল প্রস্তর ও চূড়ান্ত বৈরাগ্যের চরম সীমা। এই ব্রত দ্বারা আমরা পার্থিব যশ, মান, ধন, সম্পত্তি স্বইচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া আমাদের প্রভু খৃস্তের জীবন-মার্গ অনুকরণ করি। কেননা কাম-তৃষ্ণার পর ধন-তৃষ্ণা, অর্থাৎ, আমোদ প্রমোদ, ইন্দ্রিয় সুখ ও বিলাস ভোগের পর, বিষয় সম্পত্তি সঞ্চয় করিবার যে লোভ জন্মে তাহা ধর্ম্ম-জীবনের পরম শত্রু। এই অর্থ-লোভ ও লাভের বিষে ব্যথিত হইয়া কত কত লোক যে বিষম বিপত্তিময় পথের পথিক হয় তাহা বলা যায় না।

ঈশ্বর যখন যাহাকে ধনী করেন, তখন তাহার ধন নিজের প্রয়োজনের জন্য নয়, কিন্তু গরিব দুঃখী লোকদের উপকারার্থে। কেননা দৈব ব্যবস্থা অনুসারে সহস্র সহস্র নিঃস্ব লোকদের প্রতিপালনের ভার সেই ধনীর হস্তে ন্যস্ত আছে। অসার ঐশ্বর্য ও ধন-গর্বে উন্মত্ত-প্রায় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এই পরমার্থ ও কল্যাণ কর সদোপদেশ বুঝে না; তাহারা, পরের অভাব মোচন করা দূরে থাকুক, আপনাপন চিত্ত চরিতার্থে ও কামানল তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নানা পাপাচারে ও কুকর্মে ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলে। ইদানীন্তন, টাকা যেন সকলের সর্বস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সর্বত্রেই, হা টাকা, যো টাকা, রুধির,* রুধির, এই হাহাকার রব পড়িয়াছে। টাকাই যেন লোকের মা বাপ, গুরু ও দেবতা। টাকার শুভ্র মূর্তি সাধারণ নরনারীগণ যেন পূজা করে। যে ব্যক্তি মর মর, সেও যদি টাকা সোণার নাম শুনে, তাহা হইলে, কোথায় আছে? বলিয়া বোধ হয় শাড়া দেয়।

বিষয়াশক্তি ও সম্পত্তি-গ্রাসের অন্যায় লোভ হইতে অপরাপর সকলকে ক্ষান্ত করা এবং আপনাপন অন্তরে এই দুর্দমনীয় রিপু নাশ করাই সন্ন্যাস জীবনের কর্তব্য কর্ম। আমাদের প্রভু যীশু খৃস্ত যে এই জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। কেননা যাঁহার গর্ভে, তিনি জন্ম গ্রহণ করিলেন, তিনি নির্ধন ছিলেন। যেখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেই স্থান এক আস্তাবল ছিল। তাঁহার ভদ্রাসন বাটী, এক নিকৃষ্ট পাড়াগাঁয়ের সামান্য কুটীর। তাঁহার পেসা সামান্য ছুতরের কর্ম। তিনি কায় ক্লেশে জীবিকা উপার্জন করিয়া দিনাতিপাত করিলেন। কাল ক্রমে সত্য-ধর্ম প্রচার করিতে যখন তিনি

---

* রুধির: লাতিন ভাষায় রুফুস (rufus) রক্ত, টাকার এক নাম।

দীক্ষিত হন, তখন লোকে তাঁহাকে যাহা কিছু দক্ষিণা ও ভিক্ষা দান করিল, তদ্দারা তিনি আপন শিষ্যদের সহিত পরিতোষ পুর্ব্বক আহারাদি করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহার চরম কালে, তিনি, যার পর নাই, হীন অবস্থায় এক কাষ্ঠ নির্ম্মিত ও ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা-দায়ক ক্রুশ শয্যার উপরে ঝুলিতে ঝুলিতে, রক্তাক্ত কলেবরে ও অসীম যাতনায়, প্রাণ ত্যাগ করেন। আমাদের প্রেমিক যীশু স্বীয় জীবনে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা যে কেবল স্বেচ্ছাধীন দরিদ্রতার ব্রতের উৎকৃষ্টতা প্রদর্শন করিলেন, তাহা নয়; কিন্তু তৎ সম্বন্ধে, বাক্য দ্বারাও, যে সকল উত্তম উত্তম উপদেশ দিয়াছেন, তাহার নৈসর্গিক সৌগন্ধে, সমুদয় জগৎ আমোদিত রহিয়াছে। আহা, প্রভুর অমৃত বচন অধম মনুষ্যের পক্ষে কেমন সান্ত্বনা দায়ক ও পবিত্র! পর্ব্বতের উপর ধর্ম্ম-উপদেশ দিবার সময় তিনি কহিলেন: যাহারা দরিদ্র, তাহারা ধন্য: কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদের অধিকার। সাধু লুকের ৬ পর্ব্ব। ২০ পদ। আর এক দিন প্রভু কহিলেন: কেহই দুই প্রভুর কাছারী করিতে পারে না। এক সঙ্গে ঈশ্বর ও মামনের* সেবা করা অসম্ভব। সাধু মথি ৬ পর্ব্ব। ২৪ পদ।

এই পারত্রিক দৈব মন্ত্রণায় উৎসাহিত হইয়া, ক্ষুদ্র মনুষ্যগণ জাগতিক বাসনা, সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, বিষয় লোভ ও ধন সঞ্চয়ের আকিঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, চির বৈরাগ্যের তীক্ষ্ণ ব্রত ধারণ পূর্ব্বক ঐহিকের আশা-তরু সমূলে উৎপাটন করে এবং টাকা, সোণা বিষ্টা, ও মণি, মুক্ত, জহরত, হীরক, রত্নাদি, মাটি জ্ঞানে আপনাপন ধন সম্পত্তি একেবারে জলাঞ্জলি দেয়; এমন কি স্ব স্ব করে কোন দ্রব্য রাখিবার

* In Sanscrit Kubera or Kuvera=the god of riches and treasure. Mammon.

স্বাধীনতা অবধি অকাতরে বিসর্জন দেয়। প্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিয়া, স্বইচ্ছায় স্বার্থ-ত্যাগ ও আত্ম-নিবেদন দ্বারা বৈষয়িক চিন্তা শূন্য হইয়া তাহারা যে কেবল স্ব স্ব অন্তরে মধুর শান্তি অনুভব করে, তাহা নয়; কিন্তু কামারের দোকানে কেহ বসিলে যেমন তাহার গাত্র উত্তপ্ত হয়, তেমনি ধনীরা ইহলোকে সেই সকল সাধু সন্ন্যাসীদের পবিত্র জীবন সন্দর্শন করিয়া, নশ্বর বিষয় সম্পত্তির অসারতা কিছু কিছু বুঝিতে পারে। সুতরাং তাহারাও অনাথা, দীনহীন, কর্ম্মাক্ষম, অন্ধ, আতুর, বৃদ্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি গরিব লোককে ভিক্ষা দিতে ও সাহায্য করিতে অভ্যাস করে।

তৃতীয়তঃ, আজ্ঞাবহতার ব্রত কি? ইহাই ধর্ম্ম জীবনের তৃতীয় ভিত্তি প্রস্তর এবং জগৎ বিস্তৃত বিষময় রিপু,—অহঙ্কারের বিপরীত পুণ্য। এই দূষণীয় অহঙ্কার রিপু দমন করিবার জন্য সন্ন্যাসীরা আজ্ঞাবহতার ব্রত ধারণ করে এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে যে প্রাণান্তে নিজের ইচ্ছামত কখন চলিব না। কেননা অহঙ্কার মনুষ্য-আত্মার বিষম রোগ। সত্য বটে, আমি, তুমি, ছোট, বড়, বিদ্বান, মূর্খ, রাজা প্রজা প্রভৃতি সকলেরই, নূন্যাধিক পরিমাণে কাহার না কাহার আজ্ঞাধীন হওয়া উচিত; কিন্তু অহঙ্কারে উত্তেজিত হইয়া লোকে সচরাচর যাহাকে মান্য করা কর্তব্য, তাহাকে সেরূপ মান্য করে না; বরং যে দিকে যাই, যাহার বাড়ীতে ঢুকি, দেখিতে পাই কোথাও সন্তানেরা আপন পিতা মাতার অবাধ্য, কোথাও বা স্ত্রী পুরুষদের মধ্যে পরস্পর মিল নাই ও পরস্পর পরস্পরের কথা মানে না। রাজারা যেমন অভিমানে মত্ত হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে অন্যমনস্ক হয়, তেমনি প্রজারাও রাজাজ্ঞা মত চলিতে মনোযোগী নয়। অপর দিকে, প্রভুরা যেমন স্ব স্ব

গুরু পুরোহিতদের সদোপদেশ গ্রাহ্য করে না, তেমনি ভৃত্যেরাও স্ব স্ব প্রভুদের মনমত কার্য সাধনে দৃকপাত করে না। ইহার মূল কারণ অহঙ্কার,-যে প্রবল রিপুর বিষ প্রায় সমস্ত লোকের অস্থি মজ্জা অবধি অধিকার করিয়াছে।

সাংসারিক লোকদের মধ্যে এই অত্যাচার প্রতিকার করিবার জন্য সন্ন্যাসীরা কি করে বল দেখি? তাহারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ গুরু জনদের বশীভুত থাকিতে এবং তাঁহারা যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই পালন করিতে ব্রত ধারণ করে। তাহারা যে প্রভু যীশু খৃস্তকে আদর্শ জ্ঞানে এই উৎকৃষ্ট জীবন-উপায়ের ব্রত ধারণ ও পালন করে, তাহার আর লেশ মাত্র সংশয় নাই। কেননা জগতের ত্রাণকর্তা স্বয়ং বলেন: আমার নিজের ইচ্ছামত চলিবার জন্য আমি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসি নাই; কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে আমি আসিয়াছি। সাধু যোহন ৬ পর্ব। ৩৮ পদ। প্রভু বলেন: যাহাতে জগত জানিতে পারে যে আমি পিতাকে ভাল বাসি, তিনি যে প্রকার আদেশ আমাকে দিয়াছেন, তাহাই আমি করি। সাধু যোহন ১৪ পর্ব ৩১ পদ। এই পবিত্র ও গুণকারী আজ্ঞাবহতার ব্রত পালনের অশেষ গুণ ও শ্রেষ্ঠতা আমাদের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খৃস্ত শুদ্ধ বাক্যে নয়, কিন্তু স্বীয় জীবনে ও কার্যেও দেখাইলেন। কে না জানে তিনি ধন্যা কুমারী মারীয়া ও কৌমার-পতি সাধু যুসেফের আজ্ঞার বশীভুত ছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাকে যাহা বলিতেন, তিনি তাহাই সানন্দে শীঘ্র সমাধা করিতেন। যখন সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বয়ং ক্ষুদ্র মনুষ্যের আজ্ঞাবহ হইতে ক্ষান্ত হন না, তখন বল দেখি মনুষ্য মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হইবার কি বিচিত্র?

যাহা হউক, এক্ষণে আমরা মারীয়া ভক্ত ভগিনী বর্ণাদের ইতিহাস যেখানে বন্ধ করিয়াছি সেখান হইতে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিব।

পবিত্র মঠে নবীন তপস্বিনী মারীয়া বর্ণাদের আনন্দময় জীবন কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? ইচ্ছা হয় তাঁহার মনোরম চিত্র খানি তুলি দ্বারা চিত্রিত করিয়া পাঠককে দেখাই। আহা! সেই শান্তি নিকেতনে, সেই পবিত্র ও জগতের কোলাহল শূন্য নির্জন পুণ্যাশ্রমে, তাঁহার আত্মা যে কি মধুর শান্তি ভোগ, ও অপূর্ব আনন্দ লাভ করিতেছিল তাহা সহজে বুঝিয়া উঠা কঠিন। ঈশ্বরের প্রেম যে অমৃত অপেক্ষাও মিষ্ট তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে বটে। কিন্তু সজ্ঞানে ঈশ্বরকে প্রেমিক বলা আর ঈশ্বরের প্রেম ভোগ করা এই উভয়ের মধ্যে স্বর্গ মর্ত প্রভেদ। যে আত্মা পরমাত্মার হাতে উৎসৃষ্ট, তাহা ঈশ্বরের এত সন্নিকট যে তন্মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই বলিয়া বোধ হয়। পুণ্যাশ্রমে ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের অবস্থা, তপস্যা বলে, সেইরূপ হইল। তিনি খৃস্তের সহিত নূতন প্রেম-ডোরে আবদ্ধ হইয়া নিবিষ্ট চিত্তে ও প্রাণপণে তাঁহাকে ভালবাসিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন চাকার সমস্ত পাখাগুলি উহার মধ্যস্থ নাভিতে সংযুক্ত থাকিয়া ঘূর্ণিত হয়, তেমনি তাঁহার প্রাণ, মন, ইচ্ছা, প্রেম, ভাব ও চিন্তা সকল ঈশ্বরে সমর্পিত থাকায়, তিনি, শশী কলার ন্যায়, পারমাত্মিক প্রেমে ও জ্ঞানে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন।

খৃস্ত বলেন: আমি পৃথিবীতে আগুণ লাগাইতে আসিলাম এবং তাহা যেন জ্বলিয়া উঠে ইহা বৈ আর আমি কি বাঞ্ছা করি? দেব-ভক্তির তেজানল মনুষ্য জাতির অন্তরে যাহাতে প্রজ্বলিত হয়, সেই অর্থে প্রভু যে এইরূপ কহিলেন তাহা নিশ্চয়।

ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ এই সারবান বচন বস্তুতঃ কার্যে পরিণত করিলেন। বায়ু বেগ সংযোগে, যেমন অগ্নি শত জিহ্বা বিস্তারিত করে, তেমনি দৈব কৃপা-বলে, খৃস্তের প্রেমানল নবীন তপস্বিনীর অন্তরে দিন দিন অধিক প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। এজন্য সাধু পৌলের ন্যায় তিনি কতক পরিমাণে বলিতে পারিতেন: এবং আমি জীবিত আছি, এক্ষণে আমি নয়; কিন্তু খৃস্ত আমাতে জীবিত আছেন*। এই স্বর্গীয় প্রেমানলে উত্তপ্ত হওয়ায় ভগিনী বর্ণাদের আনন্দের সীমা ছিল না বটে তথাপি তিনি বেশ জানিতেন যে সেই প্রেম-ডোর অতি কোমল বস্তু; যদি তাহা একবার ছিন্ন হয়, ঠিক কাচের মতন, সহজে আর গড়ে না। এজন্য, পাছে নিজের দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত হন, প্রতিনিয়ত তিনি ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও নিজের ক্ষুদ্রত্ব মনে মনে ধ্যান করিতেন এবং যতই পারমারত্মিক বিষয়ে বর্দ্ধিত ও উন্নত হইতেন, ততই, তরুবর যেমন যত বাড়ে ও উন্নত হয় তত ভুমি তলে মূল বিস্তার করে তিনিও তেমনি আপন হৃদয় ক্ষেত্রে বিনয়, নম্রতা ও স্বীয় হীনতা রূপ মূল সকল নামাইতে লাগিলেন।

সন১৮৭৮ সাল। দিশেম্বর মাসের ১১ই তারিখ। কাল ক্রমে, এই দিবসে, পুণ্যবতী ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের, আচম্বিত, এক সুদারুণ রোগ উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া মঠের গুরু মাতা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পুণ্যাশ্রমের কবিরাজ স্যাঁসির মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনতিবিলম্বেই কবিরাজ মহাশয় মঠে উপস্থিত হইয়া রোগীর অবস্থা ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং বিমর্ষ ভাবে ভগিনীর জন্য এক ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া, যাইবার সময়ে, অন্তরালে গুরু মাতার কানে কানে বলিয়া গেলেন: ভগিনী বর্ণাদের ব্যারাম বড় শক্ত। তাঁহার ধাত

* Autem vivo, Jam non ego, vivit vero in me Christus. Gala. II. 20.

দেখিয়া, বোধ হয়, এ যাত্রা তিনি রক্ষা পান কি না সন্দেহ। এজন্য আপনার সাবধান হওয়া কর্তব্য

ভগিনী বর্ণাদের রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসকের এই ভীষণ মত শুনিয়া গুরু-মাতা ও পুণ্যাশ্রমের অন্যান্য ভগিনীগণ, যার পর নাই, মর্মাহত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার যেমন সেবা শুশ্রূষা করা উচিত, কায় মন চিত্তে, তেমনি করিতে ভগিনীরা কিছু মাত্র ত্রুটি করিলেন না বটে, তথাপি তাঁহাদের সমস্ত শ্রম বিফলে গেল। কিছুতেই পুণ্যবতী ভগিনীর পীড়ার উপশম হইল না; বরং দিন দিন তাঁহার রোগের এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, যে তাঁহার মুখ বিবর্ণ, শরীর জীর্ণ শীর্ণ ও চক্ষুদ্বয় কোটরাগত হইয়া গেল। তাঁহাকে যে দেখে সেই অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারে না।

অদ্য মার্চ মাসের ২৮শে তারিখ। সন ১৮৭৯ সাল। গুরু মাতা স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন: মারীয়া বর্ণাদের দেহ অবসন্ন হইয়াছে, জীবনের আর আশা নাই, তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট। তখন সস্নেহে সান্ত্বনা দিয়া তিনি ভগিনীকে কহিলেন: বাছা, লোকে বলে: যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। সে কথা ঠিক বটে; কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমার সঙ্কট অবস্থা উপস্থিত। কে জানে কোন মুহূর্তে কাল আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে? তবে অন্তলেপন নীতে কি ইচ্ছা কর না: অন্তলেপনের কথা শুনিয়া ভগিনীর মুখে যেন কিঞ্চিৎ বিষাদের ছায়া পড়িল, তিনি বলিলেন: মাতঃ, ২।১ দিনের জন্য তাহা স্থগিত রাখিলে, আমি নিরতিশয় বাধিত হইব; আজ আমার অনিচ্ছা হইতেছে। পীড়িতা ভগিনীর এই উত্তরে গুরু মাতা বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, মনে মনে ভাবিলেন: তবে, বুঝি, মারীয়া বর্ণাদ মরিতে ভয় খাইতেছে, তাই অন্তিম

কালের সংস্কার লইতে ইচ্ছুক নয়। পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ফের বলিলেন: বৎস, তোমার এ কি ধরণের কথা? সংসার ত্যাগী হইয়া, পার্থিব সুখ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া জীবন ধারণে এখনও এত আসক্তি আছে? তুমি কি জান না, আজ হউক বা কাল হউক, এক দিন না এক দিন, সকলকেই কালের করাল কবলে নিশ্চয়ই পতিত হইতে হইবে। তুমি, হয়ত, মনে করিতেছ অন্তলেপন নীলে, তোমার শীঘ্র মৃত্যু হইবে। তাহা কদাচ সম্ভব নয়। বাছা, অদ্য যাহা করিতে পার, তাহা কল্যকার জন্য রাখিও না। তাই আমি তোমাকে এই সংস্কার লইতে বলিতেছি। আমাদের মত যাহারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন, তাহাদের পক্ষে মৃত্যু ভয়জনক হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহা অমৃত দাতা পরমেশ্বরের নিকেতনে প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ। গুরু মাতার এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া, ভগিনী মারীয়া বর্ণাদ আর কোন মতেই মৃদু হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ক্ষীণ স্বরে কহিলেন: মাতঃ, আমাকে ক্ষমা করুন; আপনি আমার মর্ম্ম-কথা বুঝেন নাই। অন্তলেপন নীলে, যে আমার যন্ত্রণা বাড়িবে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই; বরং তাহা গ্রহণ দ্বারা আমি আরোগ্য লাভ করিব বলিয়াই আমি দেরি করিতে চাহিলাম। বস্তুতঃ, ইতি পুর্ব্বে, আমি তিন বার অন্তলেপন লইয়াছি, এবং তিন বারই আমার ব্যারাম উড়িয়া গিয়াছে। এবারও, পাছে এই অমৃত স্বরূপ সংস্কার আমাকে পুনর্জ্জীবিত করে, সেই আশঙ্কায় আমি কিয়ৎ বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কেননা মৃত্যু আমায় মৃদু বোধ হয় ও আমার হৃদয় প্রভুর চরণ আলিঙ্গন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত রূপে ধায়। এমন স্থলে আপনি আমাকে যেমন আজ্ঞা করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য।

ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের এই অসম্ভাবনীয় উত্তর শ্রবণে গুরু-মাতা ও উপস্থিত ভগিনীগণ নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ নির্বাক ও নিস্পন্দ থাকিয়া, তাঁহাদের অন্তরে কি প্রকার ভাবের উদয় হইল, তাঁহারা কান্দিয়া ফেলিলেন। অনন্তর প্রধান তপস্বিনী অশ্রুজল মুছিয়া ভগিনীকে কোমল স্বরে কহিলেন: বৎস, এ যাত্রা, বুঝি, তোমার রক্ষা পাইবার আশা নাই; অতএব অন্তিম সংস্কার লইবার জন্য আয়োজন করা বিধেয়। তখন ভগিনী বর্ণাদ সরল ভাবে উত্তর দিলেন, কহিলেন: তাহা হইলে আমি অতি আনন্দের সহিত আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি।

তখন পুণ্যবতী ভগিনী অত্যন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি পূর্ব্বক পুরোহিতের কাছে পাপ স্বীকার করিয়া, একান্ত মনে প্রভুর ভোজ লইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গুরু-মাতা ও অন্যান্য ভগিনীগণকে সানুনয়ে ও মৃদু বচনে কহিলেন: হে মাতঃ, হে ভগিনীগণ, যে দিন অবধি এই পুণ্যাশ্রমে আমি প্রবেশ করিয়াছি, তদবধি আশ্রমের নিয়ম প্রণালী পালন করিতে কত ত্রুটি করিয়াছি ও কত জনকে মন্দ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি? জ্ঞাত সারে বা অজ্ঞাত সারে আমি আপনাদের নিকট কত অপরাধে অপরাধী হইয়াছি। এক্ষণে আমার সেই সমস্ত ত্রুটি, দোষ ও অপরাধ সকল মার্জ্জনা করুন। আমি আপনাদের নিকট হইতে ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছি। ইহা শুনিয়া গুরু-মাতা অতি কষ্টে অন্তরের শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া সস্নেহে ও করুণা স্বরে তাঁহাকে কহিলেন: বৎস, তুমি এখানে যত কিছু অপরাধ করিয়াছ, তৎ সমুদয় আমরা ক্ষমা করিলাম; সুখী হও। এই সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাস্ত হইয়া ভগিনী বর্ণাদ, ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস ও সম্মানের সহিত, প্রভুর

ভোজ ও অন্তলেপন সংস্কার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন, চরমে যীশু খৃষ্টের প্রেম সহবাস সম্ভোগ করিয়া তিনি যার পর নাই সুখী হইলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার আত্মা আপন প্রাণ কান্ত ও প্রাণেশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিলেন।

অতঃপর দিন কতক ভগিনীর রোগ না বাড়িল, না কমিল। তাঁহার পীড়িত অবস্থায় পুরোহিত পিতা প্রতি দিনই তাঁহাকে দেখিতে আসেন এবং পরমেশ্বরে অবিচলিত ভক্তি ও বিশুদ্ধ প্রেম সাধন সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দিয়া চলিয়া যান। ইত্যবসরে, এক দিন, তিনি পুণ্যবতী ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন: কন্যা, তুমি কি সম্পূর্ণ রূপে আপন প্রাণ পরমেশ্বরের হাতে সমর্পণ করিয়াছ ও তাঁহার পবিত্র ইচ্ছার বশীভূত আছ? তদুত্তরে ভগিনী বলিলেন: ঈশ্বরীয় প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় আমি, বহু দিন হইল, সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি। স্বর্গে গিয়া একবার যদি সেই প্রেমময় ঈশ্বরের দর্শন পাইতে পারি, তাহা হইলে আমার কোন শোক থাকে না। এই দেহে থাকিতে আমার ইচ্ছা নাই।

এই পোড়া সংসারে, পাপরূপ দেহ থাকিতে, মনুষ্যকে কত দুঃখ, কত ক্লেশ, কত যাতনা না ভুগিতে হয়। মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শিশু যেন দেখিতে পায় সে বিষম ফেরে পড়িয়াছে, অমনি টেঁ টেঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। পরে শিশুটী যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে রোগ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব প্রভৃতি নানাবিধ দুর্গতির গ্রাসে সে পতিত হয় ও কাল ক্রমে আপন পিতা, মাতা, বনিতা, দুহিতা ও স্নেহময় পুত্রের মৃত্যু, ভাই ভাইয়ে কলহ, বন্ধু বিচ্ছেদ, আত্মীয় স্বজনের ঈর্ষা ও আক্রোশ, পরিজন, প্রতিবাসী ও কুটুম্বদের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ, ঘরাও মামলা মকর্দমা ও পর লোকের শত্রুতা দ্বারা বড়ই দুর্দশাগ্রস্ত ও জর

জর হইয়া পড়ে। তবু সেই ব্যক্তির দুঃখের অবসান হয় না,—সময় গুণে রাজ্যে রাজ্যে সংগ্রাম বাঁধে, বা রাজ্য বিপ্লব ঘটে, অথবা দেশময় দুর্ভিক্ষ ব্যাপিয়া প্রজাদের সর্বনাশ করে। এতদ্ব্যতীত ভূমি-কম্প, মহামারি, বন্যা ও ঝড় প্রভৃতি আপদ বিপদে পড়িয়া শরীরী মনুষ্যের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করে। তখন ইহ জীবনে কি সুখ আছে? কণ্টকাকীর্ণ কাননে, সৌভাগ্য ক্রমে, যেমন এক একটী গোলাপ ফুল বা অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পদ্ম মিলে, তেমনি এই জগতারণ্যে, দৈবাৎ, যৎকিঞ্চিৎ সুখের মনোরথ কুসুম আমরা চয়ন করিতে পারি বটে; কিন্তু তিক্ত রসে একটু মিষ্ট মিশাইলে যেমন তিক্ততার স্বাদ যাইতে পারে না, তেমনি আমাদের এই দৈহিক জীবনের নানা দুর্গতি ভোগ কালে স্বল্প সুখ মিলিলে কোন মতেই আশা মিটে না। কালের গতি দ্বারা, সন্তান বালক হয়, বালক যুবক হয় যুবক বয়স্থা হয় এবং বয়স্থা ব্যক্তি বৃদ্ধ হয়। বৃদ্ধ হইলে দাঁতগুলি খসিয়া পড়ে, কানে ভাল শুনিতে পায় না, চোকে দেখিতে পায় না, শারীরিক বল ও কান্তি হ্রাস পায় ও মাংস লোল হয়। ছায়ার ন্যায় তাহার দিন সকল কাটিয়া যায় ও ঘাসের ন্যায় তাঁহার দেহ শুষ্ক হইয়া পড়ে। এইরূপে মনুষ্যের পরমায়ু শেষ হইয়া আসে; তখন মৃত্যু ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। জীবন কালের ভার যখন দুঃসহ বোধ হয়, তখন মৃত্যু কালের যন্ত্রণা যে তাহা অপেক্ষা অসহ্য হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? একে রোগের যন্ত্রণায় অস্থির, তাহাতে পরকালে কি গতি হইবে সেই আশঙ্কা। অন্তিম কালে একে শয়তানের আক্রোশ বৃদ্ধি পায়, তার উপর মনুষ্যের জ্ঞান শক্তি কমিয়া যায়। উঃ, রোগীর কি ভয়ানক দিন! বাত্যাহত জলযান সাগর গর্ভে ডুব ডুব হইলে, নাবিকদের প্রাণ যেমন আইঢাই ও হা

হুতাশ করে, তেমনি মৃত্যু বাত্যা দ্বারা তাড়িত মনুষ্য যখন জীবনের দুষ্কর্ম সকল ভূতের আকারে অন্তর নয়নের সম্মুখে উপস্থিত দেখে ও স্মরণ করে যে সেই সকল পাপের জন্য সত্য অনুতাপ ও তপ করা হয় নাই, তখন তাহার প্রাণ কেমন থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে ও আতঙ্গে অচেতন হয়। বাস্তবিক মৃত্যু কাল ঘোর ভয়ঙ্কর সময়। কেননা দেহের পতন হইলে, আত্মার কখন পতন হয় না। মৃত্যুর পর, কি রাজা কি প্রজা, কি বিদ্বান কি মূর্খ, কি বড় কি ছোট, সকলকেই পরমেশ্বরের বিচারাসনের সমীপে উপস্থিত হইতে হয় ও স্বকৃত পাপ পুণ্যের হিসাব দিতে হয়। সুতরাং অন্তিম কাল বড় ভয়ঙ্কর।

ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের আত্মায় যে কিছু মলিনতা আছে, তাহা একেবারে ধৌত করিবার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর তাঁহাকে কিছু দিন রোগে ভুগিতে দিলেন যেন রোগ ভোগ দ্বারা ভগিনী পরকালের বিষয় ধ্যান করিয়া সশঙ্কিত ও শয়তানের আক্রোশে জর্জরীভূত হয়।

এমন সময়ে খৃষ্টীয়ানদের মহা আনন্দের পর্ব উপস্থিত হইল। অদ্য নিস্তার পর্বের পুর্ব দিন। পূর্ব সন্ধ্যা হইতে এই মহোৎসবের বার্তা ঘোষণা করিবার জন্য নেভের সহরের মন্দিরে মন্দিরে সমস্ত ঘন্টাগুলি ঢং ঢং, টং টং, করিয়া বাজিতে লাগিল। তখন ভগিনীদের এক জন মারীয়া বর্ণাদের কাছে গিয়া বলিল: ভগিনী, আজ ঘণ্টার বাজনা কেমন মিষ্ট! শুনিতেছ? তাহা যীশু খৃষ্টের পুনরুত্থানের শুভ সংবাদ ঘোষণা করিতেছে। আহা! মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি যেমন পুনর্জীবিত হইয়াছেন, তেমনি আশা করি তুমিও এত দিন রোগের যন্ত্রণা ভুগিয়া এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিবে। পীড়িতা ভগিনী মৃদু মধুর স্বরে তাঁহাকে উত্তর দিয়া বলিলেন:

ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই বটে, কিন্তু, বোধ হয়, এবার আমার পীড়া ইহলোকে নয়, কেবল পরলোকে আরাম হইবে। ভগিনী বর্ণাদ সবে মাত্র এই কথা বলিয়াছেন, অমনি তাঁহার মুখে কালিমা পড়িল ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। তৎক্ষণাৎ ভগিনীগণ এ কি ? এ কি ? বলিয়া মহা সশব্যস্ত হইয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পুণ্যবতী ভগিনীর অঙ্গ থর ২ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে ভীতা হইয়া তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন : হে প্রভু যীশু, আমাকে রক্ষা করুন। হে কুমারী মারীয়া, নির্মলা মাতা, দুঃখী লোকদের সান্ত্বনা ও সাগরের তারা, আমার জন্যে প্রার্থনা করুন। ইহলোকে আমি কত ঈশ্বরীয় কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছি, উঃ, তখন, আমার কি কঠিন বিচার হইবে ? বলিতে বলিতে বক্ষঃস্থ ক্রুশ মূর্তি লইয়া বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। পার্শ্বস্থ ভগিনীগণ তাঁহার লক্ষণ ভাল নয় দেখিয়া মালা জপিতেছেন। ক্রমে ভগিনী বর্ণাদের অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল হইল, তাঁহার হৃদয়ে শান্তির সঞ্চার হইল। তখন আত্মিক গুরুকে দেখিয়া তিনি কহিলেন : পিতঃ, কিয়ৎ ক্ষণের জন্য আমি কি ভয়াবহ প্রলোভনে পতিত হইলাম ? শয়তান বিকট মূর্তিতে বার বার আমার নয়ন গোচর হইয়া আমার উপর কি ভয়ঙ্কর উৎপাত করিল ? তাহার আক্রমণে অত্যন্ত ভীত হইয়া বারম্বার যীশু মারীয়া, যীশু মারীয়া, বলায়, সে পলাইয়া গেল।

এপ্রেল মাস। পাস্কা পর্বের পর প্রথম বুধবার। বসন্ত ঋতুর আরম্ভ। কোকিলেরা কুহু কুহু স্বরে বন আমোদিত ও মধু কালের আগমন সর্বত্রে ঘোষণা করিতেছে। প্রিয় নায়কের আগমন বার্তা শুনিয়া ধরিত্রী সুন্দরী পুরাতন বস্ত্র ছাড়িয়া নূতন বেশ ভুষা পরিতেছে। তরু, গাছ ও লতাগুলি

ফল ফুলে সুশোভিত হওয়ায় চতুর্দিক সৌগন্ধময় হইয়াছে। আজ মাসের ১৬ই তারিখ। উষা কালে, আশ্রমে আশ্রমে, মঠে মঠে সন্ন্যাসী ও পুরোহিতেরা গাত্রোত্থান পূর্বক স্ব স্ব প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপন করিতেছেন ও বসন্তের মৃদু মধুর সমীরণ সেবনে পুলকিত হইয়া অনন্ত ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন আছেন। পক্ষীরাও গাছে গাছে, বাগানে বাগানে, বনে বনে কল কল স্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিতেছে। ক্রমে আকাশের নক্ষত্রগুলি মলিন হইয়া আসিল এবং সূর্য যেন হাসিতে হাসিতে উদয় হইয়া আপন কিরণ জাল বিস্তার করিল। ঠিক সেই সময়ে, ইউরোপের সর্বত্রে, কাথলিক পুরোহিতেরা, দেশে দেশে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, প্রতি মন্দিরে মিসা বলিতে বলিতে এই পদটী প্রচার করিতেছিলেন: যথা, আইস, আমার পিতার আশীর্বাদ প্রাপ্ত লোকেরা, হাল্লেলুয়া! জগতের আরম্ভ হইতে তোমাদের জন্য যে রাজ্য প্রস্তুত করা আছে, তাহা গ্রহণ কর। হাল্লেলুয়া, হাল্লেলুয়া*। এই পবিত্র উক্তির কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বলি উৎসর্গ করিবার সময়, পুনরায় তাঁহারা এই মন্ত্র পাঠ করিলেন: যথা, প্রভু স্বর্গের দ্বার খুলিলেন। হাল্লেলুয়া, স্বর্গের আহার তাহাদিগকে দিলেন। হাল্লেলুয়া! †

সেই বিশেষ দিনে, প্রাতঃকালের মিসায়, সর্বত্রে, এই পবিত্র মন্ত্র পাঠের অর্থ এত স্পষ্ট যে তাহা এস্থলে আমাদের ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক করে না। পরমেশ্বর, আপন ভক্ত সেবক পুরোহিতদিগকে সেই মন্ত্র পাঠ করাইয়া, যেন মারীয়া

---

* Venite, Benedicti Patris mei, alleluia! Percipite regnum quod Vobis paratum est ab origine mundi, alleluia! alleluia! (Feria IV. Post Pascha, in introitu missæ.)

† Portas cœli aperuit Dominus, alleluia! Panem cœlestem dedit eis, alleluia! (id offertorium.)

বর্ণাদকে স্বর্গ ধামে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। বাস্তবিক, হে পাঠক, সেই পবিত্র মন্ত্র পাঠ কালে, আপনি যদি পুণ্যবতী ভগিনীর মুখের চেহারা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আপনার মনে এই বিশ্বাস জন্মিত যে ভগিনীর জীবন সূর্য অস্তাচল প্রায়। পীড়ায় তাঁহার হাত পা নলী নলী হইয়াছে ও সর্বাঙ্গ শুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্বমত তিনি আর শয়তানের উৎপাতে বা ভয় ও শোকে উৎপীড়িত নন। তাঁহার চিত্ত আর কোন বিষয়ে অস্থির হয় না। তাঁহার মুখের কমনীয় কান্তি আর দুঃখ মেঘে লেশ মাত্র ঢাকা পড়ে না এবং তাঁহার সমস্ত জ্বালা নিঃশ্বসিত হইয়া গিয়াছে। মারীয়া ভক্ত বর্ণাদ এক্ষণে ঈশ্বরীয় শান্তিতে প্লাবিতা। যীশু খৃস্তের প্রেমে তাঁহার মন মজিয়াছে। ক্ষণ কাল পরে আপন প্রাণেশ্বরের দর্শন লাভের আশায় তিনি পিপাসিত চাতকের ন্যায় একাগ্র চিত্তে গগণ পথ নিরীক্ষণ করিয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে, যীশু, মারীয়া, যুসেফ, এই পবিত্র নাম ত্রয় লইয়া সভক্তিতে আপন বক্ষস্থলে ক্রুশ মূর্তি চাপিয়া ধরিতেছেন। মঠের ভগিনীরা তাঁহার পালঙ্ক বেষ্টন করিয়া, মৃতপ্রায় ভগিনীর মঙ্গলের জন্য, অন্তিম কালের প্রার্থনা করিতেছেন ও ভগিনী বর্ণাদ বীণার স্বরবৎ মধুর ও অস্পষ্ট ভাবে সেই প্রার্থনার উত্তর দিতেছেন। তৎকালে ভগিনীর বিনয়, নম্রতা ও ভক্তি মাখান মুখ দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রার্থনার শেষ হইলে, তাঁহার মুখের উপর এক জ্যোতিঃ পতিত হইল; তখন তিনি মুকুলিত নেত্রে আকাশে যেন কি দৈব দর্শন পাইয়া, আহা, বলিয়া তিন বার চিৎকার করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর। পুরোহিত মহাশয় মঠ-গৃহে আসিয়া ভগিনীকে শেষ বার পাপের ক্ষমা দিলেন। বেলা ২॥০ টা পর্যন্ত তিনি নিবিষ্ট চিত্তে ঈশ্বরীয় ধ্যানে মগ্ন রহিলেন। ইহার পর

পুনরায় অসহ্য যাতনায় ও মৃত্যুর স্বাভাবিক ত্রাসে যেন তাঁহার হৃদয় তন্ত্রী সকল কাঁপিয়া উঠিল। তবুও তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন: হে আমার প্রিয় যীশু, আমাকে উদ্ধার করুন। চরম কালে আপনি আমাকে আশ্রয় দিউন। হে আদি পাপ বিনা জাতা মারীয়া, আমাকে তরাও। ভগিনী বর্ণাদের অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিয়া অপরাপর ভগিনীরা যোড় হস্তে চুপি চুপি তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই মুমূর্ষ কালাবধি তিনি বারম্বার আপন ক্রুশ চুম্বন করিতে ছিলেন।

বেলা ৩ টা। মারীয়া বর্ণাদের মুমূর্ষ কাল উপস্থিত, তথাপি তিনি সংজ্ঞা হীন হন নাই। এই সময়ে তিনি এক ভগিনীর দিকে চাহিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে কহিলেন: ভগিনী, আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে, কিছু জল দাও। অমনি ভগিনী তাঁহাকে জল আনিয়া দিলেন। মারীয়া বর্ণাদ জল লইয়া ক্রুশের চিহ্ন করিলেন এবং এক ঢোক জল গিলিতে না গিলিতে, বৃন্ত ছিন্ন কুসুমের ন্যায়, মস্তক নত করিয়া নির্বিঘ্নে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

আজ হউক বা কাল হউক, এক দিন না এক দিন, সকলকেই মরিতে হইবে। মাটি জাত বোঁটা, অগত্যা, শুষ্ক হইয়া যেমন ধূলি শায়ী হইয়া যায়, তেমনি ইহলোকে যাহার জন্ম হয়, তাহারই মৃত্যু আছে এবং যাহার বৃদ্ধি হয়, তাহারই ক্ষয় আছে। মৃত্যু হইতে কাহার নিস্তার নাই। সৎ হউক বা অসৎ হউক, ধার্মিক হউক বা পাপী হউক সকলকে এক প্রকারে মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইতে হয়। কিন্তু ধার্মিক ও পাপীদের জীবন মৃত্যুর প্রভেদ এই যে যাহারা পাপে মগ্ন, তাহারা জীবিত থাকিতেও মরা; কেননা তাহাদের আত্মা নরক যোগ্য পাপ দ্বারা, মরিয়া যায়। অপর দিকে যাহারা

ধার্ম্মিক তাহাদের মৃত্যু হইলেও জীবিত থাকে ; কেননা তাহাদের শরীরের পতন হইলেও, আত্মা পরমাত্মার স্পর্শামৃত লাভ করিয়া যুগ যুগান্তর স্বর্গের অনন্ত ধামে জীবিত রয়।

ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের প্রাণ বিয়োগ হইলে তাঁহার শরীর স্পন্দ-হীন ও নয়ন তারা স্থির হইল। ইন্দ্রিয়গুলি গতি হীন হইল ও মুখে আর কথা সরিল না। ভগিনীরা অশ্রু পূর্ণ লোচনে তাঁহার জন্য কতই প্রার্থনা করিলেন ও মরণান্তে সমাদরে তাঁহার শব লইয়া ধৌত করিলেন এবং তপস্বিনীর বেশ পরাইয়া শোয়াইয়া রাখিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই শোক সংবাদ সহর ময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ভগিনীর মৃত্যুতে পুর বাসীদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। মা হারা শিশু যেমন, তেমনি তাহারা সকলে কান্দিতে লাগিল। কি রাজ প্রাসাদে, কি পর্ণ কুটিরে, কি পথে, কি হাটে সর্বত্রেই এমন কেহ ছিল না যে আমাদের পুণ্যবতী ভগিনীর মৃত্যুতে শোক ও বিলাপ করে নাই। সহর ময় এই মত তাঁহার গুণ গানের রব উঠিল : যথা,

মরিলেন পুণ্যবতী ভগিনী
আহা মরি মরি।
অস্তমিত আমাদের জননী
কেমনে প্রাণ ধরি।
সুখ তারা হারা নেভের বাসিনী
শ্রীহীন সহর পুরি।
সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী যিনি
সবে হাহাকার করি।
হারালাম সেই রতন মণি
সব অন্ধকার হেরি।

পর দিন, প্রাতঃকালে, বাদলা পোকা যেমন গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া দলে দলে উড়ে, তেমনি ধনী, মানী, ভদ্র অভদ্র, ব্যবসায়ী, কর্মচারী, নর, নারী, আবাল বৃদ্ধ প্রায় সমস্ত সহর বাসীরা ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের মৃত দেহ দর্শনার্থে দলে দলে মঠের মন্দিরে আসিতে লাগিল। পুণ্যবতী ভগিনীর পবিত্র দেহ বেদীর সম্মুখে একটী সিন্দুকের মধ্যে পুষ্প শয্যার উপর শয়ান আছে এবং উহার চার কোণে বড় বড় চারটী মমবাতী জ্বলিতেছে। ভগিনীর মুখ কোমল মেঘাবৃত চাঁদের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। শ্বেত গোলাপের মুকুট তাঁহার মাথার উপর বিরাজিত ও প্রভুর ক্রুশমূর্ত্তি ও মালা তাঁহার বুকের উপর স্থাপিত আছে। আহা! বোধ হয় যেন সতীত্বের প্রতিমা খানি গভীর নিদ্রায় মগ্ন আছে। মঠের ভগিনীরা তাঁহার মৃত দেহ বেড়িয়া উচ্চৈঃ স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন।

ভগিনীর শব তিন দিন সেইখানে রাখা হয়; তথাপি তাহা হইতে কোন দুর্গন্ধ বাহির হয় নাই। সাগর বক্ষে যেমন ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিয়া পড়ে, তেমনি এই তিন দিন দর্শকেরা দলে দলে আসিয়া ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের মুখ কোমল দেখিতে এবং ভক্তি পূর্ণ অন্তরে আপন আপন মালা, ধর্ম্ম ছবি, মুদ্রিকা, রুমাল, আদি দ্রব্য সকল তাঁহার পবিত্র দেহ স্পর্শ করাইয়া স্মরণার্থে স্ব স্ব আলয়ে লইয়া যাইতে লাগিল। যাইবার সময়ে, কথাবার্ত্তায়, কেহ কেহ বলিল: ভগিনী বর্ণাদ, বোধ হয়, মরেন নাই, কেবল নিদ্রিত আছেন। কেহ কেহ বলিল: আজ আমরা এক সাধ্বী কুমারীকে স্বচক্ষুতে দেখিতে পাইলাম। কেহ কেহ বলিল: তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গিয়াছেন ও আমাদের জন্য প্রার্থনা করিবেন। অপরাপর লোকে বলিল: আমরা যত কাল বাঁচিব, তত কাল তাঁহার চেহারা কখন ভুলিব না। আর অনেকে

বলিল: হে কুমারী মারীয়ার বার্ত্তা বাহিনী, কেন তুমি আমাদের ছাড়িয়া গেলে? তোমা বিহনে শিশুরা অনাথ ও সহর অন্ধকার ময় হইল।

এই সময়ে নেভের সহরের গুরুবর (বিশপ) আপন ধর্ম্মাধিবাস (Diocese) পর্যটন করিতেছিলেন, কিন্তু ভগিনীর মৃত্যু সংবাদ শুনিবামাত্র সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া আপন শ্রীপাঠে ফিরিয়া আসিলেন।

আজ চতুর্থ দিবস। ভগিনী বর্ণাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন হইতেছে। শোকের ধ্বনিতে মন্দিরের ঘণ্টা বাজিতেছে। মঠের ভগিনীরা সতীর পবিত্র দেহ শুভ্র বস্ত্রে মুড়িয়া ও কবরের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত আছেন। এমন সময়ে নেভের সহরের গুরুবর অনেকানেক পুরোহিতগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মৃত ভগিনীর আত্মার জন্য মিসা, সঙ্গীত ও বিহিত বিধি আদি রীতি মতে সম্পাদন কবিলে, ভগিনীরা শবের সিন্দুক তুলিয়া কবর স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সমারোহ যাত্রার সর্ব্বাগ্রে এক দল ক্রুশ মূর্তি ও বাতিদান ধরিয়া যাইতেছে। ইহাদের পশ্চাতে পাঠশালার ছেলেরা শাদা পোষাক পরিয়া দুসারি চলিতেছে। পরে পুরোহিতেরা জ্বালা বাতি হাতে করিয়া মিজেরেরে* গীত গায়িতে গায়িতে যাইতেছেন। তৎপরে শ্রীপাঠ নেভের সহরের গুরুবর আপন সহযোগীদের সহিত মহা ধূমধামে আস্তে আস্তে চলিয়াছেন। সর্ব্বশেষে ভগিনীরা মৃতের সিন্দুক বহিয়া লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের পশ্চাতে ছোট বড়, গণ্য নগণ্য সমস্ত বিশ্বাসীরা মালা জপিতে জপিতে গঙ্গার স্রোতের ন্যায় আসিতেছে। সহর ও চতুষ্পার্শ্ব বর্ত্তী গ্রাম

* Miserere. ৫০ গীত

সমূহের বিস্তর লোক ভগিনীর শান্তি ও কোমলতা মাখা মুখ শেষ বার দর্শন করিবার জন্য পূর্বাহ্নে মঠের লাগাও সুবিস্তৃত বাগানে পুণ্যবতী ভগিনীর কবরের নির্দিষ্ট স্থলে আসিয়া উপস্থিত আছে। ইহাদের দেখাদেখি সূর্যও যেন সেই চমৎকার দৃশ্য দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে, গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, আপন কিরণ জাল বিস্তার করিয়া বাগানে উকি ঝুকি মারিতেছে এবং আপন স্বাভাবিক প্রভা দ্বারা সমস্ত যাত্রীদের মন আমোদিত করিতেছে। বাগানে সূর্যের নব প্রভায়, ফুলের সৌরভে, যাত্রীদের মধুর সঙ্গীতে ও গুরু পুরোহিতদের সুন্দর সাজ সজ্জায়, বোধ হইল, যেন সেই বহুল সংখ্যক লোকদের সমাগম কোন আহ্লাদ জনক পরিণয়ের শুভ যাত্রা।

সেই সুরম্য বাগানের এক প্রান্তে সাধু পিতরের নামে এক দেবালয় আছে। এই দেবালয়ের মধ্যে বেদীর সম্মুখে মৃত ভগিনীর কবর প্রস্তুত করা হয়। সকলে এখানে উপস্থিত হইলে, শ্রীপাঠ নেভের সহরের গুরুবর পুণ্যবতী ভগিনীর গুণ ও ধার্মিকতার বিষয় গম্ভীর ভাবে একটী বক্তৃতা ও রীত্যানুসারে শবের উপর ধূপ জ্বলন, পবিত্র জলের সিঞ্চন ও প্রার্থনা আদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে কবর দিলেন। কবরের উপর এক খানি চর্ম পত্রে এই মত লেখা ছিল:—

হে প্রিয় পাঠক, আপনি যিনিই হউন, এই পুস্তকের গ্রন্থকার পুরোহিত পিতা বোতেরোর জন্য, অন্ততঃ, একবার প্রভুর প্রার্থনা ও একবার দূতের বন্দনা বলিতে কখন বিস্মৃত হইবেন না—। কেননা তিনি বহু যত্ন, শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া, কুমারী মারীয়ার সম্মানার্থে ও আপনার মঙ্গলের জন্য এই পুস্তক খানি রচনা করিয়াছেন। ভরসা করি, স্বর্গের রাণীর অনুকম্পায়, এই ইতিহাস কেবল বঙ্গের ঘরে ঘরে নয়, কিন্তু, সাঁওতালি, হিন্দী, উৎকল, আসামী ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়া, হিন্দুস্থান বাসী প্রত্যেকে সমাদরে রাখিয়া পাঠ করেন।

যে. এন. মিত্র
সম্পাদক ও প্রকাশক।

ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের কবর।

এই ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের কবর। জগতে তাঁহার নাম
বার্ণাদেত্তা সুবিরু ছিল। তিনি খৃষ্টের সন ১৮৪৪
সালে, জানুয়ারি মাসের ৭ই তারিখে লুর্দ
সহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং দুই
দিন পরে সেখানকার মন্দিরে
তাঁহার বাপ্তিস্ম হয়।
তিনি সন ১৮৬৬
সালের ২৯ শে জুলাই
তারিখে তপস্বিনীর প্রথম
বেশ পরেন এবং ১৮৭৮ সালের
২২ শে সেপ্তেম্বরে চির কুমারীত্বের
ব্রতে দীক্ষিত হন। প্রভুর ১৮৭৯ সালের
এপ্রেল মাসের ১৬ই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিনি প্রভুর ১৮৫৮ সালে, মাসাবিএলের গহ্বরে, আঠার বার, ধন্যা মারীয়ার দর্শন পাইয়াছিলেন।

এবং সাধ্বী কুমারী মারীয়া বার্ণাদেত্তাকে কহিয়াছিলেন: "আর আমিও তোমার কাছে অঙ্গীকার করিতেছি যে ইহলোকে নয় কিন্তু পরলোকে আমি তোমাকে সুখী করিব।"

"আমি নির্মল গর্ভধারণ।"

হে প্রিয় খৃষ্টীয়ান, তুমি আমাদের লুর্দ মাতার ইতিহাস এত দূর পড়িলে। এক্ষণে বল দেখি মাসাবিএলের গহ্বরে স্বর্গের রাণী বার্ণাদেত্তাকে যে তিনটী গুপ্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ? বার্ণাদেত্তার প্রতি কুমারী মারীয়ার গুপ্ত উপদেশঃ—তপস্যা করা বৈ আর কি হইতে পারে? এই মঙ্গল জনক স্বর্গীয় মন্ত্রণার বশীভূত হইতে যদি তোমার মন যায়, স্বর্গের রাণীর এই সারবান পরামর্শ মত যদি তুমি চলিতে চাও, তাহা হইলে বিষয় সুখ ও আমোদ প্রমোদে মাতিও না। তপস্যা দ্বারা তোমার ইন্দ্রিয় চয় বিশিষ্ট শরীরের কুপ্রবৃত্তি সকল দমন কর এবং পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা তোমার অমর আত্মাকে হৃষ্টপুষ্ট করিতে যত্নবান হও। বল, ভাই খৃস্তীয়ান, তুমি কি ইহার সাধনে উদ্যোগী আছ? স্বর্গের এমন সুন্দর গোপনীয় মন্ত্র জ্ঞাত হইয়া তোমার মন কি বলে নাঃ শরীর পতন কি মন্ত্রের সাধন। ইহার উত্তরে হয়ত তুমি বলিবেঃ আমি বড় দুর্ব্বল মনুষ্য। উপবাস করিতে আমি অসমর্থ; তখন পাপের দিকে আমার প্রবৃত্তি কিরূপে দমন করিব? না ভাই; এই উত্তরে আমরা প্রীত নহি; কারণ তপস্যা করিবার যদি তোমার একান্ত ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি আপনাকে, বোধ হয়, এত কাহিল মনে করিতে না। কথায় বলেঃ যার যেমন মতি তার তেমন গতি। সে যাহা হউক। ধরিলাম, তমি আদপে উপবাস করিতে সক্ষম নও; তবে অন্য রকমের তপস্যা করিতে অভ্যাস না কর কেন? বল দেখি কুৎসিৎ তামাসা ও নাচ দেখিতে, মন্দ গাওনা শুনিতে তুমি ছুট কি না? পরের কুৎসা, গ্লানি, অপবাদ ও কলঙ্ক রটাইবার জন্য তুমি উৎসুক হও কি না? প্রতিবাসীর শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, ধন, মান ও পৌরশে তোমার

চোক টাটায় কি না? তাহার সৌভাগ্য দর্শনে তোমার গাত্র দাহ উপস্থিত হয় কি না? ভাই, তোমার এই সকল স্বাভাবিক দুষ্প্রবৃত্তি দমন কর। ইহাতে, শরীর দুর্ব্বল থাকিলেও, তোমার কিছু ক্ষতি হইবে না।

শুদ্ধ তপস্যা নয়, কিন্তু কুমারী মারীয়া বার্ণাদেত্তাকে প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; কেননা স্বর্গের রাণী যতবার তাহাকে দর্শন দিলেন, ততবারই তিনি আপন কর কমলে জপ মালা লইয়া আবির্ভূত হইলেন। বন্ধু, এমন দুর্লভ ও পবিত্র উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তুচ্ছ বোধ করিও না। প্রতি দিন এক বার নয়, কিন্তু দাউদ রাজার মতন সাত বার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিও। বিশেষতঃ রোজ রোজ মালা জপ করিতে ভুলিও না। এই মালা জপের মহিমার বিষয়ে তোমাকে কি বলিব? সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, রোগে শোকে সকল অবস্থায় ও যেখানে সেখানে অনায়াসে তুমি মালা জপিতে পার। গরিবের চার পয়সা দামের মালার যে গুণ, ধনীর হীরক ও স্বর্ণ মণ্ডিত মালার সেই গুণ। উভয় দ্বারা সমান প্রার্থনা করা যায় ও সমান পুণ্যের ফল ভোগী হওয়া যায়। আর মালার জপে বিশেষ এক মহিমা এই যে ইহাতে যেমন প্রধান ২ উৎকৃষ্ট প্রার্থনাগুলি অর্থাৎ ধর্ম সংক্ষেপ, প্রভুর প্রার্থনা, দূতের বন্দনা ও স্তুতিবাদ ব্যবহৃত আছে, তেমনি পবিত্র পাপা বিশ্বাসী-দিগকে মালা জপিবার আগ্রহে উৎসাহিত করিবার জন্য, ইহা দ্বারা ক্ষণিক দণ্ডের ক্ষমা পাইতে ও প্রেতাত্মাদের সাহায্য করিতে, অনেকানেক দণ্ডমোচন * দিয়া ইহাকে জীবনের রত্ন-ভাণ্ডার স্বরূপ করিয়াছেন।

* Indulgentia. পাপের দোষ ক্ষমা হইলে পর, ঐ পাপের কারণ যে ক্ষণিক শাস্তির বাকি থাকে, সেই শাস্তির মার্জনাকে দণ্ডমোচন বলে।

আমাদের প্রিয় পাঠক ও পাঠিকাদের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন: এই আমাদের লুর্দের কর্ত্তৃর গ্রন্থে কথিত অদ্ভুত ঘটনা সকল সানন্দে পড়িলাম বটে, কিন্তু সেই সকল কি সব সত্য? প্রিয় পাঠক, এমন সন্দেহকে তোমার মনে ঠাঁই দিও না। এই ইতিহাসের অদ্ভুত ঘটনাগুলির মধ্যে যদি একটী মাত্র অসত্য হইত, তাহা হইলে, তুমি কি মনে কর, লুর্দ সহরে ও ফ্রান্স দেশে যত নাস্তিক ও বিধর্মীরা ছিল ও আছে, তাহারা তাহা মিথ্যা প্রমাণ না করিয়া ছেড়ে কথা কহিত? স্বর্গের বরে মর্ত্তের দর্প কেমন করিয়া এক বার খর্ব হইল তাহা বলি শুনুন।

ফ্রান্স দেশের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি আমাদের লুর্দ মাতার অলৌকিক দর্শন ও নানা আশ্চর্য ক্রিয়ার বিরুদ্ধে নাস্তিকদের আক্রমণ পরাস্ত করিবার জন্য রাজধানী পারির আদালতে কোন প্রসিদ্ধ গ্রেপ্তারি দপ্তরে পঞ্চাশ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া সমস্ত সংবাদ পত্রে ছাপাইয়া দিলেন:— আমাদের লুর্দ কর্ত্তৃর গ্রন্থে যে সকল বিবিধ আশ্চর্য ক্রিয়া বর্ণিত আছে তন্মধ্যে একটা যদি কেহ মিথ্যা প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত গচ্ছিত ধনের সে অধিকারী হইবে। প্রিয় পাঠক, এই বিজ্ঞাপনের ফল কি ফলিয়াছে আপনি বলিতে পারেন? কিছুই না। বিশ বৎসর অতীত হইল এই পুরস্কার সর্বত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কাহার এমন সাহস হয় নাই যে লুর্দের ঘটনা নয় করিয়া এই অঙ্গীকৃত ধনের দাবি করে। নাস্তিকেরা কৌশলে কেমন পটু, বাক-চাতুরীতে বিলক্ষণ নিপুণ, কত ক্ষমতাবান, জ্ঞান ও বিদ্যায় চূড়ান্ত পণ্ডিত, আইনের মার পেঁচ বেশ বুঝেন, হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করিতে পারেন।

ছলে, বলে, কৌশলে স্বকার্য উদ্ধারে এমন উদ্যোগী যে সূচ্যগ্রে বা পাকে চক্রে কোন খুঁৎ বা দোষ ধরিতে পারিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা সমস্ত ধন গ্রাস করিয়া ফেলিতেন; কিন্তু না জাকোমে সাহেব, না বাঁর মাসি, না অন্য কোন সহযোগী লুর্দের অলৌকিক ঘটনা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেন। নাস্তিকদের লম্ফ ঝম্ফ, ফুকানি ও আস্ফালন মাত্র সার। তাহারা সকলেই নীরব রহিল। সুতরাং অদ্যাবধি পারির আদালতে সেই গচ্ছিত ধন জমা রহিয়াছে। প্রিয় পাঠক, তুমিও কি সেই তোড়াবন্দী প্রচুর ধন হাতাইতে চাও? তাহা হইলে এমন দাঁও ছাড়িও না। যোগে যাগে চেষ্টা করিতে পার। কোন বাধা নাই।

আরও, হে প্রিয় পাঠক, আপনি মনে করিবেন না যে ভগিনী মারীয়া বর্ণাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লুর্দ মাতার অলৌকিক ঘটনা সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। না। স্বর্গের রাণী, কুমারী মারীয়া, আর গহ্বরে আবির্ভূত হন না বটে, তাঁহার মহিমার জ্যোতিঃ আর কাহার নয়ন গোচর হয় না বটে, তথাপি পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে আরও বেশী রোগ সুস্থ হইতেছে, ফোয়ারার অদ্ভুত জল পানে অদ্যাবধি কত কত চির-রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সুখী হইতেছে, ভক্তেরা অতি ভক্তি পূর্বক, হাজার হাজার ক্রোশ দূরবর্তী দেশ দেশান্তরে এই ফোয়ারার অমৃত জল শিশিতে করিয়া লইয়া যাইতেছে ও ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে আমাদের লুর্দ মাতার মূর্তি ও ছবি রাখিয়া তাঁহার কাছে কত মানসিক করিতেছে। পৃথিবীময় বিশ্বাসীদের মধ্যে আমাদের লুর্দ মাতার প্রতি ভক্তি বড়ই আদরণীয় হইয়াছে এবং মারীয়ার মালা জপিবার ধ্যান নবোদিত সূর্যের ন্যায় সর্বত্রে দেদীপ্যমান হইতেছে। সত্য ধর্মের রীতি, নীতি,

বিধি, পদ্ধতি ও নিয়ম পালনে বিশ্বাসীদের এই নূতন আগ্রহ ও ভক্তি দেখিয়া, ফরাসী দেশের নাস্তিক ও বিধর্মীদের মনে আর শান্তি নাই। তাহারা বার্ণাদেত্তার মঠে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যেমন পাকে চক্রে, যথা সাধ্য, কুমারী মারীয়ার দর্শন ও আশ্চর্য ক্রিয়ায় ব্যাঘাৎ দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই তেমনি ভগিনী বর্ণাদের মৃত্যুর পরেও দুষ্টেরা ক্ষান্ত রহিল না। নিঃসন্দেহই পরমেশ্বর মানব জাতির শুভ আকাঙ্ক্ষায় কুমারী মারীয়াকে অশেষ ক্ষমতা দিয়াছেন। সুতরাং নাস্তিক দলের প্রথম উদ্যম যেমন নিষ্ফল হইয়াছিল, তেমনি তাহাদের এই দ্বিতীয় উদ্যমও কেবল ব্যর্থ হইল তাহা নহে; কিন্তু নদীর টানের মাথায় বাঁধ দিলে যেমন জলের জোর বাড়ে, তেমনি আমাদের লুর্দ মাতার বরে আশ্চর্য ক্রিয়ায় অবিশ্বাসীরা যতই মনগড়া অর্থ দিয়া বিশ্বাসীদের মনে সন্দেহ জন্মাইতেছে, ততই আরও ভারি ভারি আশ্চর্য ক্রিয়া দ্বারা আমাদের লুর্দ মাতা এই ভ্রমান্ধ ব্যক্তিদিগকে হতবুদ্ধি করিতেছেন। এক্ষণে আমরা প্রিয় পাঠকের চিত্ত চরিতার্থ করিবার জন্য লুর্দের কয়েকটী অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করিব।

ফ্রান্স দেশের অন্তর্গত লরেন প্রদেশে ভিলঙ্কুর নামে এক গ্রাম আছে। এই গ্রামে কোন গৃহস্থের এক যুবতী কন্যা ছিল। তাঁহার নাম ক্লেমেন্তিণা* বোঁঙ্গার। সন ১৮৭৬ সালের অগস্ত মাসের ২৪ শে তারিখে করুণার ভারি জ্বর হয়; কিন্তু চিকিৎসকের সুব্যবস্থায় ও ঔষধে তিনি এ যাত্রা আরোগ্য লাভ করেন। এই উপশমের কিছু দিন পরে, কেন জানি না, তাঁহার আর এক রোগের সূত্রপাত হয়। তাঁহার কোমরের বাম দিকে যখন তখন অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইতে থাকে। কন্যার আরোগ্য লাভের

* ক্লেমেন্তিণা শব্দের অর্থ করুণা। এজন্য আমরা ঐ কন্যাকে এখানে করুণা বলিয়া ডাকিব।

জন্য, তাঁহার পিতা মাতা প্রচুর অর্থ ব্যয় দ্বারা অনেক চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু তাহাতে করুণার কোনই উপকার দর্শিল না; বরং উত্তরোত্তর কন্যার রোগ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে দিনের মধ্যে সাত ঘণ্টা মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকিতেন। ব্যারাম সাংঘাতিক বুঝিয়া, করুণা সন ১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুরোহিতকে ডাকাইয়া পাপ-স্বীকার ও অন্তিম কালের সংস্কার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর ২।৩ মাস, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, কখন ভাল, কখন মন্দ অবস্থায় কাটিয়া গেল। পরে আবার পূর্ব রোগের উপসর্গ সকল কেবল যে দেখা দিল তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার বুকে ও পিঠে দুইটী বড় খারাপ ফোঁড়ার সঞ্চার হইয়া উঠিল ও দিন দিন তাহা বাড়িতে লাগিল। চিকিৎসকেরা যত ঔষধ জানিতেন, তৎ সমুদয়ই করুণার রোগে প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাহাতে তাঁহার কোন উপকার দর্শিল না। ক্রমেই তিনি এমন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িলেন, যে তাঁহার আর নড়িবার চড়িবার সামর্থ্য রহিল না। এইরূপে দুই বৎসর কাল অতীত হইল। সর্বাঙ্গ শুষ্ক, বিশ্রী চেহারা, এমন কি তাঁহাকে চিনিতে পারা ভার। তখন সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল: করুণার জীবনের আশা এবার ফুরাইয়াছে।

সন ১৮৭৯ সাল। ইত্যবসরে করুণা শুনিলেন আপন গ্রামের লুইজা বুলেন নাম্নী এক রমণী অনেক কালাবধি বিবিধ রোগে ভুগিতে ভুগিতে, শেষে অসহ্য বোধ হওয়ায়, আমাদের লুর্দ মাতার তীর্থে যাত্রা করে এবং কুমারী মারীয়ার অনুগ্রহে পবিত্র জল ব্যবহার দ্বারা সদ্যঃ আরোগ্য হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। করুণা লুইজা বুলেনের মুখে তাহার আরোগ্যের বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়া এমন উৎসাহিত হইলেন, যে আর অন্য কোন চিকিৎসার অধীন থাকিতে স্বীকার না পাইয়া,

অবিলম্বে আমাদের লুর্দ মাতার তীর্থে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অগস্ত মাসের ১৬ই। আজ পবিত্র তীর্থে শুভ যাত্রার দিন। সঙ্গীদের কয়েক জন করুণাকে পোষাক পরাইয়া দিল ও এক খানি ঘোড়ার গাড়ীতে মরা মানুষের ন্যায় তাহাকে শোয়াইয়া এক সঙ্গে সেঁদিএ সহরের রেলের আড্ডায় রওনা হইল। ইস্টিসনে গাড়ী খানি পঁহুছিবামাত্র, গাড়ীওয়ান কোচবকস হইতে নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দেখিল করুণা তখনও জীবিত আছেন কি না। রোগী সজীব আছেন দেখিয়া গাড়ীওয়ান নিরতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া, আহ্লাদে হাত কচলাইতে কচলাইতে করুণার সঙ্গীদের প্রতি চাহিয়া চিৎকার স্বরে বলিল: এখন পর্যন্ত আমাদের বিবি জীবিত আছেন। আপনারা সকলে ইহার সাক্ষী। আর যদি কোন বিপদ ঘটে, তাহাতে আমার কোন দায়ে দোষ নাই। সঙ্গীরা ধরাধরি করিয়া করুণাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া ইস্টিসনে তুলিল; কিন্তু ইস্টিসন মাস্টার করুণাকে মৃত প্রায় দেখিয়া তাঁহাকে টিকিট দিতে চাহিল না; অবশেষে রোগীর সঙ্গীদের একান্ত জেদ ও কাকুতি মিনতি দেখিয়া করুণাকে কলের গাড়ীতে চড়াইতে অনুমতি দিলেন।

সেই ট্রেনে অনেকানেক আরোহীরা আমাদের লুর্দ মাতার তীর্থে যাইতেছিল। এমন সময়ে করুণাকে এত দুরবস্থায় গাড়ীতে উঠিতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে এক জন তপস্বিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; ঠাকুরাণী, আপনি কোথা হইতে আসিতে ছেন? এমন অবস্থায় কি সাহসে লুর্দে যাইতে মানসিক করিয়াছেন? অনেক দূরের পথ যাওয়া কি সহজ কথা! করুণার এমন শক্তি ছিল না যে তিনি ভগিনীর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, সুতরাং তিনি নয়ন মেলিয়া ঈষৎ হাসিলেন মাত্র।

সেঁদিএ হইতে নাঁসি ইস্টিসনে পঁহুছিলে, জনৈক পুরোহিত করুণাকে মরার মতন শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন: এ কি বাছা? তোমাকে দেখিলে বোধ হয় জীবনের সমস্ত আশা ফুরাইয়াছে। পথে যাইতে যাইতেই যে তোমার প্রাণ নাশ ঘটিবে তাহার আর লেশ মাত্র সংশয় হয় না। তোমার এ কি দুঃসাহস? ইহাতে করুণা পুরোহিতবরকে অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিলেন: যদি তাহাই ঘটে, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা। আপনি আমার জন্যে প্রার্থনা করিবেন।

নাঁসি ছাড়িয়া ট্রেন খানি ফোঁস ফোঁস করিতে ২ রাজধানী পারিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে করুণার ভগিনীপতি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ইস্টিসনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি শালীর দুরবস্থা দেখিয়া সক্রোধে তাঁহাকে কহিলেন: রে নিষ্ঠুর, তোমার এই কি পাগলামি? তুমি কি পথে মরিতে চাও? তুমি বড়ই নির্বোধের কাজ করিয়াছ। ভগিনীপতির এবম্বিধ ভর্ৎসনা শুনিয়া করুণা কোন উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার ভগিনীপতি কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া সাদরে ফের তাঁহাকে বলিলেন? এস, দিদি, গাড়ী থেকে নামিয়া এস। আমাদের বাড়ীতে চল। আমরা তোমাকে বেশ যত্ন করিয়া রাখিব। পথ শ্রান্তির ভার তোমাকে সহিবে না। নিরস্ত হও। এখানে থাক। তথাপি করুণা তাঁহার উপরোধ মানিলেন না। তিনি আপন মানসিক পূর্ণ করিতে একান্ত উৎসুক রহিলেন। পারি ইস্টিসন ছাড়িয়া গাড়ী দ্রুত বেগে দক্ষিণ দিকে দৌড়িতে লাগিল। এমন সময়ে করুণার অবস্থা বড়ই বেগতিক হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার শরীরের বেদনা পূর্বাপেক্ষা শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। যন্ত্রণার ভার সহিতে না পারায়, তিনি একেবারে মূর্চ্ছা গেলেন। করুণার শ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে,

মরার ন্যায় তিনি স্পন্দহীন, গাল দুই খানি মলিন হইয়া গিয়াছে, দাঁত কপাটী লাগিয়াছে, দেখিয়া অন্যান্য যাত্রীরা বড়ই সশঙ্কিত হইল; কিন্তু গাড়ীতে, কি করিবে?

ইতিমধ্যে ট্রেন খানি ইস্যুদাঁ সহরে আসিয়া পঁহুছিল। এই সহরে সাধ্বী কুমারীর পবিত্র হৃদয়ের এক মন্দির আছে। করুণার সঙ্গীগণ সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া অমনি বেদীর সম্মুখে লইয়া গিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখিল। অবিলম্বে করুণার চেতনা হইল। তিনি সহাস্য বদনে সাধ্বী কুমারীকে প্রণাম করিয়া অন্তিম সংস্কার লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

দ্বিতীয় বার এই অন্তলেপন গ্রহণ করিলে পর, তাঁহার যন্ত্রণার কিছু লাঘব হইল এবং তিনি কিঞ্চিৎ পথ্য লইলেন। এমন সময়ে কোন ভদ্রলোক করুণার কাছে আসিয়া বলিলেন: ঠাকুরাণী, আপনি কি বলিয়া এই মুমূর্ষু অবস্থায় লুর্দের তীর্থে যাইতেছেন। এ যাত্রা যদি প্রাণ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে কাজেই আশ্চর্য ক্রিয়ার গুণে তাহা ঘটিয়াছে বলিতে হইবেক। ইহার উত্তরে তিনি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন: মহাশয়, আমি যে কেবল প্রাণ লইয়া বাড়ীতে ফিরিব তাহা নয়, কিন্তু সুস্থ হইয়া নিঃসন্দেহই পিত্রালয়ে আসিব দেখিবেন।

১৯ শে তারিখের প্রাতঃকালে ট্রেনখানি লুর্দের ইস্টিসনে আসিয়া পঁহুছিল। করুণার সঙ্গীগণ করুণাকে লইয়া মাসাবি-এলের নূতন মন্দিরে গেল। করুণা মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিলেন, তৎপরে তাঁহার সঙ্গীদিগকে কহিলেন: "এক্ষণে আমাকে শীঘ্র গহ্বর স্থলে নীয়ে চল ও সেখানকার পবিত্র জলে স্নান করাও।" করুণার এই অনুরোধে সম্মত হইয়া সঙ্গীগণ যেমন তাঁহাকে লইয়া পবিত্র জলে ডুবাইতে

গেল, অমনি পূর্ব্বমত তাঁহার শরীরে ভয়ঙ্কর বেদনা উপস্থিত হইল। বোধ হইল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কে যেন খান খান করিয়া কাটিতেছে ও তাহার মাথার ভিতরের সমস্ত পদার্থ এক সঙ্গে মিলিয়া কঠিন একটী গোলার ন্যায় হইয়া নড় নড় করিতেছে; এমন কি ইহার আতঙ্কে যুবতী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এতদ্দর্শনে সখীদের প্রাণ উড়িয়া গেল। করুণা জীবিত আছেন না মরিয়া গিয়াছেন স্থির করা ভার হওয়ায়, পরস্পরে বলাবলি করিতে লাগিল: এক্ষণে আমাদের কি করা উচিত? ইহাঁর জীবন থাকিতে যদি আমরা ইহাঁকে স্নান করাই ও পরে ইনি মারা যান, তাহা হইলে আমরা তাঁহার মৃত্যুর জন্য দায়ী। অপর দিকে, যদি আমরা ইহাঁকে স্নান না করাই, ও পরে ইনি মারা যান, তাহা হইলে লোকে বলিবে আমাদের অবহেলায় তিনি মারা গিয়াছেন। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া করুণার সহচরীগণ উচ্চৈঃস্বরে তর্ক বিতর্ক করিতেছে, এমন সময়ে এক পুরোহিত আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমাদের এইরূপ সন্দেহ হয় কিসে? এই জল কুমারী মারীয়া প্রদত্ত এবং কাহার প্রাণ বিনাশক নহে; কেননা মরা মানুষ পুনর্জীবিত করিবার ইহার ক্ষমতা আছে। অতএব তোমরা কোন দ্বিধা করিও না। সাধ্বী মারীয়ার নামে এই ঠাকুরাণীকে জলে ডুবাও। ইহাতে যাহা কিছু ঘটিবে, সে জন্য আমি দায়ী। করুণার সঙ্গীরা পুরোহিতবরের এই সুপরামর্শে অপ্যায়িত হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল, বলিল: আপনার কথাই শিরোধার্য্য। আমরা তাহাই করিব; কিন্তু এমন অবস্থায় কি করে তাঁহার পোষাক খুলি? ইহার উত্তরে পুরোহিতবর তাহাদিগকে কহিলেন: এখন, রাখ তোমার পোষাক। তাহাতে কিছু আসে যায় না। উনি যে ভাবে আছেন, সেই ভাবেই উহাঁকে জলে ডুবাও। ইহাতে

সঙ্গীরা করুণাকে তুলিয়া প্রায় দশ মুহূর্ত্ত কাল সেই ফোয়ারার জলে ডুবাইয়া রাখিল ও কুমারী মারীয়ার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল: হে আমাদের লূর্দ মাতা, যাহাতে তোমার গৌরব প্রকাশিত হয়, সে জন্য এই যুবতীকে সুস্থ কর। + + + এমন সময়ে করুণার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল; তিনি হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন ও চক্ষু উন্মীলন করিয়া উচ্চৈঃ স্বরে বলিলেন: হে নির্ম্মলা মাতঃ, তোমার ধন্যবাদ করি। এ যাত্রা আমি বাঁচিলাম। এই বলিয়া তিনি আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন ও আপনা আপনি সেই জল হইতে উঠিয়া আসিলেন।

করুণার এই ভাব গতি দেখিয়া সঙ্গীরা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের মুখে আর কথা নাই এবং দেহ আড়ষ্ট হইয়াছে। খানিক ক্ষণ পরে, এই অলৌকিক চাক্ষুষ ব্যাপার ঠাওরাইয়া, তাহারা করুণাকে বলিল: সখি, তোমার পোষাক খুল দেখি; তোমার বুকের ও পিঠের ফোড়া কি পূর্ব্বমত এখনও আছে? করুণার গাত্রে না ফোড়া আছে, না বেদনা আছে দেখিয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। যিনি কিয়ৎ ক্ষণ পূর্ব্বে মৃত প্রায় ছিলেন, এক্ষণে তিনি সুস্থ শরীরে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছেন দেখিয়া সঙ্গীরা অপরাপর নিকটস্থ লোকদের সহিত সাধ্বী কুমারীর সম্মানার্থে ধন্যবাদের সঙ্গীত গায়িতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে করুণার জননী করুণার আশা পথ নিরীক্ষণে ক্লান্ত হইয়া, ব্যগ্র চিত্তে গ্রামের পুরোহিত মহাশয়ের নিকট গিয়া আপনার মর্ম্ম বেদনা জ্ঞাপন করিলেন, কহিলেন: পুরোহিত মহাশয়, অদ্যাপি কন্যার শুভ সংবাদ না পাওয়ায়, আমার বড়ই মন কেমন করিতেছে। আপনি কি মনে করেন

আমার বাছারে ফের দেখিতে পাইব? জননীর এই বাণী শেষ হইতে না হইতে তার ঘরের হর্করা দৌড়িয়া আসিয়া একটী তারের খবর তাঁহার হাতে দিল। না জানি ইহাতে, হয়ত, কি অশুভ সংবাদ লেখা আছে; হয় কন্যার মৃত্যু, না হয় তাহার সদ্যঃ আরোগ্যর খবর আসিয়াছে, এইরূপ আপন মনে তোলা পাড়া করিতেছেন ও পত্রের খামখানি খুলিতে ভয় খাইতেছেন, এমন সময়ে পুরোহিতবর তাঁহার হাত হইতে তারের পত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহার সাক্ষাতে পড়িতে লাগিলেন: ঠাকুরাণী, সুখী হউন। ধন্যা মারীয়ার জল স্পর্শ মাত্রেই করুণা সুস্থ লাভ করিয়াছেন! এই আপনার পত্র নীন বলিয়া পুরোহিত মহাশয় তাঁহার হাতে পত্র খানি ফেরত দিলেন।

২৯ শে তারিখে সুস্থ শরীরে ও প্রফুল্ল মনে করুণা বিসঙ্কুর গ্রামে ফিরিয়া আসিলে, জননীর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি সস্নেহে কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া কতই তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন ও মন্দিরে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে একাগ্র চিত্তে পরমেশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া যেমন স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতে-ছিলেন, অমনি পথে পূর্ব্ব চিকিৎসককে দেখিতে পাইলেন। চিকিৎসক মহাশয় তাঁহাদের উভয়কে দেখিলেন বটে, কিন্তু সেই রুগ্ন ও জীর্ণ শীর্ণ করুণা যে আপন মাতার সহিত যাইতেছেন তাহা কোন মতেই ঠাওরাইতে পারিলেন না; সুতরাং তিনি অন্যমনস্ক হইয়া যেমন চলিয়া যাইবেন, অমনি করুণা সবিস্ময়ে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: সে কি মহাশয়! আপনি আমাকে আর চিনিতে পারেন না নাকি? এত শীঘ্র আপনার বন্ধুকে ভুলিয়া গিয়াছেন? হঠাৎ অচেনা রমণীর এই প্রকার সম্ভাষণে স্তম্ভিত হইয়া চিকিৎসক মহাশয়

যেমন ফের তাঁহার পানে তাকাইলেন, অমনি করুণাকে চিনিতে পারিয়া তিনি সবিস্ময়ে কহিলেন : কি ? করুণা ! আপনি !

করুণা। হাঁ, মহাশয় আমিই ত।

চিকিৎসক। বটে ; এ কি হইল, আপনাকে নীরোগা দেখে আমার প্রাণ কেন এত ধর ফড় করছে ? এক্ষণে বুঝিলাম আপনার আরোগ্য লাভ আশ্চর্য ক্রিয়া বৈ আর কিছুই নয়।

আমাদের লুর্দ মাতার অসাধারণ শক্তি ফরাসী রাজ্যের স্থানে স্থানে আজকাল যে কেবল লক্ষিত হয় তাহা নয়, কিন্তু যে যে দেশে বিশ্বাসীরা তাঁহার প্রতি ভক্তি দেখান, বিশেষতঃ যেখানে যেখানে মাসাবিএলের সদৃশ কৃত্রিম গহ্বর নির্মিত হইয়াছে তদ্দৎ স্থলে সেই অসাধারণ ভক্তির পাত্রী, নির্মলা কুমারীর অশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অত্র অঞ্চলের মধ্যে ফরাসী চন্দননগরে (ফরেস ডাঙ্গায়) ও রাজধানী কলিকাতার সিয়ালদহে সাধু যোহনের মন্দিরে উক্ত প্রকার দুইটী প্রসিদ্ধ কৃত্রিম গহ্বর আছে; তন্মধ্যে ফরেস ডাঙ্গার তীর্থ স্থলে কোন মানসিক করিলে আশু ফলকর হয়। প্রিয় পাঠক, আপনার যদি কোন মানসিক থাকে তবে তথায় একবার আমাদের লুর্দ মাতার সন্নিধানে গিয়া জানাইতে পারেন। কুমারী মারীয়ার কৃপা কটাক্ষ পাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশেও যে সদ্যঃ আরোগ্যের বিষয় শুনা যায় তাহার ২।১ টী দৃষ্টান্ত এক্ষণে আমরা বর্ণনা করিব।

ইউরোপে বেলজিউম নামে একটী দেশ আছে। উস্তাকের নামক গ্রাম এই দেশের অন্তর্গত। সন ১৮৭১ সালে দ কুর্তবরুণ নাম্নী কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা এই গ্রামে নিজ ভূমির উপরে মাসাবিএলের তুল্য এক কৃত্রিম গহ্বর প্রস্তুত ও তন্মধ্যে আমাদের লুর্দ মাতার এক মূর্ত্তি স্থাপন করেন। বেলিজিউম দেশের লোকেরা তাহা বেশ জানে।

পশ্চিম ফ্লাণ্ডারের এলাকাধীন জাবেক নামক গ্রামে এক কাঠুরিয়া ছিল। তাহার নাম পিতর রুদ্দর। পিতরের তিন পুত্র। সন ১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারিতে পিতর বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী গাছ কাটিতেছিল। গাছটী ছিন্ন মূল হইবামাত্র দৈবাৎ তাহার উপরে পড়ে ও পিতরের ডান পা খানি ভাঙ্গিয়া যায়। হাফেনার ও অন্য আর এক জন চিকিৎসক, বহু কালাবধি, কাঠুরিয়ার পা ভাল করিবার জন্য, সাধ্যমত চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের শ্রম সফল হয় না। ২।৩ বৎসর চিকিৎসার পর, তাহার রোগের প্রতিকার নাই, বলিয়া চিকিৎসক মহাশয়েরা পিতরকে এলে দেন। সুতরাং পিতরের খাটিয়া খাইবার আশা ভরসা সমস্তই একেবারে ফুরাইয়া যায়। এই নৈরাশ্যে তাহার যে কি মন কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা বলিবার নয়। একে কর্মাক্ষম ও শয্যাগত, তাহাতে আবার পায়ের তাড়শ ও ক্লেশ ভোগ, এই উভয় শঙ্কটে পড়িয়া নিরূপায় পিতর মনের দুঃখে বারম্বার বলিয়া উঠিত: আরও কত দিন আমাকে এই দুর্বিষহ ক্লেশ সহিতে হইবে? পিতরের বিপদে দুঃখিত হইয়া তাহার বন্ধুরা, যত দূর সাধ্য, তাহাকে সাহায্য করিত ও নানা প্রকার সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত বটে, কিন্তু পিতরের কষ্ট ঘুচিত না। এই পীড়িত অবস্থায় ৮ বৎসর কাটিয়া যায়। সন ১৮৭৫ সাল। একদা পিতর শুনিতে পাইল উস্তাকের গ্রামে আমাদের লুর্দ মাতার সম্মানার্থে এক মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া সে সাধ্বী কুমারীর উপর প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা রাখিয়া সস্ত্রীক আপন সন্তানদের সহিত নিজ বাড়ীতে এক নবরাত্র (Novena) আরম্ভ করে। নবরাত্রের শেষে, পিতর আপন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া উস্তাকের গ্রামের তীর্থে যাত্রা করিল। যাইবার সময় সে

আপন জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বলিয়া গেল : দেখ, সিল্‌ভিয়া, আমরা লুর্দ মাতার তীর্থে যাইতেছি ; সাবধানে থাকিও। আর যত দিন আমরা না ফিরিয়া আসি, তত দিন তুমি কুমারী মারীয়ার সম্মানার্থে অহোরাত্র ঘরে একটী বাতি জ্বালিয়া রাখিও।

তীর্থ যাত্রায় পিতর এত কমজোর হইয়া পড়িল যে উস্তাকের গ্রামে পঁহুছিয়া তাহার আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। সুতরাং পিতরকে ধরাধরি করিয়া তাহারা আমাদের লুর্দ মাতার গহ্বরে নীয়া গেল। গহ্বরে উপস্থিত হইয়া সে এক বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িল ও অস্ফুট স্বরে স্ত্রীকে কহিল : ওগো দেখ তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। একটু জল আনিয়া দাও, ত আমি খাই। এই কথায় পিতরের স্ত্রী ফোয়ারার পবিত্র জল আনিয়া আপন স্বামিকে ২।৩ ঢোক খাওয়াইয়া দিল। পবিত্র জল পানে কথঞ্চিত আশ্বাস্থ হইয়া, পিতর দুই বগলে লাঠির ঠেশ দিয়া দাঁড়াইল ও সাধ্বী কুমারীর নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিল। তৎপরে সে ফের বেঞ্চের উপরে বসিয়া এক মনে আরও আমাদের লুর্দ মাতার ধ্যানে নিমগ্ন হইল। এই সময়ে, গহ্বর স্থলে, অনেকানেক যাত্রীরা উপস্থিত আছে ; তন্মধ্যে পিতরের স্ত্রী অন্য মনস্ক হইয়া হাঁ করিয়া পথের দিকে তাকাইয়া ছিল। মুখ ফিরাইবামাত্র সে হঠাৎ দেখিতে পাইল : তাহার স্বামির মুখ প্রফুল্ল ; তাহার বগলে না লাঠি আছে, না কেহ তাহাকে ধরিয়াছে, অথচ পিতর উঠিয়া অপরাপর যাত্রীদের সঙ্গে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, ও চেঁচাইয়া বলিতেছে : "হে বিধাতঃ, আপনার ধন্যবাদ করি ; কেননা আপনি আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। হে আমাদের লুর্দের কর্ত্তৃ, ইহা কি সম্ভব যে আপনি আমাকে সুস্থ করিয়াছেন ?" বলিতে বলিতে কাঠুরিয়া পুর্বোক্ত বেঞ্চের দিকে গিয়া আপন

বগলের লাঠি কুড়াইয়া লইয়া আমাদের লূর্দ মাতার মূর্ত্তির সম্মুখে ফেলিয়া রাখিল। এই অপূর্ব দৃশ্যে বিস্মিত ও অবাক হইয়া, পিতরের স্ত্রী বিস্ফারিত নেত্রে স্বামিকে দেখিতে ২ আহ্লাদে বিহ্বল হইল ও কিয়ৎ ক্ষণ পরে স্বামির কাছে দৌড়িয়া আসিয়া মিষ্ট স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসিল: "এ কি প্রাণনাথ? তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল যে! বাস্তবিক কি তুমি সুস্থ হইয়াছ? এই কথা যেমন বলা, তেমনি স্ফুর্ত্তিতে উন্মত্ত প্রায় হইয়া স্বামিকে হাত—পাশে বাঁধিয়া ফেলা। বনিতার এই অসাধারণ ভাব দেখিয়া পিতরের মুখে আর কোন কথা সরিতেছে না। সে স্ত্রীকে কিছু না বলিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া আবার তিনবার গহ্বর প্রদক্ষিণ করিল, যে মলমের পটী তাহার ভগ্ন পায়ে বসান ছিল, তাহা খুলিয়া ফেলিল, দেখিল তাহার পায়ে আর ঘায়ের লেশ মাত্র নাই। ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগিয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থানের ঘা বড় খারাপ ছিল, সেখানে এখন কেবল এক নীল বর্ণের দাগ মাত্র আছে। ইহাতে পিতরের মনে যে কত আহ্লাদ, তাহা আর বলা যায় না। সে চেঁচাইয়া স্ত্রীকে বলিল: দেখ, প্রেয়সী, ঈশ্বর কেমন আমার পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন ও আমাদের লূর্দ মাতা কেমন আমার প্রতি সুপ্রসন্না হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া যাত্রীরা সেই সুখী স্ত্রী পুরুষের সহিত কুমারী মারীয়ার গুণ গান করিতে লাগিল।

এই সদ্যঃ সুস্থ-লাভের পর, পিতর রুদ্দর সহজ শরীরে ও সুস্থ পায়ে, সস্ত্রীক, ঘরে ফিরিয়া আসিলে, চিকিৎসক হাফেনার আসিয়া তাহার পা পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। তিনি চিকিৎসা বিদ্যার বিহিত মতে পিতরের ভগ্ন পাটী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, তাহার রোগের কোন স্পষ্ট প্রমাণ না পাইয়া সহর্ষে তাহাকে বলিলেন: বন্ধু, ইহার আর কোন ভুল

নাই। এইটী পরমেশ্বরের কাজ। তোমার ভগ্ন পা খানি নব জাত শিশুর পায়ের ন্যায় নুতন হইয়া গিয়াছে। কাথলিক ধর্মে আমার বিশ্বাস আছে বটে; তখন তো আর কোন কথাই নাই। কিন্তু যদ্যপি আমার বিশ্বাস না থাকিত, তাহা হইলে তোমার এই সদ্যঃ আরোগ্য লাভের প্রমাণ চাক্ষুষ দেখিয়া আমি এই সত্য ধর্মে বিশ্বাস করিতাম।

হে প্রিয় পাঠক, ইহা ছাড়া এই উস্তাকের গ্রামের তীর্থ স্থলে আর একটী আশ্চর্য ক্রিয়া ঘটিয়াছে বলি শুনুন।

বেলজিউম দেশের অন্তর্গত তুরুত নামক এক সহর আছে। এই সহরে নেবেজান নামে জনৈক কবিরাজ বাস করিতেন। তাঁহার সহধর্মিণীর নাম শ্রীমতী ফের্দিনা। সন ১৮৭৪ সালে বিবি ফের্দিনা এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ইহার পর নানা রোগে ভুগিতে ভুগিতে তিনি দুই চক্ষু হীন হন। ঘরে তাঁহার স্বামি এক চিকিৎসক এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাঁহার শ্বশুর আর এক চিকিৎসক আছেন। যত দূর সাধ্য, ইহাঁরা বধুকে আরোগ্য করিতে সবিশেষ চেষ্টা করেন; কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য না হওয়ায়, অবশেষে আলমাইন দেশ হইতে অন্যান্য বিখ্যাত চিকিৎসকদিগকে ডাকাইয়া আনেন। এই চিকিৎসক মহাশয়েরা আসিয়া বিবি ফের্দিনার রোগের লক্ষণ গুলি বিচক্ষণ ভাবে পরীক্ষা করিলেন; পরে রোগীকে ঔষধ ও পথ্য খাওয়াইবার উত্তম ব্যবস্থা দিয়া, যাহাতে তিনি সুস্থ হন অবিরল এই চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নের সঙ্গে সঙ্গে বিবির রোগ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন কি হতভাগিনীর জীবনের আশা অবধি ফুরাইয়া আসিল; তিনি, চরম কালের বল ও পাথেয়, অন্তলেপন লইতে চাহিলেন। এই কৃপা-দান গ্রহণ করিবার

পর বিবি ফের্দিনার ব্যারাম আদি ভাল হইয়া যায় বটে ; কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটীর অন্ধতা আর ঘুচিল না। বলা বাহুল্য যে বিবি আমাদের লুর্দ মাতার ক্ষমতায় যৎপরোনাস্তি ভরসা করিতেন। এজন্য তিনি কুমারী মারীয়াতে সমস্ত আস্থা রাখিয়া উস্তাকের গ্রামের তীর্থে যাত্রা করিবার জন্য আপন স্বামির অনুমতি চাহিলেন ; কিন্তু স্বামি আপন ভার্য্যার অনুরোধে সম্মতি দিতে বড় স্বীকার পাইলেন না ; সুতরাং বিবির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না ; এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে, একদা, বিবির জ্যেষ্ঠ পুত্র লুই, কি কারণে জানি না, মাতার নিকট আসিয়া তাঁহার কাছে পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়া কহিল: "মা, উস্তাকের গ্রামে গিয়া আমাদের লুর্দ মাতার তীর্থ দর্শন করিলে, আমার বোধ হয়, আপনার সমস্ত ক্লেশ ঘুচিবে।" প্রিয় সন্তানের মুখে এই মধুর বাণী শুনিয়া জননীর হৃদয় উথলিয়া উঠিল ; আমাদের লুর্দ মাতার উপরে তাঁহার ভক্তি ও আস্থা পূর্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি ফের আপন স্বামির কাছে, উস্তাকের গ্রামে যাইবার অনুমতি লইবার জন্য, অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন ; এবার নেবেজান সাহেব স্ত্রীর উপরোধ এড়াইতে না পারায় যাইতে দিলেন। স্বামির আদেশ পাইবামাত্র, বিবি ফের্দিনা আপন শ্বাশুড়ী, ভগিনী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র লুইকে সঙ্গে লইয়া উস্তাকের গ্রামের তীর্থে শুভ যাত্রা করিলেন ও পথে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া নিরাপদে পবিত্র তীর্থ স্থলে গিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহারা চারি জনে একত্র হইয়া তত্রস্থ আমাদের লুর্দ মাতার মন্দিরে নির্ম্মলা রাণীর মূর্ত্তির সম্মুখে একান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। লুই, মাতার একটু আগে, হাঁটু পাড়িয়া ও দুই হাত ক্রুশের আকারে বক্ষে রাখিয়া অতি

ভক্তির সহিত প্রার্থনা করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে মাতার পানে তাকাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিতেছে: মা, এখনও কি আপনার চোক আরাম হয় নাই, বলনা মা। জননীও পুত্রের এইরূপ প্রশ্নে উত্তর দিতেছেন: না, বৎস, কৈ এখনও তো আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। জননীর এই উত্তর তাহার মনঃপুত না হওয়ায়, পুনঃ২ লুই সাধ্বী মারীয়ার দিকে ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে: অয়ি, স্বর্গীয় রাণীরে, আপনি কি করেন? আমার মায়ের দৃষ্টি কি ফের দিবেন না। এইরূপে প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া বালক আমাদের লূর্দ মাতার নিকট এত নিবেদন ও সহৃদয়ে প্রার্থনা করিল, যে তাহার ভাব ভঙ্গি, কাকুতি মিনতি ও তাহার মাতার প্রতি ভক্তি ও স্নেহ মমতা দর্শনে পার্শ্বস্থ উপস্থিত যাত্রীদের মন একেবারে যেন গলিয়া গেল, সকলের মনে হইল যে পরমেশ্বর তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন। বালকের সরলতায় মুগ্ধ হইয়া, অন্যান্য যাত্রীরাও লুইয়ের মাতার আরোগ্যের জন্য এক সঙ্গে প্রার্থনা করিতে ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসিতে লাগিল: মেম, আপনি কি এখন একটু একটু দেখিতে পাইতেছেন না? একবার চক্ষু মিলাইয়া দেখুন দেখি। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অন্ধ মেম আপন ভগিনীকে বলিলেন: ভগিনী, আমার বড় মাথা ধরেছে।

ভগিনী। তোমার কোন চিন্তা নাই। কি জানি, হয়ত, তোমার আরামের এই লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

মেম। কৈ, তাতো কিছুই টের পাচ্ছি না। (ধন্যা মারীয়ার দিকে ফিরিয়া), সে কি? মাতঃ, এই অন্ধ অবস্থাতেই কি আমাকে ফিরে যেতে হবে?

তথাপি লুই কিন্তু আমাদের লূর্দ মাতার নিকট প্রার্থনা করিতে কিছুতেই নিরস্ত হয় নাই; অবশেষে, সে দূত-সম্বাদ

বলিতে বলিতে, প্রতি পদে, কুমারী মারীয়ার কাছে নিবেদন করিতে লাগিল: হে কুমারী মারীয়া, আমার মাতার চোক আরাম করুন। (আবার মাতার দিকে মুখ ফিরাইয়া) মা, আপনার চোক আরাম হইয়াছে তো? ইত্যবসরে চক্ষুহীন ঠাকুরাণী এক খানি নেকড়া মাসাবিএল গহ্বরের একটু পবিত্র জলে ভিজাইয়া আপন চোকে লাগাইতে না লাগাইতে হঠাৎ চেঁচাইয়া বলিলেন: হে আমার ঈশ্বর, আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি আরাম হইলাম। হে আমাদের লুর্দ মাতা, তুমি ধন্যা। স্নেহময়ী জননীর এই মধুর বাণী বালক লুইয়ের কর্ণ-গোচর হইতে না হইতে, সে মাতার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল: হাঁ, মা, সত্য সত্যই কি আপনি বেশ চোকে দেখিতে পাইতেছেন? বাহবা! বাহবা! এবং চোক চোকী হইয়া জননীর পানে তাকাইয়া রহিল ও তাঁহার কোলে চড়িয়া বারম্বার তাঁহাকে চুম্বন করিতে লাগিল। এই চমৎকার ব্যাপার দর্শনে উপস্থিত যাত্রীরা একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছে। তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ী করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বেই ঠাকুরাণী এক খানি গ্রন্থ লইয়া, অনায়াসে, আমাদের লুর্দ মাতার স্তব আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন; তৎপরে, আপন স্বামির নিকট তাঁহার সদ্যঃ আরোগ্য সম্বন্ধে তারে সম্বাদ পাঠাইয়া চারি জনে হরিষ অন্তরে কলের গাড়ীতে আরোহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে প্রিয়তমার শুভ সংবাদে পরম আহ্লাদিত হইয়া নেবেজান সাহেব আপন ভার্য্যার শুভাগমন প্রত্যাশায় ইষ্টিসনে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন: যখন দেখিলেন তাঁহার ভার্য্যা বাস্তবিক চক্ষু লাভ করিয়াছেন, তখন আহ্লাদে যেন তিনি উন্মত্ত প্রায় হইলেন। পরে এই অলৌকিক ঘটনার

আদ্যন্ত শুনিয়া তিনি কহিলেন : পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা ও আমাদের লুর্দের কর্ত্রীর কি অদ্ভুত ক্ষমতা। ইস্টিসন হইতে বাড়ীতে পঁহুছিয়া, বিবি ফেদিনা প্রথম বার আপন কনিষ্ঠ পুত্রের চন্দ্রানন অবলোকনে যেন অমৃত পান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। সস্নেহে সন্তানকে আলিঙ্গন করিয়া বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিলেন।

হে প্রিয় পাঠক, স্থানাভাব বশতঃ, এক্ষণে আমরা আরও অধিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত রহিলাম বলিয়া যদি অপরাধী হইয়া থাকি, তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। কেননা আমাদের লুর্দের কর্ত্রীর নামে পূর্ব্বে যে সকল অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং অদ্যাপি প্রায় প্রতি দিন দিখিদিকে ঘটিতেছে, সে সমস্ত বর্ণনা করিতে গেলে, আমাদের এই পুস্তকের আয়াতন অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। *Annales de Notre Dame de Lourdes*, অর্থাৎ, আমাদের লুর্দের কর্ত্রীর বিবরণী নামক যে এক খানি সংবাদ পত্র কুমারী মারীয়ার সম্মানার্থে আদি স্থান সহর লুর্দ হইতে প্রকাশিত হয়, বলিতে কি তাহার এক খণ্ড পাঠে আমরা অবগত হইলাম যে সন ১৮৯২ সালের কেবল অগস্ত মাসের ১৯শে তারিখ হইতে ২৩শে তারিখ পর্য্যন্ত নিজ লুর্দ সহরে পোনেরটী সদ্যঃ আরোগ্য লাভের বিষয় রেজষ্টারী হইয়াছে। এই কয় দিনের মধ্যে কেবল এক স্থানে যখন এত আশ্চর্য ক্রিয়া ঘটে, তখন বৎসরে বৎসরে পৃথিবীময়, আমাদের লুর্দ মাতার বরে, যে কত কত অনুরূপ ব্যাপার ঘটে, সেই সকল গণনা ও বর্ণনা করা কিরূপ দুষ্কর তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

বন্ধুবর, আরও বলি, জানি কি, হয়ত, তুমি মনে করিতেছ যে সেই সকল অলৌকিক ঘটনা অলীক। না, মিত্র। আমরা

সাহস পূর্বক বলিতে পারি যে উহাদের অধিকাংশ ঘটনা একেবারে এমন অকাট্য ও অভিদ্য, যে আমরা কিছুতেই দেখিতে পাই না তাহাতে কিরূপে ছন্দাংশে কোন ছল বা কপটতা তিষ্টিতে পারে। বিশেষতঃ, কয়েক বৎসর হইল, এই সকল অলৌকিক ঘটনাগুলির সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার জন্য, সহর লুর্দে, ভিন্ন২ দেশের ও ভিন্ন২ মতের ৪০।৫০ জন প্রসিদ্ধ আচার্য ও বিদ্বান পণ্ডিতগণ ভুক্ত এক অনুসন্ধান সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতি ভুক্ত সভ্যদের মধ্যে কয়েক জন একেবারে বিধর্মী ও নাস্তিক হইলেও, তাহাতে ঈশ্বরের অভিসন্ধি কিছুতেই ব্যর্থ হয় না। কেননা তাঁহারা সত্যের উপর নির্ভর করিয়া যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করেন, সেই সকল সরল ভাবে লিখিয়া রাখেন। বলা বাহুল্য যে ইহা তাঁহাদের সখের কাজ। কেহই এক পয়শারও বেতন পান না। এজন্য এই বিজ্ঞ প্রবীণ মহোদয়গণের কার্য প্রণালী এ স্থলে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা বিধেয় বোধ হয়।

পর্ব উপলক্ষে, বিশেষতঃ, কুমারী মারীয়ার স্বর্গানয়নের পর্বে, অনেকানেক পীড়িত যাত্রীরা এক সঙ্গে লুর্দের তীর্থে আসে বলিয়া অনুসন্ধান সমিতির সভ্যেরা তৎকালে বড়ই উদ্যোগী ও তৎপর হন। কলের গাড়ী খানি যাত্রীদিগকে লইয়া ইস্টিসনে পঁহুছিবামাত্র, সমিতির সভ্যগণ উপস্থিত হইয়া পীড়িত যাত্রীদের বর্তমান অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করেন এবং কে বোবা, কে অন্ধ, কে খোঁড়া, কে নুলা, কাহার যক্ষা কাশ আছে প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত প্রতি রোগীর নামের নীচে লিখিয়া রাখেন। এবং ইতিপূর্বে সে যে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল তাহার নিদর্শন পত্র লইয়া তাহার হাল অবস্থার সহিত তুলনা করেন। পরে গহ্বরের জল ব্যবহারান্তে, এই সকল পীড়িত যাত্রীদের মধ্যে, যদি কেহ বলে যে আমি সুস্থ হইয়াছি, তাহা

হইলে সমিতির সভ্যেরা তাহাকে সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করেন ও তাহার সদ্যঃ আরোগ্য লাভ সত্য না কাল্পনিক ধার্য করেন এবং যত ক্ষণ না সকলে এক মত হইয়া রায় বাহাল করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদের নিষ্পত্তি স্থগিত থাকে। এই তত্ত্বাবধারণে যদ্যপি কাহার মতান্তর না হয়, তাহা হইলে সেই অলৌকিক ঘটনা তাঁহারা সাব্যস্থ করেন। বন্ধু, এখন আপনি শুনিলেন অনুসন্ধান সমিতির নিষ্পত্তি কেমন দুরূহ ব্যাপার।

হে হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুগণ! আপনারাও হয়ত কত কৌতুহলের সহিত আমাদের এই লুর্দ মাতার ইতিহাস আগাগোড়া পড়িলেন। এক্ষণে সরলভাবে বলুন দেখি লুর্দে যে সকল আশ্চর্য ক্রিয়া ঘটে, তাহার কারণ কে? নিশ্চয়ই সাধ্বী কুমারী মারীয়ার মারফত পরমেশ্বর উহার সম্পাদক। ঈশ্বর এক। তিনি মনুষ্যের সৃষ্টি ও ত্রাণ কর্তা। আমরা যাহাতে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই ও স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি, এজন্য তিনি পৃথিবীতে নামিলেন এবং খ্রীশু খৃস্ত এই পবিত্র নাম লইয়া ক্রুশের উপরে বিদ্ধ হইয়া মরিলেন। সাধ্বী কুমারী মারীয়া আবার কে? হাঁ, তিনি যে সে নারী নহেন। যিনি সমস্ত নারীদের মধ্যে ধন্যা, যিনি মাতা হইয়াও কুমারীত্ব-রত্ন কদাপি হারাইলেন না, যাঁহার পবিত্র গর্ভে ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্য-অবতার হইলেন, মরণ কালে যাঁহাকে আমাদের প্রভু যীশু খৃস্ত সমস্ত জগতবাসীর জননী মনোনীত করিতে প্রসন্ন হইলেন, সেই কৃপাময়ী নারী তিনিই; সুতরাং যাঁহারা বলেন: আমরা জানি ঈশ্বর আছেন, আমরা তাঁহাকে মানি ও পূজা করি, অথচ আমাদের প্রভু যীশু খৃস্তকে ঈশ্বর বলিয়া না আরাধনা করেন, না তাঁহার মাতাকে ভক্তি করেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে নিমগ্ন ও ঘোর ভ্রম স্রোতে নিয়ত ভাসমান হন,

তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, সত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা, স্পষ্টই বোধ হয়, প্রভু যীশু খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ও সাধ্বী মারীয়ার সর্ব্বময় মাতৃত্ব গ্রাহ্য করেন ও মানেন। লূর্দ সহরে স্বর্গের কীর্ত্তি ও অমিত কৃপা কটাক্ষ পাতে, সহজেই বুঝা যায়, যে যীশু খৃষ্ট সত্য ঈশ্বর এবং তাঁহারই একান্ত ইচ্ছা যাহাতে আপন মাতার নির্ম্মল গর্ভধারণের গৌরব জগতময় বিস্তারিত হইয়া সমুজ্জ্বল হয়।

বস্তুতঃ, যে সমস্ত বস্তু চক্‌চক্‌ করে, তৎসমুদায় যেমন স্বর্ণ নয়; তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে সকলকে দেব বলে, তৎসমুদায় ঈশ্বর নহে। কেননা সর্ব্বত্রে যিনি বিরাজমান ও সমুদায় প্রাণীর সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহাতে আমরা বাঁচি, চালিত হই ও আছি, তিনি কেবল এক সত্য ঈশ্বর। তদনুরূপ জগতে যত ধর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সত্য ধর্ম্ম, শুদ্ধ একটী মাত্র ও তাহা সত্য ঈশ্বর-দত্ত। ইহা দ্বারাই কেবল মনুষ্যেরা পারমার্থিক পথের পথিক ও অনন্ত জীবনের অধিকারী হইতে পারে। তখন যে কোন দেশের যে কোন ধর্ম্ম যতই প্রাচীন বা শ্রেষ্ঠ দেখাবুক না কেন, সত্য ঈশ্বর হইতে যাহা নির্গত নয়, তাহা এক দিকে যেমন ভ্রষ্টতাময়, অপর দিকে তেমনি তাহা মনুষ্য জাতির অহিতকর হয়। এই স্থলে কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন: তবে সত্য ধর্ম্ম চিনিবার ও জানিবার কি কোন উপায় আছে? ইহার উত্তরে সংক্ষেপে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে আশ্চর্য ক্রিয়া ও ভবিষ্যদ্বাণী এই দুইটী ধর্ম্মের স্পর্শ-মণি। যে ধর্ম্ম সত্য তাহাতে এই দুই সঙ্কেত বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়।

এক্ষণে, ভাই, বল দেখি, আশ্চর্য ক্রিয়া কাহাকে বলে? ঈশ্বর দ্বারা স্থাপিত প্রকৃতির নিয়মের বহির্ভূত যাওয়া অথবা

তাহা স্থগিত রাখা বা বিকৃত করাকেই আশ্চর্য ক্রিয়া বলে। ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই তাহা সম্পাদন করিতে পারেন না। সুতরাং যে ধর্মে আশ্চর্য ক্রিয়া আছে, তাহাতে ঈশ্বর বিরাজমান আছেন। রোমান কাথলিক মণ্ডলীতে এই আশ্চর্য ক্রিয়া প্রত্যহ ঘটিয়া থাকে; ফলতঃ, ঈশ্বর এই রোমান কাথলিক মণ্ডলীর সহিত আছেন। কেননা প্রভু যীশু বলিয়াছেন : জগতের শেষ অবধি আমি তোমাদের সহিত থাকিব। কে না জানে আজ কাল লুর্দ সহরে যে সকল আশ্চর্য ক্রিয়া ঘটিতেছে, তৎসমুদায় এমন কি অবিশ্বাসী, নাস্তিক ও অন্যান্য ধর্মের বড় বড় আচার্যগণও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। বাস্তবিক, প্রকৃত আশ্চর্য ক্রিয়া কেবল কাথলিক ধর্ম বৈ আর অন্য কোন ধর্মে কুত্রাপি যে দৃষ্ট হয় না, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেননা যিনি সত্যের আধার, সেই ঈশ্বর অসত্যের সহায় হইবেন তাহা কি কখন সম্ভব হয়? খৃষ্টীয় ধর্ম শাস্ত্রে, মণ্ডলীর ইতিহাসে, সাধুদের জীবন চরিত্রে ও ভিন্ন ভিন্ন পুণ্য ক্ষেত্রের বিবরণে যে সহস্র সহস্র আশ্চর্য ক্রিয়ার ভুয়ো ২ উদাহরণ পাওয়া যায়, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? হিন্দু ও মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন তাঁহাদেরও ধর্মশাস্ত্রে যে অগণনীয় আশ্চর্য ক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে তাঁহাদের ধর্ম সত্য। হাঁ, বটেই তো, আমরাও স্বীকার করি যে মহাভারত, রামায়ণ, অষ্টাদশ পুরাণ, ভাগবদ্গীতা, কোরান প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে বহুবিধ আশ্চর্য ক্রিয়া উল্লিখিত আছে; কিন্তু হীরার সহিত সামান্য পাথরের তুলনা করিলে খাটিবে কেন? তেমনি সত্য ধর্মের আশ্চর্য ক্রিয়ার সহিত পুরাণ ও কোরান গ্রন্থে বর্ণিত আশ্চর্য ক্রিয়া গুলি মিলাইলে স্পষ্টই বোধ হয় যে ঐ গুলি খাঁটি ও সত্য আর এই গুলি ভেজাল

ও কাল্পনিক। বস্তুতঃ, হে পাঠক, প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়া দেখ যে খৃষ্টীয় শাস্ত্রের আশ্চর্য ক্রিয়াগুলি কেমন ঐতিহাসিক অর্থাৎ কোন শতাব্দে, কোন স্থানে, কোন বাবুদে, কাহা দ্বারা ঘটিয়াছে, তৎসমুদায় যেমন ধর্ম শাস্ত্রে বিবৃত আছে, তেমনি জাগতিক ইতিহাসও উহাদের সাক্ষ্য দেয়। অধিক কি খৃষ্টীয়ানদের যাহারা বৈরি তাহারাও, অর্থাৎ য়িহুদী, প্রতিমা পূজক ও মুসলমানেরাও সেই গুলি সত্য বলিয়া মানে ও বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়তঃ, খৃষ্টীয় শাস্ত্রের আশ্চর্য ক্রিয়া গুলি এক দিকে যেমন মনুষ্য জাতির হিতকর, অপর দিকে তেমনি সেই গুলি সত্য ধর্মের জ্যোতিঃ ও জয়পতাকা জগতময় বিকীর্ণ করে। মথি, যোহন, পিতর, যাকুব, যিহুদা ও পৌল প্রভৃতি গণনাতীত সাধুরা ঐ সকল আশ্চর্য ক্রিয়ার সত্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া আপন আপন প্রাণ অবধি বিসর্জন দিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, খৃষ্টীয় শাস্ত্রে ও মণ্ডলীর ইতিহাসে যত আশ্চর্য ক্রিয়া বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে অন্ততঃ একটী পাকে চক্রে অসত্য সাব্যস্ত করিবার জন্য অসংখ্য বিধর্মী পণ্ডিতেরা যে পরিমাণে পরিশ্রম করিয়াছেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের পণ্ডশ্রম হইয়াছে।

হে হিন্দু মুসলমান ভাইগণ, এক্ষণে বলুন দেখি আপনাদের ধর্ম গ্রন্থে ব্যক্ত বিষয় গুলি এই প্রকার প্রমাণ দ্বারা কি সাব্যস্ত হয়? ধর্ম দোহাই। কৈ? তাহা তো কিছু পাই না। মুসলমান মিত্র হে, আমরা আপনার কোরান পাঠে অবগত হইলাম যে মহম্মদ বাক পটুতায় ও কবিতা শক্তিতে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বটে; কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্য, কি সুলোলিত পদ্য ছন্দ রচনা দ্বারা আমাদের কর্ণ কুহর তৃপ্তি করা, না ইহকালে ঈশ্বরের পূজা ও পারমাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়া পরকালে অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়া?

ঈশ্বর সর্বতোভাবে সত্য, প্রবঞ্চিত হইতে বা প্রবঞ্চনা করিতে পারেন না। যিনি বলেন: আমি ঈশ্বরের নামে নূতন ধর্ম শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হইয়াছি, তাঁহার উচিত এই ধর্ম-ভার লাভের প্রমাণ দেওয়া। যে ব্যক্তি এই প্রাপ্ত ভারের প্রমাণ দিতে না পারেন, তাঁহার কথার উপর নির্ভর করা বড় নির্বোধের কর্ম।

বস্তুতঃ, মহম্মদ বলেন: কোরান ঈশ্বর প্রণীত* এবং স্বর্গের মহাদূত গাব্রএল অনেক বার তাঁহাকে দর্শন দিয়া ঈশ্বরের নামে সেই গ্রন্থ খানি তাঁহার হাতে দিয়াছেন†। এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই: যিনি তাঁহাকে দর্শন দিলেন, তিনি গাব্রএল দূত না আর কেহ, ইহার কোন প্রমাণ আছে? মহম্মদ বলেন: একদা ঈশ্বর তাঁহাকে এক রাত্রের মধ্যে মক্কা হইতে সহর যেরুশালেমের মন্দিরে ও সেই মন্দির হইতে স্বর্গে লইয়া যান‡। কিন্তু মহম্মদের এই অদ্ভুত যাত্রা দৈব শক্তি দ্বারা ঘটিল না কেবল বৃথা স্বপ্ন মাত্র ইহার কি কোন প্রমাণ আছে? মহম্মদ বলেন: সামান্য মুসলমানেরা চারিটী স্বাধীন স্ত্রীর বেশী পাণি গ্রহণ করিবে না‖। তবে তিনি নিজে কেমন করিয়া যথেচ্ছা মত বহু বিবাহ করিতে পারিলেন¶ জানি না। আদিম কালে ঈশ্বর এক পুরুষ ও এক স্ত্রী,—আদম ও হবাকে,—সৃষ্টি করিয়া উভয়কে পবিত্র পরিণয় সূত্রে সম্মিলিত করিলেন§; কেননা পুরাতন ধর্ম শাস্ত্রের আদি গ্রন্থেই আমরা দেখিতে পাই লেখা আছে: পুরুষ আপন পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্ত্রীতে আসক্ত থাকিবে এবং তাহারা দুই জনে

* কোরানের ১০ম অধ্যায় দেখুন। † কোরানের ২য় ও ৫৩শৎ অধ্যায় দেখুন।
‡ কোরানের ১৭শ অধ্যায় দেখুন। ‖ কোরানের ৪র্থ অধ্যায় দেখুন।
¶ কোরানের ৩৩শ অধ্যায় দেখুন। § আদি গ্রন্থ ১ম পর্ব ২৭। ২৮ পদ।
" ২য় পর্ব ১৮। ২৩। ২৪ পদ।

এক মাংস হইবে *। আদি কাল হইতেই স্ত্রী পুরুষে এক মাংস হওয়া দৈব স্থাপনা বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে সত্য; তথাপি মাথুসাএলের পুত্র লামেক পরিণয়ের এই পবিত্র একতার প্রথম ভঙ্গকারী হইলেন †। ইহা না হইবেই কেন? যেহেতু লামেক অভিশপ্ত কইনের বংশধর ও নিজে নর হত্যা কারী ‡। এই লামেক এক বারে দুই স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করায়, অপরাপর অনেকেই, তাহার কুদৃষ্টান্ত ও কদাচার দ্বারা পাপ পথে নীত হয়; কাল ক্রমে, লোকদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা এত চলিত হইয়া পড়ে ও উহাতে তাহাদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে ঈশ্বর তৎ কালের জন্য, জলপ্লাবনের পর, এক সাধারণ বিধান প্রদান করেন: ইস্রাএল বংশধরগণের মনের কঠিনতা বশতঃ মুসাও এই দৈব বিধান বজায় রাখিয়া যান। অনন্তর আমাদের প্রভু যীশু খৃস্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বহু বিবাহ প্রথা রহিত ও পরিণয়ের পবিত্র একতা পুনঃ স্থাপিত করিলেন §। কিন্তু কথিত ধর্ম্ম-ভার প্রাপ্ত মহম্মদ প্রভু যীশু খৃস্তের আজ্ঞা উঠাইয়া ফেলিয়া বিধান দিলেন যে সামান্য মুসলমানেরা চারিটী স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিতে পারেন এবং যাঁহাদিগকে নবি বলে, তাঁহারা যথেচ্ছা মত স্ত্রী রাখিতে পারেন। জানি না এমন বিধান দিবার ক্ষমতা মহম্মদ কোথা হইতে পাইলেন। প্রভু যীশু খৃস্ত বলেন: যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচারী; আর যে সেই

---

* আদি গ্রন্থ ২য় পর্ব্ব ২৪শ পদ।

† আদি গ্রন্থ ৪র্থ পর্ব্ব ১৮শ পদ।

‡ আদি গ্রন্থ ৪র্থ পর্ব্ব ২৩শ পদ।

§ সাধু মথি ১৯শ পর্ব্ব ৩—১০ পদ।

সাধু মার্ক ১০ম পর্ব্ব ৫—১০ পদ।

ত্যাজ্যা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচারী* । ইহার বিরুদ্ধে মহম্মদ নিয়ম করিলেন যে মুসলমানেরা আপন স্ত্রীকে কারকুত দিয়া অপরের পাণি গ্রহণ করিতে পারে†। অথচ মহম্মদ নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে প্রভু যীশু খৃস্ত নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বাক্য, যে যাহারা যীশু খৃস্তের কথা না মানে, তাহারা অভিশপ্ত ব্যক্তি ‡ ও যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস না করে, তাহারা নরকে যায়§। তত্রাচ সেই মহম্মদই আবার বিবাহের নিয়ম সম্বন্ধে প্রভু যীশু খৃস্তের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন। কিমধিকমলম্

পুর্বোল্লিখিত অবৈধ বিষয় গুলিতে আমার অশ্রদ্ধা জন্মিলে, আমি যদি মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করি: মহম্মদ হে, তুমি যাহা বলিলে, তাহা যে সত্য, ইহার কি কোন প্রমাণ দিতে পার? সুসমাচারের উক্তি যে সত্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমাদের প্রভু যীশু খৃস্ত যেমন আশ্চর্য ক্রিয়া দেখাইলেন, তেমনি তুমিও কেন না কোন আশ্চর্য ক্রিয়া দ্বারা আপনার দৈব ক্ষমতার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাও? এরূপ করা কি তোমার নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয় না? ইহার উত্তরে মহম্মদ

---

৩১৪ পাতার ১১শ ছত্রের টীকা। বহু বিবাহ সম্বন্ধে ঈশ্বর প্রকাশ্য ভাবে সাধারণ বিধান দিয়াছেন কি না তাহা কিরূপে প্রতীয়মান হয় তদ বিষয়ে পণ্ডিত হর্ত্তের বলেন: "Omnino tenendum est, polygamiam sive in oeconomia patriarchali, sive in Mosaica, fuisse licitam. + + + *Eam* concessam fuisse patriarchis eorumque posteris, vel inde patet, quod Deus tam benevolus erga eos extiterit familiariterque cum eis sit conversatus; quod certe non fecisset, si in habituali vixissent adulterio et in statu peccati." Vide H. Hurter, S. J. in Medulla Theologiæ dogmaticæ. p. 693. No. 1201.

* সাধু লুক লিখিত সুসমাচার ১৬শ পর্ব। ১৮শ পদ।

† কোরানের ২য়, ৪র্থ, ৩৩শ ও ৬৫শ অধ্যায় দেখুন।

‡ কোরানের ৩য় অধ্যায় দেখুন।

§ কোরানের ৪৫শ অধ্যায় দেখুন।

বলেন: নবি যীশু ঈশ্বরের নামে অনেকানেক আশ্চর্য ক্রিয়া সমাধা করিয়াছেন বটে; বিশেষতঃ তিনি মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন, এমন কি আপন শিষ্যদিগকেও আশ্চর্য ক্রিয়া সমাধা করিবার ক্ষমতা অবধি দিয়াছেন *; কিন্তু আমি সে ধরণের লোক নহি: ঈশ্বর বিনা আর কে আশ্চর্য ক্রিয়া করিতে সক্ষম? † হে মহানুভবে, তুমি এ কি বল? তবে প্রভু যীশু খৃষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিবার তোমার আপত্তি কি? আমি কোরান প্রচার করিতে নিযুক্ত হইলাম; আশ্চর্য ক্রিয়া করিতে নিযুক্ত হইলাম না, পরন্তু তাহা সমাধা করিলেও কেহই তাহা বিশ্বাস করিত না। ‡ মহম্মদের এই সকল কথা শুনিয়া কে হাসি সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারে? এই স্থলে খেঁকশেয়ালী ও দ্রাক্ষালতার গল্প আমাদের মনে পড়ে। বস্তুতঃ, কোন দ্রাক্ষা-লতায় বিস্তর সুপক্ক ফল দেখিয়া এক খেঁকশেয়ালীর বড়ই লোভ জন্মে ও তাহা আহার করিবার জন্য কত লম্ফ ঝম্ফ দেয়; কিন্তু উচ্চতা বশতঃ সে কোন মতে তাহা ছুঁইতেও না পারায় বড়ই হতাশ হইয়া যাইতে যাইতে নিজের মনের ভাব এই রূপে প্রকাশ করে: এই ফল গুল অকেজ, কাঁচা ও বড় টক। আমি তাহা খাইতে চাহি না। মহম্মদও তদ্রূপ করিলেন। যে আশ্চর্য ক্রিয়া করা, তাঁহার পক্ষে অসাধ্য তিনি তাহা নিষ্প্রয়োজন বলিলেন। তখন, হে প্রিয় পাঠক, আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি: যে ধর্ম্মের সত্যতা, আশ্চর্য ক্রিয়া দ্বারা, সপ্রমাণ ও সাব্যস্ত না হয়, জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা কখনই গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

---

* কোরানের ৩৫শ অধ্যায় দেখুন।

† কোরানের ৬ষ্ঠ অধ্যায় দেখুন।

‡ কোরানের ১৩শ অধ্যায় দেখুন।

হিন্দু ভাইগণ, এক্ষণে আপনারাও কি বলিতে চাহেন: আমাদের পুরাণ গুলিতে যে সকল আশ্চর্য ক্রিয়া বর্ণিত আছে, তৎসমুদয়ই ঈশ্বর কৃত ও সত্য। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন, না কেবল কথাই সার? কেননা আশ্চর্য ক্রিয়া খৃষ্টীয়ানদের বস্তু। হিন্দুদের আশ্চর্য ক্রিয়া তাহাদের গ্রন্থে আছে মাত্র, কার্যে কখন পরিণত হয় নাই। আরও বলি, ভাই, তোমার পুরাণে যে সকল আশ্চর্য ক্রিয়া বর্ণিত আছে, তৎসম্বন্ধে হিন্দু ছাড়া অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন: ১মতঃ, বাস্তবিক যে সেই সকল ঘটিয়াছে তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ নাই। ২য়তঃ, আর যদি বা কোন আশ্চর্য ক্রিয়া সত্য সত্যই ঘটিয়া থাকে, তাহা ঈশ্বর কর্তৃক হয় নাই, কিন্তু দুরাত্মা শয়তানের সহায়তায় ঘটিয়াছে।

১। তাই বলি পুরাণ, উপপুরাণ আদির আশ্চর্য ক্রিয়া গুলি প্রামাণিক নহে। বিশেষতঃ আমরা জানি পুরাকালে এই জম্বু দ্বীপে বা ভারতবর্ষে অনেকানেক বিখ্যাত২ মহা২ কবিরা আপনাপন কবিতা শক্তির মহিমায় দেশ বিদেশ আমোদিত করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু ইতিহাস লেখক কেহই ছিলেন না। স্বীকার করি প্রাচীন আর্যদের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, বিধি পদ্ধতি প্রভৃতি, অধিকাংশই, পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাৎকালিক বিষয় ও ঘটনা সম্বন্ধে প্রকৃত কাহিনীর সহিত মিথ্যা গল্প এত মিশ্রীত হইয়া আছে, যে তন্মধ্য হইতে কোনটী কল্পিত আর কোনটী সত্য তাহা ধরিতে যাওয়া আমাদের বিড়ম্বনা মাত্র। সাংসারিক বিষয়ের ইতিহাস-ভিত্তি যখন এত পল্কা, তখন স্বর্গের অলৌকিক ঘটনার সত্যাসত্য নিরাকরণ কিরূপে হইবে? সে যাহা হউক, পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি বা রামায়ণ, মহাভারত

আদি ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে বলা ভ্রান্ত মত বৈ আর কিছুই নয়। যেহেতু উক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে উঁহাদের অনেক বৃত্তান্ত এত অসত্য যে সত্যের মূল যিনি ঈশ্বর তিনি সেই সকল রচনা করিবেন তাহা কখন সম্ভব নয়। ইহার উদাহরণ আমরা রামায়ণ হইতেই পাই। হে হিন্দু ভাই, তুমি কি সত্য সত্যই বিশ্বাস কর যে রাবণ রাম চন্দ্রের রাজমহিষীকে হরণ করিয়া আকাশ পথ দিয়া লইয়া গিয়াছিল? রাবণ কে? এক রাক্ষস। পৃথিবীতে রাক্ষস কি কখন ছিল। যুক্তিসিদ্ধ মনুষ্য এমন কে আছে, যে তাহা বিশ্বাস করে? আরও বলি: রাম যদি দেবই ছিলেন, তবে কেন তিনি স্বীয় পত্নী হরণের বিষয় পূর্বাহ্নে জানিতে পারিলেন না? অথবা হরণের পর রাবণ প্রিয়তমা সীতাকে কোথায় রাখিলেন তাহাই বা জানিতে পারিলেন না কেন? রামায়ণে রাম রাবণের বৃত্তান্ত যেমন কাল্পনিক রচনা, তেমনি মহাভারত ও পুরাণে অলীক ঘটনার স্রোত প্রবাহিত আছে। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থ পরমেশ্বরের প্রবর্ত্তনায় হয় নাই; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লেখকদের কাল্পনিক শক্তি দ্বারা প্রণীত হইয়াছে।

বিশেষ রূপে পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলির আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা গুলি যে সত্য তাহার কি কোন বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষী আছে? আমরা জানি হিন্দু ছাড়া আর কেহই তাহা মানে না। টেন সাহেব নামে কোন বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন: পুরাণ উপপুরাণ গুলির লেখকেরা সামান্য কারণে কোটী ২ স্বর্গ ও পৃথিবী চালাইয়াছেন এবং স্বর্গ মর্ত্তের নিয়ম সকল এলুয়া মেলুয়া করিতেছেন। তাঁহাদের রচিত সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা গুলি এমন বিশৃঙ্খলতা, অজ্ঞতা ও অসম্ভাবিতা দ্বারা বেষ্টিত আছে, যে তাহা পড়িলে নিমেষ মধ্যে পাঠকের

অন্তঃকরণে ঘৃণার উদয় হয়। আমরাও টেন সাহেবের এই মতের সমর্থন করি। রামায়ণ, মহাভারত আদির রচনা অনেক পরিমাণে দিদিমার শ্লোক বা আষাঢ়ে গল্পের মতন বৈ আর কি। জ্ঞানীরা ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া যেমন হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না, তেমনি পুণ্যবানেরা ভাগবতের কৃষ্ণ লীলা পাঠে লজ্জায় মস্তক অবনত করেন।

২য়তঃ। ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দুরা একেবারে ভ্রান্ত। সেই জন্য আমরা বলি যে আশ্চর্য ক্রিয়া কি, তদ্বিষয়ে হিন্দুরা সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞ। ঈশ্বর সত্যের আধার। তিনি কখন অসত্যের সহায় হইবেন না। ভ্রান্ত বিশ্বাসই হিন্দুদের ধর্ম ভ্রষ্টতার মূল। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর ও জগত একই বস্তু। কেননা তাঁহারা মনে করেন যে সৃষ্টি কর্তা যদি সৃষ্টি হইতে পৃথক হন, তবে তিনি আর অসীম হন না; কারণ যেখানে দুই বস্তু থাকে, সেখানে কোনটীই অসীম হইতে পারে না। দুইটীই সসীম হইয়া যায়। হিন্দুদের এই যুক্তি যে ভ্রম পূর্ণ, তাহা ন্যায় ও দর্শন বিদ ব্যক্তি মাত্রেই সহজেই প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন। ঈশ্বরের অসীমতা ও পূর্ণতার সহিত প্রকৃতির পরিমিত গুণ সংযোগ করিলে, হিন্দুরা ভাবেন, ঈশ্বর আরও অসীম ও পূর্ণ হইয়া উঠেন। আমরা বলি তাঁহাদের এই যুক্তি ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নয়। কারণ, ধর, হে প্রিয় পাঠক, তোমার এক গাছা হীরার অমূল্য হার আছে। এক্ষণে তুমি যদি সেই হার গাছটীতে বিষ্ঠা মাখাও, তাহা হইলে সেই হার কি আরও অমূল্য হয়। তবে জানিও, ভাই, আমাদের সৃষ্টি কর্তার সহিত সৃষ্ট বস্তুর তদ্রূপ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু, মনে কর, তোমার সম্মুখে দুই সম শ্রেণীর পদার্থ আছে। তেমন স্থলে এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সংযোগে

উহার মূল্য বৃদ্ধি পায় : যথা, স্বর্ণ মুদ্রার সহিত সম শ্রেণীর পদার্থ একটী পয়সা যোগ করিলে, স্বর্ণ মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পদার্থ দ্বয় যদি সমশ্রেণী ভুক্ত না হইয়া, পৃথক পৃথক শ্রেণী ভুক্ত হয়, অর্থাৎ, একটী উচ্চ শ্রেণীর পদার্থ এবং অপরটী নিম্ন শ্রেণীর পদার্থ হয়। সে স্থলে একটীর সহিত অপরটীর সংযোগে পদার্থের মূল্য বর্দ্ধিত হয় না; যেমন, জ্ঞান, বিদ্যা, সাহস, পুণ্য আদি উচ্চ শ্রেণীর বস্তুর সহিত যদি পয়সা, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি আদি নিম্ন শ্রেণীর বস্তু সকল সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে কি কখন জ্ঞান, বিদ্যা, সাহস, পুণ্য আদি বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে। না, কখন না। তদ্রূপ, হে আমাদের প্রিয় পাঠক, উচ্চ শ্রেণীর বস্তু,—অসীম ঈশ্বর, নিম্ন শ্রেণীর বস্তু,—জগত ও ভৌতিক গুণ সংযোগে যে আরও অসীম ও আরও পূর্ণ হইয়া যাইবেন বিশ্বাস করা সর্ব্বতো ভাবে ভ্রান্ত মত বৈ আর কিছুই নয়। অতএব, হে হিন্দু ভাই, আমাদের বাক্য ধর ও সৎ পরামর্শ গ্রহণ কর। এক্ষণে তোমার যুক্তি কি অসঙ্গত মনে কর না? না, ভাই, আর তুমি বলিও না যে ঈশ্বর ও জগত একই বস্তু*। কেননা

---

* Pantheism : pan : সমস্ত; theos : ঈশ্বর, অর্থাৎ, সর্ব্বে ঈশ্বর, বা প্রাণী মাত্রেই ঈশ্বর। এই মতাবলম্বীদিগকে Pantheist বলে এবং তাহাদের ধর্ম-সূত্র যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি উহার ফল ও মত সকলও সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার্হ ও হেয়। উক্ত মতাবলম্বীরা বলে যে প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব ও জীবনের চলাচল ঈশ্বর বৈ আর কিছুই নহে। ফলতঃ, তাহাদের মতে ইহ লোকে যাহা কিছু ঘটে, তৎ সমুদায়ই দৈব ঘটনা এবং আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, যেমন, প্রস্তর, জল, গাছ, জন্তু প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু, ঈশ্বর। সুতরাং কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অপেক্ষা, মানুষই ঈশ্বর নামে খ্যাত হইবার বিশেষরূপে যোগ্য; কারণ না প্রস্তরে, না জলে, না গাছে ঈশ্বর স্বকীয় চেতনা লাভ করেন; কিন্তু তিনি কেবল বিবেক বিশিষ্ট মানুষেই আপনাকে আপনি জানিতে পারেন।

হিন্দু পাস্থিষ্টদের এই ধর্ম্ম সূত্র যে অতি ভীষণ ও ঘৃণার্হ তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রে স্বীকার করিবে। কারণ উক্ত মতের দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্ব স্ব অভিলাষ লাভার্থে যত প্রকার দুষ্কর্ম্ম ও কদাচার পৃথিবীতে আছে তৎ সমুদায়ই ঈশ্বরীয় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই ধর্ম্ম সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের ধর্ম্ম সূত্র ভয়ঙ্কর হইলেও, তথাচ আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে তাহা এক উৎকৃষ্ট ও উন্নত সত্য হইতে উৎপন্ন আরক্ত ফল।

যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে ঈশ্বর অসীম নন; তিনি সসীম। যেহেতু তুমি কি মান যে ইদানীং ঈশ্বর, হয়, আরও মৃত্তিকা, জল, অগ্নি আদি পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারেন; না হয়, পারেন না। যদি তুমি বল যে ঈশ্বর আর কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না; তবে তো তিনি শক্তি হীন, সুতরাং তার অসীম নন। আবার যদি

বস্তুতঃ আসল মুদ্রা না থাকিলে, যেমন উহার মেকী চলিতে পারে না; তদ্রূপ যে কোন সত্য যতই উৎকৃষ্ট তৎ সম্বন্ধীয় ভ্রান্তি ততই নিকৃষ্ট ও ঘৃণার্হ হয়ই হয়; কেননা বিচক্ষণ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ভ্রান্তি মাত্রেই কোন না কোন বিশেষ সত্য দ্বারা আশ্রিত। পদার্থ মাত্রেতেই যে কিছু কিছু দৈব ভাব আছে, তাহা সত্য বটে; তখন মানুষ মাত্রেই যে ইহা আরও বিশেষ রূপে আছে তাহার আর সন্দেহ কি? ধর্ম-শাস্ত্রও এই সত্য ঘোষণা করে: যথা, Ego dixi : dii estis et filii excelsi omnes : * অর্থাৎ, "আমি বলিয়াছি: তোমরা দেবগণ এবং তোমাদের সকলে উচ্চতমের পুত্রগণ। তবে এক্ষণে বুঝা উচিত যে দুই প্রকারে ঈশ্বর হওয়া যায়: অর্থাৎ, ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হইয়া ঈশ্বর হওয়া এক প্রকার; আর ঈশ্বরীয় গুণ ও ঈশ্বরীয় জীবনের মূর্ত্তিধর হইয়া ঈশ্বর হওয়া আর এক প্রকার। একটী সরল উদাহরণ দ্বারা আমরা ইহার অর্থ ব্যাখ্যা করিব:

আমি বলিয়াই ধরি। আমি এক মানুষ; সুতরাং জ্ঞান ও বিবেক বিশিষ্ট প্রাণীর স্বভাব ও জীবন আমাতে তো আছে। তখন আমার ঔরসে যদি এক সন্তান জন্মে, তাহা হইলে আমি সেই সন্তানকে আমার স্বভাব ও আমার জীবনের সহভাগী ও অধিকারী করি। এজন্য সে আমার নিজ বস্তুর অংশ বা খণ্ড স্বরূপ।

অপর দিকে, চিত্র করের আলয়ে গিয়া যদি আমি আমার চেহারা তুলাইয়া রাখি; তাহা হইলে সেই চেহারা, বস্তুতঃ, আমার সাদৃশ্য হয় বটে; তথাপি কিন্তু তাহা আমার জীবন্ত, আদত ও আসল প্রতিমূর্ত্তি নয়। আমার বন্ধুরা এই ফটো খানি অবলোকনে কহিবে: আঃ, এই চেহারা খানি ঠিক তাহারই মতন দেখাইতেছে; ঐ দেখ, তাহার চাহনি, হাসি, মুখের আদল, হাবভাব সমস্তই যেন একেবারে ইহাতে বসান আছে। কিন্তু তাহারা কখন বলিবে না যে এই চেহারা খানিতে আমার স্বভাবের প্রকৃত অংশ বা ভাগ আছে। তবে দেখ, আমার সহিত আমার চেহারার সম্বন্ধ যত দূর, ঈশ্বরের সহিত সৃষ্ট প্রাণীর সম্বন্ধ তত দূর। প্রাণী মাত্রই ঈশ্বরের কমবেশ অনুরূপ। তথাপি তাহারা না, বস্তুতঃ, ঈশ্বর, না ঈশ্বরের অংশ। আকাশে যে সূর্য কিরণ দেয় ও জলাশয়ে যে সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার প্রভেদ যে দেখিতে না পায়, তাহার মতন মূর্খ এমন কে আছে?

কাথলিক ধর্ম সূত্র মতে ঈশ্বরের এক মাত্র পুত্র আছেন যিনি অনন্ত কাল পিতা ঈশ্বর হইতে জাত এবং যাঁহাকে, এক অনন্ত ও আবশ্যকীয় কার্য দ্বারা, পিতা ঈশ্বর আপনার পূর্ণ স্বভাবের সহভাগী করেন। কিন্তু মানুষ ও অপরাপর সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যায় যে: তাহারা ঈশ্বর হইতে আইসে বটে, এবং ঈশ্বর হইতে নির্গত হয় বটে; তবে তাহারা উচ্চতমের পূর্ণ, সত্য, জীবিত ও আসল মূর্ত্তিধর নয়। ইহারা ঈশ্বরে যে সকল ভাব আছে, সেই সকল ভাবের, অসম্পূর্ণ রূপে ও বাহ্যিক ভাবে, প্রতিবিম্বিত সাদৃশ্য মাত্র।

* Psalm 81. vers. 6.

বস্তু যে তিনি আরও বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই নূতন নূতন সৃষ্ট বস্তুর সংযোগে ঈশ্বরও বর্দ্ধিত হন। তিনি যদি বৃদ্ধি পান, তাহা হইলে তোমাকে বলিতে হইবে যে ইতিপূর্ব্বে ঈশ্বর অসীম ছিলেন না। এক্ষণে বল দেখি, ভাই, এই উভয় সঙ্কট হইতে কেমন করিয়া তুমি মুক্ত হইবে?

ফল কথা, এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই পৃথিবীতে বস্তু প্রাণী ও পদার্থে যে সমুদায় রূপ, সৌন্দর্য ও বিবিধ গুণ আছে, তৎ সমুদায় হয় ঈশ্বরীয় স্বভাবের বিপরীত বা অসঙ্গত, না হয় সঙ্গত; যদি বিপরীত না হয়, তাহা হইলে তৎ সমুদায় রূপ, সৌন্দর্য্য ও গুণ কেবল ঈশ্বরে যে আছে তাহা নয়, কিন্তু তৎ সমুদায় অসীম ভাবে তাঁহাতে অবস্থিতি করে। আর যদি বিপরীত হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় স্বভাবের অসঙ্গত গুণের কথা হয়, তাহা হইলে সেই সকল গুণ ঈশ্বরে না হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে উৎকৃষ্ট ভাবে তাঁহাতে আছে। ১ম উদাহরণ: চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র আদির জ্যোতিঃ ও শোভা কিম্বা মনুষ্যের জ্ঞান, বুদ্ধি, স্বাধীনতা, সাধুতা, শক্তি, আদি যত কিছু পরিমিত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তৎ সমুদায়ই ঈশ্বরে অমিত ভাবে আছে। ২য়। উদাহরণ: ঈশ্বর প্রস্তর নহেন বা কাষ্ঠ নহেন। তিনি তিক্ত বা মিষ্ট নহেন। তিনি না লাল, না সবুজ; কিন্তু প্রস্তর, কাষ্ঠ, আস্বাদন, বর্ণ প্রভৃতির আদি-কারণ অসীম ভাবে ঈশ্বরে আছে। বলা বাহুল্য যে ঈশ্বর জগত হইতে পৃথক। অবশ্য, তিনি পৃথক আছেন বটে, তথাপি তাঁহার স্বভাব, মহিমা ও গৌরব পৃথিবীময় এত বিরাজমান আছে, যে সহজেই আমাদের প্রতীয়মান হয়: সৃষ্টি কর্তা পৃথিবীর সহিত অভিন্ন ভাবে লিপ্ত হইয়া থাকেন। সেই জন্যই কি সাধু পৌল বলেন না: আমরা ঈশ্বরে বাঁচি, চালিত হই ও আছি।

এই দেশে যে সকল প্রটেষ্টাণ্টগণ আছেন তাঁহাদিগকে আমরা পতিত বা ছিটেন বলি। আমাদের দেশীয় প্রটেষ্টাণ্টদের পারমাত্মিক অবস্থা বস্তুতঃ বড়ই শোচনীয়। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা যেমন অজ্ঞ, কাথলিক মণ্ডলী সম্বন্ধেও ততোধিক। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এমন ধারণা আছে যে কাথলিক ধর্ম্ম সে কালের জন্য, অধুনা প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। কেহ কেহ এমন মূর্খ আছেন যে আমাদিগকে তাঁহারা বলিতে সাহস করেন: কাথলিকেরা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার একটী আজ্ঞা উঠাইয়া ফেলিয়াছে, তাহারা মন্দিরে মূর্ত্তি রাখিয়া পূজা করে। এই সকল মিথ্যা অপবাদ তাহাদের শৈশব কালের কুসংস্কার, না তাহাদের গোরা পাদৃদের উপদেশ, তাহা আমরা বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, এই উপসংহারে, আমাদের দেশীয় প্রটেষ্টাণ্টগণকে ২।১ টী সৎ পরামর্শ দিতে আমরা মানস করিয়াছি। ভাই, পবিত্র মণ্ডলীর ইতিহাস পাঠ করিলে, তুমি জানিতে পারিবে যে ইংলণ্ড, জর্ম্মনি প্রভৃতি যাবৎ কাথলিক ছিল, তাবৎ সেই ২ রাজ্যে অসংখ্য সাধুরা ছিলেন এবং তাঁহারা অনেকানেক আশ্চর্য ক্রিয়া করিলেন; কিন্তু কাথলিক মণ্ডলী হইতে ছিন্ন হইবামাত্র, সেই সকল রাজ্যে না পুণ্যাত্মার, না আশ্চর্য ক্রিয়ার বিষয় আর শুনিতে পাওয়া যায়। অথচ, যেমন পুরা কালে, তেমনি আজ কালও কাথলিক মণ্ডলীর গতি একই রূপ আছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন তাহাতে সাধুদের সমাগম ও আশ্চর্য ক্রিয়া ছিল, এখনও তেমনি সেই সকল জাজ্বল্যমান আছে।

অতএব ভাইরে, বলি শুন, তোমার চোক হইতে কুসংস্কার রূপ ঠুলি ফেলিয়া দাও, অক্ষি যুগল উন্মীলিত কর ও বিবেচনা করিয়া দেখ আমরা যাহা বলি তাহা সত্য কি না: তোমাদের মধ্যে পবিত্রতার পুণ্য যেমন নাই, তেমনি একতারও বড়ই অভাব আছে।

আমরা যদি বলি যে পৃথিবীতে যত প্রটেষ্টান্ট আছে, তত ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তাহাতে বোধ হয় আমাদের অত্যুক্তি হয় না; কেননা তাহারা স্ব স্ব গোপনীয় বিচার দ্বারা যে যেমন বুঝে সে তেমনি বিশ্বাস করে। সুতরাং ধর্ম শাস্ত্রের অর্থ এক জন যদি বলে : এই মত। অন্য জন তাহা অস্বীকার করে, বলে : না, এইমত। ভাই, ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের মধ্যে যখন এত অনৈক্য, যখন তোমরা ভিন্ন ভিন্ন মতের সমষ্টির স্রোতে এত ভাসমান, তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তোমরা প্রভু যীশু খৃষ্টের পালে গণিত হও না। কেননা প্রভু যীশু অনেক মণ্ডলী স্থাপন করেন নাই; কিন্তু যাহার বিরুদ্ধে নরকের দ্বার কখন প্রবল হয় না ও যাহার নিত্য সহায় ঈশ্বর, সেই কেবল একমাত্র মণ্ডলী তিনি স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে সন্দিগ্ধমনা প্রটেষ্টান্ট ভাইগণ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন : তবে, আমরা কি সত্য মণ্ডলী ভুক্ত নয়? ইহার উত্তরে আমরা বলি : হাঁ, ভাই, বাপ্তিস্ম দ্বারা তোমরা এই সত্য মণ্ডলী ভুক্ত ছিলে বটে; কিন্তু পাষণ্ডতা ও ভ্রষ্টতা প্রযুক্ত তোমরা নারিকেল গাছ-রূপ মণ্ডলীর ভুয়া ফলের ন্যায় তাহা হইতে স্খলিত ও পতিত হইয়াছ। বস্তুতঃ, যেখানে দলাদলী ও মত ভেদ আছে সেখানে না সত্য, না খৃষ্ট আছেন। সাধু পৌলের বচন এই : কারণ আমার এই ইচ্ছা হওয়ায় আমি কি অস্থির হইয়াছি, বা আমি যাহা মনে করি, তাহা কি মাংসের অনুসারে মনে করি যেন আমার সহিত হয় ও নয় থাকে। কিন্তু, ঈশ্বর সাক্ষী,—আমি যে কথা তোমাদের সহিত ব্যবহার করিয়াছি, তাহা হাঁ ও না ছিল না। 'কেননা তোমাদের মধ্যে যাঁহাকে, সিলবন, তিমথি ও আমি প্রচার করিয়াছি, ঈশ্বরের পুত্র সেই যীশু খৃষ্ট হাঁ ও না ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাতে (সর্বদা) হাঁ ছিল। ১৭।১৮।১৯শ পদ। ২য় করিন্থের ১ম পর্ব।

যাহারা খৃষ্টের পাল-ভুক্ত, তাহারা আপনাপন পালককে চিনে, জানে ও মানে। প্রভু যীশু খৃষ্ট, না লুথর, না কলবিন, না রাজা অষ্টম হেনরি, না রাণী এলিসেবা, না অন্য কোন বিজ্ঞবরকে, কিন্তু কেবল পিতরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "হে যোনার পুত্র শিমোন, আমি তোমাকে বলিতেছি যে তুমি পিতর (অর্থাৎ প্রস্তর) এবং এই প্রস্তরের উপর আমি আমার মণ্ডলী নির্মাণ করিব ও নরকের দ্বার তাহার বিরুদ্ধে কখন প্রবল হইবে না।" (সাধু মথি ১৬ পর্ব ১৮ পদ)। আরও কেবল পিতরকেই প্রভু কহিলেন: "আর আমি তোমাকে স্বর্গ রাজ্যের চাবি দিব; এবং তুমি যাহা পৃথিবীতে বদ্ধ করিবে, স্বর্গেও তাহা বদ্ধ হইবে; আর তুমি যাহা পৃথিবীতে মুক্ত করিবে স্বর্গেও তাহা মুক্ত হইবে।" (সাধু মথি ১৬ পর্ব ১৯ পদ)। প্রভু আরও সাধু পিতরকে বলিলেন: "আমার মেষ শাবককে চরাও এবং আমার মেষ গুলিকে চরাও।" সাধু যোহনের ২১শের পর্ব। ১৬। ১৭ পদ। সেই জন্য বলি: হে প্রটেষ্টাণ্ট ভাইগণ, অলসতা বা এক রোখা প্রযুক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসে কখন থাকিও না; কেননা জ্ঞাত সারে এই ভ্রমে থাকিলে তোমার আত্মা নষ্ট হইবে।

এক্ষণে, হয়ত, তুমি বলিবে: সাধু পিতর মরিয়া গিয়াছেন। হাঁ, পিতর মরিয়াছেন বটে, কিন্তু তুমি কি জান না যে এক রাজা মরিলে, তাহার উত্তরাধিকারী সিংহাসন অধিকার করে। তেমনি সাধু পিতরের পদে পবিত্র পাপারা ক্রমান্বয় নিয়োজিত হইয়া আসিতেছে। কারণ যীশু খৃষ্ট আপন প্রেরিতগণকে বলিয়াছেন: "জগতের শেষ পর্যন্ত (তিনি বলেন নাই: পিতরের মরণ পর্যন্ত) আমি তোমাদের সহিত থাকিব।" অতএব সেই পিতরের প্রতিনিধিগণকে যাহারা মানে ও তাহাদের আজ্ঞা পালন করে, তাহারাই খৃষ্টের পাল এবং যাহারা তাহাদের অবাধ্য,

তাহারা ভূতের পাল। কেননা প্রভু যীশু খৃষ্ট বলেন: "যে কেহ মণ্ডলীর কথা অমান্য করে, তাহাকে তুমি (সত্য খৃষ্টীয়ানের মতন নয় কিন্তু) প্রতিমা পূজক ও কর গ্রাহকের তুল্য জ্ঞান করিবে।" সাধু মথি ১৮শ পর্ব ১৭শ পদ।

আবার, হে মুসলমান ও হিন্দুগণ, আমরা যাহা বলি শুনুন; নিদ্রিত থাকিবেন না। লোকে বলে: যেমন গাছ, তেমনি ফল। ভাল গাছে, ভাল ফল ধরে। মন্দ গাছে, মন্দ ফল ধরে। সেই জন্য বলি আপনাদের ধর্ম-বৃক্ষে কি প্রকার ফল ফলিয়াছে, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করুন দেখি। মহম্মদ যে দেশে জন্ম গ্রহণ ও কোরান প্রচার করেন, সেই আরব দেশের অবস্থা আজকাল কিরূপ? সেখানকার অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার বিষয় কে না জ্ঞাত আছে? খালি আরব দেশ কেন? মিসর, তুর্কি ও অন্যান্য মুসলমান রাজ্যগুলি, আজকাল নিতান্তই হীন ও দুর্গতিগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তথায় পরাধীনতা ও দাসত্ব ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। অধিক কি বলিব? এই ভারতবর্ষই ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ। দেখুন, এই বিশাল রাজ্যে যত জাতি আছে, তন্মধ্যে মুসলমানেরাই সর্বাপেক্ষা নিতান্ত অজ্ঞ ও অসভ্য জাতি বলিয়া খ্যাত।

আর হিন্দুদের আধুনিক অবস্থাই বা কি প্রকার আছে? সকলেই জানে ভারতবর্ষ এক অতি প্রাচীন রাজ্য: পুরাকালে ভারতবাসীরা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। ভারতের ভাষাগুলি এক দিকে যেমন প্রাচীন, অন্য দিকে তেমনি সুশ্রাব্য। এক কালে, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, শিষ্টতা ও কীর্তি প্রভৃতিতে অপরাপর দেশ অপেক্ষা ভারত প্রায় অদ্বিতীয় ছিল। কিন্তু আধুনিক হিন্দুদের গৌরব কোথায়? ভারতের মুখোজ্জ্বলতা কেনই বা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে? ৪০০০ চারি হাজার

বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে যে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, শীল বিদ্যা, দক্ষতা, নিপুণতা, পটুতা ও পাণ্ডিত্য জাজ্বল্যমান ছিল, ইদানীং তৎ সমুদায়ই কেনই বা হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে? কেনই বা কুলতিলক আর্য বংশের আর্য সুতগণ এক্ষণে বিজাতীয় গোরা (শ্বেত*) পুরুষদের পদাবনত? হায়, হায়, হিন্দু ভাই, তোমার এই দুর্গতি ও বিপত্তির কারণ কি, বলিতে পার? আমরা বলি তোমার এই পদ চ্যুতির হেতু তোমার ধর্ম্মেরই বৈগুণ্য, অন্য কোন দোষ বশতঃ নয়। আর্য সন্তান হে, তোমার প্রাচীন গৌরব ও পূর্ব শ্রী স্মৃতি পথারূঢ় হইলে এক্ষণে কি তুমি লজ্জাবনত মস্তক হও না? বস্তুতঃ, খৃষ্টের সর্ব মঙ্গলময় মনুষ্য-অবতার হওনাবধি সত্যধর্ম্মই মনুষ্যকে সভ্যতা, বিদ্যা ও স্বাধীনতার উন্নত শিখরে লইয়া যাইবার এক মাত্র উপায়। যে রাজ্যে সত্য ধর্ম্মের পতাকা উড্ডীয়মান হয় না, সেখানকার না মঙ্গল, না গৌরব স্থায়ী আছে। তখন যেখানে অসত্য ধর্ম আছে, সেখানে সভ্যতার ফুল যে কেবল প্রস্ফুটিত হয় না, শুদ্ধ তাহা নহে; কিন্তু তদ্দেশ বাসীদের আদিতে যে উৎকৃষ্ট শক্তি, রীতি, নীতি ও কীর্ত্তি বিদ্যমান ছিল, তৎ সমুদায় হইতে তাহারা, সত্য ধর্ম্মের জ্যোতির অভাবে, পদেং সর্বস্ব হারা হইয়া পড়ে। এমন কি সভ্য মানুষ অধার্ম্মিকতার অভ্যাসে ক্রমে ক্রমে পশু হইয়া যায়। কেননা যেখানে সত্য ধর্ম্ম বিরাজ না করে, সেখানকার প্রজারা ঈশ্বরীয় আশীর্বাদের পাত্র হয় না। এবং যাহাদের মধ্যে এই আশীর্বাদের অভাব আছে, তাহাদের মধ্যে না স্বদেশ ভক্তি, না একৈক্য, না একপ্রাণতা, না প্রতিযোগীতা, না কার্য্যোদ্যম, না অধ্যবসায়, না উন্নতির ক্রমিক বিকাশ সাধিত হয়।

---

* শ্বেতম—Swetam (Sweden), আর্য্যেরা সুইডেনে গিয়া সেই স্থান বরফে ঢাকা দেখিয়া সেই দেশের নাম শ্বেত দেশ (Sweden) দেন।

বিদেশীরা যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হন যখন তাঁহারা শুনেন যে হিন্দুরা মনে করেন তাঁহারাই জগতের মধ্যে পরম ধার্ম্মিক জাতি ও তাঁহাদের ধর্ম শাস্ত্র উৎকৃষ্ট। হিন্দুদের মধ্যে যেমন বার মাসে তের পর্ব আছে, তেমনি যাগ, যজ্ঞ, জপ, তপ, শ্রাদ্ধ, হোম, পূজা আদি নিত্য ক্রিয়ার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভক্তির নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। কেননা যাঁহারা জগতের সমস্ত পদার্থ গুলিকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা, অবশ্যই, কোন ঈশ্বরকে না পূজা না সেবা করেন। সুতরাং তাঁহাদের যাগ, যজ্ঞ, জপ, তপ ও হোমাদি পরমেশ্বরের উপযুক্ত পূজা নয়। তীর্থ যাত্রা করিতে হিন্দুরা বড়ই তৎপর, কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে আন্তরিক পবিত্র ভাব নাই, তাঁহাদের তীর্থ যাত্রার কি প্রয়োজন? কত কত হিন্দু লোকে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, রামেশ্বর ও অন্যান্য তীর্থ পর্যটন করিয়া থাকেন, কিন্তু কে না জানে তাঁহারা তীর্থ স্থলে দিনের বেলা যেমন ভক্তি প্রদর্শন করেন, রাত্রকালে তেমনি দুষ্কর্ম করিতে কুণ্ঠিত হন না। এরূপ তীর্থ যাত্রায় তাঁহারা কি পুণ্য ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন?

হিন্দুদের মতে বিধবা বিবাহ করা পাপ। কিন্তু কে না জানে এই কুপ্রথার দোষে কত কত ললনা স্ব স্ব ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম হইয়া আপনাপন পুর্ণ যৌবনের ভরা ডুবাইয়া ফেলিতেছে, গোপনে গোপনে দুষ্কর্ম করত, পরে সেই গুপ্ত কুসংসর্গের অসম্ভাবিত ফল নষ্ট করিতে, তাঁহাদের অনেকেই কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছেন না। বলিতে কি, বাল্য বিবাহ, সহমরণ, কৌলীন্য আচার আদি এতদ্দেশীয় প্রাচীন প্রথা গুলি এত কুৎসিৎ ও ঘৃণার্হ যে সেই সকল বর্ণনা করিয়া আমাদের লর্ড মাতার এই পবিত্র গ্রন্থ খানি কলুষিত করিতে আমরা ইচ্ছা করি না।

হিন্দু ভাইগণ, তোমাদের কি কখন মনে উদয় হয় না যে তোমরা মিথ্যা ধর্মের ছলে একেবারে ভুলিয়া আছ, তোমাদের না পূজায়, না হোমে, না তীর্থে কোন পুণ্য ফল সঞ্চয় হয়। সমস্ত মানব কুলের নিস্তার ও পরিত্রাণের জন্য যদবধি স্বয়ং ঈশ্বর এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদবধি কি সম্রাট, কি সম্রাজ্ঞী, কি রাজা কি রাণী সকলেই সর্বত্রে সেই যীশু খৃস্তের পবিত্র নামে নতশীর হইয়া থাকেন। পৃথিবীর উপর যে ইউরোপ ও আমেরিকা বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, যশ, জয় ও কীর্তিতে এত প্রসিদ্ধ, সভ্যতা, ক্ষমতা, প্রবল প্রতাপ ও বাহুবলে যে যে প্রদেশ ভুবন বিখ্যাত, সেই বিলাত ও মার্কিন বাসীরা আমাদের প্রভু যীশু খৃস্তে বিশ্বাস ও তাঁহাকে পূজা করে। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে লক্ষ লক্ষ হিন্দুগণ এই পরম সুখময় ও অনন্ত জীবন দায়ক বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত আছে। হায়, হায়, তাহারা দয়ার সাগর নর ত্রাতা যীশু খৃস্তের মধুর নাম মানে না।

আহা, এমন সুদিন কবে হবে, যবে ভারতবর্ষের সমুদায় সন্তানেরা এক মনে প্রভু যীশু খৃস্তের পূজা করিবে? সে দিন আসিলে, ভারত পৃথিবীর মধ্যে এক অতি বিখ্যাত রাজ্য হইবে। আমাদের একান্ত ভরসা যেন ধন্যা কুমারীর বরে সেই শুভ দিনের সুপ্রভাত শীঘ্র উপস্থিত হয়। আমেন।

আমাদের লুর্দ মাতার স্তব।

হে প্রভু, দয়া কর।

হে খৃস্ত, দয়া কর।

হে প্রভু, দয়া কর।

হে খৃস্ত, আমাদের প্রার্থনা শুন।

হে খৃস্ত, আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য কর।

স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বর,
জগত্রাতা পুত্র ঈশ্বর,
পবিত্র আত্মা ঈশ্বর,
পবিত্র ত্রিত্ব এক ঈশ্বর,
} আমাদের প্রতি দয়া কর।

মারীয়া, ঈশ্বরের সাধ্বী জননী,

মারীয়া, চমৎকারিণী রাণী, তুমি মর্ত্তের এক বন্য স্থলের উপর নেত্রপাত ও তথায় এক দরিদ্র কন্যাকে অন্বেষণ করিতে প্রসন্ন হইয়াছিলে,

মারীয়া, তুমি লুর্দের গহ্বরে এক চাষার কন্যাকে কত বার দর্শন দিয়াছিলে,

মারীয়া, তুমি সেই যুবতী মেষ পালিকাকে পাপীদের জন্যে বড় প্রার্থনা করিতে ধরিলে,

মারীয়া, দর্শন শৈলের উপরে তোমার নামে একটী মন্দির নির্ম্মাণের ইচ্ছা পুরোহিতদের নিকট জানাইবার জন্য তুমি সেই নিষ্কপট কন্যাকে পাঠাইয়াছিলে,

মারীয়া, তুমি সেই নম্রশীলা কন্যাকে বলিয়াছিলে আমি ইচ্ছা করি যেন লোকে গহ্বর দর্শনে সমারোহে যাত্রা করে,

মারীয়া, তুমি যে শৈলোপরে পদার্পণ করিয়াছিলে, সেই শৈল-গহ্বরের স্থল হইতে বিশুদ্ধ জলের এক উৎস প্রবাহিত করাইয়াছিলে,

মারীয়া, তুমি লুর্দ সহরে তোমার নির্ম্মল গর্ভধারণ উপাধি সম্মানিত হইতে মনোনীত করিয়াছিলে,

মারীয়া, লুর্দের গহ্বরে তোমার বর দানের বিরুদ্ধে ঐহিক জ্ঞানীরা যে সমস্ত উদ্যম করিয়াছিল তৎসমুদায় তুমি নিষ্ফল করিয়াছিলে,

মারীয়া, লুর্দ সহরের অলৌকিক উৎস হইতে তুমি যে অনিবার্য জলের স্রোত নির্গত করিয়াছিলে,

নির্ম্মলা কুমারী, ন্যায়বানদের জন্য শান্তি ও সহিষ্ণুতার দৈব উৎস,

নির্ম্মলা কুমারী, দুঃখী পাপীদের জন্য দয়া ও ক্ষমার অবিশ্রান্ত উৎস,

} আমাদের জন্য প্রার্থনা কর।

নির্ম্মলা কুমারী, দুঃখী জনদের সান্ত্বনার সজীব উৎস,

নির্ম্মলা কুমারী, যাহারা রুগ্ন ও রোগী, তাহাদের শক্তি ও আরামের চমৎকার উৎস,

নির্ম্মলা কুমারী, যাহারা মর মর তাহাদের আশ্রয় ও ভরসার গুণকারক উৎস,

নির্ম্মলা কুমারী, যাহারা শুচাগ্নিতে আছে, তাহাদের শান্তি ও উদ্ধারের উপকারক উৎস,

নির্ম্মলা কুমারী, সমস্ত মনুষ্য জাতির জীবন রক্ষা ও পরিত্রাণের প্রচুর উৎস,

নির্ম্মলা কুমারী, আমাদের জন্য তোমার পবিত্র হৃদয় কোমলতা ও বদান্যতায় উথলিত,

নির্ম্মলা কুমারী, কেহ কখন তোমাকে অনর্থক ডাকে নাই,

আমাদের জন্য প্রার্থনা কর।

স্বর্গে যে দিব্য ঐশ্বর্য তোমাকে বেষ্টন করে তাহা হইতে;— হে মারীয়া, আমাদের প্রহরী হও।

ঈশ্বর ও পবিত্র মণ্ডলীর আজ্ঞা পালনে,— হে মারীয়া, আমাদিগকে উত্তেজিত কর।

স্বর্গের কঠোর যাত্রায়,— হে মারীয়া, আমাদের আশ্রয় হও।

শয়তান, জগত ও মাংসের বিরুদ্ধে, আমাদের যুদ্ধ কালে:— হে মারীয়া, আমাদিগকে রক্ষা কর।

প্রকৃত ও আসল ধার্মিকতায়,— হে মারীয়া, আমাদিগকে দৃঢ় কর।

আমাদের দুঃখ, ক্লেশ ও দুর্গতির সময়ে,— হে মারীয়া, আমাদিগকে সাহায্য কর।

আমাদের রোগে, শোকে ও ক্ষীণতায়,— হে মারীয়া, আমাদিগকে উৎসাহ দাও

আমাদের অন্তিম কালে,— হে মারীয়া, আমাদের সহায় হইও।

আমাদের ন্যায়বান বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যখন আমরা কাঁপিব,—হে মারীয়া, আমাদের জন্যে মধ্যস্থতা করিও।

হে ঈশ্বরের মেষ শাবক, জগতের পাপ হারক,

হে প্রভু, আমাদিগকে ক্ষমা কর।

হে ঈশ্বরের মেষ শাবক, জগতের পাপ হারক,

হে প্রভু, আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য কর।

হে ঈশ্বরের মেষ শাবক, জগতের পাপ হারক

হে প্রভু, আমাদের প্রতি দয়া কর।

হে খৃষ্ট, আমাদের প্রার্থনা শুন।

হে খৃষ্ট, আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য কর।

পদ। হে ঈশ্বরের সাধ্বী ও নির্ম্মলা মাতা, আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর।

উত্তর। যেন আমরা খৃষ্টের অঙ্গীকারের যোগ্য হইতে পারি।

আইস আমরা প্রার্থনা করি।

হে অনির্বচনীয় উত্তমতার ঈশ্বর যীশু, তোমার নির্ম্মলা মাতা মারীয়াকে যে সকল কৃপা ও দয়ার পরিবেশক নিযুক্ত করিয়াছ, সেই সকল তিনি লুর্দ সহরের বিশেষরূপে অনুগৃহীত শৈলে আশ্চর্যরূপে বর্ষণ করিতে ভাল বাসেন বলিয়া আমরা তোমাকে নম্রতা পূর্বক মিনতি করি, তাঁহার প্রার্থনা ও গুণে, যাহা যাহা আমাদের পক্ষে গুণকারক, আত্মা ও শরীরের স্বাস্থ্য, বিশেষতঃ তোমাকে জানিবার ও বেশী২ প্রেম করিবার কৃপা আমাদিগকে দাও যেন আমরা ইহ জগতে বিশ্বস্ত ভাবে তোমার সেবা করিয়া, এক দিন স্বর্গে তোমার সিংহাসনের সম্মুখে, আমাদের সাধ্বী জননী মারীয়ার পদতলে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত অনন্ত কাল তোমার প্রশংসা ও ধন্যবাদ এবং তোমাকে প্রেম করি। আমেন

মারীয়ার প্রতি।

তোমার আবির্ভাবে লুর্দের অনুগৃহীত শৈল যেমন পবিত্রীকৃত হইয়াছে, তেমনি তুমি সেখানে প্রচুর পরিমাণে কৃপা বারি বর্ষণ করিতেছ, হে মারীয়া, অনন্ত কাল তুমি ধন্যবাদিত ও আশীর্বাদিত হও, সকলে তোমাকে ভাল বাসুক ও ডাকুক। আহা, ইহলোকে তুমি যেন আমাদের চির মাতা, ভরসা ও সান্ত্বনা এবং পরলোকে আমাদের রাণী হও। আমেন

Imprimatur.

✠ JOSEPH ADOLPHUS GANDY.

Archiepiscopus Pudicheriensis.

PONDICHERRY,
The 24*th Mai*, 1895.
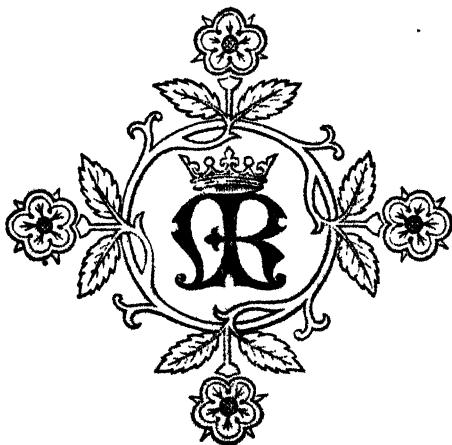
শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৯	যাই	যায়
৫	১৭	প্রাণতোষিনী	প্রাণতোষিণী
৬	১৭	মুহুর্ত্তে	মুহূর্ত্তে।
৭	৮	সুশোভিণী	সুশোভিনী
৭	১০	বিকশিত	বিকসিত
৮	১	কোটী	কটা
৮	৫	দর্শন দায়িণীর	দর্শন - দায়িনীর
৮	১০	দর্শন দায়িণী	দর্শণ দায়িনী
৯	১৫	গোপনে	গোপন
১০	১২	প্রস্ফুটীত	প্রস্ফুটিত
১৪	১১	বিকশিত	বিকসিত
১৫	৪	সুশোভিণী	সুশোভিনী
১৬	২৪	নিগুঢ	নিগূঢ
২২	১৬	দুরাত্মাদিগের	দুরাত্মাদিগের
২৬	১৮	উজ্বল	উজ্জ্বল
৪৯	৮	বৃতান্ত	বৃত্তান্ত
৫৫	১৩	উন্মুলীত	উন্মীলিত
৬৩	১৮	গুঢার্থে	গূঢার্থ
৭৪	১২	ধর্ম্মশাস্ত্রের পরম গীত ৪।৭	Officium de Imc. Conc. ad Laudes.
৮২	১২	মুস্থল	মুসল
৯৪	১৮	তত্রস্ত	তত্রস্থ
৯৮	৫	তন্মেধো	তন্মধ্যে
১৫৯	১৩	পানান্ত	পানান্তে
১৮১	১৬	চিৎকার	চীৎকার
১৮৩	১২	সাস্থ্যের	স্বাস্থ্যের
২১৪	৩	আনন্দাশ্রু	আনন্দাশ্রু
২৪৬	১২	লোভের	লাভের
২৫১	১৮	প্রধান গুরুবর	গুরুবর
ঐ	ঐ	আর্চ বিশপ	বিশপ
২৫২	৬	আর্চবিশপ	বিশপ
২৭১	১৩	পারমারত্বিক	পারমাত্মিক
ঐ	টীকা	Autem Vivo	Vivo autem.

সূচী পত্র।

বিষয়ের তালিকা। — পৃষ্ঠার সংখ্যা।

৪র্থ কাণ্ড।

৫ম কাণ্ড।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

বিষয়ের তালিকা পৃষ্ঠার সংখ্যা

সপ্তম কাণ্ড।

অষ্টম কাণ্ড।

আমাদের লুর্দের কর্ত্তৃ।

বিষয়ের তালিকা ... পৃষ্ঠার সংখ্যা

প্রণাম মারীয়া।